আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ফেব্রুয়ারী, ২০২০ ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ফেব্রুয়ারী, ২০২০ঈসায়ী

সূচিপত্র

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায় স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করায় মামলা দিয়ে স্বামী নিজামুদ্দিন শেখের (৪৭) তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে তাগুত আদালত। তিনি চিতলমারী সরকারি বঙ্গবন্ধু মহিলা এমএলএসএস পদে কর্মরত।-খবরঃ কালের কণ্ঠের

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) বাগেরহাটের তাগুত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এ রায় দেয়। কুফরি আদালতের রায়ে দণ্ডিত নিজামুদ্দিন শেখ (৪৭) উপজেলার আড়ুয়াবর্নী চরপাড়া গ্রামের মোতালেব শেখের পুত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনে ৫ জনকে হত্যার পর এক বন্দুকধারী আত্মহত্যা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ইউএসএ টুডে এ খবর প্রকাশ করেছে। স্থানীয় সময় বুধবার বিকেলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

৫১ বছরের অভিযুক্ত ব্যক্তি মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছন মিলওয়াওকি পুলিশ প্রধান আলফাসনো মোরালেস। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায়ই নিজেদের নাগরিক দ্বারা এমন হত্যার ঘটনা ঘটে। আর এবারের হত্যাকাণ্ড তার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আজ দোহায় শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি সর্বশেষ চুক্তির দিন। আফগান থেকে ক্রুসেডার আমেরিকা বিদায় হওয়ার ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। উপস্থিত আছে সেখানে ৩০ টি দেশের প্রতিনিধিসহ ১২ টি সংগঠন।

দোহার সেরাটন হোটেল বৈঠক শুরু হওয়ার পূর্ব মহুর্তে তালেবান প্রতিনিধিদলের হৃদয় প্রশান্তিকর কিছু দৃশ্য।

https://alfirdaws.org/2020/02/29/33750/

হিমালয়ের কাছে একটি নদী উপত্যকায় পূরবী হাজংকে তার দুই সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রতি দিন বিশাল, কাদামাটিতে তৈরী একটি নির্মাণস্থল অতিক্রম করতে হয়। এটি আসলে একটি আটক কেন্দ্র। নতুন নাগরিকত্ব নিয়ম পূরণ করতে না পারা লোকদের এখানে রাখা হবে। পূরবীর ভয়, শিগগিরই তাকেও এখানে থাকতে হতে পারে।

হাজং বলেন, আমার ভয় হচ্ছে যে কেউ একজন আমার বাড়ি এসে আমাকে এখানে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। আসাম রাজ্যে তার গ্রামেই বানানো হয়েছে এই কেন্দ্রটি। তিনি বলেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে আমার এই ভাগ্য বরণ করতে না হয়। আমার পরিবার ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

ওয়াচ টাওয়ারসহ উঁচু সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করা এই কেন্দ্রে 'বিদেশী' ঘোষিত তিন হাজার লোককে রাখা হবে। এই রাজ্যটির নিয়ন্ত্রণ হাতে আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষমতাসীন বিজেপির হাতে। দলটি অন্যান্য রাজ্যেও বিদেশী শনাক্ত করার কাজটি করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

এসব আটক কেন্দ্র আসলে ভারতজুড়ে চলমান বিশাল যুদ্ধের রণাঙ্গন। এই যুদ্ধে লাখ লাখ লোকের নাগরিকত্ব বাতিল করা হচ্ছে, দীর্ঘ দিনের জন্য ধর্মীয় উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। একটি ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে সৃষ্ট সাম্প্রতিক বিক্ষোভ মোদির জন্য বড় ধরনের ঝুঁকির কথাই প্রকাশ করছে। উল্লেখ্য, মালাউন মোদি অর্থনীতি সম্প্রসারণ বাদ দিয়ে হিন্দুত্ববাদের দিকে নজর দিচ্ছে। আর ভারতের অর্থনীতি ২০০৯ সালের পর এখনই সবচেয়ে মন্থর অবস্থায় রয়েছে। খবর-ব্লুমবার্গ

নতুন আটক কেন্দ্রটি আসামের বৃহত্তম নগরী গৌহাটি থেকে ১৩০ কিলোমিটার (৮০ মাইল) দূরে অবস্থিত। গৌহাটিতে এখন নাগরিকত্ব আইন নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হচ্ছে।

ক্যাম্পটি ২.৫ হেক্টর (৬ একর) এলাকাজুড়ে অবস্থিত। এখানে নারী ও পুরুষ উভয় ধরনের বন্দীকেই রাখা হবে।

এটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৪৬৫ মিলিয়ন রুপি (৬.৫ মিলিয়ন ডলার)। চা উৎপাদনকারী রাজ্য আসাম হলো ভারতের অন্যতম গরিব রাজ্য। দেশের সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধির রাজ্যের একটি।

আসামে যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতে ১৯ লাখ লোক বাদ পড়েছে। আটক কেন্দ্রে রাখা তিন হাজার লোক হবে তাদের সামান্য একটি অংশমাত্র।

উঁচু প্রাচীর ঘেরা ক্যাম্পটিতে লোকজনকে গাদাগাদি করেই থাকতে হবে, তাছাড়া এখানকার ব্যবস্থাগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

এদিকে, আসামের নাগরিকত্ব তালিকায় কার্যত ১৯ লাখ লোককে রাষ্ট্রহীন করা হয়েছে। তবে মূলত কারণিক ভুল ও পরিচিতি ভুলের কারণেই বেশির ভাগ লোক বাদ পড়েছে তালিকা থেকে। নথিপত্র না থাকা লোকজন হয়রানির শিকার হচ্ছে, তাদেরকে আরো খারাপ পরিস্থিতিতেও পড়তে হতে পারে।

ভারতে নাগরিকত্ব প্রমাণ করা সহজ নয়। লোকজনকে কয়েক প্রজন্মের পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করতে হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে উদ্বাস্তু নিবন্ধন সনদ, জন্ম সনদ, ভূমি ও প্রজাসত্ত্ব নথিপত্র, আদালতের কাগজপত্র।

বিজেপির জন্য এই প্রক্রিয়াটি কিছু অভাবিত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। হিন্দুরাও নাগরিকত্ব আইন থেকে বাদ পড়েছে। পূরবী হাজং এদেরই একজন। এই সমস্যা লাঘব করার জন্য মোদির সরকার গত বছর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাস করেছে। এর ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর অমুসলিমেরা নাগরিকত্ব পেতে পারে।

ভারতজুড়ে এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ হচ্ছে। আসামেও হচ্ছে। তবে হাজং মনে করেন না যে নতুন আইন তার কোনো উপকারে লাগবে। তিনি রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, তিনি এখানেই তার পুরো জীবন কাটিয়েছেন। তিনি বলতে পারেন না যে তার পূর্বপুরুষেরা প্রতিবেশী দেশ থেকে এসেছিলেন।

তিনি বলেন, আমি ভারতীয়। আমি সব নথিপত্র দিয়েছি। কিভাবে আমার নাম বাদ পড়ল, তা বুঝতে পারছি না।

ভারতে জনসংখ্যার আদর্শ ৫ ভাগ ভ্রান্তি হার প্রয়োগ করে বলা যায়, এই প্রক্রিয়ায় মৌলিক ভুলের কারণে ভারতজুড়ে ৬৫ মিলিয়ন লোক রাষ্ট্রহীন হয়ে যাবে। অথচ ইতালির মোট জনসংখ্যাও এত নয়। আর এতে ব্যয় হবে ৭০০ বিলিয়ন ডলার, যা স্বাস্থ্য খাতে বার্ষিক বাজেটের সমপরিমাণ।

তবে নাগরিকদের রাষ্ট্রহীন করার পদ্ধতি হিসেবে নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন কেবল ভারতেই করা হয়নি। মিয়ানমারেও করা হয়েছে।

আসামে নাগরিকত্ব দাবি প্রশ্নে আটক লোকজন হয়রানির শিকার হওয়ার কথা বলেছেন। কোকরাঝাড় আটক কেন্দ্রে চার বছর কাটিয়ে দিয়ে মাস খানেক আগে আগের জীবনে ফিরতে পেরেছেন হালিমা খাতুন। এটি হলো বিদ্যমান ছয় কারাগারের একটি। আসাম পুলিশ যে ৯৭০ জনকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে 'বিদেশী' ঘোষণা করেছিল, তিনি তাদের একজন। আটক লোকজনকে গাদাগাদি করে রাখা হতো। ৪০ জনের মতো লোককে রাখা হতো এক কক্ষে। তিনি বলেন, জনাকীর্ণ টয়লেট তাদের ব্যবহার করতে হতো। প্রাইভেসির বালাই ছিল না। তাদের খেতেও দেয়া হতো না ঠিক মতো।

৪৬ বছর বয়স্কা হালিমা খাতুন বলেন, পোল্টি ফার্মের মুরগির মতো থাকতে হয় সেখানে। এর চেয়ে মরাও ভালো। তিনি বলেন, আমি জানি না ভাগ্যে কী আছে। আমাদেরকে ভয়ের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে।
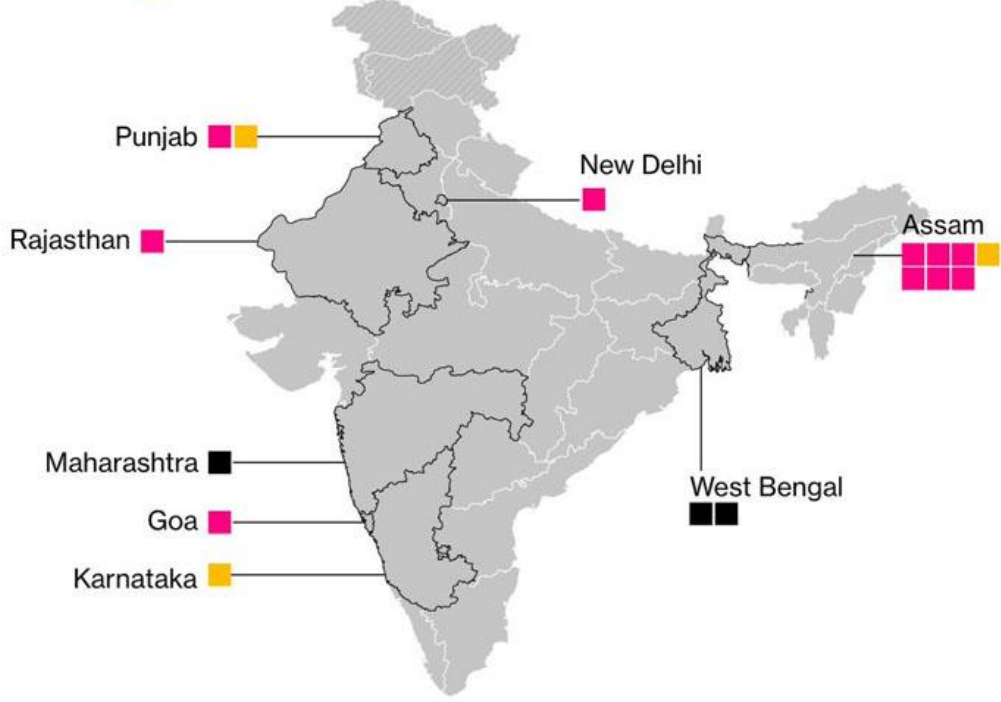
কিন্তু নাগরিকত্ব থেকে বাদ পড়া লোকদের শেষ পর্যন্ত কী হবে তা কেউই বলতে পারে না।

মরিয়ম নেসার বাড়িও আসাম। ১০ বছর কারাভোগের পর তিনি এখন তার জীবন পুনর্গঠন করতে চাচ্ছেন। ক্যাম্পে থাকার সময় তিনি ছিলেন সাত মাসের অন্তসত্ত্বা। তার সন্তানটি মারা গেছে। আর তার মুক্তির দুই মাস আগে তার স্বামীও ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ও তার দুই ছেলেও নাগরিকত্ব তালিকায় স্থান পাননি।

মরিয়ম নেসা বলেন, কারাগারে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি, দোখজ মনে হয়েছে স্থানটি। তাকে যে অস্থায়ী কুঁড়েঘরে রাখা হয়েছিল, তাতে না ছিল বিদ্যুৎ, না ছিল পানি। তিনি বলেন, এখন আমি আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করে দিন কাটাই।

২০১৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে পাস হয় মুসলিমবিরোধী সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) বিল। এই আইন ছিল হিন্দুদের ইসলামবিদ্বেষের চরম বহিঃপ্রকাশ। দেশছাড়া হওয়ার হুমকিতে পড়া মুসলিমরা তাই আন্দোলন শুরু করেন ভারতজুড়ে।

তখন থেকেই সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সরাসরি গুলি চালানোর হুমকি দিয়ে আসছে মালাউন হিন্দু নেতারা। সেই ধারাবাহিকতায় সন্ত্রাসী হিন্দু বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী দিল্লির মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা জাফরাবাদে বিকাল ৩টায় জড়ো হওয়ার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানায়। এরপরই, ইট-পাথর, লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুশরিক হিন্দুরা।

বেছে বেছে মুসলিমদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির গেট ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে মুসলিমদের উপর অত্যাচার চালায় এবং মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানী করে মুশরিক বাহিনী। মুসলিমদের শরীরে এসিড নিক্ষেপ করা হয়। মুশরিক হিন্দুরা মুসলিমদের দোকানপাট ভাঙ্গচুর করে এবং সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। আগুন লাগানো হয় বহু মসজিদে, মসজিদের মিনারে উত্তোলন করা হয় হিন্দুদের হনুমান পতাকা।

‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় মুসলিমদেরকে। এখন পর্যন্ত পত্রপত্রিকার হিসাব মতে কমপক্ষে ৪২জন নিহত হয়েছেন, আর অন্যান্য সূত্রে এ সংখ্যাটা ৫০-এর উপর। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন আরো কয়েকশত মুসলিম।

ভাবছেন পুলিশ কী করেছে?

পুলিশও মুসলিমদের বুকেই গুলি চালিয়েছে। আর, হিন্দু সন্ত্রাসীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে গেছে। হিন্দু সন্ত্রাসীদের পরিচয় গোপন করতে, সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গেছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনী। ১৩ হাজার ২০০ ফোন পেয়েও নিষ্ক্রিয় ছিল দিল্লি পুলিশ! মূলত, রাজপথে পুলিশের সামনেই মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে হিন্দুরা।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক সাংবাদিক হিন্দুদের হাত থেকে একজন মুসলিমকে বাঁচাতে পুলিশকে অনুরোধ করেন। কিন্তু, সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী কোনো ধরণের প্রতিবাদ না করে, নিশ্চুপ ছিল। অপর একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ বাহিনী প্রথমে মুসলিমদের বাড়িঘরে ঢুকে নির্যাতন করেছে, আর পুলিশের পেছন পেছন হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের ঘরে ঢুকে পড়ছে। হিন্দুত্ববাদী পুলিশের এরকম বহু ভিডিও ছড়িয়ে আছে অনলাইনজুড়ে।

সমাধান যে পথে

ভারতে মুসলিমদের উপর চালানো গণহত্যা এটাই প্রথম নয়। ভারতে মুসলিম গণহত্যার ইতিহাস বেশ পুরোনো। মুসলিমদের উপর এখনো চলছে গণহত্যা, চলছে গেরুয়া সন্ত্রাস। কিন্তু, হিন্দু সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা পেতে মুসলিমরা কী করছে? মুসলিমদের সমাধান কীভাবে আসবে?

আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে নববী সুন্নাহ অনুযায়ী যুদ্ধ করা ব্যতীত দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা লাভ করা যাবে না। 'রক্তের বদলে রক্ত, ধ্বংসের বদলে ধ্বংস। আর, এখন কথা হবে তরবারির ভাষায়'—এই কথার উপর আমল করতে না পারলে মুশরিকদের রুখতে পারা যাবে না। কিন্তু, এই সত্য মুসলিমদের কাছ থেকে মিডিয়া সন্ত্রাসের মাধ্যমে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, মুসলিমদের হৃদয়ে বপন করা হয়েছে সেক্যুলারিজমের বিষ। সেক্যুলারিজমের বিষাক্ততা মুসলিমদেরকে আজ কাপুরুষ বানিয়ে ছেড়েছে। কুতুবুদ্দীন আইবেকের দিল্লি তাই জ্বলছে।

মুশরিকদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার সাহস করতে পারেনি মুসলিমরা। তাই বলে দিল্লি পরাধীন থেকে যাবে—এমনটা কল্পনা করা যায় না। কেননা, মুসলিমরা বীরের জাতি। ইতিহাস বলে, এ জাতি কেবল মার খেতে নয়, দিতেও জানে। কাপুরুষতার পোশাক ছিড়ে এ জাতির হুংকার দিল্লির আকাশ-বাতাসকে শীঘ্রই প্রকম্পিত করবে, দিল্লি ফের শুনবে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি, বিইযনিল্লাহ। দিল্লির মিনারে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াতে মাহমুদ গজনবীর উত্তরসূরীরা অস্ত্র তুলে নিবে—এই প্রত্যাশাতে বুক বেঁধে আছে মুসলিম উম্মাহ।

লেখক: আহমাদ উসামা আল-হিন্দ, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

রণক্ষেত্র অবস্থা দিল্লির। গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৪৩জনের। আহত প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি। আর এই হিংসায় প্ররোচনার অভিযোগ উঠেছে কপিল মিশ্র সহ-আরও বেশ কয়েকজন ভারতীয় সন্ত্রাসী বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি দিল্লির মালাউন পুলিশ।

ভারতের এক বিচারপতি বলছেন, "আমি দিল্লি পুলিশের অবস্থান দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি নিশ্চিত আপনাদের কমিশনারের অফিসে কোনও টিভি নেই। তাই এখানেই আপনারা ভিডিও ক্লিপগুলি দেখুন।"

একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি নেতা কপিল শর্মা রীতিমতো হুমকি দিচ্ছেন। এই প্ররোচনার জেরেই দিল্লির হিংসা এই রূপ নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে দিল্লি পুলিশকে হুমকি দিয়ে তিনি বলছেন, "তিনদিনের মধ্যে প্রতীবাদীর রাস্তা খালি না করে দিলে আমরা পুলিশের কথাও শুনব না। ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকা পর্যন্ত আমরা শান্তি বজায় রাখব। কিন্তু পুলিশের কথাও শুনব না আমরা। আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হবো।"

আর একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে বিজেপি নেতা প্রবেশ ভর্মা শাহিনবাগের প্রতিবাদীদের খুনি ও ধর্ষক বলে দাবি করেছেন। এএনআইকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন, "লক্ষ লক্ষ মানুষ শাহিনবাগে রয়েছে। দিল্লির মানুষকে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ওরা আপনাদের ঘরে ঢুকে মেয়ে-বোনেদের ধর্ষণ করবে ও খুন করবে। এখনও সময় রয়েছে। কাল মোদী ও অমিত শাহ আপনাদের বাঁচাতে আসবে না।"

এখানেই থামেননি তিনি। প্রবেশ দিল্লি নির্বাচনের সময়ে বলেছিলেন, "দিল্লি নির্বাচনে যদি বিজেপি জেতে তাহলে শাহিনবাগে একজনকেও দেখা যাবে না। ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে আমায় এক মাস সময় দেবেন। একটা মসজিদও ভেঙে ফেলতে ছাড়ব না।"

আর একটি ভিডিওয় বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুরকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "গোলি মারো সালো কো। একটি মিছিলে তিনি বলছেন, সমস্ত দেশদ্রোহীদের গুলি করে মারো।

শেষ চালানো ভিডিওতে বিজেপি নেতা অভয় ভর্মাকে দেখা যাচ্ছে। তিনি একদল লোকজন নিয়ে রাস্তায় একটি মিছিল করছেন। সেই মিছিলে প্ররোচনামূলক স্লোগান তুলতে দেখা যাচ্ছে তাকে। সেখানে অভয় ভর্মা বিক্ষোভকারীদের পুলিশের হত্যাকারী সাজিয়ে বলছেন, "পুলিশের হত্যাকারীদের দেখলেই গুলি করো।"

'তোদের নাগরিকত্ব চাই? দিচ্ছি, দাঁড়া!'

মৌজপুরে মহম্মদ ইব্রাহিমের বাড়ির গেট ভেঙে ঢুকে এক দল গেরুয়া সন্ত্রাসীরা যখন পেট্রল ছড়াচ্ছে, তাদের মুখে একটাই শাসানি। আবার খাজুরি খাসে মুহাম্মদ আনিসের বাড়িতে তাণ্ডব শুরুর সময় একই সুরে গালিগালাজ— 'ইধার আ পাকিস্তানি! তুঝে নাগরিকতা দেতে হ্যায়।' প্রথমে বাড়ির বাইরে গাড়িতে আগুন লাগানো হয়, তার পরে আনিসের বাড়িতে ঢুকে গ্যাস সিলিন্ডার খুলে আগুন ধরিয়ে দেয় হিন্দু সন্ত্রাসীরা, ২০০২ সালে গুজরাতের মতোই। বাবা,

কাকা, খুড়তুতো বোনকে নিয়ে কোনও ক্রমে পালান আনিস। তাঁর আর বোনের বিয়ের জন্য টাকা, গয়না রাখা ছিল বাড়িতেই। সব পুড়ে ছাই।

মৌজপুর-বাবরপুর চক থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিলেই সারি সারি দোকানের ধ্বংসস্তূপ কালো ছাই মেখে দাঁড়িয়ে। দোকানের সামনে আবিদ হুসেন বলছিলেন, "আগুন লাগানোর সময় বাধা দিয়ে বললাম, কী দোষ করেছি? মারতে মারতে বলল, তোদের বড্ড বাড় বেড়েছে। গোটা দেশকে শাহিন বাগ বানাতে চাইছিস!"

মঙ্গলবার রাতে ভজনপুরায় পাঁচ যুবককে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়। কারখানার কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁদের এক জন, বছর কুড়ির হাবিবের মাথায় ব্যান্ডেজ। মুখ ফেটেছে। হাবিব বলেন, "উইকেট দিয়ে পেটাচ্ছিল আর বলছিল, তোদের নাকি আজাদি চাই? এই নে আজাদি।"

জাফরাবাদের রাস্তার পাশের মাঠে শাহিন বাগের মতোই দু'মাস ধরে সিএএ-এনআরসি-র বিরুদ্ধে ধর্না চলছিল। সীলমপুর থেকে জাফরাবাদ পর্যন্ত দু'কিলোমিটার রাস্তায় বন্ধ দোকানের শাটারে কালো কালিতে লেখা: 'নো সিএএ, নো এনআরসি'। জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের হলুদ রঙের দেওয়াল, রাস্তার মধ্যে মেট্রো লাইনের স্তম্ভের গায়েও একই স্লোগান। জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের নীচের রাস্তায় ধর্না শুরুর পরেই বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র তিন দিনের মধ্যে রাস্তা খালি করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল।

একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে জাফরাবাদ, মৌজপুর, ভজনপুরা, মুস্তফাবাদ, ব্রিজপুরী, গোকুলপুরীতে। গোকুলপুরীর ছাই হয়ে যাওয়া টায়ার মার্কেটের ব্যবসায়ী ইউসুফ হারুন বলেন, "সোমবার বিকেল থেকে ওরা একের পর এক দোকানে আগুন লাগিয়েছে। আর বলেছে, গোটা দিল্লিটাকে শাহিন বাগ করতে দেব না।" ব্যবসাদার জামিল সিদ্দিকির কথায়, "ওরা বলছিল, তোরা গোটা দেশে সিএএ-এনআরসি নিয়ে অশান্তি পাকাচ্ছিস। গুজরাতের মতো আর একটা দাওয়াই না-দিলে চলবে না।" খবর- *আনন্দ বাজার*

বধ্যভূমি উত্তর-পূর্ব দিল্লির এ-সব আলাদা ঘটনার একটাই যেন যোগসূত্র— সিএএ-এনআরসি-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলনের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা। দিল্লির উদাহরণ দেখিয়ে শাহিন বাগের মতো আন্দোলন আর কোথাও দানা বাঁধার আগেই শেষ করে দেওয়া।

দিল্লির ‘সেন্টার ফর দ্য স্টাডিজ় অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ়’-এর অধ্যাপক হিলাল আহমেদের মন্তব্য, ‘‘বার্তা স্পষ্ট। রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নিয়ে মত প্রকাশের অধিকার নেই। বিশেষত আপনি যদি গরিব, চাষি, মহিলা, দলিত, আদিবাসী বা মুসলিম হন।’’

ভারতের মহারাষ্ট্রে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিদের ধরিয়ে দিলে পাঁচ হাজার রুপি পুরস্কারের ঘোষণা।

সম্প্রতি ভারতীয় মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে পোস্টারটির ছবি। পোস্টারটি প্রকাশ করেছে ‘মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা’।

পোস্টারটি মারাঠি ভাষায় লেখা। মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গবাদের দেয়ালে লাগানো ওই পোস্টারে বলা হয়েছে, যারা পাকিস্তানি কিংবা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে সঠিক তথ্য দেবে তাদের এই অর্থ প্রদান করা হবে।

মারাঠি ভাষায় ওই পোস্টারে লেখা-
पाकिस्तान आणि
बांग्लादेशी घुसखोरांची
रोख 5000/ रुपये देण्यात येतील
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संभाजीनगर

যার অর্থ হচ্ছে- পাকিস্তান এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ৫০০০/- রুপি নগদ মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা সামভাজিনগর।

এছাড়া সংগঠনটির ছাত্র শাখার নেতা আখিল চিত্রাও অবৈধ পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিদের ধরিয়ে দিলে ৫ হাজার ৫৫৫ রুপি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

দিলীপ ঘোষ মানেই বিতর্ক। তিনি মানেই এমন কথা বলবেন, যাতে ইন্ধন লাগবে অশান্তিতে। দ্বিতীয় বার সভাপতি হয়ে যেন আরও বিতর্কিত হয়ে উঠেছেন সন্ত্রাসী দল বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সিএএ বিরোধীদের গুলি করে মারার হুমকি দেওয়া থেকে যে নতুন দিলীপ ঘোষকে দেখা যাচ্ছে, তাতে সংযোজন বৃহস্পতিবারের মন্তব্যও। এ দিন দিল্লির হামলা নিয়ে ফের মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ। আর যা বললেন, তাতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

বৃহস্পতিবার দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কাশ্মীরে স্বাধীনতাকাদের সরকার যেভাবা ঠাণ্ডা করেছিল, দিল্লিতেও সেই রাস্তাই নেওয়া হবে সবাইকে ঠাণ্ডা করতে। আমাদের সরকারই তা করবে।' খবর- *এই সময়*

যদিও দিল্লি হামলা নিয়ে এবারই প্রথম নয়। মঙ্গলবার এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, যারা আন্দোলন করছিল তাদের কি ডেকে চা খাওয়ানো উচিত ছিল? এই ধরণের (দুষ্কৃতীদের) আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আরও কড়া আচরণ করা উচিত।'

এদিন অবশ্য দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন দিলীপ ঘোষ। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর এখনও স্বাভাবিক হয়নি কাশ্মীর। যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলছে, 'আমাদের সরকার একদম ঠিকঠাক ব্যবস্থা নিয়েছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর (উপদ্রবকারীদের) স্বাধীনতাকামীদের ঠান্ডা করেছিল। এবার দিল্লিতেও সবাইকে ঠান্ডা করবে সরকার। কোনও চিন্তা করতে হবে না। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শান্ত হয়ে যাবে দিল্লি।'

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

ভারতীয় গণমাধ্যম "দি ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস" জানান যে, গত মঙ্গলবার কারাওয়াল নগরের মহলক্ষী বিহারে একটি মুসলিম পরিবার আক্রমণের শিকার হয়েছেন।নিজ বাড়িতে অবস্থানকালে কিছু উগ্র মালাউন মুশরিক ঘরে প্রবেশ করেই শাবানা নামক এক মহিলাকে আক্রমণ করে। তিনি তাদের তাদের অনুরোধ করেন যেন তারা তাকে পেটে আঘাত না করে। মুশরিকরা তাকে লাঠি দিয়ে মারধর করেছে এবং কেউ কেউ পেটে লাথি মারে।মালাউন সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় বাড়িটি ধ্বংস করে দিয়ে চলে যায়।

শাবানা জানান, প্রতিবেশী সানজিভ মঙ্গলবার হামলার পরে তাকে মুস্তাফাবাদের পুরাতন হাসপাতালে নিয়ে আসেনএবং তারপরে তার পরিবারের বাকি দুই শিশু - শাশুড়ী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদেরও তিনি নিয়ে আসেন।শাবানা বলেন।

শাবানা এখন মুস্তাফাবাদের পুরাতন আল-হিন্দ হাসপাতালে রয়েছেন। শাবানার চিকিৎসা করা চিকিৎসক বলেছিলেন যে এটি একটি জটিল ডেলিভারি ছিল কারণ তিনি তার চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেখাতে পারেনি।কারণ তাদের বাড়িতে সমস্ত কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

শাবানার স্বামীকে জানানো হয়েছে যে তার একটি বাচ্চা ছেলে রয়েছে, তবে তিনি সেখানে যেতে পারছেন না।তার চাচা, মুজিব-উর-রেহমান বলেন "আমরা তাকে পরে আসার পরামর্শ দিয়েছি। ” কারণ সেখানকার পরিবেশ কিছুটা উত্তেজনাকর,মালাউনরা তখনও টহল দিচ্ছিল।রেহমানও সানজিভের সাহায্য নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল।

শাবানা তার শাশুড়িকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের পোড়া বাড়ি থেকে কিছু উদ্ধারযোগ্য কিনা। “আমি এখন আমার নবজাতক এবং আমার দুই ছেলের সাথে কোথায় যাব?" সব তো খতম কর দিয়া। কবি নেহি সোছা থা ইয়ে ইতনি দেশহাত কে মহল মেইন জনম লেগা।"

শেখ মুজিবর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২০ ও ২০২১ সালকে মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকার । মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চীফ গেস্ট রাখা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে । বর্তমানে ভারতে মুসলিমদের ওপর ম্যাসাকার চালানো ও নানা অপকর্মের হোতা গুজরাটের কাসাইখ্যাত নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশে দেখতে চান না আলেম সমাজসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ । ইতোমধ্যে ডাকসু 'র ভিপি নরুল হক নূর নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে প্রবেশ ছাত্রসমাজকে সাথে নিয়ে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন । গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় দিল্লীর পগরম বিরোধী এক প্রতিবাদ সমাবেশে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর সারাদেশে মুসল্লিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন । সারা দেশে প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে মোদীকে বাংলাদেশে প্রবেশ প্রতিহত করার ঘোষণা দেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ । হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী ও ভারতে বর্বর মুসলিম নির্যাতনের বিরোধীতার পাশাপাশি মোদীর বাংলাদেশে প্রবেশের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ।

মুফতি হারুন ইজহার চৌধুরী চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক সংহতি সমাবেশ থেকে মোদীর বাংলাদেশে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা সহ তিন দফা কর্মসূচী করেন । বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ইসলামী ও সমমনা দলের ব্যানারে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশ থেকেও মোদীর বাংলাদেশ প্রবেশ প্রতিহত করার ডাক আসে ।

ভারতে মেয়ের মৃত্যু শোকে কাতর এক বাবাকে লাশ নিয়ে কান্নারত অবস্থায় লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দেশটির তেলেঙ্গানার ভেলিমালা এলাকায়।

আর এমন শোকের মুহূর্তেই বাবাকেএমন একটি ভিডিও টুইটারে শেয়ার করেছে সংবাদ সংস্থা এএনআই। হৃদয় বিদারক এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে ছড়িয়ে পরার পর হয়েছে ভাইরালও। এনিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উঠেছে ব্যাপক সমালোচনা।

খবরে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি তেলেঙ্গানার ভেলিমালার। নারায়ণ আবাসিক কলেজের ১৭ বছরের ছাত্রী মৃত্যুর পরে পিতার সঙ্গে এমন আচরণ করে তেলেঙ্গানা পুলিশ। মৃত তরুণী আত্মহত্যা করলেও পরিবারের দাবি এটি কলেজ কর্তৃপক্ষের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

https://alfirdaws.org/2020/02/28/33738/

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "AQIM" এর সম্মানিত আমীর শাইখ আবু মুস'আব আব্দুল-ওয়াদুদ হাফিজাহুল্লাহ্ "আমাদের আমির ও ভাইদের শাহাদাত হক্ব পথের দাওয়াতের ক্ষেত্রে দলিল" শিরোনামে
৩৩ মিনেটের একটি অডিও বার্তা প্রকাশ করেছেন। যা গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে AQIM এর অফিসিয়াল "আল-আন্দুলুস" মিডিয়া কর্তৃক জনসম্মুখে আসে।

উক্ত বার্তাটিতে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার সম্মানিত আমীর শাইখ আবু মুস'আব আব্দুল-ওয়াদুদ হাফিজাহুল্লাহ্ "AQIM" এর দু'জন শাইখের শাহাদাতের কথা নিশ্চিত করে একটি শোক বার্তা প্রকাশ করেন।

AQIM এর সম্মানিত উক্ত শাইখদয় হলেন- শাইখ আবু আইয়াদ আত-তিউনিসী রহিমাহুল্লাহ্, যিনি আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার শুরা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।শাইখ ইয়াহ্-ইয়া আবু হাম্মাম আল-জাযায়িরী রহিমাহুমুল্লাহ্, যিনি আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার একজন সম্মানিত আমীর ছিলেন। যারা উভয়েই ছিলেন এই উম্মাহর জন্য এক উজ্বল নক্ষত্র। যাদের দাওয়াহ ও মেহনতের ফলে আজ আফ্রিকায় জিহাদের বৃক্ষগুলো সজিবতা ও জমিন উর্ভরতা পেয়েছে।

উল্লেখ যে, গত বছর সম্মানিত উভয় শাইখের শাহাদাতের কথা জানায় মুজাহিদদের সমর্থিত বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম, কিন্তু তখনও অফিসিয়ালভাবে এবিষয়ে কোন তথ্য জানায়নি আল-

কায়েদা, অতঃপর গত ২৭ তারিখ " "আমাদের আমির ও ভাইদের শাহাদাত হক্ক পথের দাওয়াতের ক্ষেত্রে দলিল" শিরোনামে এক অডিও বার্তায় পশ্চিম আফ্রিকার বেশ কয়েকজন শাইখের শাহাদাত নিশ্চিত করা হয়, শহিদদের উক্ত তালিকাতেই প্রথমবারের মত শাইখদের শাহাদাতের সংবাদ অফিসিয়ালভাবে নিশ্চিত করল আল কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার সম্মানিত আমীর।

اللهم تقبل الشيخين أبا عياض التونسي ويحيى أبا الهمام في الشهداء

AQIM এর সম্মানিত আমীর শাইখ আবু মুস'আব আব্দুল-ওয়াদুদ হাফিজাহুল্লাহ্

শাইখ ইয়াহ্-ইয়া আবু হাম্মাম আল-জাযায়িরী রহিমাহুমুল্লাহ্

শাইখ আবু আইয়াদ আত-তিউনিসী রহিমাহুল্লাহ্

تنظيم_قاعدة_الجهاد_ببلاد_المغرب_الإسلامي

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও আল-কায়েদা মানহাযের কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ আনসার আল-ইসলাম এর মুজাহিদিন যৌথভাবে সিরিয়ার বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও শর্ণার্থী শিবিরে গিয়ে মানুষের মাঝে দাওয়াতী ক্যাম্পেইন চালাচ্ছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, সাধারন মানুষ এতে উৎসাহের সাথে সাড়া দিচ্ছেন।

ক্যামেরা বন্দী করা দাওয়াহ্ ক্যাম্পেইন এর কিছু অসাধারণ দৃশ্য।

https://alfirdaws.org/2020/02/28/33726/

শাম | সারাকেব ও আশপাশের ৫টি এলাকা মুক্ত করেছেন মুজাহিদিন, এতে ২শতাধিক কুফ্ফার হতাহত!

সিরিয়ায় মুজাহিদ ও বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ মজবুত অবস্থান হচ্ছে ইদলিব সিটি, কিন্তু গত বেশ কিছুদিন যাবত মুজাহিদ ও বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর নিয়ন্ত্রিত একের পর এক এলাকা দখল করে নিচ্ছে দখলদার "রাশিয়া-ইরান" কুফ্ফার ও কুখ্যাত শিয়া নুসাইরী মুরতাদ জোট বাহিনী।

কুফ্ফার বাহিনীর মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো দখল করতে করতে ইদলিবের প্রাণকেন্দ্রের একেবারেই নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ্, অবশেষে গত ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি মুজাহিদদের সম্মিলিত অপারেশনের ফলে অনেক এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয় কুফ্ফার ও মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনীগুলো, এসবের মধ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যে রয়েছে "সারাকেব ও তার আশপাশের ৫টি এলাকা।

আলহামদুলিল্লাহ, এসকল এলাকাগুলোতে মুজাহিদ ও বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সম্মিলিত হামলায় গত দু'দিনে ১৪০ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১১৪ এরও অধিক আহত হয়।

মুজাহিদ গ্রুপগুলো এই অভিযানে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী হতে ১৩টি ট্যাংক সামরিকযান, এবং প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রও গনিমত লাভ করেন।

শাম তথা সিরিয়ায় আল কায়েদার মানহাজের অন্যতম জিহাদি জামা'আত "জাবহাতু আনসারুদ দ্বীন" এর মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া আসাদের মুরতাদ বাহিনী হতে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম বোন ও এক শিশুকে মুক্ত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।
গত 7 বছর পূর্বে "রাক্কা" হতে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর এক সার্জেন্টকে বন্দী করেছিলেন, আর এখন তার মাধ্যমেই এই বন্দী বিনিময় সম্পন্ন করেন মুজাহিদগণ।

জাবহাতু আনসারুদ দ্বীন এর মুজাহিদগণ বর্তমানে আল-কায়েদার নেতৃত্বাধীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এ দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে দখলদার কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

মুসলিম বোন ও এক শিশুকে মুক্ত করার অসাধারণ মূহূর্তের কয়েকটি ছবি দেখুন

https://alfirdaws.org/2020/02/28/33714/

বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী (সিএএ) আইনকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা-সহিংসতায় ভারতের রাজধানী দিল্লিতে এখন পর্যন্ত ৪২ জন প্রাণ হারিয়েছে। অপরদিকে আহত হয়েছে আরও চার শতাধিক মানুষ। তবে প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

প্রতিদিনই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বৃহস্পতিবারও অন্তত সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে উত্তর-পূর্ব দিল্লির মৌজপুর, বাবরপুর, জাফরাবাদের মতো বেশ কয়েকটি এলাকায়।

গেরুয়া সন্ত্রাসীরা বেছে বেছে মুসলিমদের ঘর-বাড়ি এবং দোকানপাটে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে কমপক্ষে তিনটি মসজিদে আগুন দেয়া হয়েছে। কিছু স্থানে পুলিশকে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করতেও দেখা গেছে। এছাড়া অশোক নগরের স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, একটি মসজিদে হামলা চালিয়ে ইমাম এবং মসজিদের এক রক্ষীকে মারধর করেছে পুলিশ। পরে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি ও আল জাজিরার রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাংবাদিকরা দেখতে পেয়েছেন মসজিদ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ধর্মীয় গ্রন্থের কিছু পৃষ্ঠা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব ছবি, ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে তাতে ওই শহরটির একটি হিম শীতল রূপ ধরা পড়েছে।

আফগানিস্তানে স্থানীয় যুদ্ধবাজদের সাথে লড়াই চলাকালে তালেবানদের হামলায় কয়েকটি গাধা নিহত হয়েছে। গাধাগুলো অবরুদ্ধ সেনাঘাঁটিতে বয়ে নিচ্ছিল। তালেবানরা অন্যান্য জেলার মত গোর প্রদেশের চার সাদাহ জেলাতেও সরকারি সেনা ও স্থানীয় মিলিশিয়াদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেন, তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। স্থানীয় যুদ্ধবাজরা কয়েকটি গাধার মাধ্যমে সেখানে রসদ সরবরাহের চেষ্টা চালায়। তখন তালেবানদের হামলায় তাদের রসদবাহী চারটি গাধা নিহত হয়। সাথে স্থানীয় এক যুদ্ধবাজ কমান্ডারের অল্পবয়স্ক দুই ছেলে বন্দী হয়। তখন সে তার ছেলেদের মুক্তির জন্য স্ত্রীকে তালেবানের কাছে পাঠায়। তালেবানরা জানায় যে, স্থানীয় যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সমর্পণ করলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। ঘটনা এতটুকুই ছিল।

কিন্তু বিবিসিসহ অন্যান্য পশ্চিমা মিডিয়া বিষয়টি এতোটা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছে যে, চীনের করোনা ভাইরাসের ইস্যু চাপা পড়ে যাওয়ার দশা! ফেসবুক, টুইটারসহ সকল যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে তারা গাধাগুলোর জন্য যেন শোক প্রকাশ করে যাচ্ছে।
এদিকে গোর প্রদেশের নিকটস্থ ফারাহ প্রদেশে সেদিনই মার্কিন সেনারা বেশ কয়েকজন সাধারণ আফগানকে হত্যা করেছে। সোমবারে ফারাহ প্রদেশে তাবেদারদের মর্টারের আঘাতে একজন বৃদ্ধ ও একজন বৃদ্ধা নিজ বাড়িতে শহীদ হয়েছেন। এই ঘটনার আগের দিন একই জেলার লঙ্গর এলাকায় আসহাবে সুফ্ফা নামের একটি দ্বীনী মাদ্রাসা কিতাবাদি ও আসবাবপত্রসহ অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়। এলাকাবাসীর সাথে যারপরনাই খারাপ ব্যবহার করে। যাওয়ার সময় তারা এলাকাবাসীর একটি ট্রাক্টর এবং চারটি মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সোমবার দিন সন্ধ্যায় ফারাহের শিমালগাহ এলাকায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এতে চার শিশু আহত হয় এবং সর্বসাধারণের সম্পদ বিনষ্ট হয়। এই হচ্ছে শুধু গোরের পার্শ্ববর্তী ফারাহ প্রদেশের সেই দিনের অবস্থা, যেদিন চারটি গাধা নিহত হয়েছিল।

এর একদিন আগে কুনদুযের বিএইচসি নামক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিমান হামলা চালায় শত্রুরা। এতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন কর্মী আহত হয় এবং প্রায় সকল চিকিৎসা সামগ্রী ধ্বংস হয়ে যায়। তেমনি মার্কিন ও তার তাবেদার সেনারা রোজগান প্রদেশের দাহজোজ এলাকায় সর্বসাধারণের বাড়িঘরে হামলা চালায়। এতে হাজী অলী মোহাম্মদ ও হাজীগালালীর বাড়িঘর ধ্বংস হয় এবং নারী ও শিশুসহ 12 জন হতাহত হয়।
বিবিসি ও পশ্চিমা মিডিয়ায় আপনি এসকল সংবাদ শুনতে পাবেননা। কারণ এখানে যারা নিহত হয়েছে তারা হচ্ছে মানুষ এবং তারা নিহত হয়েছে মার্কিন ও তার তাঁবেদারদের হামলায়। মার্কিনীদের হামলায় যারা নিহত হয়, পশ্চিমা মিডিয়ার চোখে তাদের রক্তের কোনই মূল্য নেই। এসব মৃত্যুকে তারা মৃত্যুই মনে করে না। আর বিপক্ষের গুলিতে রসদবাহী গাধা

নিহত হলে সেটাও হয়ে যায় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ। এই হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতা। তাদের শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বরূপ।
মানবাধিকার সংস্থা সমূহের রিপোর্ট অনুযায়ী গত বছর ৪000 বোমাবর্ষণ করা হয়েছে এবং তাদের হামলায় নিহত হয়েছে সমসংখ্যক লোক। কয়েক বছর ধরেই এমনটি হয়ে আসছে। তবে পশ্চিমা মিডিয়ার চোখে এসব সংবাদ তাৎপর্যহীন বিধায় তারা তা প্রচার করছে না। তারা বরং "গাধা নিহত হয়েছে" জাতীয় সংবাদ প্রচার করতে বেশি আগ্রহী। এর মাধ্যমে সামান্য প্রাণীর প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধাবোধ(!) তা প্রকাশ করে বিশ্বের মানুষের সামনে ভালোমানুষির নজির স্থাপন করতে পারে।

মূল লেখক: হাবীব মুজাহিদ, আল-ইমারাহ উর্দু।

অনুবাদক: ***মাওলানা আব্দুল্লাহ ইউনুস।***

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সিরিয়ায় একের পর এক মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ করেই যাচ্ছে, দখলদার ক্রুসেডার “রাশিয়া-ইরান” ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ জোট।নিষিদ্ধ সব মারণাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করে মুসলিমদের পাইকারি হত্যা করেই যাচ্ছে ক্রুসেডার জোট।
বার্তা সংস্থা "OGN" এর বরাতে জানা যায় সিরিয়ায় ক্রুসেডার রাশিয়ান ও শিয়া আসাদ-ইরান জোট গতকাল ২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সারা দিনব্যাপী যুদ্ধ বিমান থেকে গৃহহীন বেসামরিক মুসলিমদের লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছে। এ হামলায় শুধুমাত্র মা'রাত মিসরিন শহরেই কমপক্ষে ৪জন নিরিহ মুসলিম মারা গিয়েছে এবং ১০ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।

ভোরে ২টি স্কুলকে লক্ষ করে ক্লাস্টার বোমা হামলা করা হয়েছিল।সৌভাগ্যক্রমে বোমা হামলার আগেই স্কুলটি থেকে শিক্ষার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে দুঃখের বিষয় হল স্কুলের কর্মকর্তা এবং বেসামরিক লোকেরা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

এদিকে সিরিয়ার আন-নাইরবে ক্রুসেডার জোটের হাতছাড়া হবার পর থেকেই সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে ঘৃণিত হামলা চালাচ্ছে দখলদার সন্ত্রাসী রাশিয়া জোট।

ইদলিবের পুরো শহর জুড়ে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করেও কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী জোট।হামলার পরে হোয়াইট হেলমেট সংস্থার সেচ্ছাসেবী সদস্যরা ধ্বংসস্তূপ মধ্য থেকে অনেক নারী ও শিশুদের লাশগুলি বের করে আনে।যাদের মধ্যে নারী ও শিশুদের লাশগুলো বের করে আনতে হয় ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে।

ইদলিবের খান শাইখুন,বিননিশ ও অন্যান্য এলাকাতেও আর্টিলারি শেলিংয়ের মাধ্যমে নিরিহ মুসলিম নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে বলে খবর দিয়েছে কয়েকটি সিরিয়ান বার্তা সংস্থা।

আফগানিস্তানে এখন চলছে যুদ্ধবিরতী, যুদ্ধ না হলেও প্রতিদিন আফগান বাহিনী হতে ডজন ডজন সৈন্য এসে যোগ দিচ্ছে তালেবান মুজাহিদীন এর সাথে।

এরি ধারাবাকিতায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারিতেও ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছে ৩৫ আফগান সৈন্য।

বাগলান, হেলমান্দ ও নানগাহার হতে ২৪ আফগান সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়। অন্যদিকে নুরিস্তান, কান্দাহার ও ফারাহ প্রদেশ হতে যোগ দেয় আরো ১১ আফগান সৈন্য। এসময় আফগান সৈন্যরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্রও নিজেদের সাথে নিয়ে আসে এবং তা ইমারতে ইসলামিয়ার দায়িত্বশীল তালেবান মুজাহিদদের নিকচ অর্পিত করেন।

দিল্লিতে টানা চার দিনের সহিংসতায় এ পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন দুই শতাধিক। তাদের অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

এদিকে হাসপাতালের চিকিৎসকরা নতুন এক তথ্য দিয়েছেন। তারা বলেছেন, আহত অনেকের চোখে অ্যাসিড ঢালা হয়েছে। অন্ধ হয়ে গেছেন অনেকেই। কারো পুরো মুখমণ্ডল ঝলসে গেছে।

অনেকেরই মাথায় গুরুতর চোট। আহতদের অন্তত ৪৬ জনের শরীরে বুলেটের ক্ষত মিলেছে।

ভারতের একটি দৈনিকের অনলাইন জানাচ্ছে, মুস্তাফাবাদ থেকে বেশ কিছু আহত এসেছেন হাসপাতালে। তাদের অনেকের চোখে অ্যাসিড ঢালা হয়েছে। দৃষ্টি হারিয়েছেন চার জন। খুরশিদ নামে এক জনের দু’চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। তেগ বাহাদুর হাসপাতাল থেকে

লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতালে আসার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সও পাননি তিনি। গিয়েছেন রিকশায়। দুই চোখ-সহ পুরো মুখ ঝলসে গিয়েছে ওয়কিলের।

দিল্লির জাফরাবাদ-মৌজপুর এখন ফাঁকা হয়ে গেলেও উত্তেজনা থামেনি। এলাকা থমথমে। ফাঁকা রাস্তায় পাথর, ইট, ভাঙা কাচ, ভাঙা লোহার রড পড়ে আছে। দেখা গেছে, বেছে বেছে মুসলিমদের দোকনগুলো পোড়ানো হয়েছে।

ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের পক্ষ ও বিপক্ষ দলের মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হলেও এখন তা মুসলিম নিধনে রুপ নিয়েছে। ভারতের কসাই খ্যাত বর্তমান সময়ের ফেরাউন নরেন্দ্র মোদী আবারো মুসলিম হত্যার হোলিখেলায় মেতে উঠেছে।

পত্রিকার ভাষ্যমতে এখন পর্যন্ত ৩৪ জনকে শহীদ করাসহ অসংখ্য মুসলমানদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। মসজিদগুলোতে আগুন দেওয়াসহ মুসলমানদের বাড়িঘর ও দোকান-পাটে লুটপাট চালানো হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে প্রেরিত বার্তায় হাটহাজারী মাদরাসার মুহাদ্দিস ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী ক্ষোভ প্রকাশ করে আরো বলেন, নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছাড়াই ভারতের নয়াদিল্লিতে বেছে বেছে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। আহতদের চিকিৎসা সেবা বন্ধ করা হয়েছে। মুসলমানদের ব্যবসা বানিজ্য, দোকান-পাটে লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্পষ্টতই এটা যে পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত গণহত্যা তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এমন ঘৃণিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

মাওলানা নিজামপুরী বলেন, আমাদের বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় কোটি লোক বসবাস করে। আমরা সবসময় তাদের সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখলেও পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে সবসময়ই মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। মসজিদগুলোতে হামলা চালানো হয়।

মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী বলেন, ভারতবর্ষে মুসলমানদের দেড় হাজার বছরের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য । শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও উন্নয়নশীল জাতিগোষ্ঠী গঠনে মুসলমানদের রয়েছে গৌরবদীপ্ত অবদান! ভারতবর্ষের ভাগ্যকাশে যখন বৃটিশ বেনিয়ারা জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, লুটতরাজসহ দখলদারিত্বের ত্রাস সৃষ্টি করে কালবৈশাখী ঝড় তৈরি

করেছিল, সেই বৈরী পরিবেশে মুসলমানদের আত্মত্যাগ ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন -সংগ্রাম ভারতবর্ষের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানদের অবদান ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, হিন্দুসমাজের মধ্যে বর্ণভেদের কারণে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের শিক্ষার কোনও অধিকার ছিল না। তৎকালীন ব্রাহ্মণ শিক্ষকেরা নিম্ন হিন্দুদের শিক্ষা দিতে কখনো রাজি হতেন না। সংস্কৃত ছিল বেদের ভাষা। তাই ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যেরা বেদ স্পর্শ করতে পারতেন না। এমতাবস্থায় মুসলমান সুলতানরা ইসলামের শাশ্বত উদার নীতি অনুসরণ করে নিম্ন হিন্দু সমাজের জন্যেও শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সুলতানী আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক নাগরিক, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বেদের ভাষা সংস্কৃত ছিল বলে সাধারণ হিন্দু নাগরিকরা মোটেই পড়তে পারতেন না। তাই মুসলমানরা সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সিতে অনুবাদ করে স্কুল ও মক্তবে হিন্দু ছাত্রদের সংস্কৃত পড়ার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারতের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিম শাসকদের শিক্ষার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরো বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডকে কিছু কিছু হলুদ মিডিয়া দাঙ্গা বলে অপ্রচার চালানোর ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত হচ্ছে। অথচ, এটা দাঙ্গা নয়, পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি, বাবরি মাসজিদকে যে ভাবে শহীদ করা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই গতকাল বিভিন্ন মসজিদে হামলা চালানোসহ মসজিদের মিনারে গোরুয়া হিন্দুদের পতাকা টানানো হয়েছে। এমন ঘৃণিত ও পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের সময় বাংলাদেশ সরকারসহ বিশ্বসমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকা দুঃখজনক।

আগামী ১৭ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য মুজিববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে মোদীকে আমন্ত্রণ জানানোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, মোদী সরকার সাম্প্রদায়িক, দাঙ্গাবাজ ও বিশ্ব সন্ত্রাসী। মোদীর হাতে হাজার হাজার মুসলমানের রক্ত লেগে আছে। এমন একজন ঘৃণিত সন্ত্রাসীকে কোন ভাবেই ৯০ ভাগ মুসলমানদের দেশে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো মেনে নেওয়া যায় না। আশা করি এব্যাপারে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। অন্যথায় এদেশের হক্কানি ওলামায়ে মাশায়েখের ডাকে পুরো দেশ উত্তপ্ত হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহর রাসূল সা. ভারতবর্ষে গাজওয়ায়ে হিন্দ অনুষ্ঠিত হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। আমাদের মনে হচ্ছে এটা গাজওয়ায়ে হিন্দের পূর্বাবাস। তাই সকল মুসলমানকে মানসিক ও আর্থিকসহ সকল প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানান মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী।

দিল্লিতে মালাউন সন্ত্রাসীদের হামলায় লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। দিল্লিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৪। আহত ৪০০ জনেরও বেশি বলে জানিয়েছে এনডিটিভি, রয়টার্স। তবে প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। তবে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের এই গণহত্যা শুধু দিল্লিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না কেননা যেহেতু মালাউন মোদি সরকারের পলিসি হল অখণ্ড ভারতে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা, তাই আজ দিল্লিতে যা হচ্ছে, আগামীকাল তা অবশ্যই বাংলাদেশেও হবে। এটা আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। হতে পারে বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু ক্ষমতার কলকাঠি যদি দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও কিছু করতে পারবেন না। ৫টা মালাউন সংখ্যালঘু পুলিশি পাহারায় আপনার বাড়িয়ে লুটপাট চালাবে, আপনাকে পিঠিয়ে মারবে, আপনার সামনে আপনার মা, স্ত্রী, বোন, মেয়েকে ধর্ষণ করবে, ঠিক যেমন ৩দিন ধরে দিল্লিতে চলছে। ঘটনার পর রটিয়ে দিবে আপনি সংখ্যালঘু অত্যাচারকারী, রাষ্ট্রদোহী ইত্যাদি। তাই আপনাকে উচিত শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তখন দেশের নামধারী সুশীল নামের কুশীল অসাম্প্রদায়িক লোকজন আপনাকে সাইজ করার জন্য পুলিশকে বাহবা দিবে। যেমনটা বর্তমানে কোন আলেমকে বা কোন মুসলিমকে পুলিশি হয়রানির পর টেরোরিষ্ট হিসেবে চালিয়ে দেওযা হয়।

আজ দিল্লি জ্বলছে শুধু জ্বলছে বললে ভুল হবে বরং বলতে হবে মুসলিমেদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আজ হিন্দুদের বাড়িগুলো গেরুয়া পতাকা ও জাফরান কালি দিয়ে আলাদা করা হচ্ছে যাতে ভুল করে কেউ হিন্দুদের বাড়িতে আক্রমন না করে। এটা ঠিক গুজরাটের মডেলেই করা হচ্ছেযেখানে মুসলমানদের এভাবেই গণহত্যা করা হয়েছিল।

আজ মুসলিমদের মসজিদ পুড়িয়ে দিচ্ছে, মাইক খুলে ফেলছে, মসজিদের মিনারায় মালাউনদের হনুমান মার্কা গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দিচ্ছে।

তবে এধরণের পরিস্থিতির জন্য কিন্তু আপনিই দায়ী।কারণটা একটু খেয়াল করে দেখুন-যারা এধরণের ঘটনা ঘটাতে পারে তারা কিন্তু ঠিকই প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু আপনি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কি কোন প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

স্বাভাবিকভাবেই পরিক্ষার আগে যে ভালভাবে প্রস্তুতি নেয় সে পরিক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে। প্রস্তুতি না নিয়ে পরিক্ষায় ফেল করে অন্যের দ্বারা নাযেহাল হয়ে, আমাকে বাচান বাচান বলে চিৎকার করলে কোন লাভ হবে না। কেননা আপনি নিজেই নিজের উপর সুবিচার করেন নি।

আজকে দিল্লির মালাউনদের গণহত্যার দেখে বাংলাদেশের মানুষের উচিত কিছুটা হলেও প্রস্তুতি নেয়া।

হে আমার মুসলিম ভাই আর কত নিশ্চুপ থাকবে? আর কত দেখেও না দেখার ভান করে থাকবে?

দিল্লির এই ঘটনাগুলো যে গাযওয়াতুল হিন্দের বার্তা দিচ্ছে তা তুমি না বুঝলেও হিন্দুরা ঠিকই বুঝতে পারছে। মনে রেখ-সালাউদ্দিন কিংবা মুহাম্মদ বিন কাসিম আবার জীবিত হয়ে আসবেন না। কিন্তু ঠিকই আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনকে সাহায্য করবেন। বিজয়ী করবেন কারো না কারো মাধ্যমে। শুধু প্রশ্ন থেকে যাবে, তুমি দ্বীনের জন্য-মাজলুম উম্মাহের জন্য কতটুকু করেছ??

লেখক: উসামা মাহমুদ, *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

মালাউন সন্ত্রাসীদের মুসলিম গণহত্যার শুরুটা হয়েছিল রবিবার বিকেলে। চার দিন পর বুধবার দিনের শেষেও স্বাভাবিক হয়নি রাজধানী দিল্লির পরিস্থিতি।

মাথামোটা কিছু মানুষের প্রশ্ন জাগতে পারে, দিল্লিতে যখন গেরুয়া সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকানপাট লুটপাট করছিল, মসজিদ, মাদরাসায় আগুন দিচ্ছিল, প্রশাসন তখন কোথায় ছিল? আমরা সেই প্রশ্নেরই জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছি। খতিয়ে দেখেছি ঘটনাপঞ্জি। আপনারাও দেখে নিন গত দু'মাসে দিল্লির ঘটনাবলী ঠিক কোন পথে গিয়েছে। আর সেখানে কী ভূমিকা ছিল মালাউন পুলিশের—

• **২৭ জানুয়ারি, ২০২০:** দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিতর্কিত মন্তব্য কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুরের। শাহিন বাগের আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী হিসাবে দাগিয়ে 'দেশ কে গদ্দারো কো, গোলি মারো সালো কো' স্লোগান তোলেন তিনি।

বিকাশপুরীর জনসভায় মুসলিমবিরোধী মন্তব্য করেন বিজেপি সাংসদ প্রবেশ বর্মা। শাহিন বাগের আন্দোলনকারীরা এ বার ঘরে ঢুকে মা-বোনেদের ধর্ষণ করবে বলে সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দেয়।

এছাড়াও বিজেপির অন্যান্য সন্ত্রাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা উসকানীমূলক বক্তব্য দিতে থাকে। কিন্তু পুলিশের তরফে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

• **৩০ জানুয়ারি, ২০২০:** দিল্লির জামিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সিএএ বিরোধী আন্দোলনরত পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় এক হিন্দু সন্ত্রাসী। তাতে গুলিবিদ্ধ হন জামিয়ার এক কাশ্মীরি পড়ুয়া। ঘটনার সময় আততায়ীর পিছনেই হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল মালাউন পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার বদলে গুলি চালাতে চালাতে পুলিশের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

সিএএ বিরোধী আন্দোলনরত পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে গুলি করছে, পিছনে হাত গুটিয়ে পুলিশ। ছবি: পিটিআই।

• **২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০:** শাহিন বাগের ধর্নায় ঢুকে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে দিতে গুলি ছোড়ে আরেক হিন্দু সন্ত্রাসী কপিল গুর্জর নামের এক যুবক। তাঁর বিরুদ্ধেও তেমন কোন ব্যবস্থা নেয় নি মালাউন পুলিশ।

• **২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০:** ওই দিন বিকেলে মৌজপুর পৌঁছন বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। উত্তর-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি বেদপ্রকাশ সূর্যকে পাশে রেখে তিনি হুমকি দেন, তিন দিনের মধ্যে জাফরাবাদ এবং চাঁদ বাগ থেকে বিক্ষোভ না উঠলে কারও কথা শুনবেন না, রাস্তা খালি করতে তাঁরাই রাস্তায় নামবেন।

ডিসিপিকে পাশে নিয়ে হুমকি কপিল মিশ্রের। ছবি: পিটিআই।

নতুন দিল্লি থেকে আইটিও হয়ে পূর্ব দিল্লিতে ঢুকতেই লক্ষ্মীনগর। এলাকার নতুন বিজেপি বিধায়ক অভয় বর্মার নেতৃত্বে সন্ধ্যায় মিছিল বেরিয়েছিল। স্লোগান উঠেছিল— 'দেশকে হত্যারোঁ কো, গোলি মারো শালো কো', 'যো হিন্দু হিত কি বাত করেগা, ওহি দেশ মে রাজ করেগা'।

এর পরেই পরিস্থিতি আরও তেতে ওঠে। মৌজপুরে ধীরে ধীরে ভিড় জমতে থাকে সিএএ সমর্থক সন্ত্রাসীরা। জাফরাবাদ থেকে মৌজপুর বেরনোর দেড় কিলোমিটার রাস্তা বন্ধ করে দেয় তাঁরা। আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে জাতীয়তাবাদী স্লোগান তুলতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে কবীর নগর, কর্দমপুরীতে মুসলিমদের ইটবৃষ্টি শুরু হয়। তার কিছু ক্ষণের মধ্যে মৌজপুর থেকে ইট ছোড়া শুরু হয় জাফরাবাদের দিকে। সব দেখেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি মালাউন পুলিশকে।

পুলিশের সামনেই পাথর জড়ো করছে এক দল বিক্ষোভকারী। ছবি: ভিডিয়ো গ্র্যাব।

• **২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০:** এ দিন সকাল থেকেই তেতে ওঠে মৌজপুর। ইটবৃষ্টি অব্যাহত, সেই সঙ্গে গুলিও চলতে শুরু করে। শুধু মৌজপুরই নয়, ভজনপুরা, চাঁদ বাগ, করাবল নগর, মুস্তফাবাদ এবং গোকুলপুরীতেও দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পর পর বেশ কয়েকটি দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। লুঠপাটও চলে দেদার। বেশ কিছু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুন লাগানো হয় একটি পেট্রল পাম্পে। গোকুলপুরীতে একটি টায়ার কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে ধারে কাছে পুলিশকে দেখা যায়নি।

https://twitter.com/Me_nehru/status/1232157869954523139

পায়ে গুলি লেগে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু হয় মহম্মদ ফুরকান নামের এক মুসলিমের। ওই দিন ভজনপুরায় সব মিলিয়ে ৫০ জন জখম হন। মুসলিমদের দোকানে দোকানে লুঠপাট চালানো হয়, পাথর ছোড়া হয় একাধিক বাড়িতে। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কে বাড়ি ছাড়তে শুরু করেন অনেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োয় পুলিশের উপস্থিতিতে পাথর জড়ো করতেও দেখা যায় এক দল হিন্দু সন্ত্রাসীদের।

• **২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০:** সকাল থেকে বিক্ষোভের আগুনে তেতে ওঠে খাজুরি খাস, যমুনা বিহার এবং ব্রিজপুর এলাকা। দমকলের গাড়ি লক্ষ্য করেও পাথর ছোড়া হয়, তাতে ৩ জন

দমকলকর্মী জখম হন। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা গিয়ে ঠেকে ১৩-য়। আহত হন কমপক্ষে ১৫০ জন।

https://twitter.com/Shaheenbaghoff1/status/1232493384683552769

পুলিশের সামনেই চলছে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ।

---

২৫ ফেব্রুয়ারী দিল্লিতে হিন্দু উগ্রবাদীদের জ্বালানো আগুনে পুড়লেন ৮৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা। খবর, স্ক্রল

খবরে বলা হয়, পোশাক ব্যবসায়ী সালমানি (৪৮) বৃদ্ধা মা ও পরিবারকে নিয়ে থাকেন গমরিতে। হিন্দুদের হিংসা তখন তাদের বাড়ির গলিতে। সন্তানের ফোন পেয়েও তিনি মূল বাড়িতে যেতে পারেননি। সন্তান ও স্ত্রী বেঁচে গেলেও বৃদ্ধা মা বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। তিনি জ্বলন্ত মারা যান।

বাড়ি থেকে হিন্দু উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরা সবকিছু লুট করে নিয়ে যায় জনাব সালমানির। তিনি এখন রিক্তহস্ত বলে জানান ইন্ডিয়ান স্ক্রলকে।

গত বছরের ১১ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী বিল পাস হয়। পরদিন রাষ্ট্রপতি এই বিলে স্বাক্ষর করলে সেটি আইনে পরিণত হয়। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ করছেন দেশটির হাজার হাজার মানুষ। তবে গত তিনদিন ধরে দিল্লিতে এই বিক্ষোভ সহিংস আকার ধারণ করেছে। সেখানে মুসলিমদের বেছে বেছে মারধর, বাড়িতে আগুন, দোকানপাটে লুটপাট করছে বিজেপির সমর্থক সন্ত্রাসীরা।

সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) থেকে উত্তর-পূর্ব দিল্লির এলাকাগুলো যেন রণক্ষেত্র। সদ্যপ্রণীত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধীদের বিক্ষোভে কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মানুষজন ব্যাপক আকারে গণহত্যা চালাচ্ছে। তাতে নিহত হয়েছেন ২৭জন মানুষ। এই সহিংসতায় মসজিদ-মাজারে আগুন দিয়েছে উগ্রপন্থী গেরুয়া সন্ত্রাসীরা।

উত্তপ্ত দিল্লির ওইসব এলাকায় অস্ত্রধারীদের গুলি ছুড়তেও দেখা গেছে। অনেক বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হয়েছে দোকান-পাটসহ রাস্তাঘাট। আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছেন যানবাহন। জাতিগত সহিংসতার এই আগুনে আহত হয়েছেন আরও দুই শতাধিক মানুষ। রাস্তায় তান্ডব চালাচ্ছেন অস্ত্রধারীরা, আগুন দিচ্ছে যত্রতত্র।

ভারতের সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যার সরকার সমর্থিত হিন্দুত্বাদী সহিংসতাকারীদের সঙ্গে সহিংসতা আর তাদের কার্যপ্রণালী নিয়ে কথা বলে একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে। তবে সেসব কট্টরপন্থী সহিংসতাকারী ক্যামেরা বন্ধ রাখার শর্তে কথা বলেছেন দ্য ওয়্যারের প্রতিবেদকে সঙ্গে। সেই প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো।

প্রতিবেদক : যারা নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরোধিতা করছে আপনারা কেন তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন?

তাদের উত্তর : আমাদের অবস্থান হলো তাদের বিরুদ্ধে যারা সিএএ-এর বিরোধিতা করছে। আমাদের দেশে তাদের (পড়ুন মুসলিমদের) এমন করে বিক্ষোভ করার সাহস হয় কীভাবে? এটা কি তাদের দেশ? এটা আমাদের দেশ। তারা কি আমাদের চেয়ে বড় গুন্ডা? আমরা হলাম সবচেয়ে বড় গুন্ডা। আমরা তাদেরকে তাদের অবস্থান দেখাবো, তাদেরকে তাদের ঘরেও থাকতে দেব না। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, হাসপাতালও।

প্রতিবেদক : গতকাল (মঙ্গলবার) এই এলাকার অন্যতম একটি মাজারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। কারা করেছে এটা?

তাদের উত্তর : 'যারা এটা করেছে আমরা তার নাম আপনাকে বলতে পারি। আমরা তাদের ভালো করেই চিনি। তবে আমরা আপনাকে বলবো না। আমরা এটা করেছি; আমরা সবাই এটা করেছি। ক্যামেরা বন্ধ করেন।

প্রতিবেদক : তার মানে, সিএএ বিরোধিতা করে যারা রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে আপনারা সবাই তাদের বিরোধী?

তাদের উত্তর : সিএএ এবং এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) অবশ্যই প্রণয়ন করতে হবে। যদি সরকার আমাদের নাগরিকত্ব জানতে চায়, তাহলে আমরা তাদের নথি দেখাবো। আমাদের এখানে শুধু এদেশের মানুষরাই (পড়ুন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই) থাকবে। আমরা তাদের কেন রাখবো এখানে?

সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই কথা বলার পর সিএএ-এর সমর্থক সেসব মানুষ—যারা দিল্লির সিএএ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়েছে, তারা 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে দিতে সেখান থেকে চলে যায়।

ফটো রিপোর্ট-শাম | আন-নাইরব যুদ্ধে কুফফার বাহিনী হতে মুজাহিদদের প্রাপ্ত কিছু গনিমাহ!

শাম তথা সিরিয়ার ইদলিব সিটির "আন-নাইরব" এলাকা মুজাহিদ গ্রুপগুলো সম্মিলিত অভিযানের মাধ্যমে দাখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও শিয়া মুরতাদ জোট বাহিনী হতে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন।

এসময় মুজাহিদ গ্রুপগুলো দখলদা কুফফার ও মুরতাদ বাহিনী হতে অনেক সামরিকযান ও প্রচুরপরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

https://alfirdaws.org/2020/02/27/33658/

আমাদের ঈমানদার জাতি এবং গর্বিত ভূমি তাদের ধারাবাহিকভাবে উদযাপিত ইতিহাসের গতি নির্ধারণকারী মুহূর্তগুলির মধ্য দিয়ে চলেছে।
আফগান জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ইসলামি ইমারত আমেরিকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করার ব্যাপারে একটি বৈঠক করবে, যার ব্যাপারে বিগত দেড় বছর ধরে আলাপ-আলোচনা চলেছে।

এই জাতীয় ঘটনা বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে বিরল ঘটনা, তাই আমাদের স্বদেশবাসীদের অবশ্যই পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী তা সামাল দিতে হবে।

আমাদের ঈমানদার জাতি অনেক বঞ্চনা,কষ্ট ও পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রায় দুই দশকের বিদেশী দখলদারদের উপস্থিতি ধারাবাহিক দুর্দশার অন্যতম বৃহৎ পরীক্ষা ছিল। কিন্তু সম্ভবত এই জাতির উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার করুণা এবং সাহায্য ছিল যা আফগান জাতিকে এই পরীক্ষার সময়ে অবিচলতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দিয়েছিল, যাতে শেষ পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম বিজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় – প্রত্যেকের কাছে যে প্রত্যাশা ছিল অকল্পনীয়।

এটি মাথায় রেখে আমাদের সমস্ত সহযোদ্ধা দেশবাসীর অবশ্যই উচিৎ ইতিহাসের এই পথ নির্ধারণকারী সন্ধিক্ষণে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কে সর্বাগ্রে শুকরিয়া জানানো। তাদেরকে অবশ্যই ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য , ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার শিকড়কে নিজেদের মধ্যে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এমনকি আল্লাহর রজ্জু (দ্বীন) কে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধঁরে সমসাময়িক ধর্মদ্রোহী এবং বিভাজনমূলক মতাদর্শকে বাদ দিয়ে আল্লাহর রহমতে একটি উজ্জ্বল, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে সতর্ক ও বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশী শক্তি প্রত্যাহারের পরে আফগানিস্তানের সমস্ত সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পুরোপুরি আফগানিস্তানের কাঁধে এসে পড়ে । সুতরাং আমাদের এই সংকটময় সময়ে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।আফগান জাতির সকলের আকাঙ্ক্ষা (ইসলামি সরকার) অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আমাদের দেশবাসীকে অবশ্যই কারো ব্যক্তিগত অভিলাষ এবং আকাঙ্ক্ষার জন্য কাউকে এই ঐতিহাসিক সুযোগটি নষ্ট করতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

আমাদের সহযোদ্ধাগণ ও বিশ্ব দেখবে যে, আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারত তথা ইসলামি রাষ্ট্র আমাদের জন্মভূমিকে মুক্ত করার লড়াইয়ে এবং বিদেশী দখলদারির অবসানের লক্ষ্যে আলোচনায় তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে এবং পরিশেষে এটি তার একটি স্বাধীন ও ইসলামি আফগানিস্তানের লক্ষ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে বলে মনে হচ্ছে।
ইসলামি ইমারত ভবিষ্যতে তার ঈমানদার জাতির বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে এবং এমনকি আরো যুগান্তকারী ও সফল পদক্ষপ গ্রহণে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

(২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তালিবানদের অফিসিয়াল "আল-ইমারাহ্" ওয়েবসাইট এ প্রকাশিত আর্টিকেলের অনুবাদ, অনুবাদক: ত্বহা আলী আদনান, প্রতিবেদক আল-ফিরদাউস নিউজ)

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধী বিক্ষোভে এবার উত্তর-পূর্ব দিল্লির ভজনপুরা এলাকায় নতুন করে মুসলিমদের উপর হামলা চালাতে শুরু করেছে উগ্র হিন্দুরা। গত রোববার থেকে ভারতীয় মালাউন পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় হিন্দু সন্ত্রাসীদের হামলায় শুধু দিল্লিতেই কমপক্ষে ২৭ জন মারা গেছেন এবং আহত হয়েছেন ২০০ জনেরও অধিক।

এদিকে গত কয়েকদিনে সংঘর্ষে উগ্র হিন্দুরা উত্তর-পূর্ব দিল্লির এলাকাগুলোর মুসলিমদের অনেক বাড়িঘর-দোকানপাটে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউনদের এই আগুন থেকে বাদ পড়েনি মুসলিমদের পবিত্র স্থান মসজিদ ও পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় বাড়িঘর ছাড়ছে আতঙ্কিত অনেক মুসলিম।

গত বছরের ১১ ডিসেম্বর ভারতের হিন্দুত্ববাদী পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় মুসলিম বিরুধী বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস হয়। পরদিন দেশটির মালাউন রাষ্ট্রপতি এই বিলে স্বাক্ষর করলে সেটি আইনে পরিণত হয়। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ করছেন দেশটির হাজার হাজার মানুষ। তবে গত তিনদিন ধরে দিল্লিতে এই বিক্ষোভ সহিংস আকার ধারণ করেছে। সেখানে মুসলিমদের বেছে বেছে মারধর, বাড়িতে আগুন, দোকানপাটে লুটপাট করছে বিজেপির সমর্থক হিন্দু সন্ত্রাসীরা।

গত তিনদিন ধরে দিল্লিতে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চললেও এ নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি ভারতের প্রধানমন্ত্রী গুজারাটের কষাই মালাউনদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া নরেন্দ্র মোদি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে বলছে, নয়াদিল্লির মৌজপুর, জাফরাবাদ, চাঁদবাগ ও কারাওয়াল নগর এলাকায় কারফিউ জারি করেছে প্রশাসন। এলাকাগুলোতে কেউ রাস্তায় নামলে দেখামাত্রই গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" থেকে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুজাহিদদের লক্ষ্য করে গেরিলা যুদ্ধের তীব্রতা বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি বার্তা প্রকাশ করে।

এরপর ২৬ ফেব্রুয়ারি আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন হামা ও সাহলুল-ঘাবে কুফফার ও নুসাইরী বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াইয়ের পাশাপাশি ৪টি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন, যাতে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

"ইবা" নিউজের তথ্যমতে গত ২৪ ঘন্টায় আসাদ নিয়ন্ত্রিত "দীরা" শহরেও ৫টি গেরিলা হামলা চালানো হয়েছে। যাতে ১ ইরানী সৈন্যসহ ৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, এছাড়াও আহত হয় আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য।

সিরিয়ায় মুসলিম মুজাহিদ ও বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ প্রদেশ "ইদলিব" দখল করতে গত কয়েক মাস সময় ধরে অভিযান চালিয়ে আসছে দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনী।

এরি ধারাবাকিতায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর হামলায় নিহত হন ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক, যাদের মাঝে ৯ জন শিশু ও ৬ জন মহিলাও রয়েছেন। এছাড়াও আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে আরো ৯৫ জনকে।

এদিকে "হোয়াইট হেলমেট" কর্মীরা জানান, গতাকাল ইদলিব সিটিতে বেসামরিক লোকদের বাড়িঘর ও মুসলিমদের আশ্রয় শিবিরগুলোতে ৯৬টি বিমান হামলা, ৮টি ক্লাস্টার বোমা হামলা এবং ১৩১টিরও অধিক আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনী।

https://alfirdaws.org/2020/02/26/33643/

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন প্রতিদিনের মত আজও সোমালিয়ায় দেশটুর মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরি ধারাবাকিতায় জিযু প্রদেশের "বার্দিরী" শহরে মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে 3 কমান্ডার নিহত হওয়া ছাড়াও কতক মুরতাদ কমান্ডার আহত হয়।

একই প্রদেশে অন্য একটি স্থানে এক যাদুকরকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ, যাতে উক্ত যাদুকর নিহত হয়।

এমনিভাবে বাইবুকুল প্রদেশের "বাইদাওয়ে" শহরে মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় হতাহত হয় আরো কতক মুরতাদ সৈন্য।

এদিকে জুবা প্রদেশের "কাসমায়ো" শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় আহত হয় সোমালিয়ান আরো এক মুরতাদ সেনা।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

শাহাদাহ নিউজ থেকে জানা যায় যে, কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় গারিসা অঞ্চলের "গুরসা" এলাকায় কেনিয়ার ক্রুসেডার "KPR" বাহিনীর একটি সেনা ব্যারাকে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের ব্যারাক এবং একটি সামরিক যান ধ্বংস হয়ে যায়, এছাড়াও ক্রুসেডার বাহিনীর অনেক সদস্য হতাহত হয়।

আল-কায়েদা অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" (AQAP) এর অফিসিয়াল "আল-মালাহিম" মিডিয়া কর্তৃক গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ১৫ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডের এক অডিও বার্তায় শাইখ হামাদ বিন হামুদ আত-তামীমী হাফি. "শাইখ কাসেম আর-রীমী" রহি. এর শাহাদাতের সংবাদ নিশ্চিত করেন।

শাইখ হামাদ বিন হামুদ আত-তামীমী হাফি. দরুদ ও সালামের পর বলেন- আমরা আল কায়েদা আরব উপদ্বীপের পক্ষ থেকে পুরা উম্মতে মুসলিমাহকে এবং বিশেষ করে মুজাহিদীনদেরকে আমির কমান্ডার আবু হুরায়রা কাসেম আর-রিমি রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতের সংবাদ দিচ্ছি। তিনি ছিলেন হিজরত, জিহাদ ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী, যিনি আমেরিকার চালকবিহীন ড্রোনের বোমার আঘাতে শাহাদাত বরণ করেছেন (ইনশাআল্লাহ্)।

এরপর শাইখ বলেন- জিহাদি জামাতের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার জোটের প্রচন্ড আক্রমণ, শত্রুর বিমানগুলো মুজাহিদদের উপর অনবরত হামলা এবং প্রতিটি ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর শত্রুদের আক্রমণের মাঝেও জামায়াতে শুরা ও দায়িত্বশী নেতাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক থেকে মোশাওয়ারা গ্রহণ করার মাধ্যমে শাইখ খালেদ বাত্বারিফী হাফিজাহুল্লাহকে AQAP এর নতুন

আমির নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকলে ঐক্যমত হয়েছেন। উনাকে শাইখ কাসিম আর-রিমি রাহিমাহুল্লাহ এর উত্তরসূরী হিসেবে মনোনিত করে বাইআহ সংঘঠিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর শাইখ উক্ত বার্তায় মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বলেন, হে মুসলিম উম্মাহ! বর্তমান সময়ে আপনাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন আমীর আপনাদেরকে বিদায় জানিয়েছেন, যিনি ছিলেন আপনাদের মধ্যে মহান একজন ব্যক্তি। শাইখ রহিমাহুল্লাহ দুনিয়াতে জিহাদের পথে সর্বোচ্চ পর্যায় পৌঁছেছিলেন এবং আখেরাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অর্জন করেছেন আর তা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত, যেমনটা আমরা ধারণা করি।

যদিও উনার বিচ্ছেদ আমাদের কষ্ট দিচ্ছে, অন্যদিকে উনি যা চেয়েছেন তা পেয়ে যাওয়াতে খুশি লাগছে, যা আমরা সবাই নিজেদের জন্য আশা করি এবং যা সত্যবাদী প্রত্যেক মুজাহিদ অর্জন করতে চায়। কারণ দুনিয়া হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু আর আল্লাহ তায়ালার কাছে উত্তম ব্যক্তিদের জন্য যা রয়েছে তা চিরস্থায়ী। তাই উনি যে মর্যাদা পেয়েছেন তার জন্য উনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি, যাতে তিনি জান্নাতবাসী সাথীদের সাথে মিলিত হতে পারেন এবং আমাদের সবাইকে যেন ভালো এবং হেদায়েতের উপর একত্রিত করেন। তিনি উত্তমভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন যেমন সম্মানের সাথে বেঁচে ছিলেন, আর যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু তো ছিল পূর্ববর্তিদের সম্মান।

হে আমাদের মুসলিম উম্মাহ! শাইখ কাসেম আর-রিমি রহিমাহুল্লাহ চলে গেলেন যখন উনার সময় চলে এসেছে। তিনি জীবনের শেষদিকে শুভ্র উজ্জ্বল সময় গুলোকে কাটিয়েছেন মহান ঘটনাবলীর, কঠিন আত্মত্যাগ ও আল্লাহ তায়ালা সাথে কৃত চুক্তির উপর অবিচলতা মধ্য দিয়ে।তিনি জীবনের অনেক দীর্ঘ সময় জিহাদ ও কুরবানীর ময়দানে কাটিয়েছেন ত্যাগ-তিতিক্ষা, কঠিন বিপদ ও অপদস্ততার উপর বিজয়ী এবং বিশাল দ্বায়িত্বের বোঝা বহন করে। জিহাদের এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্ত, এক প্রশিক্ষণ শিবির থেকে অন্য প্রশিক্ষণ শিবিরে ছোটাছুটি করেছেন। প্রত্যেক স্থানেই উনার অবস্থান ছিল প্রতিষ্ঠাতা, উদ্বুদ্ধকারী ও অংশীদার হিসেবে। তিনি পূর্বসূরী সাথীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন, পথের তিক্ততা ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা মধ্য দিয়ে। ধৈর্য ও সবরের শহরে চাদর পরিধান করেছেন, কখনো পরিবর্তিত হননি বা বিচ্যুতও হননি। প্রতিটি ময়দানেই নিজের প্রাণকে হাতে নিয়ে ছুটছেন, যাতে উত্তম ভাবে রবের সাথে মিলিত হতে পারেন।

শাইখ রাহিমাহুল্লাহ এমন অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন, যখন বিজয় ও সফলতার সূর্য উদিত হওয়ার নিকটবর্তী, যিনি পিছনে গভীর অন্ধকারের বিশাল কাল রাত্র ফেলে এসেছেন। এবং নিকটবর্তী বিজয়ের ইটগুলোর মাঝে শরিক হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ কার্যক্রম, প্রোগ্রাম,

আলোচনা, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে দৃঢ় ছিলেন। শাইখ রহিমাহুল্লাহ শহিদ হয়েছেন এমন অবস্থায় যখন জিহাদের ময়দানের কিছু ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাচ্ছিলেন। তিনি সকল সন্দেহ থেকে পবিত্র অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন ও শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করেছেন।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ উম্মাহকে এমন অবস্থায় দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না, যখন তাদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হবে, অপদস্থ করা হবে এবং শত্রু তাদেরকে নিয়ে খেলা করবে, তার সম্মানকে বিনষ্ট করবে, তাদের সম্মানিত স্থান গুলোকে ধ্বংস করবে ও তাদের সম্ভ্রমকে ছিনিয়ে নিবে। তিনি ছিলেন ১৯ শতকে আফগানিস্থানে জিহাদের জন্য হিজরত করা মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। সেখানেই তিনি প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিয়েছেন, সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কষ্টের সাথে আল-ফারুক্ক প্রশীক্ষন ক্যাম্পে সাথীদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এরপর বরকতময় ৯/11 হামলার পর আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দৃঢ়তার সাথে অটল ছিলেন। পরে তিনি কিছু সাথীদের নিয়ে জাজিরাতুল আরব ফিরে আসেন এবং শাইখ আবু বাসীর রাহি. এর সাথে ইয়ামানে জিহাদের কাজকে গোছাতে শুরু করেন এবং আমেরিকান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি কুফফারদের কঠিন আক্রমণের মাঝেই সাথীদেরকে একত্রিত করতে থাকেন, এমনকি একসময় উনি গ্রেফতার হন এবং অনেক বছর জেলে পরীক্ষায় শিকার হন। এতে তিনি ভেংগে না পরে এটাকে পাহাড়সম ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে নেন। যতক্ষননা এই জেলের দেয়াল উনার দৃঢ়তার সামনে ভেঙে পরে এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় তিনি অনেক সাথীসহ বের হয়ে আসতে সক্ষম হন।

অতঃপর তিনি আল-কায়েদার আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সামরিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতেন আমেরিকা, সৌদি আরব ও ইয়ামমানী মুরতাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে, সেই সাথে ইয়ামানে ইরানের আনুগত্যশীল শিয়া হুথীদের বিরুদ্ধে। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের যুদ্ধের অবস্থাগুলো পর্যবেক্ষন, শৃংখলাবদ্ধ ও পরিকল্পনা করে তা ইয়ামানী মুরতাদ ও শিরা হুথী বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাহার করেছেন। সেই সাথে যুদ্ধের বিভিন্ন ময়দানের সামরিক কার্যক্রম ও আল-কায়েদার গোয়েন্দা বিভাগের দেখাশোনার কাজ করতেন, সাথে সাথে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কুফফার বাহিনীর গোয়েন্দা কার্যক্রমের প্রতিরোধ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন।

অনেকে তিনাকে শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ্ এর ডান হাত বলেও মনে করতেন। এসকল কারণে ক্রুসেডার আমেরিকার টার্গেটে পরিণত হন তিনি। তারা তাকে আক্রমণ করা ও শেষ করে দেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, তাদের যত চেষ্টা সম্ভব ছিল তা তারা

করেছে। কিছুদিন পর পর সাধারণ মানুষকে দুনিয়ার বিভিন্ন লোভনীয় অফর দিয়ে শাইখকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেও লিফলেট প্রচার করত ক্রুসেডার আমেরিকা। তবে আল্লাহ তায়ালা উনার সময়কে দীর্ঘ করে দিয়েছেন যাতে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারেন।

সর্বশেষ শাইখ- হামাদ বিন হামুদ আত-তামীমী হাফি. শহিদ শাইখ কাসেম আর-রিমি রহ. প্রতি সালাম জানিয়ে বলেন-
হে আমাদের সম্মানিত শাইখ! আপনি ধৈর্য ধারণ করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করেছেন যেমনটা আমরা ধারণা করি। আমরা আশা রাখি আপনি আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। যদিও আপনার বিচ্ছেদ আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, কিন্তু এটা জেনে খুশি হন যে আমরা একই পথে অটল রয়েছি ও আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করছি এবং তার রহমতের জান্নাতের উত্তমন বাসস্থানে সবাই একত্রিত হব ইনশাআল্লাহ।

আপনি প্রশান্ত অন্তরে ঘুমিয়ে থাকুন, কেননা আপনি এমন কিছু ব্যক্তিকে রেখে গেছেন যারা আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং এই পথে সবকিছুকে ত্যাগ করাকে সহজে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা আপনার অনুসৃত পথে কঠিন বিপদ ও মুসিবতের মধ্যে দৃঢ়-অটল রয়েছেন। তাদের রয়েছে এমন উঁচু হিম্মত যা বিপদের পাহাড়কেও রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলে এবং এমন অন্তর আল্লাহ তাআলার সুসংবাদের ওয়াদাতে প্রশান্ত। তাদের রয়েছে এমন আত্মমর্যাদা যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে ঝুকে না। এই বিষয়েই আমরা আপনার সাথে শপথ করেছি আর এমনই ভাবেই আপনার সাথীরা দ্বীনের অটল রয়েছে।

যেহেতু আমাদের আমির, নেতা ও কমান্ডারদের শাহাদাত হক্ক পথের আবশ্যকীয় বিষয় এবং এই মুবারক পথের আলোকবর্তিকা। কেননা এটা হচ্ছে এমন যুদ্ধ যেখানে আমাদের আমির ও ইমামগণ অধিক অগ্রসর হয়ে থাকেন। তাই শাইখের শাহাদাত বিজয়ের পথ চলায় আমাদেরকে প্রভাবিত করবে না। আল্লাহ তাআলার উপর উত্তম ধারণায় পরিবর্তন আসবে না এবং ভবিষ্যত বিজয়ের সুসংবাদে হতাশ হবো না।

সেই সাথে আমীরের মৃত্যু আমাদের মনোবলকে ভেঙ্গে দিবে না, আমাদেরকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত করবে না, আমাদের সাথীদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করবে না। কেননা আমরা আমাদের সব বিষয়কে আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যস্ত করে দিয়েছি। তিনি হচ্ছেন আমাদের সাহায্যকারী অভিভাবক। যে তার কাছে নিজেকে সপে দেয়া তিনি তার জন্য যথেষ্ট, তিনি কখনোই তার বন্ধুদেরকে ছেড়ে দেন না।

সুতরাং আমাদের দ্বীন ও জিহাদ কোন সাহায্যকারী বা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত বা সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর সাহায্যে শক্তিশালী। পূর্বেও যেমন আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সাহায্য করেছেন ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও সাহায্য করবেন, আমাদের রবের ব্যাপারে আমাদের এমনই ধারণা এবং এমনভাবে আমরা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাকে গ্রহণ করেছি।

পূর্ণ বার্তাটি বাংলায় পড়ুন: ডাউনলোড লিংক (৭৭৮ কেবি)

http://www.mediafire.com/file/0vxg1x2awqn3ykv/Saikh_Qasem_Ar-Rimi_Rohimahullah.pdf/file

https://megaup.mobi/#1F84

অনুবাদক: ত্বহা আলী আদনান, *প্রতিবেদক আল-ফিরদাউস নিউজ*

শীত মৌসুম শেষ হতে না হতেই রাজধানীতে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে মশার উপদ্রব। সন্ধ্যার পর মশার প্রকোপে খোলা জায়গায় দাঁড়ানোও কঠিন হয়ে পড়ে। সারাক্ষণ দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে রেহাই মিলছে না মশার কামড় থেকে। অন্যান্য সময়ের তুলনায় আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মশার ঘনত্ব সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন কীটতত্ত্ববিদরা। এদিকে কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন বিশেষ ক্রাশ প্রগ্রাম হাতে নিয়েছে। কিন্তু ঢাকার খালগুলো ভরাট থাকায় এবং যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলায় কিউলেক্স মশা ঠেকানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছে সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ। খবরঃ কালের কণ্ঠের

জানা গেছে, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতি সপ্তাহে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে নমুনা নিয়ে মশার ঘনত্ব গণনা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক। গবেষকদলের প্রধান ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কীটতত্ত্ববিদ ড. কবিরুল বাশার। কিউলেক্স মশার প্রজননস্থল থেকে পানি সংগ্রহ করে প্রতি আধালিটার পানিতে দুই শর বেশি মশার লার্ভা পেয়েছেন গবেষকরা। এর বাইরে নর্দমা, ডোবা এবং অন্যান্য উৎস জমে থাকা পানিতে ডিমের ঘনত্ব দেখেছেন তাঁরা। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে সারা দেশে তাপমাত্রা কিছুটা করে বাড়ছে। এই তাপমাত্রা মশা জন্মানোর জন্য উপযোগী। গত কয়েক দিনে মশা অগণিত ডিম ছেড়েছে, যা ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মশায় রূপান্তরিত হবে। এখনই ব্যবস্থা

না নিলে ১৫ দিন পর তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে মনে করছেন কীটতত্ত্ববিদরা।

ড. কবিরুল বাশার বলেন, 'এখনই পদক্ষেপ না নিলে আগামী ১৫ দিনে ঢাকায় মশার ঘনত্বের রেকর্ড ছাড়াবে। ঢাকায় মশা নিয়ন্ত্রণে জরুরি পদক্ষেপ না নিলে আগামী মাসে ঢাকাসহ সারা দেশে মশা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।'

কবিরুল বাশার আরো বলেন, 'ড্রেন, ডোবা ও নর্দমার পানি চলন্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং লার্ভা মারার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করা জরুরি। বাংলাদেশে ১২৩ প্রজাতির মশা রয়েছে। ঢাকা শহরে রয়েছে ১৩ প্রজাতির মশা। এখন ঢাকার মোট মশার শতকরা ৯৫ ভাগই কিউলেক্স। এই কিউলেক্স মশা বাংলাদেশের কিছু জেলায় ফাইলেরিয়া রোগ ছড়ায়। তাই জরুরি ভিত্তিতে কিউলেক্স নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বর্জ্যে ভরাট হয়ে গেছে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন এলাকার খাল। খালে স্রোত না থাকায় জমাট পানির উপরিভাগে মশার লার্ভা বেড়ে উঠার পরিবেশ পাচ্ছে। এ ছাড়া কোনো কোনো নর্দমার পানিও আটকে আছে। এ ছাড়া গুলশান, বনানী ও বারিধারা লেকের চারপাশে বর্জ্যের মধ্যেও মশা বংশবিস্তার করছে। ওই সব উৎসর বদ্ধ পানিতে মশার লার্ভা খালি চোখেও দেখা যায়। অন্য বছরের তুলনায় এ বছর মশার প্রকোপ বেশি বলে জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

উত্তর বাড্ডা এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমান বলেন, 'শীত যাইতে না যাইতে বাইড়া গেছে। এত মশা এর আগে কোনো দিন দেহি নাই। কয়েল জ্বালানোর পরও মশার কামড় থাইকা রক্ষা পাওয়া যাইতেছে না।'

গেণ্ডারিয়া ডিআইটি পুকুরপারের দোকানদার মিল্লাত মিয়া বলেন, 'সন্ধ্যা হলে কাস্টমার দোকানে বসতে পারে না। কয়েল দেওয়ার পরও মশা কামড়ায়। সিটি করপোরেশনের লোকেরা কী করে জানি না।'

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সম্প্রতি পাস হওয়া মুসলিম বিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে গত সোমবার শুরু হওয়া সংঘাত এখনো চলছে। সিএএ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালিয়ে এখন পর্যন্ত ২০ জনকে খুন করেছে সিএএ সমর্থক উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এছাড়া ৭০ জন গুলিবিদ্ধসহ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও প্রায় ১৫০ জন।

পাশাপাশি 3 টি দোকান, দুইপাশে 2 টি হিন্দুর দোকান, মাঝেরটি মুসলমানের। বাম দিক থেকে – শিবা অটো ওয়ার্কস, জুলফিকার মালিকের দোকান ও ত্যাগী সাবুন স্টোর।

দুই পাশের দুটি হিন্দু দোকান অক্ষত, কেবলমাত্র মুসলিম দোকানটি ভেঙে লুট করেছে।

বিবিসি বাংলার খবরে বলা হয়েছে, দিল্লিতে টার্গেট করে মুসলিমদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। অনেক মুসলিমের বাড়িঘর, দোকানপাট টার্গেট করা হয়েছে। কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লিতে এত ভয়াবহ সহিংসতা ঘটেনি।

বিবিসির স্থানীয় একজন সাংবাদিক দেখতে পেয়েছেন একটি মসজিদ আংশিক পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ধর্মীয় গ্রন্থের কিছু পৃষ্ঠা। একই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে অনলাইন আল জাজিরা। বিবিসির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব ছবি, ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে তাতে ওই শহরটির একটি হিম শীতল রূপ ধরা পড়েছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। দলবদ্ধভাবে লাঠি, লোহার রড এবং ইটপাথর হাতে লোকজনকে দেখা গেছে রাস্তায়।

ঘটনাস্থলে বিবিসির সাংবাদিক বলেছেন, এসব এলাকার প্রধান সড়কগুলো বিশৃংখল অবস্থায়। রাস্তায় বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে ইটপাথর, ভাঙা কাচ, ভাঙা ও পুড়ে যাওয়া গাড়ি এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনেক ভবনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল ধোয়া। এসব বলেছেন বিবিসি হিন্দির সাংবাদিক ফয়সাল মোহাম্মদ। তিনি বলেছেন, আংশিক পুড়ে যাওয়া একটি মসজিদ দেখতে পেয়েছেন তিনি। এর মেঝেতে পড়ে ছিল কুরআন শরীফের কিছু পৃষ্ঠা।

গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালের কর্মকর্তাদের মতে, সেখানে আহত প্রায় ১৮৯ জনকে ভর্তি করানো হয়েছে। বিবিসির সাংবাদিকরা হাসপাতালে দেখতে পেয়েছেন বিভিন্ন রকম আহত মানুষকে। তাদের কেউ কেউ গুলিবিদ্ধ। চিকিৎসার জন্য চিৎকার করছেন তারা। তারা বলছেন, ধারণ ক্ষমতার বেশি রোগি গিয়েছেন সেখানে। আহতদের অনেকে এতটাই ভীত শঙ্কিত যে তারা বাসায় যেতেও ভয় পাচ্ছেন।

কিছুদিন ধরেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রন নিজেকে আফ্রিকার মানুষজনের কাছে সহানুভূতিশীল এবং বন্ধু হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তাঁর এই ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে প্রাক্তন ফরাসি শাসকদের থেকে আলাদা। যারা দীর্ঘ সময় ধরে আফ্রিকাতে খুন জখম ,লুটপাট এবং রাহাজানি চালিয়ে গেছে এবং পুরো বিশ্ব যখন উন্নতি করছে টেকনোলজি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, তখন এই সব ফরাসি শাসকরা আফ্রিকাকে ঠেলে দিয়েছে অজ্ঞতার অন্ধকারে।

প্রেসিডেন্ট মাক্রন ছদ্ম দাসব্যবস্থা FACA বা Francafrique এর বদলে আপাতদৃষ্টিতে অনেক আধুনিক পদ্ধতি আফ্রিকার মানুষজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যা বাহ্যিকভাবে চমৎকার মনে হলেও এটা দাসব্যবস্থার থেকেও ভয়ঙ্কর। তাই, আফ্রিকার সচেতন মুসলিম জনগণ এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ফ্রান্সের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছেন এবং আফ্রিকার মাটি থেকে ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্যদের প্রত্যাহার করতে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন। মুসলিম জনগণের এই সংগ্রামে ভয় পেয়ে ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট মাক্রন মালি, নাইজার,

বুর্কিনা-ফাসো ও সাহেলী দেশগুলোর ফরাসি দালাল শাসকদের নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। তাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো - আফ্রিকার মাটিতে ফরাসি দখলদারদের সংখ্যা বাড়ানো এবং মুজাহিদদের আলোচনার টেবিলে বসিয়ে তাদের দুর্বল করা। আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান অত্যাচারীদের একটি পুরোনো ছল, যখন তারা বিপদে পড়ে তখনই তারা আলোচনার মাধ্যমে বিপক্ষকে দুর্বল করার চেষ্টা করে।

এই ধরনের আলোচনার আসল উদ্দেশ্য খুব দ্রুত সবার সামনে চলে আসে, যখন দখলদার ফরাসি সেনারা গণহত্যা এবং লুটতরাজে অংশ নেয়। গত বৃহস্পতিবার-শুক্রবারে, মুসলিম ফুলানি সম্প্রদায়ের ওপর হওয়া হামলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই হামলাতে ৪৮ জন ফুলানি সম্প্রদায়ের মানুষ মারা যান, যার মধ্যে মহিলা ও শিশুও আছে। ফরাসি সেনাদের পূর্ণ সহযোগিতায় এই গণহত্যা চালিয়েছে মালির সেনাবাহিনী। আর, ঐ সকল ফরাসী সেনাদেরকেই প্রেসিডেন্ট মাক্রন আফ্রিকার মানুষজনের কাছে সহানুভূতিশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরতে ব্যস্ত।

ফুলানি সম্প্রদায়ের ওপর চলা এই গণহত্যা আমাদের বিংশ শতাব্দীতে আলজেরিয়াতে চলা ফরাসি সমর্থিত গণহত্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। সালেম ডিগলের মত ফরাসি শাসকরা, তাদের সমর্থিত আফ্রিকার পুতুল শাসকদের সাহায্যে কয়েক দশক ধরে আলজেরিয়ার মুসলিমদের উপর এই আক্রমণ চালিয়ে গেছে। মুসলিমদের অপরাধ ছিল কেবল এটাই যে, তারা শরিয়ার আলোকে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন, বাঁচতে চেয়েছিলেন। এটাই প্রমাণ করে যে, ফরাসি দখলদারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আসলে কী।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রন বা তার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট হোলান্দে, মালির মাটিতে পা রেখেই ভেবেছিল যে, মুসলিম জনগণকে পদদলিত করা খুবই সহজসাধ্য। কিন্তু বিষয়টা যখন বিপরীত মোড় নিল, তখন তাদের ব্যর্থতার ক্রোধ থেকেই তারা ফুলানি গণহত্যা চালিয়েছে। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে যে, এলিসি প্রাসাদের সব ধন-সম্পত্তি খাটিয়েও তারা আফ্রিকার মুসলিম জনসাধারণের ওপর অত্যাচার আর বেশি দিন চালাতে পারবে না। তারা কল্পনা এবং বুঝতেও পারেনি যে, জনগণের পক্ষ থেকে তারা এই ধরণের প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে। ইনশাআল্লাহ তাদের এই দুর্দশা চলতে থাকবে, যতদিন না তারা আফ্রিকার এই মাটি ছেড়ে চিরদিনের মতো বিদায় নেয়।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী আল-কায়েদার মালিভিত্তিক শাখা জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই বার্তাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন **ত্বহা আলী আদনান,** *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার পৌর সদর এলাকার একটি পুকুর পাড় থেকে ২০-২৫ দিন বয়সী এক ছেলে নবজাতককে উদ্ধার করেছে স্থানীয় লোকজন।

মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে হাতিয়া পৌরসভার চরকৈলাস মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এলাকার বিটুর বাড়ির পুকুর পাড় থেকে নবজাতকটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরে তাকে হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

বর্তমানে নবজাতকটি স্থানীয় সাংবাদিক ফিরোজ উদ্দিনের হেফাজতে রয়েছে।
জানা যায়, দুপুরে হাতিয়া পৌরসভার চর কৈলাস এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সংলগ্ন বিটুর বাড়ির পুকুরে গোসল করতে এসে বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পায় এক গৃহবধূ। একটু এগিয়ে গিয়ে পুকুর পাড়ে ময়লা আবর্জনার মধ্যে নবজাতকটি দেখতে পেয়ে কোলে তুলে নেন এবং বিষয়টি স্থানীয়দের জানান। স্থানীয় লোকজন নবজাতকটি উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের হাতিয়া উপজেলা প্রতিনিধি ফিরোজ উদ্দিনের হেফাজতে থাকা শিশুটির দায়িত্ব তিনি নিজেই নিতে আগ্রহী। ফিরোজ উদ্দিন জানান, শিশুটির চিকিৎসাসেবা শেষে তার কাছে রেখে দিতে চান।

কক্সবাজারে লুণ্ঠিত বিপুল পরিমাণ ইয়াবা থেকে দুই লাখ পিস জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় জেলা ছাত্রলীগ নেতা ফয়সাল আবদুল্লাহসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ইয়াবাসহ তাদের আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, কক্সবাজার পৌরসভার টেকপাড়া মসজিদ রোড এলাকার মৃত আবদুল করিমের ছেলে মো. ফয়সাল আবদুল্লাহ (৩০), সদরের খুরুশকুল কুলিয়াপাড়ার মৃত ফজল

মিয়ার ছেলে মো. ফিরোজ (৩২), মৃত সোলতানের ছেলে মো. মোস্তাক আহম্মেদ লালু (৩৬)। এদের মাঝে ফয়সাল আবদুল্লাহ জেলা ছাত্রলীগের সদস্য।

পলাতকরা হলেন, কক্সবাজার শহরের উত্তর রুমালিয়ারছড়ার মো. মালেকের ছেলে বিলাই হোসেন (৩২), মাঝিরঘাট সৈয়দ কোম্পানির বরফ মিলের পাশের মৃত ফরিদের ছেলে ইফতেখার খান বাবু (২৪), টেকপাড়ার মুবিন বহদ্দারের ছেলে নাসির (৩০), মাঝিরঘাটের আবু ছৈয়দ কোম্পানির ছেলে মুজিব (২২), হাঙ্গরপাড়ার মো. বাশি প্রকাশ বাঁশি বহদ্দারের ছেলে বুলু মিস্ত্রি (৩৩), পেশকার পাড়া বেড়িবাধ এলাকার খোরশেদ আলমের ছেলে তানভীর (২১), পশ্চিম টেকপাড়ার গোলাম মাওলা বাবুল প্রকাশ জজ বাবুলের ছেলে কায়সার (২৮) ও মো. মিজান (৩২)।

মোস্তাকের রুমের খাটের নিচ হতে একটি চটের বস্তার ভিতর রক্ষিত ১০ বান্ডিলে রাখা দুই লাখ ইয়াবা জব্দ করা হয়। ধৃতদের স্বীকারোক্তিতে তাদের সহযোগী হিসেবে ফয়সাল আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা জানায় ফয়সালের সহযোগীতায় লুণ্ঠিত ইয়াবাগুলো বিকিকিনির চেষ্টা করা হচ্ছিল এবং অপর পলাতক আসামী মিজানের যোগসাজসে মিয়ানমার হতে অবৈধ পথে ইয়াবাগুলো কক্সবাজারে আনে।

ওসি মানস আরো জানান, উদ্ধার ইয়াবা ছাড়াও চালানের বড় একটি অংশ মিজানের কাছে এবং আরেকটি বড় অংশ পশ্চিম লারপাড়া গ্যাস পাম্পের পিছনে মোক্তার প্র: মোক্তার মেম্বারের ছেলে মো. শহিদ (৩৮) ও মো. বোরহানের (২৭) কাছে রয়েছে।

অপর এক সূত্র জানায়, ৮ ফেব্রুয়ারি ইয়াবা লুটের পর প্রথমে মোস্তাকের নৌকা করে ইয়াবার একটি অংশ নিয়ে যাওয়া হয়। পরে লুটকৃত ইয়াবার ওই অংশটি রাখা হয় তার ভাই রমজানের বাসায়। ইয়াবা লুটের প্রধান হোতা মিজান বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। বিষয়টিও ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন কক্সবাজার জেলা পুলিশ।

এদিকে জেলা সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কাজী রাসেল নারীসহ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার একদিনের ব্যবধানে জেলা ছাত্রলীগের সদস্য ফয়সাল আবদুল্লাহ আটক হবার খবরে জেলা শহরে আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

ভারতের উত্তর প্রদেশ জেলে (ইউ পি জেল) কাশ্মীরী কয়েদিদের মধ্যে প্রায় দুই ডজন মুসলিম মারাত্মক অসুস্থতায় ভোগছেন।

আর্টিকেল ৩৭০ ইস্যুতে ভারত যাদের গ্রেফতার করে, তাদের মধ্য থেকে ২৩ জন কয়েদি মারাত্মক শারিরিক ও মানসিক অসুস্থতায় ভোগছেন। এ তথ্য জেলের রেকর্ড অনুযায়ী। খবর- *নিউজক্লিক ডট ইন*

কাশ্মীরের দুই শতাধিক বন্দীর মধ্যে আগরা জেলে আছেন ৮৩ জন। তাদের মধ্যে ৭০ বছর বয়স্ক জম্মু-কাশ্মীর বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিয়া কাইয়ুুম খুব বেশি অসুস্থ। তার হার্ট ও ডাইবেটিসের অবস্থা দ্রুুত অবনতি হচ্ছে।

মুহাম্মদ ইয়াছিন খানও আগরা জলে কয়েদি হিশাবে আছেন। উচ্চরক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, ডাইবেটিস এবং পেটের পীড়ায় ভোগছেন। আগরা জেলের আরও তিনজন রোগী উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত।

এলাহাবাদের নিকটে নাইনি কেন্দ্রীয় জেলে ১৯ কাশ্মীরি বন্দীর মধ্যে পাঁচজন ঘোরতর অসুস্থ। ৭২ বছর বয়স্ক গোলাম কাদির হৃদরোগসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। ২০ বছর বয়সী জুবাইর আহমদ নামের এক কাশ্মীরী তরুণ তীব্র কাশি ও শ্বাসকষ্ট এবং ২৯ বছর বয়সী মুদ্দাচ্ছির আহমদ ভোগছেন যকৃতের পীড়ায়।

আমবাদকার নগর জেলের রিপোর্ট অনুযায়ী শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক সমস্যায়ও আক্রান্ত সেখানকার দুই রোগী।

গত ডিসেম্বরে গোলাম মুহাম্মদ ভাট নামের ৬৫ বছর বয়স্ক এক বন্দী এলাহাবাদ জেলে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর দুইদিন পর দক্ষিণ কাশ্মীরের কুনালগামে পরিবারের কাছে তার লাশ হস্তান্তর করা হয়।

মুহুরী নদীর মধ্যস্রোতকে সীমানা ধরে এ নিয়ে সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বাংলাদেশ বারবার অনুরোধ করার পরও কথিত বন্ধু রাষ্ট্র ভারত তা ঝুলিয়ে রেখেছে। খবর- *নিউ এইজ*

ভারত সফরের সময় গত ৫ অক্টোবর নয়া দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে বৈঠকের সময় সর্বশেষবারের মতো বিষয়টি উত্থাপন করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশ পক্ষ এই ইস্যুতে কোনো ধরনের সুস্পষ্ট জবাব পায়নি এবং ওই দিন বিকেলে সফরটি নিয়ে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে এর কোনো উল্লেখই ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী ৯ অক্টোবর গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে মুহুরীর চর নিয়ে আমাদের এখনো কিছু কথা আছে। বিষয়টি আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করেছি। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে মুহুরী নদীর মধ্যস্রোতকে নিয়ে বিরোধ এখনো রয়ে গেছে।

শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে ঢাকায় ও ২০১৭ সালে নয়া দিল্লিতে মোদির সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সময়ও বিষয়টি উত্থাপন করেছিল।

আর মন্ত্রী পর্যায়ে গত আগস্টে দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভায় বাংলাদেশ সর্বশেষবারের মতো মুহুরীর মধ্যস্রোত নিয়ে বিরোধের কথা উল্লেখ করে। জবাবে ভারতের মন্ত্রীর কাছ থেকে বাংলাদেশ কেবল 'আশ্বাস'ই লাভ করে।

উভয় পক্ষের জরিপকারীরা মুহুরী নদীর মধ্যস্রোত নির্ধারণ করার চেষ্টা চালানোর প্রেক্ষাপটে মুহুরীর চর বিরোধটি সামনে আসে।

ভারতীয়রা দাবি করছে যে আঁকাবাঁকা নদীটি ২০১১ সালে যেমন অবস্থায় ছিল, তার আলোকে মধ্যস্রোত ধরে সীমান্তকে গ্রহণ করা উচিত বাংলাদেশের। আর বাংলাদেশ চায় ১৯৭৭-৭৮ সালের জরিপের আলোকে ইস্যুটির মীমাংসা।

বাংলাদেশের অবস্থানের পক্ষে যুক্তি হলো এই যে মুহুরী নদীটি ১৯৭৭-৭৮ সালের পর ধারা বদলে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে গেছে। আর এমনটা হওয়ার কারণ ভারতীয় এলাকায় শক্ত বাধ ও স্পার নির্মাণ। ফলে বাংলাদেশের ফেনীর বিশাল এলাকা নদীতে চলে গেছে।

দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীরা মুহুরীর চরের বিরোধী নিয়ে অন্তত আটবার গুলি বিনিময় করেছে বলে সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ভারতের রাজধানী দিল্লির অশোক নগর এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি মসজিদে ভাংচুর ও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী মালাউন হিন্দু সন্ত্রাসীরা। ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের পর ইসলিম ও মুসলিম বিদ্বেষী মালাউন হিন্দু সন্ত্রাসীরা 'জয় শ্রী রাম' ও 'হিন্দুস্তান হিন্দুদের'

স্লোগান দিয়ে মহড়া দেয়। এসময় মসজিদের মিনারে উগ্র হিন্দুত্ববাদের পতাকার পাশাপশি ভারতের জাতিয়তাবাদের কুফরী পতাকাও উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী মালাউন হিন্দু সন্ত্রাসীরা তাদের উগ্রবাদী "হনুমান" যুক্ত পতাকা ও হাতে একটি ভারতীয় কুফরি পতাকা নিয়ে মসজিদের মিনারে আরোহন করে। এসময় মিনারের একাংশ ভাঙতে চেষ্টা করে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল না হওয়ায় মিনারের মাইকগুলো ভাঙতে শুরু করে তারা।

এখানেই শেষ নয়, বরং মসজিদের ভবন সংশ্লিষ্ট ও আশেপাশের দোকানগুলোতে লুটপাটও চালায় উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। স্থানীয়রা দাবি করেছেন, লুটপাটকারীরা ওই এলাকার বাসিন্দা নন। এত বড় একটি ঘটনাস্থলে দমকলবাহিনীর কর্মীরা অনেক দেরিতে আসলেও ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি কোন পুলিশ সদস্যকে।

স্থানীয়রা বলেছেন, পরে যখন ভারতের মালাউন পুলিশ সদস্যরা আসে, তখন তারা এর কোন বিচার করা ছাড়াই ওই এলাকা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের সরিয়ে দিয়।

এদিকে সংঘর্ষ চলাকালে সাংবাদিকদের বেধড়ক মারধরও করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। তাদেরকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। এসময় মালাউদের হামলায় দুই সাংবাদিক গুলিবিদ্ধও হয়েছেন। এমনকি সাংবাদিক মুসলমান কিনা তা নিশ্চিত করতে প্যান্ট খুলে যাচাই করার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে এই মুশরিক হিন্দু সন্ত্রাসীরা।

উল্লেখ্য যে, গত রবিবার সন্ধ্যা থেকে দিল্লিতে (সিএএ) নিয়ে সহিংসতা বেড়েছে। বিশেষ করে তিনদিনের মধ্যে জাফরাবাদ ও চাঁদবাগ এলাকা থেকে সিএএবিরোধী বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দিতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা মুশরিক "কপিল মিশরা" দিল্লি পুলিশকে আল্টিমেটাম দেওয়ার পর এই সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মঙ্গলবার পর্যন্ত সহিংসতায় ১৩ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। উত্তর-পূর্ব দিল্লির বেশ কিছু এলাকায় মুসলিমদের ওপর হামলায় মালাউন পুলিশ সদস্যরাও উগ্র হিন্দুদেরকে সহযোগিতা করেছে বলেও প্রমাণ রয়েছে। এসকল সংঘর্ষের দৃশ্য ধারণকারী সাংবাদিকদের ফোন ও ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে ছবি ও ভিডিও মুছে ফেলেছে মালাউন পুলিশ ও মুশরিক হিন্দুরা।

গুর তেজ বাহাদুর হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট সুনিল কুমার আলজাজিরাকে বলেন, সংঘর্ষে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন বলে আমি নিশ্চিত করেছি। এছাড়া আরো অনেক আহত আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

অন্য একটি হাসপাতালের চিকিৎসক রাজেশ কার্লা বার্তা সংস্থা "এএফপি"কে বলেন, মঙ্গলবার আমাদের হাসপাতালে ৩১ জন ভর্তি হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতরা বেশিরভাগই গুলিবিদ্ধ। আহতদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও রয়েছেন।

সর্বশেষ তথ্যমতে গত দুই দিনে দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদী মালাউন মুশরিক ও পুলিশ বাহিনীর সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত ১৩ জন নিহত এবং ১৫০ জন আহত হয়েছেন।

https://alfirdaws.org/2020/02/26/33551/

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

কুফর ও ইসলামের মধ্যকার সিরিয়ার চলমান লড়াইয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি ইদলিব সিটির "আন-নাইরব" এলাকায় দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদদের সম্মিলিত অপারেশণ রুম।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ এই সম্মিলিত সফল অভিযানের মাধ্যমে "আন-নাইরব" এলাকার সিংহভাগ এলাকার উপর পূণরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার ও মুরতাদ জোট বাহিনীর 5টি ট্যাঙ্কও ধ্বংস হয়। এখানেই শেষ নয় বরং এই অভিযানের ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর 15 এরও অধিক সদস্য নিহত এবং 35 এরও অধিক সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ প্রচুরপরিমাণ গনিমতও লাভ করেন।

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের উপর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। সে ভয়াবহ সংঘর্ষে ১৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া

গেলেও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুতর আহত অবস্থায় দিল্লির জিটিবি হাসপাতাল'সহ বিভিন্ন হাসপাতালে দেড়শতাধিক চিকিৎসাধীন আছেন। আর সংঘর্ষস্থলে হিন্দুত্ববাদি সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠেছে। খবর-এনডিটিভি, আনন্দ বাজার

বিতর্কিত সিএএ আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির শাহিনবাগে অবস্থান নিয়ে টানা দুই মাস ধরে বিক্ষোভ করে আসছেন নারীরা। ওই অবস্থানের কারণে বন্ধ হওয়া সড়ক কর্তৃপক্ষ খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার পর গত শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) রাত থেকে জাফরাবাদ মেট্রোস্টেশনে একই ধরনের বিক্ষোভ শুরু হয়। এর জবাবে পরদিন (রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ৩টায় প্রায় এক কিলোমিটার দূরের মৌজপুর চকে সিএএ সমর্থকদের জড়ো হওয়ার আহ্বান জানিয়ে টুইট করেন দিল্লির বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। ওই দিন সাড়ে ৪টা নাগাদ উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও পরস্পরের দিকে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলেমিন প্রধান ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এমপি সহিংসতার জন্য নাম না করে বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রকে অভিযুক্ত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে তিনি লেখেন, 'সাবেক বিধায়ক এবং এক বিজেপি নেতার উস্কানিমূলক মন্তব্যই এদিনের দাঙ্গার জন্য দায়ী। এখন তো পুলিশের যুক্ত থাকার প্রমাণও স্পষ্ট। সাবেক ওই বিধায়ককে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। সহিংসতা রুখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, নইলে এটা আরও ছড়িয়ে পড়বে।'

গত (শনিবার) রাত থেকে ‘সিএএ’-এর প্রতিবাদে দিল্লির শাহীন বাগের আদলে বিক্ষোভ চলছে দিল্লির জাফরাবাদে। কয়েকশ’ মুসলিম নারী জড়ো হন সেখানে। তা নিয়ে রোববার পুলিশকে হুমকি দিয়েছিলেন দিল্লির বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। তিন দিনের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের না হঠালে তাঁরাও পাল্টা রাস্তায় নামবেন বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল সোমবার দুপুরে দিল্লির গোকুলপুরি, ভজনপুরা এলাকায় বিক্ষোভ হয়। এসময় ‘সিএএ’-এর সমর্থনে একদল মানুষ সেখানে এসে হাজির হয় বলে অভিযোগ।

গণমাধ্যমের বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ, ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে দিতে ‘সিএএ বিরোধী’ মিছিলের সামনে হাজির হয় ওই দলটি। এতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সড়কের উপরেই দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, ‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এমপি, শাসক দলের নেতৃত্বের ঘৃণ্য বক্তব্য এবং ‘গোলি মারো’ বলে হিংসায় প্ররোচনার কারণেই দিল্লিতে আইনশৃঙ্খলার এই পরিণতি আমরা দেখলাম।’

এই ঘটনার দায় সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বর্তায়, কারণ সরকার মানুষের ক্ষোভ নিরসনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।’

গতকাল সোমবার দিনভর সহিংসতার পরে রাতে দিল্লির উত্তর-পূর্ব জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা ছিল ভীতিকর। এসময় তাণ্ডবকারীরা দোকানের শাটার ভেঙে জিনিসপত্র বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতে এ ধরণের বহু ঘটনা ঘটেছে বলে জানা
গিয়েছে। হামলাকারীরা গণমাধ্যম তো দূরের কথা, এমনকি সাধারণ ব্যক্তিকেও মোবাইল থেকে কোনও কিছু রেকর্ড করতে দেয়নি। শুধু তাই নয়, তারা আশেপাশে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জাফরাবাদ, মৌজপুর, চাঁদবাগ, ভজনপুরা, করওয়াল নগর, জোহরপুর প্রভৃতি স্থানে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে। এ সময় দুর্বৃত্তরা বেশকিছু যানবাহন লাঠিডাণ্ডা নিয়ে ভাঙচুর চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গণমাধ্যমের একটি সূত্র বলছে, রোববার বিকেল থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সহিংসতার জেরে জাফরাবাদ অঞ্চলের বহু মুসলিম পরিবার ঘরে তালা ঝুলিয়ে মহল্লা ছেড়েছেন। জাফরাবাদ, মৌজপুর, বাবরপুর, সিলমপুরের অনেকে বাড়ির সামনে ‘গেরুয়া পতাকা’ ঝুলিয়ে দিয়েছেন, যাতে হামলা না হয়।

আজ (মঙ্গলবার) এনসিপি নেতা নবাব মালিক বলেছেন, ২/৩ মাস ধরে সিএএ, এনআরসি ইস্যুতে বিক্ষোভ হচ্ছে, সহিংসতা হচ্ছে, এজন্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা কেন্দ্রীয় সরকারের। সরকার পক্ষের লোকেরা উসকানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন, গুলি মারার কথা বলছেন। কপিল মিশ্র (বিজেপি নেতা) বলেন, ট্রাম্পের ছাড়ার পরে এ নিয়ে নিষ্পত্তি হবে।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" থেকে শামের জিহাদরত মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে লক্ষ্য করে "শহীদগণের পথেই আমরা এগিয়ে যাবো" শিরোনামে নতুন একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন।

বার্তাটিতে মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে লক্ষ্য করে বলা হয়: আমরা সকল ক্ষেত্রসমূহে থাকা আমাদের ভাই, সাহায্যকারী, কমান্ডার এবং সেই সকল বিগ্রেড, যা নুসাইরী বাহিনীর তীব্র হামলা শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন শহর ও গ্রামে সমবেত হয়েছিল তাদেরকে আহবান করছি, যাতে তারা গেরিলা যুদ্ধকৌশলকে গ্রহণ করে এবং একে তীব্রতা দান করে। যাতে শত্রুবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং একটানা যুদ্ধে ও চরম ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পড়ে। যা হবে হালকা অস্ত্র ও ছোট ছোট প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

এটি বহু কৌশল সম্বলিত একটি বিচিত্র যুদ্ধ, যেমন ঝটিকা হামলা, এ্যামবুশ, সপ্লাই লাইনকে বিচ্ছিন্ন করা, বডি ট্যাপ, স্নাইপিং, কমান্ডো হামলা এবং আরও বহু ধরনের যুদ্ধকৌশল। শত্রুবাহিনীর কব্জায় যে অঞ্চলসমূহের পতন হয়েছে তা মূলত আপনাদেই অঞ্চল, এর ভূ-ভাগ সম্পর্কে আপনারাই সবচেয়ে বেশী অবগত। তাই একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। এবং ধৈর্য ও অবিচলতায় অটল থাকুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সাহায্য করবেন এবং আপনাদের কদমকে দৃঢ় করবেন। কখনও সাহস হারাবেন না, হতাশায় ভুগবেন না, আপনারাই নিজেদের বিশ্বাসে সর্বোতভাবে অটল রয়েছেন।

আমরা জিহাদ ও রিবাতের ভূমি শামের জনগনকে বলছি, তারা যেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপরই ভরসা করেন। তাঁর নিকটেই সাহায্য চান। এবং নিজেদের সন্তানদের মুজাহিদীনদের পাশে সমবেত করেন, যারা আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার তরে লড়াই করবে। এবং দূর্বলদের সহযোগীতা করবে। যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে স্থানচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, শুধুমাত্র একারণে যে, তারা বলে আমাদের রব "আল্লাহ"। আল্লাহ তায়ালার বিচার ও ফয়সালায়

ধৈর্যধারন করুন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিজয়ের সুসংবাদ নিন, আল্লাহ তায়ালা নিজেই শাম ও এর জনগনের জামিনদার।

অনুবাদক: **ত্বহা আলী আদনান,** *প্রতিবেদক আল-ফিরদাউস নিউজ*

ভারতের দিল্লিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) সমর্থকদের উপর হিন্দুত্ববাদী মালাউনদের হামলার মাত্রা বেড়েই চলেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দিল্লির ব্রহ্মপুর এলাকা। ভারতের জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত চলা সংঘর্ষে ভারতীয় মালাউনদের হামলায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ১০৫ জন।

জাফরাবাদ, মৌজপুর-বাবারপুর, গোকুলপুরি, শিব বিহার ও জোহরি এনক্লেভ মেট্রো স্টেশনের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেখানে কোনও ট্রেন দাঁড়াবে না। ওই এলাকায় ১৪৪ ধারাও জারি হয়েছে।

এছাড়া দিল্লির আরও ১০ জায়াগায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে মঙ্গলবার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিল্লির সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

এ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চলছে দফায় দফায় বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০ জন নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছে "এবিপি" নিউজ ।

এদিকে আজ দিল্লির নব নিযুক্ত হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিবাল আরেক হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসে আন্দোলনকারীদের ভয় ও হুমকি দিয়ে জানিয়ে দিল যে, আন্দোলন থেকে বিরত না থাকলে সেনাবাহিনীকেও নামানো হবে।

https://alfirdaws.org/2020/02/25/33525/

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে স্কুলছাত্রী সিনথিয়ার মৃত্যুর ঘটনায় মামলা নেয়নি সন্ত্রাসী পুলিশ। অভিভাবকদের ভাষ্য, সিনথিয়ার শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকার পরও পুলিশ তা সুরতহাল

প্রতিবেদনে উল্লেখ করেনি। এর সঙ্গে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রীর স্বজনরা।

সিনথিয়া ভাগ্যকূল ইউনিয়নের ফজলুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। পরিবারের ভাষ্য, গত বৃহস্পতিবার সে বিদ্যালয়ের পাশে চাচাতো মামা সাকিবের সঙ্গে কথা বলছিল। ওই সময় স্থানীয় খোকা মোড়লের ছেলে রাকিব, তার সহযোগী জুবায়েদ, সিফাত, লিয়নসহ কয়েকজন সিনথিয়া ও সাকিবের বিরুদ্ধে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুলে মারধর করে। খবরঃ কালের কণ্ঠ

পরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি কাজী মনোয়ার হোসেন শাহাদাত্ হামলাকারীদের পক্ষ নিয়ে সিনথিয়াকে বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র (টিসি) দিতে প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দেন। এতে ওই ছাত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সেখানে থেকে বাড়ি ফিরে আত্মহত্যা করে সিনথিয়া।

ছাত্রীর বাবা আব্দুর রহিম বলেন, ‘চেয়ারম্যান বখাটেদের পক্ষ নিয়েছে। তিনি থানা পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছেন। এই কারণে পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। চেয়ারম্যান ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনও ভিন্ন খাতে নেওয়ার পাঁয়তারা করছেন।’

কুড়িগ্রামের উলিপুরে বিভিন্ন হাট-বাজারগুলোতে প্রতি বস্তায় ৩ থেকে ৪ কেজি ইউরিয়া সার কম থাকার অভিযোগ উঠেছে। গ্রামীণ এসব বাজারে সরকারি মূল্যের চেয়েও বেশি দামে ইউরিয়া সার বিক্রির খবর পাওয়া গেছে।

খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, আমরা ডিলারদের কাছে বস্তা কিনে বিক্রি করি। ওজনে কম থাকলেও আমাদের কিছু করার নেই। ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকরা প্রতারিত হওয়ায় তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে উফসী ১৪ হাজার ৭২৭ হেক্টর, হাইব্রিড ৫ হাজার ৪৭৬ হেক্টর ও স্থানীয় জাতের ১০৮ হেক্টরসহ ২০ হাজার ৩১১ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এসব জমিতে ফসল উৎপাদনে সারের চাহিদা মেটাতে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ৬ হাজার ১৭৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের প্রয়োজন। এসব সারের চাহিদা মেটাতে উপজেলার ১৪ জন বিসিআইসির ডিলারের মাধ্যমে

গত জানুয়ারি মাসে ৯৮১ মেট্রিক টন ও ফেব্রুয়ারি মাসে ১ হাজার ৫০১ টন ইউরিয়া সার উত্তোলন করা হয়েছে।

কিন্তু এসব ডিলার ইউনিয়ন পর্যায়ে সার বিক্রির বিধিবিধান থাকলেও তা না করে উপজেলা সদরেই বিক্রি করে থাকেন। ফলে এ পরিস্থিতিতে গ্রামীণ হাট-বাজারগুলোতে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই সরকারি মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে কৃষকদের। কৃষি বিভাগের উদাসীনতার কারণে প্রতিবছর সার কিনে প্রতারিত হতে হচ্ছে কৃষকদের।

তবে কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং না থাকায় ইউরিয়া সার কিনতে গিয়ে প্রতিনিয়তই প্রতারিত হচ্ছেন কৃষকরা। কৃষকদের দাবি, কোথায় সমস্যা তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। আমরা ন্যায্য মূল্য দিয়ে সার কিনে কেন প্রতারিত হবো।

কৃষক মজিবর রহমান, বাদশা মিয়া, আব্দুস ছামাদসহ অনেকে জানান, ৫০ কেজির এক বস্তা ইউরিয়া সার কিনে বাড়িতে আনলে দেখা যায় বস্তায় ৩ থেকে ৪ কেজি সার নেই।

কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনে জানা যায়, উপজেলার বাকরেরহাট, চৌমহনী বাজার, অনন্তপুর, বজরা, তবকপুরসহ বিভিন্ন হাট-বাজারে ঘুরে বস্তায় ইউরিয়া সার কম দেওয়ার সত্যতা পাওয়া গেছে।

খুচরা সার ব্যবসায়ী আতাউর রহমান জানান, প্রতি বস্তায় ৩ থেকে ৪ কেজি সার কম থাকে। বস্তা খুলে কেজি হিসেবে বিক্রি করি তাতে লাভ হয় না।

বিসিআইসির পরিবেশক আব্দুল মালেক বলেন, আমাকেও কয়েকজন ক্রেতা বস্তায় কম থাকার অভিযোগ দিয়েছেন। বাফার গুদাম থেকে আমাদের সার মেপে দেওয়া হয় না। ফলে সেখান থেকেই বস্তায় সার কম আসতে পারে।

উপজেলা কৃষি অফিসার সাইফুল ইসলাম বাফারের গুদামে বস্তা পরে থাকার কারণে কম হতে পারে স্বীকার করে বলেন, গতকাল রবিবার শহরের বিসিআইসির একজন ডিলারের দোকানে গিয়ে ৪০০ গ্রাম সার বস্তায় কম পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এখন খুবই চমৎকার বলে মনে করা হয়। ১৯৭১ পরবর্তী ফারাক্কা বাঁধ, সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভারতীয় সাহায্যসহ বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যেও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বেশ উষ্ণ বলেই প্রচার রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা ততটা সুখকর না। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা এই দাবির যৌক্তিকতাকে অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। বিষয়টি নিয়ে উভয় সরকারের মাথাব্যথা না থাকলেও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারত সম্পর্কে বিরূপ ধারণা ক্রমেই বাড়ছে। সীমান্তে চোরাচালান ও বাংলাদেশ থেকে কথিত অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে ভারতীয় সন্ত্রাসী সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিতর্কিত 'শ্যুট-অন-সাইট' নীতি দীর্ঘ দিন থেকেই অনুসরণ করে আসছে। ফলে সন্ত্রাসী বিএসএফকে কারণে-অকারণে বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করার অবাধ লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। আত্মীয়স্বজনদের সাথে যোগাযোগ, হাট-বাজারে কেনাকাটার জন্য অনেক মানুষের সীমান্ত পারাপার জরুরি হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে কৃষিজমিতে কৃষিকাজ বা নদীতে মাছ ধরার জন্যও অনেক মানুষকে সীমান্ত পেরুতে হয়। এসব 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি' হিসেবেই দেখা হয় সীমান্ত এলাকায়। এমতাবস্থায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের 'দেখামাত্র গুলি'র ক্ষমতা চর্চা বন্ধুত্বের সম্পর্কের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

স্বাধীনতার পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সবসময়ই অশান্ত ছিল এবং এখনো রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ২০০০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার ৫০০ সাধারণ ও বেসামরিক বাংলাদেশী হত্যার অভিযোগ রয়েছে সন্ত্রাসী বিএসএফের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে গুলিবর্ষণের হার বৃদ্ধির পাশাপাশি বিএসএফ সন্দেহভাজনদের আক্রমণাত্মক ভীতি প্রদর্শন, নির্দয়ভাবে প্রহার এবং নির্যাতন করে আসছে। বিগত ১০ বছরে প্রায় ১০ হাজার মানুষ ভারতীয় সন্ত্রাসী নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই বাংলাদেশী। অনেক ক্ষেত্রে নিরস্ত্র এবং অসহায় স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে ভারতীয় সন্ত্রাসী সীমান্তরক্ষীদের বিরুদ্ধে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বরাবরই এসব হত্যাকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গেয়ে আসছে। এ বিষয়ে বিএসএফের সাবেক প্রধান রমণ শ্রীবাস্তবের মন্তব্য খুবই দুঃখজনক। তার ভাষায়, "কোনো মানুষের উচিত নয় এই শিকারগ্রস্তদের জন্য দুঃখ করা। তিনি দাবি করেন, যেহেতু এসব ব্যক্তি প্রায়ই রাতে, অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করছিল, তাই তারা মোটেই 'নির্দোষ' ছিল না।" তার বক্তব্য সত্য হলেও বিনাবিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বরং তা আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন।

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর দেয়া তথ্যানুযায়ী ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গত ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক হাজার ৬৪ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী বিএসএফ। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে বিএসএফ গুলি ও শারীরিক নির্যাতনে হত্যা করেছে ৪২ জন বাংলাদেশীকে। অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সীমান্তে ৩১২ বার হামলা চালানো হয়। এতে ১২৪ জন বাংলাদেশী নিহত হন। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে ১৩০টি হামলায় ১৩ জন নিহত, ১৯৯৭ সালে ৩৯টি ঘটনায় ১১ জন, ১৯৯৮ সালে ৫৬টি ঘটনায় ২৩ জন, ১৯৯৯ সালে ৪৩টি ঘটনায় ৩৩ জন, ২০০০ সালে ৪২টি ঘটনায় ৩৯ জন নিহত হন। ভারত প্রতিনিয়তই সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। আর গত তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সীমান্ত হত্যার ঘটনা ঘটেছে ২০১৯ সালে।

বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিটি সম্মেলন বা বৈঠকেই সীমান্ত হত্যা কমিয়ে আনা বা বন্ধ করা নিয়েও আলোচনা এবং ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে উভয় পক্ষই দীর্ঘ দিন ধরে দাবি করে আসছে। সম্প্রতি দিল্লি সফর শেষে ঢাকায় ফিরে এক সংবাদ সম্মেলনে বিজিবি মহাপরিচালক সীমান্তে হত্যা নিয়ে বলেছেন, বিএসএফ মহাপরিচালক তাকে আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি দৃশ্যমান নয়। বিজিবি মহাপরিচালকের দাবি মতে, ২০১৯ সালে সীমান্তে ৩৫ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। বিএসএফের হিসাবে এই সংখ্যা আরো কম। আর সরকারি হিসাবে ২০১৮ সালে সীমান্তে তিনজন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। ২০১৭ সালে ১৭ জন। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা আরো বেশি। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে ২০১৯ সালে সীমান্তে ৪৩ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুলিতে ৩৭ জন এবং নির্যাতনে ছয়জন। আহত হয়েছেন ৪৮ জন। অপহৃত হয়েছেন ৩৪ জন। ২০১৮ সালে নিহত হয়েছেন ১৪ জন। আর ২০১৭ সালে ২৪ জন। সরকারি হিসাব ধরলে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সীমান্ত হত্যা বেড়েছে ১২ গুণ। আর বেসরকারি হিসাবে আরো বেশি। যা রীতিমতো উদ্বেগজনকই বলতে হবে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি যে খুবই উদ্বেগজনক তা ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনের বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠন 'মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ'-এর প্রধান কীরিটি রায়ের বক্তব্য হলো, 'আগে সসন্ত্রাসী বিএসএফ বলত আমাদের ওপর আক্রমণ করতে এলে আমরা আত্মরক্ষার্থে গুলি করেছি। লাশ ফেরত দিত। এখন আর তাও বলে না। গুলি করে হত্যার পর লাশ নদীতে ফেলে দেয়।' তার ভাষায়, 'ভারত তো একটা হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তারা তো সীমান্ত হত্যা বন্ধ করবে না। সীমান্তে

মুসলমানদের মারছে। আর ঠেলে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। আমরা প্রতিটি ঘটনার প্রতিবাদ করছি। কিন্তু বাংলাদেশের দিক থেকে শক্ত কোন প্রতিবাদ দেখতে পাচ্ছি না। মেরে দিচ্ছে কোনো বিচার নেই।'

বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে সীমান্ত পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলেই মনে হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন থেকে সে চিত্রই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের হিসাব অনুসারে ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিএসএফ হত্যা করেছে ৩৫ জনকে। এ সময় বিএসএফ ২২ বাংলাদেশীকে গুলি ও নির্যাতন করে আহত করেছে আর অপহরণ করেছে ৫৮ জনকে। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৭ দিনের ব্যবধানে ভারতীয়রা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিন বাংলাদেশীকে জোর-জবরদস্তি অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩ সালে মোট ২৭ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ সদস্যরা। ২০১৪ সালে হত্যা করা হয়েছে ৩৩ জন বাংলাদেশীকে। আহত হয়েছেন ৬৮ জন। এ ছাড়া বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে ৫৯ জনকে। তিন বছরে সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যায় ২০১৫ সাল শীর্ষে অবস্থান করছে। ২০১৫ সালে বিএসএফ হত্যা করেছে ৪৫ জন বাংলাদেশীকে। নয়া দিগন্তের রিপোর্ট।

চলতি বছরের শুরুতেই নিহতের সংখ্যা ১০ জনে পৌঁছে গেছে। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪৩। যুদ্ধাবস্থা ছাড়া বন্ধুভাবাপন্ন দুই দেশের সীমান্তে এ রকম প্রাণহানি অস্বাভাবিক, অমানবিক। বিভিন্ন সময় ভারতীয় শীর্ষ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে, সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার নীতিতে কাজ করা হবে। সীমান্ত হত্যা রোধে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফের হাতে প্রাণঘাতী অস্ত্র দেয়া হবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। বিএসএফের পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে, বিএসএফ সদস্যরা সাধারণ নাগরিকের ওপর গুলি ছোড়ে না। অস্ত্রধারী চোরাকারবারিরা দল বেঁধে জোয়ানদের ওপর আক্রমণ করে, তখন তারা আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণে বাধ্য হয়। কিন্তু এ যুক্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, তারা সশস্ত্র আক্রমণকারী এ কথা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর সীমান্ত এলাকায় চোরাকারবার নিয়ে সীমান্তের উভয় পাড়েই রয়েছে অসাধু বাণিজ্যের বিস্তার। কিন্তু প্রতিটি ঘটনাতেই নিরস্ত্র বাংলাদেশীরা শুধু নিহত হচ্ছেন। পার পেয়ে যাচ্ছে ওপারের সন্ত্রাসীরা। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এ সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোনো দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কথা এবং সেই মোতাবেক ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের

কাছে হস্তান্তরের নিয়ম রয়েছে। যেখানে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, মানুষ পাচার এবং চোরাচালান বন্ধে যৌথ উদ্যোগ ও দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা ও আস্থা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে দুই দেশ কাজ করছে, সেখানে সীমান্তে গুলি-হত্যা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। সীমান্তে যেকোনো অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিদ্যমান আইনে বিচার হবে এবং এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত।

সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'সীমান্তে হত্যা নিয়ে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনারের কাছে বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। বিজিবি-বিএসএফের বৈঠকেও সীমান্ত হত্যার প্রসঙ্গতি গুরুত্ব দিয়ে উত্থাপন করা হয়েছে।'

মুখে এসব কথা বললেও এ ক্ষেত্রে তারা তেমন সাফল্য দেখাতে পারছে না বরং সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণেই সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। এর দায় সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সব কটি মূল্যসূচকের পতন হয়েছে। বেশিরভাগ কোম্পানির দর কমলেও মূলত গ্রামীণফোনের শেয়ারের দাম বাড়ায় বড় দরপতন ঘটেনি। কারণ যে হারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দরপতন হয়েছে, মূল্যসূচক কমে তার থেকে বেশ কম হারে।

বাজার পর্যালোচনায় দেখা গেছে, রবিবার ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৭০টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম আগের দিনের তুলনায় বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমে ২৭৬টির। ২৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৩৪ পয়েন্ট কমে ৪ হাজার ৬৯৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৫৯১ পয়েন্টে উঠে আসে। ডিএসইর শরিয়াহ্ সূচক ৩ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৮৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

সূচকের এ পতনের দিনে ডিএসইতে কমেছে লেনদেনের পরিমাণও। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৬৬৮ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ৭৭০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন কমেছে ১০২ কোটি ১৫ লাখ টাকা। খবরঃ আমাদের সময়।

অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই ১৪৪ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৩৮০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ২৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা। লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৫৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৩টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১৯৫টির এবং ১৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

মামলার ভয় দেখিয়ে বরিশালগামী মানামী লঞ্চ থেকে নামিয়ে আনা হয় মো. খবির উদ্দিন গাজী নামের এক যাত্রীকে। তাকে মারধর করে ৫ লাখ টাকা দাবি করা হয়। তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে তার সঙ্গে রক্ষিত নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং তার এটিএম কার্ডের মাধ্যমে দুই দফায় আরও ২৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর একটি অন্ধকার গলিতে তাকে ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়ে লুটেরার দল। আর সেই দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন লালবাগ থানার সন্ত্রাসী এএসআই সাজ্জাদ হোসেন মামুন এবং তার অনুগত পাঁচ সোর্স।

আমাদের সময় বরাতে জানা যায় লালবাগ থানার এএসআই সাজ্জাদ হোসেন মামুন ছাড়াও তার আরও তিন সোর্স হিসেবে মো. মাইনুল ইসলাম বাবু, মো. রাকিব হোসেন ও আসলাম তার কাছ থেকে টাকা লুট করে। বাদী বলেছেন, আর দুই সোর্সকে তিনি চেনেননি। গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে বরিশালগামী মানামী লঞ্চে এ কা-ের সূত্রপাত বলে জানান খবির। তাকে ঘটনার দিন রাতে মানামী লঞ্চ থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ধরা পড়েছে দুটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় (সিসি ক্যামেরা)।

তবে সেই লুটের পর ১৪ দিনেও কাউকে আটক না করায় ক্ষুব্ধ খবির উদ্দিন গতকাল রবিবার লিখিত অভিযোগ করেছেন পুলিশ সদর দপ্তরের ‘আইজিপি’স কমপ্লেইন সেল’সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে।

এএসআইয়ের পোশাকে নামযুক্ত কোনো ব্যাজ ছিল না। সাজ্জাদ আমাকে বলেন, আপনার নাম খবির উদ্দিন গাজী? মাথা নাড়তেই বলেন, আপনার নামে মামলা আছে, স্যার নিচে অপেক্ষা করছে। এই বলে দুজন আমাকে লঞ্চ থেকে নামিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমাণ দুটি মোটরসাইকেলের একটিতে তুলে দেন। গাড়ি দুটো বুড়িগঙ্গার পশ্চিম পাড় দিয়ে এগোতে থাকে। অন্য

মোটরসাইকেলটি ছিল আমাদের পেছনে। আমি ভয়ে চেঁচামেচি করলে তারা আমাকে মারধর করতে শুরু করে। সন্ত্রাসী এএসআই সাজ্জাদ আমার মুখে ঘুষি মারে।

পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে গিয়ে মাদক দিয়ে চালান করাসহ জানে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে তারা আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এর আগেই আমার প্যান্টের পকেটে থাকা ৫০ হাজার টাকা কেড়ে নেওয়া হয়। পরে আসলাম আমার এটিএম কার্ড থেকে নাজিমউদ্দিন রোডের একটি ব্র্যাক ব্যাংকের বুথে ঢুকে প্রথমে ৫ হাজার পরে ২০ হাজার টাকা তুলে নেন। এর পর তারা একটি অন্ধকার গলিতে নিয়ে গেলে আমি ভয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার শুরু করি। এ সময় তারা আমাকে ফেলে মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যান।

রাজধানীর পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এনামুল হক ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রুপন ভূঁইয়ার বাসার ৫টি সিন্দুক থেকে নগদ ২৬ কোটি ৫৫ লাখ ৬০০ টাকা পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল রকিবুল হাসান সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের জানান, ওই বাসা থেকে সোয়া পাঁচ কোটি টাকার এফডিআরের বই, এক কেজি সোনা, ৯ হাজার ২০০ ইউএস ডলার, ১৭৪ মালয়েশিয়ান রিংগিত, ৩৫০ ভারতীয় রুপি, ১ হাজার ৫৯৫ চায়নিজ ইয়েন, ১১ হাজার ৫৬০ থাই বাথ ও ১০০ দিরহাম জব্দ করা হয়েছে।

পুরান ঢাকার ওই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত র‍্যাব-৩ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়জুল ইসালাম জানান, ক্যাসিনো কাণ্ডে জড়িত দুই ভাইয়ের ঢাকায় বহু ফ্ল্যাট-বাড়ি রয়েছে। এখন পর্যন্ত তাঁরা ২৪টি বাড়ির খোঁজ পেয়েছেন। অনুসন্ধানের একপর্যায়ে তাঁরা পুরান ঢাকার এ বাড়ির খোঁজ পান। এর পরপরই এখানে অভিযান চালিয়ে এসব সম্পদ জব্দ করা হয়।

গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর এনামুল ও রূপনদের বাসায় এবং তাদের দুই কর্মচারীর বাসায় অভিযান চালায় র‍্যাব। সেখান থেকে চারটি ভল্ট ভেঙে নগদ এক কোটি পাঁচ লাখ টাকা ও ৭৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার জব্দ করা হয়েছিল।

গত ছয় থেকে সাত বছরে তারা পুরান ঢাকায় বাড়ি কিনেছেন কমপক্ষে ১২টি। ফ্ল্যাট কিনেছেন ৬টি। পুরোনো বাড়িসহ কেনা জমিতে গড়ে তুলেছেন নতুন নতুন ইমারত। স্থানীয় লোকজন জানান, এই দুই ভাইয়ের মূল পেশা জুয়া। আর নেশা হলো বাড়ি কেনা।

গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর এনামুল ও রূপনের বাসায় এবং তাঁদের দুই কর্মচারীর বাসায় অভিযান চালায় র‍্যাব। সেখান থেকে পাঁচ কোটি টাকা এবং সাড়ে সাত কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়। এরপর সূত্রাপুর ও গেন্ডারিয়া থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়।

এদিকে টাকা দিয়ে ২০১৮ সালে এনামুল পান গেন্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও আর রূপন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পদ ভাগিয়ে নেন বলে অভিযোগ আছে। এছাড়াও তাদের পরিবারের পাঁচ সদস্য, ঘনিষ্ঠজনসহ মোট ১৭ জন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগে পদ পান।

স্কুল থেকে ফেরার পথে আট বছরের ফিলিস্তিনি কন্যা শিশু মালিক ইসাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে একজন ইসরায়েলি পুলিশ-এতে শিশুটি বাম চোখে মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। গত সপ্তাহের শেষে ফিলিস্তিনি রাজধানী অধিকৃত জেরুসালেমের আল-ইসাওয়াইয়া শহরে এই ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পরপরই আক্রান্ত শিশুটিকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হয় এবং চিকিৎসক তার চক্ষু উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

ফিলিস্তিনের প্রভাবশালী গণমাধ্যম আল কুদস জানায়, ঘটনার পর থেকে এই পর্যন্ত ইসরায়েলি পুলিশের তরফ থেকে কোন বিবৃতি পাওয়া যায়নি। বিনা কারণে স্কুল থেকে ফেরার পথে শিশুটির ওপর কেন রাবার বুলেট ছোড়া হল- এবিষয়ে কারও নিকটই পরিস্কার ধারণা নেই।

বেসরকারি একটি ইনফরমেশন সেন্টারকে মালিক ইসার পিতা বলেন, এই ঘটনায় আমরা ভেঙে পড়েছি। ডাক্তার মালিকের বাম চোখ উপড়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। আর এটা ছাড়া আমাদের সামনে ভিন্ন কোন উপায় নেই। চোখটি ফুলে গেছে, এর ভিতরে মারাত্মক জখমের সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, চক্ষু উপড়ে ফেলা না হলে আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার আশঙ্কা রয়েছে- যে সমস্যা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম আনাদুলু আরবির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, শিশুটির ডান চোখও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে। মস্তিষ্কে সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সেটাও উপড়ানো লাগতে পারে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন। তবে মালিক ইসার পিতা চিকিৎসককে অনুরোধ করেছেন যেভাবেই হোক অন্তত তার একটি চোখ ভাল করার চেষ্টা করার, যাতে সে পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত না হয়।

কিন্তু তার এই অনুরোধ চিকিৎসক রাখতে পারবেননা বলে তিনি আশঙ্কাবোধ করছেন। দৃষ্টি হারানোর ভয়ে শিশু মালিক ইসা শুক্রবার সারারাত না ঘুমিয়ে কেঁদেছেন বলেও তার পিতা জানান।

হামলার সময় মালিকের সঙ্গে তার অন্যান্য বোনেরাও ছিল। অল্পের জন্য তারা রক্ষা পেয়েছে ঠিকই, তবে তাদের সকলেই মারাত্মক মানসিক আক্রান্তের শিকার হয়েছে। তাদেরও চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন। আসলে এই হামলা আমাদের পুরো পরিবারকে মানসিকভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বলছিলেন ইসা মালিকের পিতা।

প্রসঙ্গত, বিগত দুই বছর যাবত ইসরায়েলি পুলিশ কতৃক ধারাবাহিক হামলার নানা অভিযোগ করে আসছেন আল-ইসাওয়াইয়া শহরের বাসিন্দারা। তাদের দাবি, ঘরবাড়ি গুড়িয়ে দেয়া, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও পুরুষদের বিনা অপরাধে গ্রেফতারসহ ইসরায়েলি বাহিনী তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করে চলছে প্রতিনিয়ত। এবং দখলদারদের হামলার শিকার হয়ে অনেক ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন বলেও জানান তারা।

আল-ইসাওয়াইয়ার জনসংখ্যা আনুমানিক ত্রিশ হাজারের অধিক। শহরটি অধিকৃত জেরুসালেমের অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ শহর হিসাবে বিবেচিত হয়।

যৌতুকের টাকার জন্য গরম ডাল ঢেলে ঝলসে দেওয়া হলো লাভলী আক্তার নামে এক গৃহবধূকে। আশংকাজনক অবস্থায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে । ন্যাক্কারজনক এ ঘটনাটি ঘটেছে রোববার সন্ধ্যায় লাঙ্গুলিয়া গ্রামে। পরিবারের সদস্য ও থানা পুলিশ জানায়, উপজেলার লাঙ্গুলিয়া গ্রামের পরিবহন শ্রমিক বাবুল সরকারের সাথে বন্দগোয়ালিয়া গ্রামের আব্দুল গফুরের মেয়ে লাভলী আক্তারকে ২০ বছর আগে বিয়ে হয়। তারপর থেকেই বিভিন্ন সময় যৌতুকের জন্য চাপ দিত স্ত্রী লাভলী আক্তারকে। এ নিয়ে সংসার জীবনে তাদের মধ্যে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। তাদের রয়েছে তিন সন্তান। সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করে স্ত্রী লাভলী আক্তার তার স্বামীকে ৫ লাখ টাকা এনে দেয়। এতেও খুশি না হয়ে বিভিন্ন সময় আরও টাকার জন্য চাপ অব্যাহত রাখে বাবুল সরকার। পরে দাবিকৃত টাকা দিতে অস্বীকার করে লাভলী আক্তার।

রোববার সন্ধ্যায় রান্না করার সময় এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আবারও কথা কাটাকাটি হয়। এরই এক পর্যায় স্বামী বাবুল সরকার চুলার ওপর থেকে গরম ডাল ঢেলে দেয় স্ত্রী লাভলী আক্তারের শরীরে। এতে তার মুখ, গলা, কান ও বুক ঝলসে যায়। গুরুতর অবস্থায় ওইদিনই তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ।

আয়নাল হক বলেন, তার ভগ্নিপতি বাবুল সরকার মাদকে আসক্ত। নেশার টাকার জন্যই তার বোনকে মারধর করতো। মারধরের কারণে বিভিন্ন সময় শোধে প্রায় ৫ লাখ টাকা দেওয়া হয় বাবুল সরকারকে। ঘটনার দিন টাকার জন্যই তার বোনের শরীরে চুলার ওপর থেকে গরম ডাল ঢেলে দেওয়া হয়।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) সমর্থনকারী হিন্দু সন্ত্রাসীরা, সিএএ বিরোধিদের উপর দিল্লির উত্তরপূর্বের মৌজপুরে সোমবারে হামলা চালিয়েছে। এই সংঘর্ষের জেরে যানবাহন ও স্থাপনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের ভজনপুর ও চান্দ বাগ এলাকাতেও। দিনভর এসব সহিংসতায় অন্তত ৩ জন নিহত ও অপর প্রায় ৫০ জন আহত হয়েছে। এনিয়ে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ওই এলাকায় সহিংসতার ঘটনা ঘটলো। ভারতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভির এক বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে, এসব সহিংসতার নেপথ্যে উসকানি দিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র।

বিতর্কিত সিএএ আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির শাহিনবাগে অবস্থান নিয়ে টানা দুই মাস ধরে বিক্ষোভ করে আসছেন নারীরা। ওই অবস্থানের কারণে বন্ধ হওয়া সড়ক কর্তৃপক্ষ খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার পর গত শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) রাত থেকে জাফরাবাদ

মেট্রোস্টেশনে একই ধরনের বিক্ষোভ শুরু হয়। এর জবাবে পরদিন (রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল তিনটায় প্রায় এক কিলোমিটার দূরের মৌজপুর চকে সিএএ সমর্থকদের জড়ো হওয়ার আহ্বান জানিয়ে টুইট করে দিল্লির বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। ওই দিন সাড়ে চারটা নাগাদ হিন্দু সন্ত্রাসীরা পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।

২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করে বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। ওই ভিডিওতে তাকে দিল্লির উত্তরপূর্ব পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ভেদ প্রকাশকে পাশে নিয়ে সিএএ বিরোধিতাকারীদের হুমকি দিতে দেখা যায়। ওই ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, তার সমর্থকেরা শুধুমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আর তারপর তারা দিল্লি পুলিশের কথাও শুনবে না এবং সিএএ বিরোধিতাকারীদের অবরোধ করে রাখা রাস্তা পরিষ্কার করে দেবে।

রবিবার রাতে ছড়িয়ে পড়া অপর এক ভিডিওতে ওই অঞ্চলের রাস্তায় ট্রাক থেকে ইট নামিয়ে রাখতে দেখা গেছে। এসব ট্রাকের আশেপাশে জড়ো হওয়া ব্যক্তিদের ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে শোনা যায়।

সোমবার জাফরাবাদ ও মৌজপুরে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ শুরু হয়। এদিন সকালে সিএএ সমর্থকদের মৌজপুর চকে লাউডস্পিকারে গান বাজাতে দেখা যায়। এসব গানের মধ্যে ছিলো ‘যারা আজাদি (স্বাধীনতা) চায়, তাদের পাকিস্তানে পাঠানো উচিত’, ‘হিন্দুরা ভারতের গর্ব, গেরুয়াধারীরা আসবে, ভারত মাতার ডাকে রক্তের রঙে সাজবে গুলি’।

মৌজপুর ও জাফরাবাদের আশেপাশে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। তবে মৌজপুর চকে উসকানিমূলক গান বাজানো হতে থাকলেও তা থামাতে পুলিশের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

তবে এর দুই ঘণ্টা পর বেলা দুইটার দিকে সিএএ সমর্থকেরা জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের দিকে রওনা দেয়। আর জাফরাবাদ থেকে সিএএ বিরোধীরা মৌজপুর চকের দিকে রওনা দেয়। জাফরাবাদ ও মৌজপুর এলাকায় শুরু হওয়া সংঘর্ষ পরে আশেপাশের এলাকাতেও হিন্দু সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ৫৫ বছরের পুরনো নাগরিকত্ব আইনে সংশোধন করে ভারত। সংশোধিত আইনে প্রতিবেশি তিন দেশ (বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান) থেকে যাওয়া মুসলিম ব্যতিত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হিন্দু সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকারের প্রণীত এই আইনটিকে মুসলিমবিরোধী ও ভারতীয় সংবিধান পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়। এসব বিক্ষোভে বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় সোমবারের আগেই নিহত হয় অন্তত ২৫ জন।

শাম তথা সিরিয়ার হামা সিটিতে দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়েদা সিরিয়া শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদগণ।

সিরিয়ায় হামা সিটিতে মুজাহিদদের অভিযানের পরের ও আগের কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশণ রুম।

https://alfirdaws.org/2020/02/25/33496/

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

বার্তা সংস্থা OGN এর মাধ্যমে জানা যায়,গত দুদিন ধরে ক্রুসেডার রাশিয়া এবং শিয়া আসাদ এর বিমানবাহিনী সিরিয়ার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে মিসাইল হামলা চালায়। হামার পশ্চিমাঞ্চল মায়দান, ও কাফর সাজনা, রাকায়ে, নাকির এবং হান্টাউটিনের আশেপাশের এবং ইদলিবের দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রামগুলোতে ব্যপকভাবে বোমা হামলা চালায়। এ হামলাগুলোতে অনেক বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়।

ইদলিবের খান শাইখুনে আর্টিলারি বোমাবর্ষণের মাধ্যমে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে বলেও রিপোর্ট প্রকাশ করেছে "OGN"।

এ দিকে ইদলিবের দক্ষিণ পল্লী বেনিন ফ্রন্টে একটি পিকআপ ভ্যান গাড়িতে করে নিরীহ সিরিয়ান মুসলমানের একটি পরিবার বোমা হামলা থেকে বাঁচতে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল। কিন্তু ক্রুসেডার রাশিয়ার বিমান হামলায় পুরো পরিবারের লোকজন নিহত হয়।

আসাদের সন্ত্রাসী বাহিনী বেনিন এলাকায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছিল, সাথে সাথে সেখানে বিদ্রোহীরা প্রবল যুদ্ধের মাধ্যমে বাধা প্রদান করছে । শিয়া আসাদ বাহিনী বেনিনে এখনপর্যন্ত এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শিয়া আসাদ বাহিনীকে হত্যা ও আহত করার সাথে তীব্র সংঘর্ষ চলছে।

বিদ্রোহী বাহিনী দক্ষিণ ইদলিবের হান্টাউটিন অক্ষের দিকে ভারী আর্টিলারি ও রকেট লঞ্চার নিয়ে হামলা চালানোর চেষ্টা করছে এবং আসাদ বাহিনীকে টার্গেট করছে। এ সময় বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী আসাদ বাহিনী নিহত ও আহত হয়েছে।

ইদলিবের দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রাম কাফর সাজনা, রাকায়ে, নাকির এবং হান্টাউটিনের আশেপাশের কয়েকটি পয়েন্টে আসাদ বাহিনী ও বিরোধী বাহিনীর মধ্যে গত রাতে সংঘর্ষ হয়েছে দক্ষিণ ইদলিবে সংঘটিত যুদ্ধের ফলে আসাদ বাহিনীর ২০জন হত্যা এবং প্রায় 50 জন আহত হয়েছে।

রাজশাহী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের এক নেতার বিরুদ্ধে চাঁদা না পেয়ে কোচিং সেন্টারে ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রবিবার রাত ৮টার দিকে নগরীর সোনাদিঘীর মোড় এলাকায় অবস্থিত ইউনি কেয়ার কোচিংয়ের গেট ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতার নাম নাইম আহমেদ। তার অনুসারী আসাদ ও মারুফ ভাঙচুরের সময় উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। নাইম রাজশাহী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।

ইউনি কেয়ার কোচিং দাবি করেছে, ছাত্রলীগ নেতা নাইম, আসাদ, মারুফসহ বেশ কয়েকজন মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। বেশ কয়েকবার তারা টাকা নিয়েছেন। সর্বশেষ চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় তারা রবিবার রাতে হামলা ও ভাঙচুর করেন।

কোচিংয়ের পরিচালক মো. রায়হান বলেন, 'বৃহস্পতিবার আসাদ ও মারুফ তিন হাজার টাকা চাঁদা নিয়ে যান। সেদিন তারা কোচিংয়ের জানালা, টেবিল, চেয়ার ভাঙচুরের পাশাপাশি এক কর্মচারীকে মারধর করেছিলেন। রবিবার আবার তারা চাঁদা দাবি করে হাজির হন। তখন আমি টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানাই। রাতে আমার অনুপস্থিতিতে কোচিংয়ের গেট ভাঙচুর করে তারা। নাইম এ ব্যাপারে আগেই হুমকি দিয়েছিল।'

আফগানিস্তান জুড়ে চলছে যুদ্ধবিরতী। একদল অন্যদলের উপর হামলা করা হতেও নিজেদেরকে এড়িয়ে চলছে। কিন্তু এর মাঝেও থেমে নেই দলে দলে আফগান সৈন্যদের ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর এক বার্তায় জানান যে, আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ৫টি জেলার বিভিন্ন স্থান হতে আজ ৯০ আফগান সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্‌, ইমারতে ইসলামিয়ার দায়িত্বশীলগণ আফগান বাহিনী হতে আগত সৈন্যদেরকে স্বাগত জানিয়ে গ্রহন করেন।
আমাদের প্রতিপালক কতই না সুন্দর করে তাঁর কালামে পাকে বর্ণনা করেছেন: যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। (সূরা নছর: ১-২)

গাজার খান ইউনিসে এক ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যার পর মৃতদেহ বুলডোজার দিয়ে পিষে দিয়েছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। গত রোববার সকালে ফিলিস্তিনের গাজা-ইসরাইল সীমান্তে ফিলিস্তিনের কয়েক জন নাগরিকের ওপর গুলি করলে ওই ব্যক্তি শহীদ হন। এই ঘটনায় আরও কয়েক জন আহত হন।

পরে নিহতের লাশকে ট্যাঙ্ক করে ফসলী জমিতে নিক্ষেপ করে। এসময় বাধা দিতে গেলে তিন তরুণের গায়ে আগুন ঢেলে দেয় সন্ত্রাসী সেনারা। ফলে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছে। তুর্কি সংবাদমাধ্যম ডেইলি সাবাহ এ খবর জানিয়েছে।

এদিকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ইয়াহুদি সেনাদের নিহত ফিলিস্তিনির লাশকে ট্যাঙ্কযোগে ফসলী জমের মাঝে নিক্ষেপের ভিডিও প্রচার করেছে।

ডেইলি সাবাহের খবরে বলা হয়, গতকাল রবিবার সকালে ফসলী জমিতে চাষ করতে যাওয়া এক ফিলিস্তিনিকে গাজা সীমান্তে হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা করে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা। নিহতের লাশ ট্যাঙ্ক দিয়ে ফসলী জমির মাঝে নিক্ষেপ করতে চাইলে প্রতিবাদ করেন কয়েকজন। এসময় ট্যাঙ্ক থেকে তাদের উপর আগুন ছুড়ে দেওয়া হয়।

https://alfirdaws.org/2020/02/24/33469/

দিল্লির জাফরাবাদে শাহিন বাগের মতই গত শনিবার সন্ধ্যা থেকেই সিএএ-র বিরোধিতায় ধরনায় বসেছেন হাজারখানেক মহিলা। এবার সেই সমাবেশেই ছোড়া হল পাথর। পুলিশের সামনেই চলল ইট-পাথর বৃষ্টি।

কীভাবে এই ঘটনার সূত্রপাত? এদিন এলাকায় সিএএ-র সমর্থনে একটি মিছিলের আয়োজন করে বিজেপি সন্ত্রাসী কপিল মিশ্র। তার পরেই সিএএর সমর্থনকারীরা সিএএ-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী মহিলাদের ওপরে পাথর ছুড়তে শুরু করে।

কী বলছেন আন্দোলনকারীরা? জমায়েতের মহিলাদের বক্তব্য হামলার পর এনআরসি ও সিএএর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরালো হচ্ছে। সিএএর মতো আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

https://twitter.com/ANI/status/1231541566247825409

নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উত্তরপ্রদেশের আলিগড়। লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে মালাউন পুলিশ। শহরে ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল ইন্টারনেট পরিষেবা। *খবর-জি নিউজ*

গতকাল রবিবার বিকেলে পুরনো আলিগড়ে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

আবারো ভারতীয় এক যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েছে। গত রবিবার সকালে ভারতীয় নৌবাহিনীর মিগ-২৯কে বিমান ভেঙে পড়ে। খবর- এনডিটিভি

ভেঙে পড়া বিমানটি নিয়ে নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় পাখির ঝাঁকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলে বিমানটির ডান ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। ব্যর্থ হয় বাম ইঞ্জিনটিও।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, গোয়ার ভাস্কোতে অবস্থিত আইএনএস হংস বেস থেকে উড়েছিল বিমানটি।

নৌ-বাহিনীর টুইটে বলা হয়েছে, "আজ সকালে ১০.৩০ নাগাদ একটি মিগ ২৯কে বিমান একটি রুটিন প্রশিক্ষণ চলাকালীন ভেঙে পড়ে গোয়ায়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে দেশটির অনেক যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে।

বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দিল্লীর শাহীন বাগে ৭০ দিন ধরে চলছে অবস্থান কর্মসূচি।

সুপ্রিমকোর্টের পক্ষ থেকে শাহীন বাগের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী 'ওজাহাত হাবিবুল্লাহ' একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন সুপ্রিমকোর্ট বরাবর। রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, শাহীনবাগে শান্তিপূর্ণভাবে চলছে অবস্থান কর্মসূচি। কিন্তু পুলিশ পাঁচ জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। খবর-*দেওবন্দ মিডিয়া*

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে,পুলিশ রাস্তা বন্ধ না করলে জন- সাধারণ নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারতো।ট্রাফিক জ্যাম হতো না। পুলিশের অনর্থক রাস্তা বন্ধের কারণে মানুষ দুর্ভোগে পড়েছে।

উল্লেখ্য, শাহীনবাগে অবস্থান কর্মসূচির কারণে তীব্র যানজট হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠলে সুপ্রিমকোর্ট 'ওজাহাত হাবিবুল্লাহ'কে সরেজমিন অবস্থা পর্যবেক্ষণে পাঠায়। অবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি সুপ্রিমকোর্টে এই রিপোর্ট পেশ করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাক্ষাৎকে 'স্বৈরাচারী জোট' বা 'ফ্যাসিস্ট অ্যালায়েন্স' বলে অভিহিত করেছেন গুজরাটের বিদ্বজ্জনরা। সমাজকর্মী, বিদ্বজ্জন ও শিক্ষার্থীদের ১৬০ জনেরও বেশি একটি গোষ্ঠী এই মর্মে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। যেখানে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, মোদী-ট্রাম্প জোট শুধু ভারতের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে 'গরীব বিদ্বেষী', 'ইসলাম বিদ্বেষী' ও 'বর্ণবিদ্বেষী' বলেও কটাক্ষ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটের সুশীল সমাজের মানুষজন খোলা চিঠিতে বলেছেন, এই জোট ভারতের জন্য তো বটেই, গোটা বিশ্বের জন্যই বিপজ্জনক! ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাওয়া এই জোটকে আমরা কোনওভাবেই সমর্থন করি না।'

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের জন্য সপরিবারে ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রথমেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাট সফর করবে। সেখানে তাঁকে কয়েকশ' কোটি টাকা ব্যয়ে জমকালো অভ্যর্থনা জানানো হবে। এরপরে তাঁরা উত্তর প্রদেশ ও দিল্লিতে যাবে।

কিন্তু ট্রাম্পের আগমনের জন্য সরকার যেভাবে বস্তি উচ্ছেদ করেছে, তার নিন্দা করা হয়েছে প্রতিবাদী খোলাচিঠিতে। এতে বলা হয়েছে, 'যারা নাগরিকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে, তাদের জন্য ঘরছাড়া করা হচ্ছে হাজারো মানুষকে। যা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।'

প্রতিবাদীদের দাবি, (বিজেপিশাসিত) গুজরাট সরকার ট্রাম্পের ভারত সফরের ১৫ দিন আগে থেকে যে কোনওরকম আন্দোলনের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বিরোধী।

তাঁদের দাবি, ভারত ও আমেরিকা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ট্রাম্পের সাথে স্বৈরাচারী রাজনীতি বৃদ্ধি হতে দেখেছে। প্রতিবাদীদের মধ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-আহমেদাবাদ এবং সিইপিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যুক্ত আছেন।

আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" এর সাবেক আমীর শহিদ শাইখ কাসেম আর-রিমী রহিমাহুল্লাহ্ এর শাহাদাতের সংবাদ নিশ্চিত করেছে AQAP,।

আনসারুশ শরিয়াহ এর অফিসিয়াল "আল-মালাহিম" মিডিয়া কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রাকাশিত ১৫ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডের একটি অডিও বার্তায় AQAP এর সম্মানিত একজন দায়িত্বশীল শাইখ "হামাদ বিন হামুদ আত-তামিমী" হাফিজাহুল্লাহ্ আমীর শাইখ "কাসেম আর-রিমী" রহিমাহুল্লাহ্ এর শাহাদাতের সংবাদটি নিশ্চিত করেন। তিনি উক্ত অডিও বার্তায় জানান যে, শাইখ দখলদার ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন।

শাইখের শাহাদাতের পর সকল উমারা ও মুজলিশে শুরার সম্মানিত উলামাগণ পরামর্শের মাধ্যমে "শাইখ খালেদ আল-বাত্বারাফী" হাফিজাহুল্লাহ্-কে নিজেদের নতুন আমীর হিসাবে নিযুক্ত করেন। এরপর আনসারুশ শরিয়াহ এর সকল মুজাহিদগণ শাইখের হাতে বায়াতের ঘোষণা দেন।

বিস্তারিত আসছে...

আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" এর সাবেক আমীর শহিদ শাইখ কাসেম আর-রিমী রহিমাহুল্লাহ্ এর শাহাদাতের সংবাদ নিশ্চিত করেছে AQAP,।

আনসারুশ শরিয়াহ এর অফিসিয়াল "আল-মালাহিম" মিডিয়া কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রাকাশিত ১৫ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডের একটি অডিও বার্তায় AQAP এর সম্মানিত একজন

দায়িত্বশীল শাইখ "হামাদ বিন হামুদ আত-তামিমী" হাফিজাহুল্লাহ্ আমীর শাইখ "কাসেম আর-রিমী" রহিমাহুল্লাহ্ এর শাহাদাতের সংবাদটি নিশ্চিত করেন। তিনি উক্ত অডিও বার্তায় জানান যে, শাইখ দখলদার ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন।

শাইখের শাহাদাতের পর সকল উমারা ও মুজলিশে শুরার সম্মানিত উলামাগণ পরামর্শের মাধ্যমে "শাইখ খালেদ আল-বাত্বারাফী" হাফিজাহুল্লাহ্-কে নিজেদের নতুন আমীর হিসাবে নিযুক্ত করেন। এরপর আনসারুশ শরিয়াহ এর সকল মুজাহিদগণ শাইখের হাতে বায়াতের ঘোষণা দেন।

বিস্তারিত আসছে...

শহিদ শাইখ "কাসেম আর-রিমী" রহিমাহুল্লাহ্
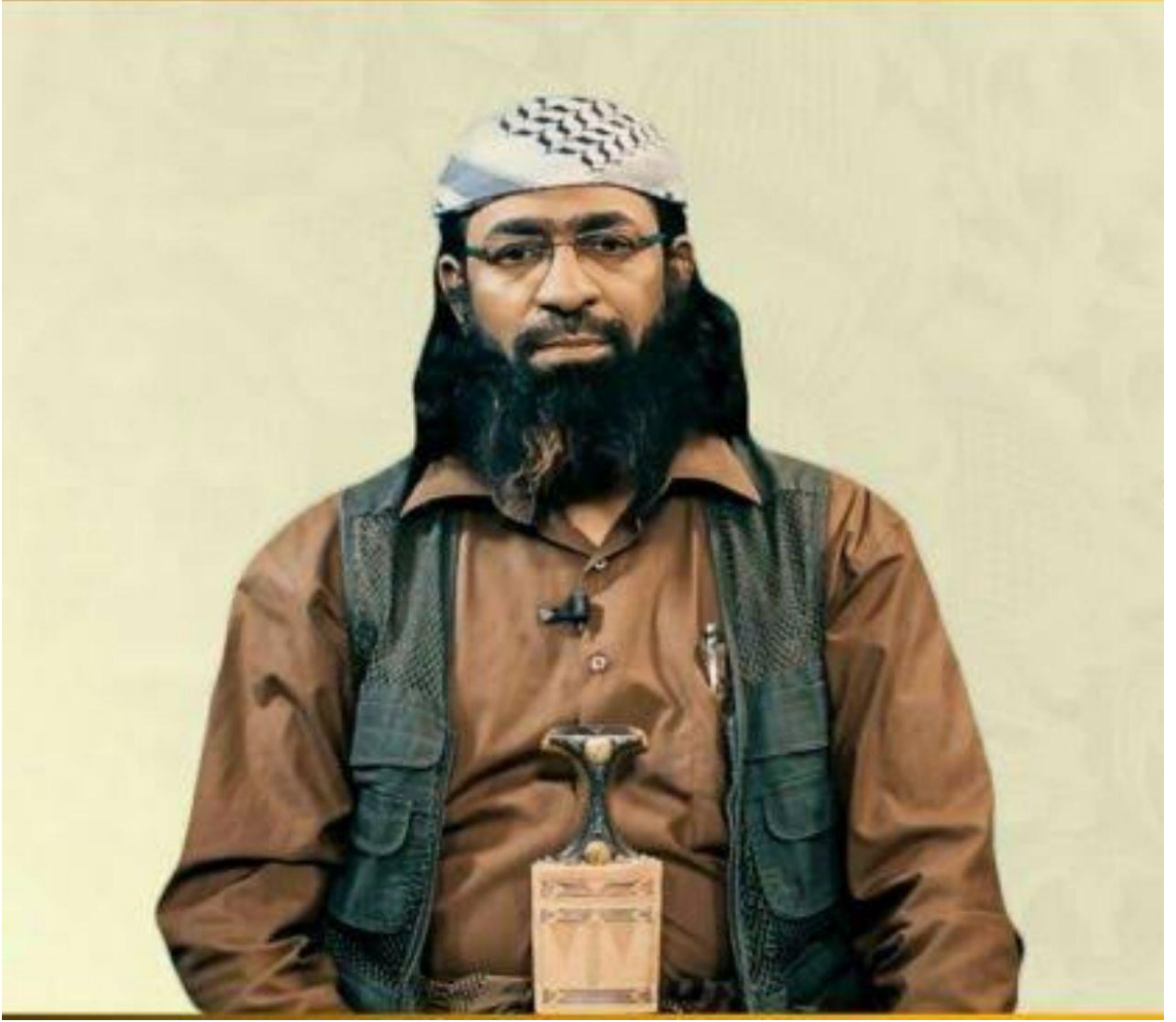
আমীর শাইখ "খালেদ আল-বাত্বারাফী" হাফিজাহুল্লাহ্

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদদের নিয়ে আজ 23 ফেব্রুয়ারি সিরিয়ার হামা সিটির "আল-কিরকাত" এলাকায় দখলদার "রাশিয়া-ইরান" কুফ্ফার বাহিনী ও কুখ্যাত নুসাইরী আসাদ সমর্থিত শিয়া জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বরকতময়ী সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন।

NORS সহ সিরিয়া ভিত্তিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় কমপক্ষে 37 দখলদার কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ প্রচুরপরিমাণ গনিমত লাভ করেছেন।

তবে মুজাহিদ সমর্থিত কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে যে, এই হামলায় হতাহতের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশি। এদিকে "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" থেকে হামলার দায় স্বীকার করলেও এতে কত সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে তা জানানো হয়নি, হয়তো খুব দ্রুতই মুজাহিদগণ অফিসিয়ালভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান প্রকাশ করবেন।

এদিকে "ইবা নিউজ" হতে জানা যায় যে, এই দিন হামা সিটিতে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের স্নাইপার হামলায় আরো 4 এরও অধিক কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

২০১৪ সাল থেকে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরি নারীদের প্রতিরোধ দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৯১ সালের এই দিনে কাশ্মীরের অন্তর্গত কুনান ও পুস্পরা গ্রামের অধিকাংশ নারী ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মমভাবে ধর্ষণের শিকার হয়। খবর-কাশ্মীর লিট ডট ওআরজি

২৯ বছর আগের এই দিনে কাশ্মীরের পুরুষদের ওপর অর্বণনীয় অত্যাচার এবং উভয় গ্রামের সিংহভাগ নারীদের ধর্ষণ করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েনি। তারা পিছিয়ে পড়েননি আন্দোলন থেকে। বরং দিনে দিনে অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের অবস্থান হয়েছে আরও পরিপক্ক হয়েছে।

তাদের এই প্রতিরোধ অবস্থান ধীরে ধীরে রোল মডেল হয়ে ওঠে সমগ্র কাশ্মীরের সংগ্রামী মানুষের কাছে। তাই প্রতি বছর এই দিনে কাশ্মীরের আজাদি লড়াইয়ের সৈনিকেরা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিপক্ষে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে।

ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলতে থাকা দীর্ঘ সন্ধি আলোচনার সুবাদে উভয় পক্ষ একটি সিদ্ধান্তে একমত হয়ে স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়েছে। সেই সন্ধি স্বাক্ষর ৫ই রজব ১৪৪১ হিজরী, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ ঈসায়ী তারিখে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হবে।
উক্ত স্বাক্ষরের তারিখকে সামনে রেখে উভয় পক্ষই এখন একটি স্থিতিশীল নিরাপত্তা অবস্থা

তৈরী করবে। বহু দেশ ও সংস্থার উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদের উক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রন জানানো, বন্দীদের মুক্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ, আফগানের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার গঠনপ্রণালী নির্ধারণ, আর অবশেষে সকল বিদেশী বাহিনী প্রত্যাহারের মাধ্যমে গোটা আফগানে শান্তি ফিরিয়ে আনার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আর, আফগানের মাটিকে অন্য কারও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়া থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যেন মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমাদের জনগণ ইসলামী শাসনব্যবস্থার ছায়াতলে শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে বসবাস করতে পারে।

ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তান
২৭-০৬-১৪৪১ হিজরী, (চন্দ্রবর্ষ)
২৭-১১-১৯৯৪ হিজরী (সৌর)
২১-০২-২০২০ ঈসায়ী

অনুবাদক:ত্বহা আলী আদনান, *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

একের পর এক রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। আর বিশ্বের দরবারে প্রকাশ্যে আসছে ভারতের বর্তমান হাল।সিএএ, এনআরসি, কাশ্মীর ইস্যুতে ইতিমধ্যেই বিশ্বের দরবারে সমালোচিত হচ্ছে ভারত। বিশ্ব ক্ষুধাসূচক, উন্নয়ন সূচকের পর এবার ভারতের মুখ পুড়ল বিশ্ব শিশু সমৃদ্ধি (ফ্লারিশিং) সূচকে। পরিবেশ এবং সামাজিক পরিকাঠামোর দিক থেকে ভারতীর শিশুরা কতটা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত? রাষ্ট্র সংঘের রিপোর্ট বলছে, ১৮০ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩১।

একটি দেশে সামাজিক ভাবে শিশুরা কেমন করে বেঁচে থাকে, জন্মের পর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মৃত্যুর হার কত, তাদের হিংসার শিকার হতে হয় কি না, ভ্রূণ হত্যার হার, শিশুরা বেড়ে ওঠার সময় থেকে শিক্ষার সুযোগ কতটা পাচ্ছে, শিক্ষা ও খাদ্যের অধিকার তারা কতটা পাচ্ছে, দারিদ্র্যের হার কেমন, এই ধরনের একগুচ্ছ প্রশ্নের উপর সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু), ইউনিসেফ এবং ল্যানসেট পত্রিকা। তারই রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।ওই সমীক্ষার ভিত্তিতে তৈরি হয় চাইল্ড ফ্লারিশিং ইনডেক্স (শিশু সমৃদ্ধি সূচক)। তাতেই দেখা যাচ্ছে, ভারত অনেক নীচে, ১৩১ তম স্থানে।

পাশাপাশি, সাসটেনেবিলিটি ইনডেক্স, জনপ্রতি বিভিন্ন দেশের কার্বন নিঃসরণের মাত্রাকে মাথায় রেখে যে সমীক্ষা করা হয়েছে, তাতে ভারতের স্থান ৭৭।

রিপোর্টে আরও একটি বিশেষ দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। সেটা হল, বিপণন ও বিজ্ঞাপনে শিশুদের ব্যবহার। বিভিন্ন জাঙ্কফুড, নরম পানীয়ের বিজ্ঞাপনে শিশুদের দিয়ে প্রচার অন্যান্য শিশুকে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয়র দিকে উৎসাহিত করে। যার ফলে শিশুদের ওবেসিটি, বেশি ওজন সহ বিভিন্ন অসুখের দিকে ঠেলে দেয় বলে রিপোর্টে প্রকাশ।

সোমালিয়ার মারাকা শহরের "আইল সালীন" সামরিক ঘাঁটিতে গত ২০ ফেব্রুয়ারি একটি সফল অভিযানের মুধ্যমে ঘাঁটিটি বিজয় করেছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ এবার আইল "সালীন যুদ্ধে" প্রাপ্ত কিছু গনিমাহ এর দৃশ্য প্রকাশ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/02/23/33428/

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বুর্কিনা-ফাসোর "কালপু" অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাকের উপর তীব্র অভিযান পরিচালনা করেন। মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের ফলে মুরতাদ বাহিনী সামরিক ব্যারাকটি ছেড়ে পলায়ন করে। মুরতাদ বাহিনীর এমন লজ্জাকর পরাজয় ও ব্যারাকটি ছেড়ে পলায়নের পর মুজাহিদগণ সামরিক ব্যারাকটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যমতে, মুজাহিদগণ উক্ত সফল অভিযান হতে ২টি সামরিকযান, ১টি ট্যাঙ্ক, ৮টি মোটরবাইক, ৩টি পিকআপ সহ পর্যাপ্ত পরিমাণ হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

রমজান আসতে এখনো প্রায় দুই মাস বাকি। এরই মধ্যে হু হু করে বাড়ছে অধিকাংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। চাল, ডাল, তেল, চিনি, আটা, ময়দা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মাছ, মুরগি, দুধ, ডিম, খেজুরসহ সব কিছুরই দাম বাড়তি। দেশব্যাপী চলমান নীরব মন্দাবস্থায় এমনিতেই মানুষের হাতে টাকা নেই।

এমন পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চাপে মধ্যবিত্তের এখন চিঁড়েচ্যাপ্টা হওয়ার অবস্থা।

বাজারদর পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি বাণিজ্য সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসেবেই গত এক সপ্তাহে অন্তত এক ডজন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। এক কেজি তিতা করলা বিক্রি হচ্ছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়। নগরীর গ্রাহকদের একই দামে কিনতে হচ্ছে প্রতি কেজি ঢেঁড়স। প্রতি কেজি বরবটি, চিচিঙ্গা, ঝিঙা, কচুর লতি প্রভৃতির দামও ১০০ টাকার আশপাশে। প্রতি কেজি রসুনের দাম ১৮০ থেকে ২০০ টাকা। প্রায় একই দামে বিক্রি হচ্ছে আদাও।

টিসিবির তথ্যানুযায়ী, গত সপ্তাহে ৭০ থেকে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হওয়া দেশি পেঁয়াজ গতকাল শনিবার বিক্রি হয় ৯০ থেকে ১১০ টাকায়। ৭০ থেকে ১০০ টাকা দামের আমদানি করা পেঁয়াজ গতকাল বিক্রি হয় ১০০ থেকে ১১০ টাকায়। গত সপ্তাহে ৮৬ থেকে ৯০ টাকা লিটার দরে বিক্রি হওয়া সয়াবিন তেল গতকাল বিক্রি হয় ৮৮ থেকে ৯০ টাকা। ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা কেজি দরের চিনি গতকাল বিক্রি হয় ৬৫ থেকে ৭০ টাকা। ১০০ থেকে ১১০ টাকা লিটার দরের বোতলজাত সয়াবিন তেল এক সপ্তাহের ব্যবধানে ১০০ থেকে ১১৫ টাকায় বিক্রি হয় বলে জানায় টিসিবি।

সংস্থাটির মতে, এক মাসের ব্যবধানে প্রতি কেজি সাধারণ চালের দাম বেড়েছে দুই দশমিক ৯৪ শতাংশ, মোটা চালের দাম তিন দশমিক ০৮ শতাংশ, পেঁয়াজের দাম ১৮ শতাংশ। এক মাসে ২০ শতাংশ এবং এক বছরের ব্যবধানে ৬৫ শতাংশ বেড়েছে শুকনো মরিচের দাম। তুরস্কের ডাল এক বছরের ব্যবধানে ১৮ শতাংশ বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা। দেশি মসুর ডালের দাম বেড়েছে এক বছরে ১৭ শতাংশ।

এ দিকে ভরা মওসুমেও সবজির দাম সহনীয় পর্যায়ে না আসায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। খুচরা বাজারে গতকাল প্রতি কেজি শিম বিক্রি হয় ৩০ থেকে ৫০ টাকায়। টমেটো বিক্রি হচ্ছে ৩০

থেকে ৪০ টাকায়। একই দামে বিক্রি হচ্ছে গাজর এবং শসা। ফুলকপি ও বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ টাকায়। আর মুলা বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ৩০ টাকায়। প্রতি কেজি বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকায়। প্রতি কেজি পেঁপে বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকায়। এ ছাড়া প্রতি কেজি শালগম ৩০ থেকে ৪০ টাকা এবং একেকটি লাউ ৬০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা যায়।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ১২৫ টাকায়। পাকিস্তানি কক মুরগি ২১০ থেকে ২৪০ টাকা, লেয়ার মুরগি ১৮০ থেকে ২০০ টাকা, দেশী মুরগি ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা যায়। এ ছাড়া গরুর গোশতের কেজি ৫৩০ থেকে ৫৫০ টাকা এবং খাসির গোশত ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি হয়। দেশী হাসের ডিমের ডজন ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা, ফার্মের মুরগির ডিম ৯৫ থেকে ১০০ টাকা এবং দেশী মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ২০০ টাকায়।

মাছের বাজারে প্রতি কেজি রুই বিক্রি হচ্ছে ২৮০ থেকে ৩২০ টাকা দরে। প্রতি কেজি কাচকি বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ টাকা, মলা ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা, ছোট পুঁটি ৪৫০ থেকে ৫৫০ টাকা, শিং ৩৫০ থেকে ৬৫০ টাকা, পাবদা ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা, চিংড়ি ৫৫০ থেকে ৯০০ টাকা, দেশী চিংড়ি ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা, মৃগেল ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা, পাঙ্গাশ ১২০ থেকে ২২০ টাকা, তেলাপিয়া ১৪০ থেকে ১৮০ টাকা, কৈ ২০০ থেকে ২২০ টাকা, কাতল ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি।

দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে জর্জরিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেন গতকাল নয়া দিগন্তকে বলেন, দেশে অনেকটা নীরব মন্দাবস্থা বিরাজ করছে। নতুন বিনিয়োগ নেই, পুরনো বিনিয়োগও ঝুঁকিতে। একের পর এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চলছে ব্যাপক ছাঁটাই। মানুষ বাধ্য হয়ে সঞ্চয় ভেঙে যাচ্ছে। এক দিকে মানুষের আয় কমছে। অন্য দিকে ব্যয় বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বাড়ির মালিক বাসাভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন। দোকানি জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়েছেন আর সরকার বাড়িয়েছে নানান ধরনের ট্যাক্স। এভাবে চলতে থাকলে দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ শুরু হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রতারণা, অবৈধ অর্থ পাচার, জাল টাকা সরবরাহ, মাদক ব্যবসা ও অনৈতিক কাজে জড়িত থাকা দুই নারীসহ চারজন ধরা খেয়েছে। তারা হলেন নরসিংদী জেলা সন্ত্রাসী যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক শামীমা নুর পাপিয়া (২৮), তার স্বামী মফিজুর রহমান (৩৮),

মফিজুরের ব্যক্তিগত সহকারী সাব্বির খন্দকার (২৯) ও পাপিয়ার ব্যক্তিগত সহকারী শেখ তায়্যিবা (২২)।

জানা যায়, সমাজসেবার আড়ালে অসহায় সুন্দরী নারীদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিক ব্যবসা করে আসছিলেন শামীমা নূর পাপিয়া। ইতোমধ্যে অবৈধভাবে তিনি কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। রাজধানীর অভিজাত একটি হোটেলে তিন মাসে তার খরচ ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে দেশত্যাগের সময় পাপিয়াসহ চারজনকে হাতেনাতে ধরা হয়। আমাদের সময় থেকে জানা যায় এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি পাসপোর্ট, নগদ ২ লাখ ১২ হাজার ২৭০ টাকা, ২৫ হাজার ৬০০ জাল টাকা, ১১ হাজার ৯১ ইউএস ডলারসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা পাওয়া যায়।

বৈধ আয় অনুযায়ী পাপিয়ার বাৎসরিক আয় মাত্র ১৯ লাখ টাকা। অথচ রাজধানীর অভিজাত একটি হোটেলে শুধুমাত্র গত তিন মাসে তিনি বিল পরিশোধ করেছেন প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা। নারী সংক্রান্ত অপকর্ম ছাড়াও অস্ত্র-মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন তদবির বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত পাপিয়া।

শাফী উল্লাহ বুলবুল বলেন, আটক পপিয়ার তেজগাঁও এফডিসি গেট সংলগ্ন এলাকায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি গাড়ির শো রুম এবং নরসিংদীতে একটি গাড়ি সার্ভিসিং সেন্টার রয়েছে। এসব ব্যবসার আড়ালে তিনি অবৈধ অস্ত্র, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

তিনি আরো বলেন, পাপিয়া সমাজ সেবার নামে নরসিংদী এলাকায় অসহায় নারীদের আর্থিক দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে অনৈতিক কাজে লিপ্ত করতেন। এজন্য অধিকাংশ সময় নরসিংদী ও রাজধানীর বিভিন্ন বিলাসবহুল হোটেলে অবস্থান করে অনৈতিক কাজে নারী সরবরাহ করে আসছিলেন।

পাপিয়া গত তিন মাসে রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা বিল পরিশোধ করেছেন জানিয়ে শাফী উল্লাহ বুলবুল বলেন, ওই হোটেলে প্রতিদিন শুধুমাত্র বারের খরচবাবদ প্রায় আড়াই লাখ টাকা পরিশোধ করতেন পাপিয়া। সেখানে তার নিয়ন্ত্রণে ৭টি মেয়ের কথা জানা গেছে, যাদেরকে তিনি প্রতি মাসে ৩০ হাজার করে মোট ২ লাখ ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করতেন।

এছাড়া নরসিংদী এলাকায় চাঁদাবাজির জন্য তার একটি ক্যাডার বাহিনী রয়েছে। স্বামীর সহযোগিতায় অবৈধ অস্ত্র, মাদক ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি নরসিংদী ও ঢাকায় একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়িসহ বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হয়েছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ধরনের তদবির বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত।

সরকার স্থল, বিমান ও সমুদ্রবন্দরে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে। সরকারের দাবি, রোগ শনাক্ত করার সক্ষমতা বাড়িয়েছে তারা। কিন্তু খোদ তাদেরই একটি গোয়েন্দা সংস্থা বলছে, করোনা শনাক্তে সক্ষমতা নেই সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেরও। গত সপ্তাহে করা সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার এক প্রতিবেদনে সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরের করোনাভাইরাসের এ ঝুঁকির কথা ওঠে এসেছে।

গোয়েন্দা সংস্থার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা ও শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে শুধু থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তিকে শরীরে তাপমাত্রা পরিমাপের মাধ্যমে রোগ শনাক্তকরণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিন্তু সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থার্মাল স্ক্যানার সচল নেই। যার কারণে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যে কারণে যেকোনো মুহূর্তে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত 'কোভিড-১৯' রোগী বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে পারে ওই বিমানবন্দর দিয়ে।

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্টেশন ম্যানেজার হাফিজ আহমেদ গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, বিমানবন্দরের স্ক্যানার মেশিনটি গত দেড় বছর ধরে নষ্ট। সেটা সচল করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তা এখনো ঠিক করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করোনা ভাইরাস নির্ণয় করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

যায়যায়দিন থেকে জানা যায় করোনাভাইরাস চিহ্নিতকরণে এই মুহূর্তে থার্মাল স্ক্যানার না বসিয়ে নিরাপত্তার জন্য সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্প্রতি বসানো হয়েছে শরীর তলস্নাশি মেশিন বা বডি স্ক্যানার। জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (জাইকা) দেওয়া বডি স্ক্যানার ইতোমধ্যে বিমানবন্দরে বসানো হয়েছে। যদিও মেশিনটির কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম ও দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি।

উইকিপিডিয়ার তথ্যনুসারে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আবুধাবি, দোহা, দুবাই, লন্ডনের হিথ্রো ও জেদ্দা থেকে সিলেটে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করে। এছাড়া অন্যান্য বেসরকারি বিমান সংস্থা অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনা করে। বিমানবন্দরটি বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত ও বাংলাদেশের জাতীয় এয়ারলাইন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্যও ব্যবহৃত হয়। বেসরকারি বিমান সংস্থা নভোএয়ার, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স সিলেট থেকে ঢাকায় অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনা করে। বিমানবন্দর ব্যবহার করা যাত্রীদের অধিকাংশই প্রবাসী বাংলাদেশি এবং যুক্তরাজ্যে বসবাস করা সিলেট বিভাগের লোকজনের বংশধর।

অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরে আক্রান্ত পাঁচ বাংলাদেশির মধ্যে একজনের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের হাইকমিশন বলেছে, ওই ব্যক্তির ফুসফুসে গুরুতর সংক্রমণ দেখা দিয়েছে।

চীনে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সরকার ১ ফেব্রম্নয়ারি ৩১২ জন বাংলাদেশিকে চীনের উহান থেকে ফেরত আনলেও বাকি ১৭১ জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবের এক অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত এদের ফেরত না আনার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আগের ৩১২ জনকে ফেরত আনা উড়োজাহাজের পাইলট ও ক্রুদের কিছু দেশে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজার চীনা নাগরিক আছেন।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের কী প্রস্তুতি, তা জনগণকে অবহিত করার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির সাংসদ মুজিবুল হক। মঙ্গবার তিনি পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে বলেন, চীনে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে এখনো এই ভাইরাসে আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু করোনাভাইরাস নিয়ে সারা দেশের মানুষ উদ্বিগ্ন। কোনো কারণে দেশে এই ভাইরাসের সংক্রমণ হলে কী উপায়ে মোকাবিলা করা হবে, সরকারের কী প্রস্তুতি, মানুষ জানে না। মানুষ বিভ্রান্তিতে আছে। তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়গুলো অবহিত করে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার দাবি জানান।

উলেস্নখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে অজ্ঞাত জ্বরে মানুষ আক্রান্ত হতে থাকে। ৩১ ডিসেম্বর বিজ্ঞানীরা জানান, একেবারে নতুন একটি ভাইরাসে আক্রান্ত

হওয়ার কারণে এই জ্বর হচ্ছে। বুধবার বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে চীনে মৃত্যুর সংখ্যা এখন দুই হাজার ছুঁই ছুঁই। আর সংক্রমিত হয়েছেন ৭৪ হাজারের বেশি মানুষ। চীনের বাইরে ২৪টি দেশে আক্রান্ত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। অন্য একটি সূত্রে অবশ্য মৃতের সংখ্যা আরো অনেক বেশি। প্রায় ২৫ হাজার মৃত্যুবরণ করেছেন বলে ঐ সূত্র জানায়।

শীতের প্রধান সবজি ফুলকপি-বাঁধাকপি আর শিম। শীতকালীন এই সবজিগুলো দিয়ে কাঁচাবাজার ভরপুর থাকে। দাম চলে আসে একেবারে হাতের নাগালে। দাম এতটাই কমে আসে যে মানুষ নিজেরা খাবার পাশাপাশি গরু-ছাগলকেও কেউ কেউ সেই খাবারগুলো খেতে দেয়। কারণ দাম থাকে একেবারে স্বাভাবিক। কিন্তু এ বছর দাম কমেনি এই শীতকালীন সবজিগুলোর। শুক্রবার রাজধানীর মিরপুর, শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, আগারগাঁও, তালতলা, কল্যাণপুর ও কারওয়ান বাজার ঘুরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে যায়যায়দিন এর একটি রিপোর্টে। রাজধানীর কল্যাণপুর কাঁচাবাজারে প্রতি পিস ফুলকপি-বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ টাকায়। আর প্রতি কেজি শিম বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৫০ টাকায়। অথচ প্রতিবছর এই সময় সিম বিক্রি ২০ থেকে ২৫ টাকায়। আর ফুলকপি-বাঁধাকপি পাওয়া যেত ১০ থেকে ১৫ টাকায়।

বাজারে কথা হচ্ছিল বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরিজীবী আবুল হাসানের সাথে। তিনি বলেন, শীত আসলেও এবার তেমন একটা কমেনি সব সবজির দাম। তিনি একটু দুঃখের সাথে গ্রামে থাকা তার মায়ের সাথে কথা বলার স্মৃতিচারণ করে বলেন, মাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম কি রান্না করেছ। মা বললেন, এ বছর আজকেই প্রথম বাঁধাকপি রান্না করলাম। তিনি উলেস্নখ করলেন, তার মা একটি ছোট সাইজের বাঁধাকপি গ্রামে ২৫ টাকা দিয়ে কিনেছেন। তার মা তাকে জানান, প্রতিবছর গ্রামে শীতকালীন সময়ে ফুলকপি-বাঁধাকপি দাম এতটাই কমে আসে যে ৫ থেকে ১০ টাকায় পাওয়া যায়। তাই কমদামে পাওয়ায় নিজেরা খাওয়ার পাশাপাশি বাঁধাকপি ও ফুলকপির কিছু অংশ গরু-ছাগলকেও কেউ খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু এবার নিজেরাই খেতে পারছি না।

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে নিম্নমানের ইটের খোয়া দিয়ে রাস্তা নির্মাণের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এসকন ট্রেডার্স প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এলাকাবাসী

রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের প্রতিবাদ করলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদকারীকে চাঁদাবাজির মামলার ভয় দেখায়। ফলে প্রতিবাদও করতে পারছে না এলাকার সাধারণ মানুষ। এ ব্যাপারে প্রশাসনের নীরব ভূমিকার কারণে নিম্নমানের ইটের খোয়া দিয়েই দ্রুত কাজ শেষ করার পাঁয়তারা করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কোনো রকম শুধু বিটুমিনের প্রলেপ দিতে পারলেই বিল তুলে নিতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এভাবে কাজটি সম্পন্ন হলে অল্পদিনেই সড়কটি ভেঙে জনদুর্ভোগ বাড়াবে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

রাস্তাটি অত্র উপজেলা থেকে পার্শ্ববর্তী মনোহরদী-বেলাব উপজেলার সংযোগ সড়ক। তাছাড়া প্রতিদিন স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার বহু শিক্ষার্থী এই রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করে। তাদের দাবি ভালোমানের ইটের খোয়া ও মানসম্পন্ন সামগ্রী দিয়ে যেন রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়। জানা যায়, উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ চরপুক্কিয়া হতে লোহাজুরী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার সাদেক মিয়ার বাড়ির মোড় পর্যন্ত প্রায় ১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা ৮০ লাখ টাকা প্রাক্কলন ব্যয়ে কার্পেটিংয়ের কাজ প্রায় এক বছর পূর্বে শুরু করলেও মাটি খনন ও ফিলিংয়ের কিছু কাজ করে দীর্ঘদিন কাজটি বন্ধ রাখে। মানব জমিনের সূত্রে জানা যায় ইদানীং নির্মাণকাজটি পুনরায় শুরু করে। কিন্তু একেবারে নিম্নমানের ইটের খোয়া দিয়ে কাজ শুরু করলে এলাকাবাসী প্রতিবাদ করে। ঠিকাদারের দাবি দরপত্রের নির্দেশনা মোতাবেকই কাজ করা হচ্ছে।

সরজমিন দেখা যায়, নিম্নমানের ইট এবং ইটের খোয়া দিয়ে রাস্তার মেকাডম এবং এজিংয়ের কাজ করা হচ্ছে।
দক্ষিণ চরপুক্কিয়া গ্রামের মেন্দু মিয়া বলেন, ঠিকাদারের লোকেরা নিম্নমানের খোয়া দিয়ে দায়সারাভাবে রাস্তার কাজ করছে। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের হুমকি-ধামকি দিয়ে চাঁদাবাজির ভয় দেখায়। একই গ্রামের বাসিন্দা রতন মিয়া ও সাবের মিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে রাস্তার কাজ শুরু হলেও ব্যবহৃত ইট ও কংক্রিট একেবারে নিম্নমানের।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) শনিবার রাতে বাংলাদেশ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমপক্ষে আটজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। খবর ইউএনবির।

তাদের মধ্যে অ্যাকাউন্টিং এবং ইনফরমেশন সিস্টেমের শিক্ষার্থী হিমেল চাকমা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

শিক্ষার্থীরা জানায়, সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত ও শাহজালাল ইসলাম সোহাগের মধ্যে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। আরাফাতের সমর্থক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কামাল হোসেন এবং সোহাগের সমর্থক মাস্টার্সের শিক্ষার্থী জেবিয়ার রহমান রাত ৯টার দিকে শহীদ জিয়াউর রহমান হলে তর্কে লিপ্ত হন। পরে হলের মসজিদের সামনে দুপক্ষের সমর্থকরা লাঠি, হাতুড়ি এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরে মারামারিতে লিপ্ত হয় এবং এতে উভয় দলের আটজন কর্মীকে আহত হয়।

তারা জিয়াউর রহমান হলে কামালের রুমেও ভাঙচুর চালায়। ডেইলি সংগ্রামের বরাতে জানা যায় আহত কিছু শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। হিমেলের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

কামালের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি জেবিয়ারকে বন্ধু ভেবেছিলাম। ভুলটির জন্য আমি ক্ষমা চেয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন।’

তবে জেবিয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে কামাল ও তার পক্ষকে মারধর করার অভিযোগ আনেন।

---

১৪ বছর ধরে ইসরাইলি অরবোধে গাজার অর্থনীতি তলানিতে ঠেকেছে। একটি রিপোর্ট বলছে, গাজার প্রায় ৭০ শতাংশ যুবক এখন বেকারত্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই রিপোর্টের ওপর একটি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন গাজার এক এমপি জামাল আল-খোদারি। তিনি বলেছেন, ১৪ বছরের দীর্ঘ অবরোধ গাজার ৫ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খবর পুবের কলম

গাজার শ্রমিক থেকে ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত সকলেই বেকারত্বে জীবন কাটে বাধ্য হচ্ছে। চরম মানবিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে গাজার মানুষ। সেখানকার ২০ লক্ষ মানুষ এখন দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছেন অঞ্চলটিতে।ব্যবসায়ীরাদের অবস্থা দুরহ হয়ে উঠেছে। আমদানি-রফতানিতে ইসরাইলি সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে ফলে কাঁচামাল আনতে পারছেন না তারা। আল-খোদারি আরও জানান, ৩ লক্ষ শ্রমিক ও ১০ হাজারের বেশি স্নাতক গাজায় বেকারত্ব দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।এই ভাবেই অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে গাজার তরুণদের ভবিষ্যৎ।

এখনও জ্বলছে রাখাইন। মুসলিমদের উপর হিংসা এখনও কমেনি। তাই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে রাখাইন থেকে পালাচ্ছিল ২০ রোহিঙ্গা মুসলিম। কিন্তু মাঝপথেই মায়ানমার সেনার হাতে গ্রেফতার হল তারা। জানাগিয়েছে,রাখাইন থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়ায় যাচ্ছিল এই ২০ রোহিঙ্গা। তাদের মধ্যে কয়েকজন শিশু ও মহিলা রয়েছে। 'অবৈধ যাত্রা'র অভিযোগ তুলে বিচার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে তাদের ওপর।

গত শুক্রবার ইয়াঙ্গনে এই ২০জন ছাড়া আরও ৫৪জন আটক রোহিঙ্গাকে একই অভিযোগে আদালতে তোলা হয়।

এদিকে আইনজীবী নায় মেও জার বলেছেন, আটককৃতরা দেশের পশ্চিমাঞ্চলের রাখাইনের বাসিন্দা। সেখানে এখনও রোহিঙ্গারা সেনাবাহিনীর দমন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।পাশাপাশি আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে থাকায় অঞ্চলটিতে অস্থির পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত। তাই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে ভিন দেশে এইভাবেই পালিয়ে যেতে হচ্ছে রোহিঙ্গাদের। কয়েকদিন আগে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্য পাড়ি দিতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে নৌকাডুবির শিকার হতে হয় রোহিঙ্গাদের।

আমদানি ও রফতানির আড়ালে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ এটি ১৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই)।

গত বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে হোটেল লেকশোরে 'ডেলিভারিং এসডিজি ইন বাংলাদেশ: রোল অব নন স্টেট একটরস' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এসডিজির চারবছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি শীর্ষক বইয়ে জিএফআই'র প্রতিবেদনের এই তথ্য তুলে ধরা হয়।

গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে প্রতিবছর যে ভয়াবহ আকারে বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার হয়ে যাচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে ২০৩০ সালে এটি ১৪ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থপাচারের এই প্রবণতা ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি সফলভাবে বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধাগ্রস্ত করবে।

প্রতিবেদনে জিএফআই উল্লেখ করেছে, কোনও দেশ থেকে অবৈধভাবে আর্থিক মূল্যবান সম্পদগুলো সরিয়ে দিলে তা ওই জাতিকে দেশের কর আয়ের হাত থেকে বঞ্চিত করে। এটি সে দেশের অর্থনীতিকে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। তাদের ধারণা ২০১৩ সালে যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে তা সাড়ে ৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি। তারা বলছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের প্রবণতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গোটা আফগান জাতি, বিশেষ করে রাজনৈতিক মহল এ বিষয়ে একমত যে, মার্কিন দখলদারিত্ব আফগান সঙ্কটের মূল কারণ। যতদিন পর্যন্ত বিদেশি শক্তি আফগানিস্তানে অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানের প্রতিটি প্রান্ত থেকে এই দাবি শোনা যাচ্ছে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দখলদারিত্বের অবসান হোক।
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক দল এবং সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে আমেরিকার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, তারা যেন ওজর-আপত্তি ও বাহানা বাদ দিয়ে অনতিবিলম্বে

শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

আফগান জাতি একদিক থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমেরিকার প্রতি দখলদারিত্ব অবসানের আহ্বান জানিয়েছে, অপরদিকে অবৈধ ও দুর্নীতিগ্রস্ত আশরাফ গনীর সরকারকে সতর্ক করেছে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থে শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করার বা দীর্ঘায়িত করার অপচেষ্টা না চালায়।

সাম্প্রতিক সময়ে সাধারণ আফগানরা ব্যাপকভাবে মার্কিন বিমান হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এর নিন্দা করছে। পাশাপাশি তারা আফগান সেনাদের প্রাণঘাতী নৈশ হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং একে তারা সম্পূর্ণ অনৈতিক বলে নিন্দা জানিয়েছে।

প্রতিবাদ ও নিন্দার আওয়াজ আফগানিস্তানের সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। এতে বোঝা যায় যে, দেশের মানুষ দখলদারিত্বের অবসান চায়। দখলদার ও তার অনুগতরা "জনগণের শাসন" এর মিষ্টি বার্তা শোনাচ্ছে দুই দশক ধরে। তারা যদি আসলেই জনগণের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকে তাহলে তাদের উচিত জনগণের কথা শোনা এবং সে মতে কাজ করা। তারা মিডিয়ার শক্তি ও মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে জনগণের মুখ বন্ধ করতে পারবে না। বরং এ ধরনের জাতীয় ইস্যুকে এবং জনমতকে উপেক্ষা করার ফলে তাদের পরাজয় ত্বরান্বিত হবে।

আফগান জনগণের মত ইসলামী ইমারাহ দখলদারিত্ব অবসানের ওপর জোর দিয়ে যাচ্ছে। তারা বিশ্বাস করে যে, বিভিন্ন ওজর আপত্তি দেখিয়ে দখলদারিত্ব অবসানের প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করা চলমান সংকটের বড় একটি কারণ। এজন্য ইসলামী ইমারাহ মার্কিন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ,তারা যেন চলমান শান্তি প্রক্রিয়াকে সফল করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জনগণের কল্যাণকামিতা ও দেশের স্বাধীনতায় সর্বাধিক গুরুত্বারোপকারী ইসলামী ইমারাহ দখলদারিত্ব অবসানের লক্ষ্যে চলমান শান্তি আলোচনায় সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ প্রক্রিয়াকে তারা খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। কিন্তু এক হাতে তো আর তালি বাজে না ।তাই অপরপক্ষকেও এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে এবং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। তবেই শান্তি আলোচনা সফলতার মুখ দেখতে পারে।

---

*আর্টিকেলটি ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ইংরেজী সাইটে গত ৮-ই ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে এটি অনুবাদ করেছেন **মাওলানা আব্দুল্লাহ ইউনুস।***

বাংলাদেশের ব্যাংক খাত গুটিকয়েক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সিপিডি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংক খাত নিয়ে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। একটা আতঙ্ক, ভয়ংকর, ভঙ্গুর পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে আছি।

গত শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ব্যাংক কমিশন গঠন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সিপিডি। সেখানেই দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক ইনে এ সংবাদ সম্মেলন হয়। (খবর অর্থসূচক)

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, খেলাপি ঋণ অব্যাহতভাবে বাড়ছে। আর লুকিয়ে আছে মূলধন ঘাটতি, নিরাপত্তা সঞ্চিতির মতো আরও অনেক সূচক। আর এর ফলে মানুষের ব্যাংকে টাকা রাখার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সুদহার নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। আর বাংলাদেশ ব্যাংক যে নীতিমালা দিচ্ছে তার বরখেলাপ হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন"এর আল্লাহ ভীরু জানবায মুজাহিদিন গত ২০ ফেব্রুয়ারি বুর্কিনা-ফাসোর জিবু প্রদেশের "ইনগানী ও সাইলুগ" এলাকার মধ্যবর্তি একটি সড়কে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে বহনকারী একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে শক্তিশালী বোমা হামলা চালান। যার ফলে সামরিকযানটি কিছু সময়ের জন্য হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ, এসময় সামরিকযানে থাকা মুরতাদ বাহিনীর সকল সদস্য নিহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ২২ ফেব্রুয়ারি শনিবার সোমালিয়ায় কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এসকল অভিযানের মধ্যহতে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "আফজাউয়ী" শহরে ক্রুসেডার আমেরিকা দ্বারা প্রশিক্ষিত ও ক্রুসেডারদের সেবায় নিয়োজিত "বানক্রুফ্ট" নামক সোমালিয়ান স্পেশাল ফোর্সের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান মুজাহিদিন। যাতে ১ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়।

এমনিভাবে কেন্দ্রীয় শাবলী প্রদেশের "বুরিনী ও আদলী" শহর দুটিতে অবস্থিত কুফ্ফার বুরুন্ডিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর দুটি ঘাঁটিতে পৃথক অভিযান চালান মুজাহিদগণ। এতে সামরিক ঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতির কতক কুফ্ফার সৈন্যও হতাহতের শিকার হয়।

এদিকে সোমালিয়ান জুবা প্রদেশের "আফমাদু" শহরে সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে অন্য একটি অভিযান পনিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এখানেও বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদিন গত ২১ ফেব্রুয়ারি মালির "কায়দাল" শহরে ক্রুসেডার "মিনোসোমা" জোট বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে একটি বোমা হামলা চালান।

যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর উক্ত সামরিকযানটি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় সামরিকযানটিতে থাকা সকল সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

ছিনতাই করার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ভোরে হাইকোর্ট এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন-শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আল-আমিন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শান্ত। অভিযুক্ত দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের ছাত্র। তারা দু'জনই হল শাখা ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী বলে জানা গেছে।

শাহবাগ থানা সূত্রে জানা যায়, শনিবার ভোরে অভিযুক্ত দুই শিক্ষার্থী হাইকোর্ট এলাকায় চাকা নষ্ট হওয়ার কারণে অবস্থান করা একটি বালির ট্রাকের কাছে চাঁদা দাবি করে। নগদ টাকা না

পাওয়ায় ট্রাক সংশ্লিষ্টদের মারধর ও রকেট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা হস্তান্তরে বাধ্য করে। পরবর্তী সময়ে আরও বেশি টাকা দাবি করে।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের সহায়তায় আল-আমিন ও শান্তকে আটক করা হয়।

কচুরিপানা খাওয়া নিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর।

গত বৃহস্পতিবার নিজের ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে নুর বলেন, ‘ভোগান্তির জন্য প্রস্তুত থাকো বোকাসোকা জনগণ। সবেমাত্র কচুরিপানা খেতে বলা, কয়েকদিন পর বলবে তিনবেলা খাওয়া নিষেধ, দুইবেলা খেতে হবে।’

দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির ফলাফল শীর্ষক ওই ফেসবুক পোস্টে ভিপি নুর বলেন, ‘রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিদেশি বিনিয়োগ নাই,ব্যবসার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় দেশীয় বিনিয়োগেও খরা,বিদেশে রপ্তানির অন্যতম খাত গার্মেন্টসের অবস্থা দিন দিন নাজুক হচ্ছে।’

ডাকসু ভিপি আরও বলেন, ‘ব্যাংক, শেয়ারবাজার থেকে ছোট ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থে সরকারের হাত- সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি এখন চরম খারাপ পর্যায়ে রয়েছে।’

প্রসঙ্গত, গত সোমবার শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফোরামের অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ‘কচুরিপানা নিয়ে কিছু করা যায় কিনা, কচুরিপানার পাতা খাওয়া যায় না কোনোমতে? গরু তো খায়। গরু খেতে পারলে আমরা খেতে পারব না কেন?’

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২০ ফেব্রুয়ারি সোমালিয়ার মারাকা শহরে দেশটির সরকারি মুরতাদ সামরিক বাহিনীর "আইল-সালীন" গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালিয়ে তা পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেন।

উক্ত অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় কমপক্ষে ৭৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৫০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ, সামরিক ঘাঁটিটি বিজয়ের পর প্রামাণ্য চিত্র হিসাবে ঘাঁটিটির বেশ কিছু দেশ্য প্রকাশ করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

এবার অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত ট্রাস্ট নিয়ে শুরু হল নয়া বিতর্ক। ট্রাস্টের সভাপতি পদে এমন একজনকে বসানো হল যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সাথে জড়িত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাম জন্মভূমি ন্যাসের প্রধান তথা বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলার অন্যতম অভিযুক্ত নৃত্যগোপাল দাস।

গত বুধবার ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রথম সভা। সভায় মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন থেকে নির্মাণের সমাপ্তির জন্য সময় নির্ধারণের মতো বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরাও। খবর এনডিটিভি

সভায় মহন্ত নৃত্যগোপাল দাসকে রাম মন্দির ট্রাস্টের সভাপতি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) সহ-সভাপতি চম্পত রায়কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়। একই

সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রাক্তন সেক্রেটারি নৃপেন্দ্র মিশ্রকে মন্দির নির্মাণ কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়। পাশাপাশি মন্দিরের ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে গোবিন্দ গিরিকে।

ভারতের জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের প্রধান আল্লামা আরশাদ মাদানী বলেছেন, আমাদের দেশ যুগ যুগ ধরে নিরাপত্তা, সম্প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন হয়ে আছে। বহু সংস্কৃতি ও ভাষার এ দেশে শত বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এক সাথে বসবাস করে আসছে। ধর্মীয় সহনশীলতা ভারতবর্ষের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

মুম্বাই-এ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ৪ দিনব্যাপী আলোচনা সমাবেশে আয়োজন কমিটির মজলিসের পূর্বে সাংবাদিকদের দেওয়া এক প্রেস ব্রিফিং তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আফসোস করে বলেন, কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থে বর্তমান সরকার দেশে যেভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছে। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মাঝে বিভেদের দেয়াল দাড় করিয়ে ভোটাধিকার নিয়ে যেভাবে রাজনীতি করছে, তাতে দিন দিন দেশের অবস্থা নাজুক হতে চলেছে।

এনআরসি ও সিআইআই বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে একক হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর যেই অবৈধ ইচ্ছার দিকে সরকার আগাচ্ছে, এতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাদের ধর্ম পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। যা অবশ্যই দেশের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের জন্য হুমকি।

জমিয়ত প্রধান বলেন, সিসিআই নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। সরকার যাকে ইচ্ছা নাগরিকত্ব দিতে পারে।কিন্তু ধর্মকে ইস্যু বানিয়ে যেভাবে একটি গোষ্ঠীকে নিয়মের আওতায় এনে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে আপনি কোন নাগরিককে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারেন না।

আরোপিত আইন দেশের বর্তমান অবস্থার বিপরীত। এই আইনের বিরুদ্ধে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ আদালতের দারস্থ হলে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে নতুন আরোপিত আইনে যা কিছু যুক্ত করা হয়েছে তা একেবারে অপ্রয়োজনীয়। তাই এই আইন বেশি বিপদজনক।

মাওলানা মাদানী আরো বলেন, যখন নতুন এই আইন বাস্তবায়ন করা হবে তখন দায়িত্বশীলদের ইচ্ছাধিকার থাকবে। তারা চাইলেই কাউকে অনাগরিক হিসেবে গণ্য করতে পারবেন। আমরা আসামে এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছি।সন্দেহভাজনদের আর ভোটাধিকার দেওয়া হবে না। এভাবে চলতে থাকলে শুধু মুসলিমরাই নির্যাতনের শিকার হবে।

সরকার এখনো এই আইন বাস্তবায়ন করেনি তারপরও এই ব্যাপারে আপনি শঙ্কিত কেন? এ প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, ১৯৫১ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত দেশে যেভাবে আদম শুমারি চলে আসছিল এবার সেভাবে হ বেনা একথা স্পষ্ট। বরং এবার এমন কিছু তথ্য চাওয়া হবে যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া প্রায় নাগরিকের জন্য অসম্ভব।

আমরা এজন্যও শঙ্কিত যে বর্তমান সরকার গত ৬ বছর ধরেই জনগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এমন কাজগুলোই করে যাচ্ছে। সিসিআই – এর মত আইন সামনে আনা শঙ্কা আরো বাড়িয়ে দেয়। আরোপিত আইন সম্পর্কিত সরকারের বর্তমান কার্যক্রম সরকারের অবৈধ অভিসারকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে।

এনআরসি, সিআইআইসহ মুসলমানদের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে জমিয়তে ওলামে হিন্দের চার দিন ব্যাপী এই কার্যক্রম ২৪ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে বলে জানিয়েছেন মাওলানা মাদানী।

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের এই আলোচনা সভা দেওবন্দে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সরকার পক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

'যরবে দেওবন্দ ' এর সূত্রে জানা যায় ১৭,১৮ ও ১৯ বিগত এই তিন বছরে সরকার পক্ষ দেওবন্দে এই আলোচনা সভার অনুমতি দিলেও শেষ মুহুর্তে আয়োজক কমিটি তা বাতিল করে অভ্যন্তরীণ কোন কারণে।

মাওলানা মাদানী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এটাই প্রথম বার যখন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের এই আলোচনা সভাকে দেওবন্দে অনুমতি না দেওয়ার পর দিল্লীতেও অনুমতি মেলেনি। কিন্তু দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষের কাছে কিছু জরুরি বার্তা দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্রোগ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই এই মজলিস মুম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মাওলানা মাদানী আরো বলেন, দেশে সুদিন ফুরিয়ে আনার কথা বলে ক্ষমতায় আসা এই সরকার এখন দেশে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনে ব্যস্ত। যা এক সেকুলার দেশের জন্য কখনো কাম্য নয়। সরকারের বর্ণবাদী আইনের বিরুদ্ধে দেশে চলমান আন্দোলনকে জায়গায় জায়গায় দমন করা হচ্ছে।

মাওলানা মাদানি এক প্রশ্নের উত্তরে আরো বলেন, ১৫ ডিসেম্বর থেকে উত্তর প্রদেশে অধিকার আদায়ে রাস্তায় নেমে আসা বিক্ষোভকারীদের উপর সরকার বাহিনী শুধু পৈচাশিক আচরণ করেনি, সরাসরি তাদের বুকে গুলিও চালিয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশের পক্ষ থেকে মিথ্যাচার করা হয়েছে, আন্দোনলকারীরা পরস্পরে পরস্পরকে গুলি করে বলে। আর তা থামাতে পুলিশ ফাঁকা লাঠি চার্জ করেছে।

তিনি আরো বলেন, এটা বড় দুঃখজনক যে বিক্ষোভে অংশগ্রহণের কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে তা বিক্ষোভকারীদের থেকে নেওয়া হচ্ছে। অথচ পুলিশ এতোগুলো জীবনের ক্ষতি করল এটা নিয়ে না উত্তর প্রদেশ সরকার কোন প্রশ্ন তুলেছে না কেন্দ্রীয় সরকার।

তিনি আরো বলেন, দেশে ভয় ও সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি চলছে। অগণতান্ত্রিক ও বেআইনি সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে যারা গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে কথা বলছে তাদের দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আলোচনা সভায় কমিটি যা সিদ্ধান্ত নিবে তা ২৩ ফেব্রুয়ারি জানানো হবে।

আল্লামা আরশাদ মাদানী বলেন, দেশে যেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে একে হিন্দু- মুসলিমের ধর্মী সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা অন্যায়। বর্তমানে দেশের অস্থিতিশীলতা বজায় রাখতে দেশের প্রত্যেক সুশীল নাগরিকের ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালবান মুজাহিদিন গত ২১ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তান জুড়ে প্রায় শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে সার্পাল প্রদেশের "আরওয়ান্দ" সামরিক ঘাঁটিতে একটি সফল অভিযান চালালে তখন ঘাঁটিতে অবস্থান করা গোয়েন্দা সদস্যদের একটি দল দুটি সামরিকযানে আরোহণ করে পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু দূর না যেতেই সামরিকযান দুটি তালেবান মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়, যার ফলে সামরিকযানে থাকা সকল গোয়েন্দা সদস্য নিহত হয়। এছাড়াও ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলায় ৫ সৈন্য নিহত এবং আরো ১২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

এদিকে বলখ, গজনী, লোগার, হেলমান্দ, ফারয়াব ও রোজগান প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক ৬টি হামলায় হতাহত হয় আরো ৬২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

বিপরীতে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় শাহাদাত বরণ করেন একজন মুজাহিদ (ইনশাআল্লাহ্), আহত হন আরো ২ জন জানবায মুজাহিদ।

শরীয়তপুরের গোসাইরহাটে সরকারি সামসুর রহমান কলেজ সন্ত্রাসী ল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়ামিন শিকদার ও ছাত্রলীগ নেতা মারুফ শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করার সংবাদ পাওয়া গেছে। মারুফ শরীয়তপুর সরকারি কলেজ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সদস্য। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন ছয়জন ছাত্রী।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, গত সোমবার দুপুরে কলেজের ক্যান্টিনে যাওয়ার সময় ওই ছয় ছাত্রীর পথ গতিরোধ করে ইয়ামিন শিকদার ও মারুফের নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্র। এ সময় তারা তাদের বাজে প্রস্তাব দেন। এ সময় একজন ছাত্র তাদের প্রপোজ করেন ও মোবাইলে ভিডিও চিত্র ধারণ করেন। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পরিবার চিন্তিত।

কালের কন্ঠের বরাতে জানা যায় ইয়ামিন শিকদার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছাত্রীকে কু-প্রস্তাব দেয়। তাদের যাতায়াত পথে ডিস্টার্ব করে। এর আগেও কলেজের ৩ ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় তারা কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। দল বেধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। তারা লোক লজ্জার ভয়ে কারো কাছে বলতে পারে না। কলেজের ক্ষমতা পেয়ে ক্ষমতার দাপটে কলেজের শিক্ষার্থীরা অনেকটা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। গত সোমবার তারা এই কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ৬ ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় তারা কলেজ অধ্যক্ষ বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন। তবে এর আগে কেউ সাহস দেখায়নি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রীরা বলেন, আমরা দুপুর বেলা কলেজের ক্যান্টিনে খাওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। পথের মধ্যে ইয়ামিন ও মারুফের নেতৃত্বে কয়েকজন ছেলে এসে আমাদের পথরোধ করা দাড়ায়। তখন একজন ছেলে বলে দোস্ত কোনটাকে প্রপোজ করব বোরকা পড়াটা কে না কি ড্রেস পড়াটাকে বলে হাসাহাসি শুরু করে। তারা এমন ভাবে দাড়াইছে আমরা কোনোভাবেই যেতে পারছিলাম না। পরে আমাদের একজনকে ডাক দেয়। ও শুধু একবার তাকাইছে। ওরে এসে একজন প্রপোজ করে ও মোবাইলে সেটার ভিডিও করেছে। এতেও তারা থামেনি আমাদের পেছন পেছন মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতে করতে আসে।

তারা আরো বলেন, তারপরও আমরা কিছু বলিনি। পরদিন কলেজ ক্যাম্পাসে ঢোকার পথে ইয়ামিন ভাইয়ের নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্র বিভিন্ন ভাষায় আমাদের বাজে মন্তব্য করেন। মেহেদী মিরাজ নামের একটা ছেলে ছিল যে আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয়। সবচেয়ে বড় কথা ওই ছেলে আমাদের কলেজের ছাত্রই না। এখান থেকে একজন বলেন- আমাদের বোম মেরে ওড়ায়া দিবে। এতেও ওদের কোন সমস্যা হবে না।

এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ ফয়জুল হক বলেন, সেদিন আমি কলেজে জাতীয় সঙ্গীত মহরার মধ্যে ছিলাম। ওখান থেকে আসার পর কলেজের ছয়জন ছাত্রী আমার কাছে অভিযোগ করে যে তাদেরকে কয়েকজন ছাত্র উক্ত্যক্ত করেছে। আমি সাথে সাথে শিক্ষক পরিষদের মিটিং দেই এবং ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেই। অন্যদিকে তাদেরকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে এটির প্রতিবেদন দেওয়ার কথা বলে দেই।

ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে দেশটির ক্ষমতাসীন দল বিজেপির বিষোদগার যেন থামছেই না। গত বুধবার বিহারের পুর্নিয়ায় এক সভায় বিজেপির মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বিষোদগার করে বলেছে, ভারতের সব মুসলিমদেরই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া উচিত ছিল। সেটা না করায় আজ পূর্বসূরীদের সেই ‘ভুলের’ খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের।

সে আরও বলেছে, আমাদের সময় এসেছে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার। ১৯৪৭ সালের আগে (মোহাম্মদ আলী) জিন্নাহ একটি মুসলিম রাষ্ট্রের চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ছিল আমাদের পূর্বসূরীদের বড় ভুল, আজ আমরা সেই ভুলের মাসুল দিচ্ছি।

‘তখন যদি মুসলিমদের ওখানে (পাকিস্তান) পাঠানো এবং হিন্দুদের এখানে (ভারত) নিয়ে আসা হতো, তাহলে আজ আর এই পরিস্থিতিতে থাকতাম না। ভারতবাসী যদি এখানে আশ্রয় না পায় তো আর কোথায় যাবে?’

বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরোধিতায় চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই এসব কথা বলেছে এই বিজেপির গুণ্ডা।

এই আইনে ২০১৫ সালের আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া শুধু অমুসলিমদের ভারতের নাগরিকত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

চলতি মাসে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গাজীপুরের একটি গেঞ্জিপ্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান "মাল্টিফ্যাবস" এর মালিক প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত মুসলিম শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সময়ে তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে বলে একটি নোটিশ জারি করেন। শ্রমিকদেরকে নামাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলে শ্রমিকদের মাঝে ঐক্য গড়ার জন্যই কোম্পানির মালিক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু, দেশের চরম ইসলামবিদ্বেষী মহলের এই সিদ্ধান্তটি সহ্য হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার ঝাণ্ডা হাতে জ্বলে উঠে এসকল মুরতাদরা।

ঐ ঘটনা সম্পর্কে তথ্যসন্ত্রাসী হলুদ মিডিয়া বিবিসিকে একটু বেশি আগ্রাসী দেখা গিয়েছে। তারা নামাজ বাধ্যতামূলকের সিদ্ধান্তকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করে দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। আর বরাবরের মতোই তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে এদেশীয় ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়াগুলো। আবার, নামাজ বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির বিরোধী মনে করেছে। তার মতে, “বাংলাদেশের আইন কেন সংবিধানেই তো বলা আছে ধর্ম কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কোন আইন দিয়েই এটা বাধ্যবাধকতা দেয়া যায় না।”

তার এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে অনেকে আবার বলছেন, আইনমন্ত্রী নিজেই বাংলাদেশের সংবিধানবিরোধী কাজ করেছে। কিন্তু, আসলেই কি আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের মন্তব্য বাংলাদেশের সংবিধানবিরোধী?

এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর হলো, না। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দেশের সংবিধানের পরিপন্থী নয়, বরং সংবিধানসিদ্ধ কথা-ই বলেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির একটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। বাংলাদেশ সংবিধান আরো বলে, “জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।” তথা, আল্লাহর আইন যদি বাংলাদেশের ঐ কুফুরি সংবিধানের বিপরীত হয়, তাহলে তারা আল্লাহর আইনকে বাদ দিবে। আর এজন্যই আল্লাহ যে নামাজকে ফরজ তথা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক আনিসুল হকরা সেই নামাজকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না বলতে পারে।

অর্থাৎ, বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের মন্তব্য কোনো অপরাধ নয়। তবে, ইসলামের আইন অনুযায়ী ইসলামবিদ্বেষী আনিসুল হক অপরাধী। আর, এসকল অপরাধীদের অপরাধের উৎস হলো দেশের সেই সংবিধান, যাকে 'পবিত্র সংবিধান' বলে উপস্থাপন করা হয়। দেশের এই সংবিধানই ইসলামবিদ্বেষীদের মূল হাতিয়ার। এই সংবিধানের উপর ভিত্তি করেই তাগুত আনিসুল হক নামাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও একই কাজ করতো। ধর্মনিরপক্ষেতার কথা বলে আঘাত হানতো ইসলামের উপর।

বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি রক্ষার কথা বলে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর আঘাত হানার ঘটনা এদেশে এটাই প্রথম নয়। এর আগে ২০১০ সালে এই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেই দেশের হাইকোর্ট থেকে রায় দেওয়া হয়েছিল, ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে না। অর্থাৎ, আপনি আপনার স্ত্রীকে বোরকা পরতে তথা পর্দা করতে বাধ্য করতে পারবেন না। আপনার স্ত্রী পর্দাহীন ঘোরাফেরা করবে, আপনি তাকে বাধা দিতে পারবেন না। যদি বাধা দেন, তাহলে আপনি বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত হবেন, আপনার কাজটি হবে বেআইনী।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও সংবিধানের সেই ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির আলোকেই বলেছে, নামাজ বাধ্যতামূলক করা বেআইনী, তথা আপনি আপনার সন্তানদেরও নামাজের আদেশ দিতে পারবেন না। যদিও নামাজকে আল্লাহ তা'য়ালা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, সন্তানদেরকে নামাজের আদেশ দিতে বলেছেন। আর বেনামাজীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির কথা বলেছেন। আখিরাতে তো বেনামাজীদের শাস্তি দিবেনই, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা বেনামাজীর উপর শাস্তি প্রয়োগের বিধান রেখেছেন। ইসলামী ফিকহের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, বেনামাজীকে ৩দিন বন্দী করে রাখা হবে। এর মধ্যে নামাজ আদায় করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর, এরপরও নামাজ আদায় না করলে তাকে বন্দী করেই রাখা হবে, পাশাপাশি বিচারক তাকে শাস্তিমূলক বেত্রাঘাতও করতে পারবেন।

তাই, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও বিবিসিগংরা বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী কিছু না বললেও, বলেছে ইসলামের বিরুদ্ধে, আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে। আর, একজন ইসলামপ্রেমিক মুসলিম হিসেবে তাদের এই অপরাধ রোধ করতে গেলে সর্বপ্রথম আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে বাংলাদেশের সংবিধান। কেননা, দেশের সংবিধান এগুলোকে অপরাধ তো বলেই না, বরং সংবিধানের মূলনীতি বলে উল্লেখ করে। সুতরাং, এই ইসলামবিরোধী সংবিধানের মাধ্যমে ইসলামবিদ্বেষী আনিসুল হকদের বিচার অসম্ভব। তাহলে মুসলিমদের সমাধান কোথায়?

সমাধান হলো- দেশের ইসলামবিরোধী সংবিধানকে তাগুত শাসকদের মুখে ছুড়ে ফেলে, সেখানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করা।

লেখক: আহমাদ উসামা আল-হিন্দ, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

খেলার মাঠে না যাওয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) প্রথম বর্ষের (৪৮তম ব্যাচ) এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেছে শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এক কর্মী। আজ বুধবার বিকেল তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আ ফ ম কামালউদ্দিন হলে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ফাহিম ফয়সাল সরকার ও রাজনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের (৪৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থী এবং শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি মো. জুয়েল রানার অনুসারী।

মারধরের শিকার ইব্রাহিম খলিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী। ঘটনার বিচার দাবি করে তিনি প্রক্টর ও হলের প্রাধ্যাক্ষ বরাবর লিখিত অভিযোগে দিয়েছেন।

মারধরের শিকার ইব্রাহিম জানান, আমি অসুস্থ। বিভাগে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা শেষ করে হলে ফেরার পরপরই সিনিয়ররা আমাকে গেস্টরুমে ডাকে। সেখানে গেলে সেখানে জোর করে খেলার জন্য টাকা চায় এবং খেলার মাঠে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আমি অসুস্থ থাকায় মাঠে যেতে অসম্মতি জানালে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে এবং মারধর করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ স ম ফিরোজ উল হাসান বলেন, 'মারধরের বিষয়টি আমি শুনেছি। আমি ক্যাম্পাসের বাইরে থাকায় হলের ওয়ার্ডেনকে জানিয়েছি। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

মো. জুয়েল রানা নামে এক বড় ভাই বলেন, 'আমি শুনেছি। বিষয়টি দেখতেছি।' মারধরের বিষয়ে অভিযুক্ত ফাহিম ফয়সালের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দিলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

কালের কণ্ঠের বরাতে জানা যায় এ ঘটনার দুদিন আগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শামীম সিকদারের বিরুদ্ধেও ফ্যানের সুইচ বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। সে ঘটনায়ও প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলেন মারধরের শিকার প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী।

বরিশাল নগরীর সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণে করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্যু ক্লার্ক বনি আমিন। সে সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় সদস্য।

মঙ্গলবার ববি রেজিস্ট্রার (অতি) ড. মুহসিন উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বনি আমিন জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক। বনি আমিন নগরীর গণপাড়া এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে।

বনির ভাতিজির সাথে ওই ছাত্রী একই কলেজে পড়াশোনা করতো। এই সুবাদে তাদের বাসায় যাওয়া-আসায় পরিচিত হওয়ায় বনি আমিনকে চাচা বলে সম্বোধন করতো কলেজছাত্রী।

ববি'র অফিস আদেশে বলা হয়েছে, যেহেতু বনি আমিন কর্তৃক সংঘটিত উক্ত নারী অপহরণ ও ধর্ষণের অপরাধ বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেহেতু বনি আমিন এর এই গুরুতর অপরাধ সংঘটনের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ প্রাথমিক তথ্যাদি রয়েছে।

বিডি জার্নালের সূত্রে জানা যায় গত ৯ ফেব্রুয়ারি নগরীর নথুল্লাবাদ এলাকা থেকে ওই ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যায় দুই সন্তানের জনক বনি আমিন। ওইদিন রাতভর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের একটি আবাসিক হোটেলে তাকে আটকে ধর্ষণ করে। পরে সোমবার রাতে ঝালকাঠি জেলা শহরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে পালিয়ে যান বনি আমিন।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে হত্যা মামলার আসামী গ্রেপ্তার হওয়ায় বাদীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে এক কলেজ ছাত্রের হাতের কব্জি দ্বিখন্ডিত করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ হামলায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও কুপিয়ে জখম করা হয়।
বুধবার এ ঘটনায় আড়াইহাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এর আগে মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে উপজেলার কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয় বলে জানায় স্থানীয়রা।

বিডি জার্নালের সূত্রে জানা যায়, আড়াইহাজার উপজেলার কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের ইজারকান্দি গ্রামে আট বছর আগে খুন হন রব মিয়া। এ ঘটনয়া মামলা করেন নিহতের ছেলে মাঈন উদ্দিন।

শনিবার ওই মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মঙ্গলবার ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হাোসেনের নেতৃত্বে ইয়ানুছ আলী, রাসেল, জুয়েল জাকির, আলী হোসেন, হালিম ও আলামিনসহ ১৫-১৬ জনের ছাত্রলীগের এক দল গুন্ডা বাহিনী বাদীর বাড়িতে হামলা চালায়।

মামলার বাদী মাঈন উদ্দিনের ঘরে ঢুকে মাঈন উদ্দিন, তার স্ত্রী, ছোট ভাই মোহাম্মদ রনি ও মা জাহানারা বেগমকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা।

এলোপাতাড়ি কোপানোর সময় বাদীর ছোট ভাই কলেজ ছাত্র রনির মাথায় গুরুতর আঘাত ও বাম হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে নিহত রব মিয়ার পরিবার।

দুর্যোগকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ঢেউটিন ও কম্বল বিতরণের নামে অর্ধশত কোটি টাকারও বেশি লোপাট করে নিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। যেসব এলাকায় এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। অভিযোগটি কমিটিতে উত্থাপিত হওয়ার পর বিশাল অঙ্কের এই টাকা কোথায় কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে এর কোনো ডকুমেন্টই পেশ করতে পারেননি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরা।

অর্থ ব্যয়ের কোনো রেকর্ডই নেই তাদের কাছে। এদিকে মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় জানিয়েছে, তারা যখন বিষয়টি নিয়ে অডিট করে তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ঢেউটিন ও কম্বল ক্রয় করে বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। তবে এ সময় তারা প্রায় ৪৬ কোটি টাকা খরচের কোনো রেকর্ডপত্র হাজির করতে পারেননি।

আর যেসব রেকর্ড উত্থাপন করা হয়েছে তাতে এসব ত্রাণ পণ্য ক্রয়ে কার্যাদেশ দেয়ার নিয়মকানুন মানা হয়নি। সর্বনিম্ন দরদাতাদের কাজ না দিয়ে নিজস্ব ঠিকাদারদের মাধ্যমে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে কার্যাদেশের চেয়ে কোটি কোটি টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।

উত্থাপিত পাঁচটি অডিট আপত্তির সাথে জড়িত মোট টাকার পরিমাণ ৬১ কোটি ৮৪ লাখ ৩১ হাজার ৯৮০ টাকা।

মানবকণ্ঠের সূত্রে জানা যায় কার্যাদেশ ও চুক্তি বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪১ লাখ ১৬ হাজার ১৪৭ টাকা ক্ষতি মর্মে উত্থাপিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রমাণক জমাদান সাপেক্ষে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয় বৈঠকে। এ ছাড়া সর্বনিম্ন দরদাতার কাছ থেকে ঢেউটিন ক্রয় না করায় ৫ কোটি ৩৫ লাখ ২৯ হাজার ৫০৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি মর্মে উত্থাপিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে ত্রিপক্ষীয় মিটিং করে আপত্তিটি অনধিক এক মাসের মধ্যে অডিট অফিসের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বিষয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

বৈঠকে মোট ৪৫ কোটি ৮৫ লাখ ৯০ হাজার ৪২৩ টাকার নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উত্থাপন করা হয়নি মর্মে উত্থাপিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে বাস্তব যাচাই সাপেক্ষে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া সর্বনিম্ন দরদাতার কাছ থেকে কম্বল ক্রয় না করার ফলে ৩০ লাখ ৫৫ হাজার ৫৪৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি মর্মে উত্থাপিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে কমিটি বাস্তব যাচাই সাপেক্ষে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করে।

অনুরাধা ভাসিন জামওয়াল। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শান্তিকর্মী। তিনি জম্মু ও কাশ্মিরের সবচেয়ে পুরনো ইংরেজি দৈনিক কাশ্মির টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক এবং সাহসী ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্য পরিচিত। গত বছরের ৫ আগস্ট ভারত সরকার যখন কাশ্মিরের গণযোগাযোগের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে, তখন তার ভাষায় ‘কার্যত অবরোধের’ বিরুদ্ধে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন যারা, তাদের মধ্যে সবার আগে ছিলেন তিনিই।

*সাউথ এশিয়ান মনিটর*কে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাতকারে কাশ্মিরি জনসাধারণ কেমন দুর্যোগময় সময় অতিবাহিত করছেন এবং তাদেরকে কেন আগামী দিনগুলোতে আরো কঠিন পরিস্থিতির পড়তে হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

প্রশ্ন: গত মাসে অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট কাশ্মিরে যোগাযোগ অবরোধ নিয়ে আপনার পিটিশনের ওপর রায় দিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় কতটা তাৎপর্যপূর্ণ?

মামলাটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে সুপ্রিম কোর্টের ৫ মাস সময় লেগেছে। আমরা পিটিশন দায়ের করেছিলাম ২০১৯ সালের ১০ আগস্ট, আর রায় হলো ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি।

রায় প্রদানের এক মাস হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো বাস্তবে কিছুই হয়নি। এখনো ইন্টারনেট পাওয়া যাচ্ছে খুবই বিধিনিষেধের আওতায়। এমনকি যখন পিটিশন দায়ের করতে যাই, তখনো ল্যান্ডলাইন কাজ করছিল না। আমি এমনকি শ্রীনগর থেকে আমার ব্যুরো চিফের কাছ থেকেও খবর পাই না। এসব কিছু কার্যত মিডিয়াকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

প্রশ্ন: সুপ্রিম কোর্ট যদি ইন্টারনেট সুবিধাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেই থাকে, তবে কেন এখনো কাশ্মিরে তা বন্ধই আছে?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইন্টারনেট ও গণযোগাযোগের সীমিত ও কৃত্রিম পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। এক দিন পাওয়া যায় ২জি, অন্য দিন থাকে বন্ধ। তৃতীয় দিন আবার কাজ করে। আমাদের আরেকটি আদালতের রায় প্রয়োজন। আদালত দীর্ঘ মেয়াদের কথা বলেছে। এই মেয়াদ কত দিন তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: অনেকে বলছে, সুপ্রিম কোর্টের ওপর যে আস্থা ছিল, তা নড়ে গেছে। আপনি বিষয়টিকে কিভাবে নিচ্ছেন?

আমি রায়ের বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছি। যখনই পড়ি, তখনই এতে ত্রুটি পাই। রায় দেয়ার এক মাস পরও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের ওপর থাকা আস্থা নড়ে গেছে। কাশ্মির নিয়ে দায়ের করা পিটিশনের শুনানির জন্য ছয় মাস অপেক্ষা করতে হয়। আবার অযোধ্যা পিটিশন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ব্যাপারে ভিন্নভাবে রায় হয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি একটি খ্যাতিমান পত্রিকার সম্পাদক। ইন্টারনেট প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কিছু বলুন এবং কিভাবে তা আপনার কাজে সমস্যা করছে, তা জানাবেন?

আমি আদালতে গিয়েছিলাম সচেতনভাবেই। কাশ্মিরের ইতিহাস জানতাম, রাষ্ট্রের নৃশংসতা সম্পর্কেও ধারণা ছিল। আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। দীর্ঘ মেয়াদি বিধিনিষেধ দুই ভাগে মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের ওপর প্রভাব ফেলছে। একটি হলো তাৎক্ষণিক। আমাদের হাত

থেকে হাতিয়ার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে আমরা বুঝতে পারছি না, কিভাবে কাজ করব। আমরা আধুনিক সময়ে বাস করছি, ১৯৯০-এর দশকের শুরুর সময়ে নয়। পুরো দেশে এসব সুবিধা থাকলেও কাশ্মিরে নেই। এর মানে হলো আমরা বঞ্চনার মধ্যে আছি। লোকজনকে কেবল শরীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও নির্যাতন করা হচ্ছে। ভারতের অন্যান্য নাগরিকদের জন্য ইন্টারনেট সুবিধা আছে। আর এখন যে সময়, তাতে করে ইন্টারনেট সুবিধা ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও অংশ নেয়া যায় না। আর দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হলে তা জনসাধরণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভয় ঢুকে যায়। কারণ নির্ভরযোগ্য তথ্য আসছে না। নির্ভরযোগ্য তথ্য তখন না আসে, তখন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি বাড়ে। রাষ্ট্র মনে করে যে সে দায়বদ্ধ নয়। এটাই স্বাভাবিক। ভয় গভীরে ঢুকে যায়।

তাদের অবস্থানের মানে হলো, সরকার আইনের উর্ধ্বে। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে কোনটা অগ্রহণযোগ্য ও সেটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে। কাশ্মিরকে এর মাধ্যমে একটি বার্তা দেয়া হচ্ছে। সরকার তার নিজস্ব মুসলিমবিরোধী এজেন্ডা, ইসলামফোবিক এজেন্ডার কথা বলছে।

প্রশ্ন: কাশ্মিরি জনগণের সামনে কী অপেক্ষা করছে বলে আপনি মনে করেন?

ভয়াবহ সময়। অন্ধকার, চরম অন্ধকার সময়। আমি কোনো আশা দেখছি না। ৭০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু কাশ্মির এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে। নেহরু ছিলেন উদার ও গণতন্ত্রী। কিন্তু তিনি কাশ্মিরের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন। তিনি যেকোনো মূল্যে এটিকে মুঠোয় রাখতে চেয়েছিলেন। বিজেপি যখন ক্ষমতায় উঠতে শুরু করেছিল, তখন আমার আশা কমছিল। কারণ তারা আদর্শগতভাবেই মুসলিমবিরোধী। তারা মুসলিমদের ব্যাপারে উদ্ধত, তারা কাশ্মিরিদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। তারা কেবল কাশ্মিরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নয়, এর জনসংখ্যার মর্যাদা পরিবর্তন করতে ও ধ্বংস করতে সবকিছুই করবে। মোদির দ্বিতীয় মেয়াদ যখন শুরু হলো, তখনই আমি জানতাম, কিছু একটা হচ্ছে। তবে তা এত দ্রুত ঘটবে তা বুঝতে পারিনি। বর্তমানে ভারতের উদার সমাজও কিছু বলে না। তারা কাশ্মিরে চলমান নৃশংসতা নিয়ে কথা বলতে ভয় পায়। কারণ তারা জানে, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে তা চলবে না। এ কারণেই আমি কাশ্মিরিদের জন্য কোনো আশা দেখি না।

প্রশ্ন: ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন?

ভারতের ভবিষ্যত ও এর রাজনীতি নিয়ে আমি সন্দিহান। উন্নয়ন নিয়ে বিজেপি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারা ও হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ভয়ঙ্কর আশঙ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিজেপি ভারতকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমি কাশ্মিরিদের জন্য কোনো কল্যাণমূলক কিছু দেখি না। বিজেপির লক্ষ্য ও এজেন্ডা পরিষ্কার। তারা রাজ্যের জনসংখ্যায় পরিবর্তন আনতে চায়, একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী চায়।

ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে পদ্মা সেতু। গত ১১ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ ২৪তম স্প্যানটি বসানো হয়েছে। তাতে দৃশ্যমান হয়েছে সেতুর ৩.৬ কিলোমিটার। এভাবে ৪২টি খুঁটির ওপর ৪১টি স্প্যান বসানোর কাজ শেষ হলে দৃশ্যমান হবে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা সেতুর শতভাগ।

কিন্তু সেতুটির শতভাগ শেষ হওয়ার পথে সময় যেমন বাড়ছে, সঙ্গে বেড়েছে নির্মাণ খরচও। ১১ বছরে তিন ধাপে ব্যয় বেড়েছে ২৯৭ শতাংশ। ২০১৩ সালে যে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা ছিল তা এখন ঠেকেছে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত। গত ৩ নভেম্বর সর্বশেষ দেড় বছর সময় বাড়িয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত ছিল গত ৩০ ডিসেম্বর।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সর্বশেষ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।

আর তিন ধাপে এই ব্যয় বাড়াতে কখনও নদী শাসন, কখনও জমি অধিগ্রহণ বা কখনও পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। তবে প্রকল্প ব্যয়ের বড় অংকটি যুক্ত হয় ২০১১ সালে। ওই বছরের ১১ জানুয়ারি সেতুর সঙ্গে রেলপথ সংযুক্ত করে প্রথম দফায় ব্যয় সংশোধন করে নির্ধারণ করা হয় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। এর আগে ২০০৭ সালের ২৮ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১০ হাজার ১৬১ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে।

পরে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে এবং এতে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে যোগ দেয় বিশ্বব্যাংক, এশীয় ডেভলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংক, জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (জেবিআইসি) এবং আবুধাবি ডেভলপমেন্ট গ্রুপ। এদের মধ্যে প্রধান অংশীধার ছিল বিশ্বব্যাংকের। কিন্তু ‘দুর্নীতির’ অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন থেকে সরে যায় এবং একে একে সরে পড়ে এশীয়

ডেভলপমেন্ট ব্যাংক ও ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংকও। ফলে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কিছু দিন ধরে চলতে থাকা ধীর গতি হঠাৎই স্থবির হয়ে পড়ে। এরপর সরকার নিজস্ব অর্থেই এ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়।

জানা গেছে, ২০১৬ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সেতু বিভাগের আওতায় ‘পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প’টিকে অনুমোদন দেয় এবং একই সঙ্গে বাস্তবায়ন ব্যয় আরও ৮ হাজার ২৮৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা বাড়িয়ে করা হয় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। এছাড়া বাস্তবায়নের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ওই সময়ে সেতু নির্মাণের খরচ ১২ হাজার ১৩৩ কোটি টাকা ঠিক রেখে আট হাজার কোটি টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার কোটি টাকাই ধরা হয় নদী শাসনের কাজে। জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ৮ কিলোমিটার নদীশাসনের কথা ছিল এবং ওই খাতে ২০১১ সালে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল চার হাজার ৩৮৭ কোটি টাকা। পরে এতে যুক্ত করা হয় আরও ১.৩ কিলোমিটার (সব মিলিয়ে ৯.৩ কিলোমিটার) এবং বাড়তি ওই ১.৩ কিলোমিটার নদীশাসনের জন্য ব্যয় বাড়ানো হয় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে নদীশাসন কাজে বরাদ্দ ছিল মাত্র দুই হাজার ৬১২ কোটি টাকা।

এরপরে তৃতীয় দফায় ২০১৮ ব্যয় বাড়ানো হয় ভূমি অধিগ্রহণ খাতে। ওই বছরের ২১ জুন এ খাতে ১৪০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব অনুমোদন দেয় একনেক। তাতে পদ্মা সেতুর মোট ব্যয় দাঁড়ায় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৮ লাখ টাকায়।

২০০৭ সালে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩০৬ কোটি টাকা এবং ২০১১ সালে তা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ১ হাজার ৮৬ কোটি টাকা।

নদীশাসন আর ভূমি অধিগ্রহণের এই খাত দুটিকেই ‘দুর্নীতি যুক্ত’ খাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যয় সংশোধনীতে ২০১১ সালে বড় একটি অংক যুক্ত হয়েছে। তার যৌক্তিকতাও আছে। কারণ ২০০৭ সালের ডিজাইনের থেকে পরেরটা একেবারেই ভিন্ন। কিন্তু এর পরে যে দুটি খাতে খরচ বাড়ানো হয়েছে সেখানে সন্দেহের বেশ অবকাশ রয়েছে।

যমুনা সেতুর প্রসঙ্গ টেনে আহসান এইচ মনসুর বলেন, ওখানে বিশ্বব্যাংকের একটি তদারকি ছিল। কিন্তু পদ্মা সেতুতে আন্তর্জাতিক কোন তদারকি নেই। তাছাড়া যমুনায় কয়েকটি কারণে

সময় বেশি লেগেছিল কিন্তু ব্যয় বাড়ার তেমন কোন খবর আমরা পাইনি। ফলে ওর নির্মাণ খরচ কিন্তু আমরা ৮/৯ বছরের মধ্যেই তুলে ফেলেছিলাম।

পদ্মা সেতুতে এখন যে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যেও শেষ করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান মনসুর বলেন, এই পর্যায়ে থামা উচিত।

২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মূল সেতুর প্রথম স্প্যান স্থাপন করা হয়। এখনও নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার সময় যতটা দীর্ঘ হচ্ছে ততোটাই যেন দীর্ঘ হচ্ছে মানুষের স্বপ্ন পুরণের অপেক্ষা।

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের তুরবাত এলাকায় এক তল্লাশি চৌকিতে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এসময় পাঁচ মুরতাদ পুলিশকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই হামলায় আরো তিন জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম *এক্সপ্রেস ট্রিবিউন* সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার তুরবাত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এর আগে কুলাচি তেসিল এলাকায় পুলিশ যানবহনের কাছে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এক পুলিশ নিহত ও দুইজন আহত হয়।

জেলা পুলিশ কর্মকর্তা ওয়াহিদ মাহমুদ নিশ্চিত করেছে, ওই স্থানে এনজিও পোলিও কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। বিস্ফোরণের ঘটনায় হেড কনস্টেবল রিয়াজ নিহত ও অপর হেড কনস্টেবল শাকিল এবং গাড়িটির চালক আতাউল্লাহ আহত হন।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদিন গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মালির মানকা রাজ্যের কেন্দ্রীয় শহরে দখলদার ও ক্রুসেডার "বুরখান-মিনোসোমা" ও ক্রুসেডারদের গোলাম মালির মুরতাদ বাহিনীর একটি যৌথ সামরিক বাহিনীর উপর সফল অভিযান চালান।

এই অভিযানে কুফফার বাহিনীর উপর বোমা হামলার পাশাপাশি তীব্র রকেট ও মার্টার হামলাও চালান মুজাহিদিন। যার ফলে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ২০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার কেনিয়ার রাজধানীর নাইরোবী এর "মান্দিরা" শহরে কেনিয়ান ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর একটি বাসকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান।

প্রাথমিক সংবাদ মতে মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৪ ক্রুসেডার নিহত এবং আরো ২ ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের উপর ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রক্সি সার্ভার ব্যবহার করে কাশ্মিরের যে সব ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ‘সন্ত্রাস দমন’ আইনের মামলা করেছে ভারত শাসিত কাশ্মিরের কর্তৃপক্ষ।

মামলা দায়েরের পর কাশ্মিরের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ৫ আগস্ট যখন মুসলিম প্রধান এ অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন ও বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেয়া হয়, তখন থেকেই এ অঞ্চলের উপর যোগাযোগ নিষেধাজ্ঞা চলে আসছে।

আনল’ফুল অ্যাকটিভিটিজ প্রিভেনশান অ্যাক্টের (ইউএপিএ) অধীনে নাম না জানা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারদের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ইনফরমেশান রিপোর্ট বা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ইউএপিএ আইনের অধীনে কেউ আটক হলে জামিন ছাড়া তাকে বহু মাস আটক রাখা হতে পারে।

কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করার ছয় মাস পর ১৪ জানুয়ারি নিম্নগতির ২জি ইন্টারনেট চালু করেছে সেখানে। তবে ইন্টারনেট চালু করা হলেও সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রয়েছে। কাশ্মিরীরা ভিপিএন ব্যবহার করে বন্ধ সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো ব্যবহার করছে।

অনেকে টুইটার ও ফেসবুকে আপডেট পোস্ট দিতে শুরু করেছে। তবে এফআইআর দায়েরের পরে এখন তাদের অনেকের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

২৫ বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সেহবা মির বলেন, “সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি কোন রাজনৈতিক পোস্ট দেয়নি কিন্তু আমি আতঙ্কিত হয়ে গেছি। আমি আমার ভিপিএন মুছে দিয়েছি

এবং সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট ডি-অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি। এই মামলার অর্থ হলো তারা এখন যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে"।

কিছু ইউজার অভিযোগ করেছেন যে, সিকিউরিটি চেকপোস্টগুলোতে তাদের মোবাইল চেক করে প্রক্সি সার্ভার ফোন থেকে মুছে দেয়া হয়েছে।

বিশোর্ধ ব্যবস্থাপনার শিক্ষার্থী তার নাম না প্রকাশের শর্তে আল জাজিরাকে বলেছেন, "দুই দিন আগে শ্রীনগরের একটি হাসপাতালের বাইরে আমাকে থামানো হয়েছিল। সেনারা আমাদের ফোন চেক করে ভিপিএন ডিলিট করে দেয়"।

এক সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা আল জাজিরাকে বলেছেন যে, তারা "বিভিন্ন একাউন্ট ও স্ক্রিনশট যাচাই করে দেখছেন এবং এরপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে"।

ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী সিএএ বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি বলে দাবি করেছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী আদিত্যনাথ।

অথচ,ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলো তার রাজ্যে পুলিশের গুলিতে অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছিল। যোগী সিএএ বিরোধী বিক্ষোভে অংশকারীরা একে অপরের ছোড়া গুলিতে নিহত হয়েছে বলেও দাবি করে। একই সঙ্গে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের দুর্বত্ত বলেও কটাক্ষ করে এ মুখ্যমন্ত্রী

সিএএ বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের ব্যাপারে আদিত্যনাথ বলে, 'কেউ যদি মরতে আসে, তাহলে বাঁচবে কী করে? 'এরপর সন্ত্রাসী পুলিশের প্রশংসা করে আদিত্যনাথ বলেছে, 'সিএএ বিরোধী বিক্ষোভের সময় একটি বড় আন্দোলনকে নস্যাৎ করেছে পুলিশ। ডিসেম্বরে বিক্ষোভের সহিংসতার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তারা যেভাবে সামাল দিয়েছেন, এরপর আর বিক্ষোভ হয়নি।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ভারতে বির্তকিত নাগরিকত্ব আইন পাসের পর দেশজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লি, মুম্বাই, কেরালাসহ পশ্চিমবঙ্গে সিএএবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এসব রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধরনের দমন পীড়ন হয়েছে উত্তর প্রদেশে। ২০ ও ২১ ডিসেম্বর বিক্ষোভকালে সেখানে পুলিশী সহিংসতায় অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন।

সোমবার রাজ্য সরকার এলাহাবাদ হাই কোর্টকে জানিয়েছে, বিক্ষোভের সময় ৮৮৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩২২ জন এখনও কারাভোগ করছেন।

ভারতের ২০ লাখ মানুষ রাষ্ট্রহীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস। তিনি দেশটিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ভারতীয় পার্লামেন্টে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাসের মাধ্যমে ২০ লাখ মুসলিম রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকিতে রয়েছে।

পাকিস্তানের প্রভাবশালী গণমাধ্যম ডন নিউজকে দেয়া একান্ত বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এ সব উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ডন নিউজকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের প্রধানকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং নয়াদিল্লিতে প্রকাশিত কাশ্মীর নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যেমন ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও সাত বছরের কম বয়সী শিশুদের কারাবন্দি করে রাখা।

তিনি বলেন, সব প্রতিবেদনে কাশ্মীরে 'ঠিক কী ঘটছে' তা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং 'এ প্রতিবেদনগুলো গুরুত্ব সহকারে নেয়া উচিত'।

সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যা বন্ধে আবারও মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) রাজশাহীর সোনাইকান্দি বিওপির ওপারে পদ্মার চরে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক হয়।

বৈঠকে অংশ নেয়া এক বিজিবি কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানান, বৈঠকে রাজশাহী অঞ্চলে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজিবি। গেল এক মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ সীমান্তে অন্তত নয়জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। যা অনাকাঙ্ক্ষিত। কেউ ভুল করে ভারতীয় সীমানায় অনুপ্রবেশ করলে রেওয়াজ অনুযায়ী পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ জানানো হয়। বৈঠকে গেল ৩১ জানুয়ারি

রাজশাহীর পবা উপজেলার সোনাইকান্দি বিওপি এলাকার পদ্মা থেকে পাঁচ জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলা হয়।

বিএসএফ কমান্ডারকে বিজিবি জানায়, বাংলাদেশের ভেতরে পদ্মা নদীতে স্পিড বোটে করে তেড়ে এসে তাদের তুলে নিয়ে যায় বিএসএফ। ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার ফুটেজও দেখানো হয়েছে বিএসএফকে।

বিজিবির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, এ ঘটনার প্রথম দফা পতাকা বৈঠকে বসার প্রতিশ্রুতি দিলেও বিএসএফ হাজির হয়নি। পরে দ্বিতীয় দফায় পতাকা বৈঠক হলেও বাংলাদেশি পাঁচ জেলেকে মুক্তি দেয়া হয়নি। বরং উল্টো ভারতীয় ভূ-খণ্ডে অনুপ্রবেশের অভিযোগ এনে তাদের মুর্শিদাবাদ পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

পদ্মায় ইলিশ শিকারকে কেন্দ্র করে রাজশাহীর চারঘাট সীমান্তে গেল বছরের ১৭ই অক্টোবর বিজিবি-বিএসএফ মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর থেকে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলাগুলোর সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করে বিএসএফ। বিজিবিও পাল্টা নজরদারি বসিয়েছে সীমান্তে। ফলে সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

যশোরের কেশবপুরে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের কার্যালয়টি দখলমুক্ত করে তা দুধ দিয়ে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কার্যালয়টি পরিষ্কার করে স্থানীয় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ বাহিনীর সদস্যরা।

আমাদের সময় থেকে জানা যায় কেশবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবু সাঈদ মঙ্গলবার সকালে পুলিশ নিয়ে উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে যান। সেখানকার একটি কক্ষ থেকে পুলিশ কয়েকটি ধারাল অস্ত্র ও ফেনসিডিলের বোতল উদ্ধার করেছ। এরপর গরুর দুধ দিয়ে উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের ওই কক্ষটি ধুয়েমুছে ফেলা হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত বুধবার সোমালিয়ার শাবেলী রাজ্যের "আইল-সালেনী" শহরে মুরতাদ বাহিনীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি

দখল করে নিয়েছেন। এসময় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর পরিচালিত হামলায় 78 এরও বেশি সোমালিয় সরকারি মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ বেশ কিছু সামরিকযান, বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জামাদি, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

শাহাদা নিউজ এর বরাতে জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত বুধবার ভোরে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী রাজ্যের মেরকা অঞ্চলের "আইল সালেনী" শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ শুরু করেন।

সামরিক ঘাঁটিতে গাড়ি বোমা দ্বারা শহীদি অপারেশনের মধ্য দিয়ে অভিযান শুরু করেন মুজাহিদগণ। তারপরে মুজাহিদ ও মুরতাদ বাহিনীর মাঝে কয়েক ঘন্টা ধরে সরাসরি যুদ্ধ হয়, এই সময়ে বিভিন্ন ধরণের ভারী ও হালকা অস্ত্র ব্যবহার করেন হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা।

অবশেষে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সামরিক ঘাঁটির উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে সক্ষম হন। এই অভিযানে নিহত হওয়া বেশিরভাগ মুরতাদ সৈন্যদের মৃতদেহ বর্তমানে ঘাঁটির আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। তবে পলায়নপর সৈন্যরা এর মধ্যে বেশ কিছু মৃতদেহকে রাজধানী মোগাদিশুতে স্থানান্তরিত করেছে।

এই অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় ৪১ এরও অধিক সরকারী মুরতাদ মিলিশিয়া মারা গিয়েছিল এবং প্রথম ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল “হাসান জামি" সহ আরো কয়েক ডজন মুরতাদ সদস্য আহত হয়েছিল।

লক্ষণীয় যে, এই অভিযানে আহত হওয়া মুরতাদ সদস্যদের বেশিরভাগই ঘাঁটির আশেপাশের বনাঞ্চলে পালিয়ে গেছে, বর্তমানে মুজাহিদগণ তাদেরকে খোঁজে খোঁজে বের করে বন্দী করছেন।

এই অভিযানের সময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর 4টি সামরিকযান ধ্বংস করেন। এছাড়াও 2টি সামরিকযান, 4টি ভারী অস্ত্র, কয়েক ডজন যুদ্ধাস্ত্র এবং প্রচুর পরিমাণ গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

মুরতাদ বাহিনী তাদের এই সামরিক ঘাঁটিটি রক্ষা করতে রাজধানী মোগাদিশু হতে তাদের সহকর্মীদের অর্থাৎ যেসকল সৈন্যরা "আইল সালেনী"তে মুজাহিদদের হামলায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল তাদেরকে সামরিক ঘাঁটিতে সহায়তা করার জন্য নতুন একটি কাফেলা পাঠিয়েছিল। কিন্তু এই কাফেলার সংবাদ আগেই পেয়ে যান মুজাহিদগণ, যার ফলে পথিমধ্যে এই

কাফেলাটিও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের তীব্র হামলার শিকার হয়। এসময় মুজাহিদগণ দীর্ঘ এক ঘণ্টার জন্য মুরতাদ বাহিনীর এই কাফেলাটিকে অবরুদ্ধ করে হামলা চালাতে থাকেন। যার ফলে উক্ত কাফেলার অফিসার সহ ৩২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অনেক মুরতাদ সদস্য আহত হয়, এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর দুটি গাড়ি ধ্বংস করে দেন। যার ফলে অন্যদিকে খুব সহজেই মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিটি বিজয় করতে সক্ষম হন।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন
দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের "কুকানী" শহরে জোপাল্যান্ড কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন।

এতে "আহমেদ মেদোবি" সহ 2 উচ্চপদস্থ অফিসার ও 5 কুফ্ফার সৈন্য নিহত হয়। এসময় আহত হয় আরো 3 কুফ্ফার সৈন্য।

অন্যদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার "আইল-সালেনী" শহরে উগান্ডার কুফ্ফার বাহিনীর ঘাঁটিতেও সফল বোমা হামলা চালান মুজাহিদিন, এতে কুফ্ফার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এমনিভাবে জিযু প্রদেশের "বালদ-হাওয়া" শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে অনেক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আইল-সালেনী ও তার পার্শবর্তি শহর কারয়ূলী শহরের 98% এলাকাই ইতিমধ্যে মুজাহিদগণ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের কাসমায়ো শহরের "বারসানজুনী" এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদা এজেন্সীতে প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় "মুয়াল্লিম নূর" নামক এক উচ্চপদস্থ অফিসারসহ 7 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং 17 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

বাংলাদেশে একটি পোশাক কারখানায় সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য অফিস চলাকালীন প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে যোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক করার নোটিশ জারির পর সরকারি চাপে তা বাতিল করা হয়েছে।

ঢাকার কাছে গাজীপুরে অবস্থিত মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড নামের এই ফ্যাক্টরিতে এই মাসের ৯ তারিখে জারি করা একটি নোটিশে লেখা ছিল, এই তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় পাঞ্চ মেশিনে পাঞ্চ করতে হবে।তাতে আরও লেখা ছিল, "যদি কোন স্টাফ মাসে সাত ওয়াক্ত পাঞ্চ করে নামাজ না পড়েন তবে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির বেতন হতে একদিনের সমপরিমাণ হাজিরা কর্তন করা হইবে।"

গতকাল ১৭ তারিখে জারি করা এই নোটিশে বলা হয়েছে "নামাজের উৎসাহ প্রদানের জন্য করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বেতন কর্তনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ভুলবশত বেতন কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ থাকায় আমরা আন্তরিক ভাবে দু:খিত"।

আরো বলা হয়েছে "এই নোটিশটি জারি পূর্বক পূর্ববর্তী নোটিশটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইল"।

উল্লেখ্য নামাজ বাধ্যতামূলক করার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ইসলাম বিরোধী দল আওয়ামী সরকার এই বিষয়ে খতিয়ে দেখার কথা বলেছিল। বিষয়টি তাদের কুফরি আইনের বিরোধী বলে মতামত দিয়েছিল। তার পরেই উক্ত কারখানার প্রশাসন তাদের সিদ্ধান্ত বদল করে নামাজ বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ৮৬ বোতল ফেনসিডিলসহ শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আতাউর রহমান চান্দু ফেনসিডিলসহ ধরা খেয়েছে। চাঁন্দু নাটরের সিংড়ার উপজেলার ইটালি ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও কোর্টপাড়া চাঁদপুর গ্রামের আবদুল আজিজের ছেলে।

মানবকণ্ঠের সূত্রে জানা যায়, তাড়াশ থানাধীন বারুহাস মেলাপাড়া আইডিয়াল কলেজের উত্তর পাশে পাকা রাস্তার উপর আতাউর রহমান চান্দুকে ৮৬ বোতল ফেনিসডিল, ১টি মোবাইলসহ নগদ ৪ হাজার টাকাসহ পাওয়া যায়।

দেশে ধর্ষণের ঘটনা এখন মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। কখনো একজন, আবার কখনো একের বেশি ব্যক্তির হিংস্রতায় এই ঘটনা ঘটছে। কখনো প্রকাশ্যে ঘটছে, আবার কখনো অপ্রকাশ্যে। সরকারি অফিস-আদালত থেকে শুরু করে প্রাইভেট গাড়ি বা পাবলিক বাসেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ভুক্তভোগীর তালিকায় আছেন প্রায় সকল পর্যায়ে নারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থেকে শুরু করে গার্মেন্টস কর্মীরাও রেহাই পাচ্ছে না। রেহাই পাচ্ছে না শিশুরাও।

ভোরের ডাকের এক রিপোর্টে জানা যায়, এসব ঘটনা সব সময় প্রকাশ পায় না। মিডিয়ায় আসে না। থেকে যায় অন্তরালেই। 'ভয়ে' অনেক ভুক্তভোগী চুপসে যান। কখনো ধর্ষকদের হুমকিতেও অনেকে ভীত থাকেন। অযথা হয়রানির আশঙ্কায় কেউ কেউ থানায়ও যান না। আবার কোথাও কোথাও সমাজপতিরা তা চেপে রাখেন। এর বাইরে যেসব ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়, তার চূড়ান্ত বিচার কয়টিতে হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। অভিযোগ আছে বিচারে প্রভাব বিস্তার করারও। তাই এসব ঘটনা প্রতিকারে যেমন কোনো উদ্যোগ নেই, তেমনি প্রকৃত অপরাধীদের বড় একটি অংশ আইনের ফাঁকফোঁকর দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে।

আইন ও সালিশকেন্দ্র (আসক) নামের একটি বেসরকারি সংগঠন গেল ডিসেম্বরে দেশে নারী নির্যাতনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

সেখানে বলা হয়, নারীদের উত্ত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানির ঘটনা বেড়েই চলছে। ২০১৯ সালে ২'শ ৫৮ জন নারী যৌন হয়রানি ও উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছেন। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন ৪৪ পুরুষ। উত্ত্যক্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন ১৮ নারী। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হয়েছেন চার নারীসহ ১৭ জন। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে শিশু নির্যাতনের ঘটনাও বেড়েছে।

২০১৯-এ শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও নিখোঁজের পর মোট ৪'শ ৮৭ শিশু নিহত হয়েছে। ২০১৮-তে এ সংখ্যা ছিল ৪১৯। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে এ বছর নিহত হয়েছে ১৮৭ জন।

ধর্ষণের এ সংখ্যা পুরো চিত্র তুলে ধরে না বলেই মনে করি। পত্রিকার প্রতিবেদন ও নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে। তারপরও যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তা ভয়াবহ। ভয়ানক বিষয় হলো, ধর্ষণ বা নিপীড়নের ঘটনার পর সেগুলো আবার ভিডিও করে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। যারা এসব করছে, তারা কোনোভাবেই মনে করছে না যে

অন্যায় করছে। অপরাধী বা তাদের আত্মীয়-স্বজন কারও এই বোধ নেই। নারী নিপীড়ন বেড়ে যাওয়ার ঘটনার পেছনে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা একটি কারণ বলে মনে করেন অনেকেই।

শে ধর্ষণের ঘটনা এখন মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। কখনো একজন, আবার কখনো একের বেশি ব্যক্তির হিংস্রতায় এই ঘটনা ঘটছে। কখনো প্রকাশ্যে ঘটছে, আবার কখনো অপ্রকাশ্যে। সরকারি অফিস-আদালত থেকে শুরু করে প্রাইভেট গাড়ি বা পাবলিক বাসেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ভুক্তভোগীর তালিকায় আছেন প্রায় সকল পর্যায়ে নারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থেকে শুরু করে গার্মেন্টস কর্মীরাও রেহাই পাচ্ছে না। রেহাই পাচ্ছে না শিশুরাও।

ভোরের ডাকের এক রিপোর্টে জানা যায়, এসব ঘটনা সব সময় প্রকাশ পায় না। মিডিয়ায় আসে না। থেকে যায় অন্তরালেই। ‘ভয়ে’ অনেক ভুক্তভোগী চুপসে যান। কখনো ধর্ষকদের হুমকিতেও অনেকে ভীত থাকেন। অযথা হয়রানির আশঙ্কায় কেউ কেউ থানায়ও যান না। আবার কোথাও কোথাও সমাজপতিরা তা চেপে রাখেন। এর বাইরে যেসব ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়, তার চূড়ান্ত বিচার কয়টিতে হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। অভিযোগ আছে বিচারে প্রভাব বিস্তার করারও। তাই এসব ঘটনা প্রতিকারে যেমন কোনো উদ্যোগ নেই, তেমনি প্রকৃত অপরাধীদের বড় একটি অংশ আইনের ফাঁকফোঁকর দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে।

আইন ও সালিশকেন্দ্র (আসক) নামের একটি বেসরকারি সংগঠন গেল ডিসেম্বরে দেশে নারী নির্যাতনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

সেখানে বলা হয়, নারীদের উত্ত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানির ঘটনা বেড়েই চলছে। ২০১৯ সালে ২’শ ৫৮ জন নারী যৌন হয়রানি ও উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছেন। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন ৪৪ পুরুষ। উত্ত্যক্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন ১৮ নারী। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হয়েছেন চার নারীসহ ১৭ জন। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে শিশু নির্যাতনের ঘটনাও বেড়েছে।

২০১৯-এ শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও নিখোঁজের পর মোট ৪’শ ৮৭ শিশু নিহত হয়েছে। ২০১৮-তে এ সংখ্যা ছিল ৪১৯। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে এ বছর নিহত হয়েছে ১৮৭ জন।

ধর্ষণের এ সংখ্যা পুরো চিত্র তুলে ধরে না বলেই মনে করি। পত্রিকার প্রতিবেদন ও নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে। তারপরও যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তা

ভয়াবহ। ভয়ানক বিষয় হলো, ধর্ষণ বা নিপীড়নের ঘটনার পর সেগুলো আবার ভিডিও করে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। যারা এসব করছে, তারা কোনোভাবেই মনে করছে না যে অন্যায় করছে। অপরাধী বা তাদের আত্মীয়-স্বজন কারও এই বোধ নেই। নারী নিপীড়ন বেড়ে যাওয়ার ঘটনার পেছনে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা একটি কারণ বলে মনে করেন অনেকেই।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর জানবায মুজাহিদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের "ডেরা ইসমাইল খান" এলাকায় নাপাক ও পুতুল পুলিশ সদস্যদের একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে সফল হামলা চালান।

যাতে এক পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরো দুই পুলিশ সদস্য আহত হয় এছাড়াও গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে "ডারবান" রোডে হালকা ও ভারী অস্ত্র সহ একটি পুলিশ চৌকিতে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর মুজাহিদগণ ২০১৩ সালের পর চলিত বছরই প্রথম এক মাসে সবচাইতে বেশি অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে কয়েক শতাধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহদ হয়।

এদিকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ফরাসী সংবাদ মাধ্যম মালিতে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের "মারগান হেনরী" নামক এক সার্জেন্টের নিহত হবার সংবাদ নিশ্চিত করেছে। তবে উক্ত সার্জেন্ট কবে কোন যুদ্ধে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় নিহত হয়েছে তা সংবাদটিতে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সংবাদকর্মীরা ধারণা করছেন জানুয়ারির শেষ দিকে উক্ত সার্জেন্ট আল-কায়েদার হামলায় নিহত হয়েছে।

আল-জাজিরায় প্রাকাশিত এক সংবাদ হতে জানা যায় যে, আল-কায়েদা যোদ্ধারা মালিতে জানুয়ারিতে সর্বশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২৬ জানুয়ারি। উক্ত হামলায় ২০ সৈন্য নিহত

এবং ৫ সৈন্য আহত হবার কথা স্বীকার করে দেশটির মুরতাদ বাহিনী। ধারণা করা হয় উক্ত অভিযানেই ক্রুসেডার ফ্রান্সের উক্ত সার্জেন্ট নিহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন আজ ১৯ ফেব্রুয়ারি ভোর-বেলায় দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের মারাকা শহরের উপকণ্ঠের "আইল_সিলিন" এলাকায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে একটি শহিদী অভিযানের মধ্য দিয়ে একটি ব্যাপক সফল অভিযান শুরু করেন।

দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের পর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয় মুরতাদ বাহানীর উক্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন। এই হামলায় কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য মারা যায়। এছাড়াও মুজাহিদগণ বেশ কিছু সামরিক যানবাহন এবং প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সামরিক হার্ডওয়্যার গনিমত লাভ করেন।

এটি লক্ষণীয় যে, এই হামলাকে সফল করতে মুজাহিদগণ একই রাজ্যের কিরোলি শহরটিতে অবস্থিত উগান্ডার বাহিনী ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে বড় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটান। এবং কুফ্ফার বাহিনীকে নিজেদের আত্মরক্ষায় ব্যাস্ত করে রাখেন, অন্যদিকে "আইল-সালিন" শহরে অভিযান চলিয়ে খুব সহজেই মুরতাদ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিটি দখলে নেন।

এই ঘাঁটিটি ভিজয়ের ফলে ভবিষ্যতে মুজাহিদদের জন্য "আইল_সিলিন" শহর পরিপূর্ণভাবে মুজাহিদদের জন্য দখল করার পথ অনেকটাই সহজ হয়ে গেল। পাশাপাশি "কারযূলী" শহরটির উপরেও মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা সহজ হয়ে গেল।

বসবাসের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম উঠে এসেছে। আর সবচেয়ে সাশ্রয়ী দেশ পাকিস্তান।

আমাদের সময়ের সূত্রে জানা যায় মার্কিন বাণিজ্য সংক্রান্ত সাময়িকী সিইও ওয়ার্ল্ডের এক জরিপে এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই জরিপ চালিয়েছে সাময়িকীটি। সেগুলো হলো, জীবনযাপনের খরচ, ভাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, খাবারের মূল্য এবং ক্রয়ক্ষমতা।

ম্যাগাজিনটির প্রতিবেদন অনুসারে, বসবাসের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল দেশ সুইজারল্যান্ড। অপর দিকে সবচেয়ে সাশ্রয়ী দেশ হিসেবে তালিকায় অবস্থান করে নিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের পরই সাশ্রয়ী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, ভারত, সিরিয়া, উজবেকিস্তান, কিরগিস্তান ও তিউনেশিয়া

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন আজ ১৯ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের নানগাহার প্রদেশে "আল-ফাতাহ" অপারেশণের ধারাবাহিকতায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৭ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বলখ প্রদেশে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিটকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যাতে ৬ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়।

এদিকে লোগার ও গজনীতে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় নিহত হয় এক কমান্ডারসহ ৫ মুরতাদ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ৩ সৈন্য।

এর আগে গত ১৮ জানুয়ারি সন্ধায় তালেবান মুজাহিদদের পৃথক পৃথক ৭টি হামলায় নিহত হয় ২০ মুরতাদ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ৮ মুরতাদ সৈন্য।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সোমালিয়া জুড়ে দখলদার আফ্রিকান কুফ্ফার জোট ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ 7টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে দিশেহারা হয়ে পড়ে দখলদার কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী।

এসকল অভিযানের মধ্যে মোগাদিশু, বালআদ, বাসুসা, জালজালা ও আযলী শহরে আফ্রিকান কুফ্ফার জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে ৬টি পৃথক সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ কুফ্ফার বাহিনীর উপর ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা হামলার পাশাপাশি তীব্র রকেট হামলাও চালান। যার ফলে অনেক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়, এবং ৪টিরও অধিক সামরিকযান ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এদিকে বাইবুকুল রাজ্যের "মুহাম্মাদ ওয়ায়ী" নামক এক নির্বাচন কমিশণার ও প্রক্তন পার্লামেন্ট সদস্যকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ, যার ফল। উক্ত মুরতাদ ঘটনাস্থলেই নিহত। পরে মুজাহিদগণ তার সাথে থাকে অস্ত্রটি গনিমত হিসাবে গ্রহণ করেন।

এমনিভাবে কেন্দ্রীয় শাবলী রাজ্যে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ১ সদস্য নিহত হয়। পরে মুজাহিদগণ তার সাথে থাকা অস্ত্রটি গনিমত হিসাবে গ্রুহণ করেন।

ভারতে বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে দিল্লির শাহীনবাগের আন্দোলনকারীরা অন্যত্র যাবেন না বলে জানিয়েছেন। গতকাল (মঙ্গলবার) বেসরকারি হিন্দি টেলিভিশন চ্যানেল ‘আজতক’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিক্ষোভরত নারীরা ধর্না-অবস্থানস্থল থেকে সরে যেতে অস্বীকার করেছেন।

শাহীনবাগের প্রতিবাদী এক নারী জানান, ‘যতক্ষণ না ‘সিএএ’-এর মতো ‘কালো আইন’ প্রত্যাহার না করা হবে ততক্ষণ আমরা এখান থেকে কোথাও যাব না। যাবতীয় সমস্যা সত্ত্বেও আমরা প্রতিবাদ বিক্ষোভে আসছি।’

হাপুরের বাসিন্দা ও শিক্ষার্থী আফসা বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে সড়ক বন্ধ করা আমাদের অধিকার নয় কিন্তু এখানে দু’মাস ধরে দোকানপাটও বন্ধ রয়েছে এবং লাখ লাখ টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

আফসা বলেন, ‘সিএএ-কে অন্য সাধারণ আইনের সাথে তুলনা করা যায় না। এটি অস্তিত্বের প্রশ্ন। সরকারের উচিত আমাদের সাথে কথা বলা। কিন্তু ওঁদের মধ্যে এত অহংকার আছে যে কেউ দেখা করতে প্রস্তুত নয়।’ ‘যতক্ষণ ওই আইন প্রত্যাহার না করা হবে, ততক্ষণ আমারা এখান থেকে সরবো না’ বলেও আফসা সাফ জানান।

দিল্লির আবু ফজলের বাসিন্দা শাহানা জানান, আমরা আমাদের বাড়িতে প্রতিদিনের কাজ শেষ করে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আসি। আমরা প্রতিনিয়ত এখানে আসছি।

একজন প্রবীণ নারী বলেন, ‘আমরা এখানে সারাদিন বসে থাকি। আমরা সবাইকে বাড়িতে রেখে এখানে ধর্না-অবস্থানে বসে থাকি, এটা সমস্যা নয় কী?’

আন্দোলনকারী এক নারী বলেন, 'আমরা অন্য কোথাও যাচ্ছি না। আমরা এদেশের নাগরিক। এখানে বসে থাকলেও সরকার আমাদের কথা শুনছে না। অন্য কোথাও গেলে কে আমাদের কথা শুনবে?'

তিনি বলেন, 'ট্র্যাফিকের সমস্যাটি ছোট কিন্তু নাগরিকত্বের বিষয়টি তার চেয়ে বড়। আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য এখানে বসে আছি। ওই আইনটি কেবল মুসলিমদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যদি আমরা নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে না পারি তাহলে আমাদেরকে 'অনুপ্রবেশকারী' বলা হবে। সরকার যদি বলে আমরা ওই আইন কার্যকর করব না, তবেই আমরা এখান থেকে উঠে যাব।'

সড়ক খালি করার ইস্যুতে লক্ষ্মীনগরের এক প্রতিবাদী নারী বলেন, বিষয়টি স্থান নিয়ে নয়। সরকারী ওই আইন (সিএএ) বিপজ্জনক! সড়ক বন্ধ থাকা বড় ইস্যু নয়। আমাদেরও অনেক সমস্যা হচ্ছে, তবে বড় সমস্যা রোধ করতে ছোট ছোট সমস্যায় পড়তে হয়।' সরকারের উচিত প্রতিবাদকারীদের যত্ন নেওয়া। এটি দেশকে বিভক্ত করার একটি আইন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে দিল্লির শাহীনবাগে বিগত দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে ধর্না-অবস্থান-বিক্ষোভ চলছে।

সিএএ-এর বিরুদ্ধে বিগত দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম নারীদের নেতৃত্বে দিল্লির শাহীনবাগে ধর্না-অবস্থান হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে সড়ক বন্ধ হয়ে থাকার কারণে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে আদালত বিক্ষোভকারীদের অন্যত্র বিক্ষোভ করার কথা বলেছে। তাঁদের সঙ্গে সংলাপের জন্য সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতাকারীদের নিয়োগ করেছে। কিন্তু প্রতিবাদী নারীরা সাফ জানিয়েছেন, সিএএ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তারা এখান থেকে কোথাও যাবেন না

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরকে সামনে রেখে ভারতের আহমেদাবাদে একটি বস্তির ৪৫ পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বস্তিটি নবনির্মিত মতেরা স্টেডিয়ামের কাছে। পৌর কর্মকর্তারা ট্রাম্পের সফরের সঙ্গে উচ্ছেদ নোটিশের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করলেও বস্তির বাসিন্দারা এই পদক্ষেপের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমন সময় এই নোটিশ দেওয়া হলো যখন ট্রাম্পের যাতায়াত পথের আশেপাশে বস্তি আড়াল করতে দেয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আউটলুক ইন্ডিয়া

মোদি ও ট্রাম্প ২৪ ফেব্রুয়ারি মতেরায় অবস্থিত সরদার প্যাটেল স্টেডিয়ামে ১ লাখ মানুষের সামনে ভাষণ দেবেন 'নমস্তে ট্রাম্প' আয়োজনের অংশ হিসেবে। এছাড়া ওই দিন ট্রাম্প সবরমতি আশ্রম সফর এবং আহমেদাবাদে একটি রোড শোতে অংশ নেবেন।

নোটিশে বলা হয়েছে, পৌরসভার ভূমিতে আপনারা অবস্থান করছেন। ঝুপড়ির সব জিনিসপত্রসহ আগামী সাতদিনের মধ্যে ভূমি ছেড়ে চলে যান। না হলে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আপনারা উপস্থিত থাকতে চাইলে ১৯ ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩টায় তা করতে পারেন।

এই বস্তিটি আহমেদাবাদ ও গান্ধীনগরের সংযোগ সড়কের পাশে অবস্থিত। নবনির্মিত মতেরা স্টেডিয়াম থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটারদূরে।

শৈলেশ বিলওয়া নামের বস্তির এক বাসিন্দা দাবি করেছেন, গত সাত দিনের পৌর কর্মকর্তারা একাধিকবার জায়গাটি ঘুরে গেছেন। তিনি বলেন, আমরা চলে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের বিকল্প থাকার জায়গা প্রয়োজন। না হলে আমাদের বাধ্য হয়ে রাস্তায় থাকতে হবে। নারী ও শিশুসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আমরা এখানে থাকি। আমরা আবেদন করছি সরকার যেন আমাদের বিকল্প থাকার জায়গা করে দেয়।

১৮ ফেব্রুয়ারি ঝুপড়ি খালি করতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে দিনমজুর দিনেশ আদ্রাবানিকে। তিনি বলেন, আমরা এখানে একদশকের বেশি সময় বাস করছি। কখনোই আমরা উচ্ছেদের নোটিশ পাইনি। তাহলে এখন এই নোটিশ কেন?

তার মতো বস্তিবাসীদের জোর করে উচ্ছেদ করা হলে তাদের কোনও বিকল্প আশ্রয় নেই জানান দিনেশ।

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শ থেকে সরিয়ে আনতে ভয়ংকর কৌশল নিয়েছে চীনা সরকার। সম্প্রতিক উইঘুরদের নির্যাতনের নথি ফাঁস হয়েছে। আর এসব নথি উদ্ধৃত করে বিবিসি এমন তথ্য জানিয়েছে।

এমনকি ফাঁস হওয়া ওই নথির উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি আরো জানিয়েছে, উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের দাড়ি রাখা, বোরকা পরা, বিদেশ যাত্রার ইচ্ছায় পাসপোর্টের আবেদন কিংবা শুধু ইন্টারনেটে বিদেশি ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের কারণেই লাখ লাখ চীনা উইঘুর মুসলিমদের

বিভিন্ন অন্তরীণ শিবিরে নিয়ে যায় এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য গোপনে তাদেরকে আটকে রাখা রাখে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি বলছে, শিনজিয়াং প্রদেশের শিবিরগুলোতে লাখ লাখ মুসলমানের ভাগ্য কীভাবে নির্ধারিত হচ্ছে সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত তাদের দেখা নথিটিকে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে।

যদিও নথিতে চীনের দূর পশ্চিমাঞ্চল শিনজিয়াংয়ের তিন হাজারেরও বেশি বাসিন্দার ব্যক্তিগত ও তাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের বিস্তৃত তথ্য রয়েছে।

আর ১৩৭ পৃষ্ঠার এই নথিতে থাকা সারি ও কলামে নিবন্ধিত ব্যক্তিদের প্রার্থনার সময়, ধরন, কীভাবে তারা পোশাক পরেন, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আচরণ কেমন সেসব বিষয়ও লিপিবদ্ধ আছে।

তবে কোনো সরকারি সিল বা চিহ্ন না থাকলেও নতুন এ নথিকে 'আসল' বলেই মনে করছেন শিনজিয়াংয়ে চীনা নীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও ওয়াশিংটনভিত্তিক ভিক্টিমস অব কমিউনিজম মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ ফেলো ড. আদ্রিয়ান জেনজ।

আর তিনি বলছেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের চর্চার কারণেই বেইজিং যে নির্যাতন করছে ও শাস্তি দিচ্ছে তার অসাধারণ এই নথিই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে হাজির হয়েছে।

এদিকে পশ্চিমা বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং দেশ দীর্ঘদিন ধরেই চীনা নাগরিক উইঘুর মুসলমানদের ওপর চীন সরকারের নির্যাতন ও নিপীড়ন নিয়ে অভিযোগ করে আসছে।

ওদিকে চীন উইঘুর মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনার মুখে পড়েছে।

বিবিসি'র প্রতিবেদন আরো বলছে, ফাঁস হওয়া নথির যেসব তথ্য তারা বের করতে পেরেছে তার মধ্যে যেসব অংশে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লংঘনের সম্ভাবনা রয়েছে, প্রকাশের পূর্বে সেসব আড়াল করে দেয়া হয়েছে।

আর ওই নথিতে দক্ষিণ শিনজিয়াংয়ের হুতার শহরের নিকটবর্তী কারাকাক্স এলাকার ৩১১ জনের অতীত তথ্য, তাদের ধর্ম চর্চা এবং আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের বিস্তারিত তথ্য আছে।

কিন্তু অন্তরীণ শিবিরে থাকাদের এখানে রাখা হবে নাকি ছেড়ে দেয়া হবে এবং শিবির থেকে ছাড়া পাওয়াদের ফের নিয়ে আসা হবে কিনা, সে বিষয়ক সিদ্ধান্ত নথিটির একেবারে শেষ কলামে লেখা আছে যাকে 'রায়' বলছে বিবিসি।

আর এসব কেন্দ্রকে চীন যে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে, নতুন এ নথির তথ্য তার সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক বলেও জানিয়েছে বিবিসি।

তবে নথির ৫৯৮ নম্বর সারিতে ৩৮ বছর বয়সী এক নারীর বিস্তারিত তথ্য আছে, যেখানে কয়েক বছর আগে মুখমণ্ডল কাপড়ে ঢেকে চলাফেরার কারণে হেলসেম নামের ওই নারীকে চীনের এই তথাকথিত 'পুনঃশিক্ষণ শিবিরে' পাঠানো হয়েছিল।

বাস্তবিক অর্থে তেমন ঝুকিঁ নেই এমনটা লেখা থাকা সত্ত্বেও ৩৪ বছর বয়সী মেমেত্তোতিকে অন্তরীণ করা হয়েছে কেবল পাসপোর্টের আবেদন করার কারণে। বেইজিং কর্তৃপক্ষ যে এখন শিনজিয়াং থেকে বিদেশ যাত্রার আকাঙ্ক্ষাকেও 'উগ্রবাদের লক্ষণ' হিসেবে দেখছে। আর মেমেত্তোতিকে আটক তার নজির বলছে বিবিসি।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কাউকে কাউকে শিবিরগুলোতে নেওয়া হয়েছে 'ঘন দাড়ি' রাখায় কিংবা ধর্মীয় পাঠচক্র আয়োজনের কারণে । আর ২৩৯ নম্বর সারিতে থাকা নুরমেমেতকে পুনঃশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় 'ওয়েবলিংকে ক্লিক করে নিজের অজান্তে বিদেশি একটি ওয়েবসাইটে চলে যাওয়ায়'। আর ২৮ বছর বয়সী এ যুবকের আচরণে অন্য কোনো সমস্যা নেই বলেও তাকে নিয়ে থাকা সারি ও কলামগুলোতে লেখা রয়েছে।

এদিকে, ১৭৯, ৩১৫ ও ৩৪৫ এ বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে ৬৫ বছর বয়সী ইউসুফের। তার রেকর্ডে লেখা রয়েছে- ২০১৪ ও ২০১৫ সালে দুই মেয়ের নেকাব ও বোরকা পরা, ছেলের ইসলামী রাজনীতির প্রতি ঝোঁক এবং পরিবারের সদস্যদের হানবিরোধী মনোভাবের কথা। রায়ের ঘরে লেখা রয়েছে- প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা।

বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের অভিযোগ, জিনজিয়াংয়ের ওই শিবিরগুলোতে ২০ লাখের বেশি উইঘুরকে আটক রাখা হয়েছে যার মধ্যে বেশীরভাগই মুসলিম।

২০০১ সালে নৃশংস এক বিমান হামলার মধ্য দিয়ে আমেরিকা আফগানিস্তানে আগ্রাসন শুরু করে। যুদ্ধটি তাদের জন্য কেবল ব্যয়বহুলই ছিল না, বরং যুদ্ধের ১৮ বছর পর আজ আফগানের আকাশ-বাতাসও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

যদি আমেরিকা আফগান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে তাহলে তাদের দুর্দশা এবং হতাশাও অব্যাহত থাকবে। আর, কেবল সামরিকভাবেই নয়, রাজনৈতিকভাবেও যুদ্ধটি অসমাপ্ত হয়ে থাকবে।

আজ আমেরিকা বিপর্যয়ের মুখোমুখি। আমেরিকার একগুঁয়ে স্বভাবই তাদেরকে এই সর্বনাশা পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছে। একের পর এক আমেরিকান জেনারেল আফগানে এসেছে এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে, হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের চেয়ারও বহুবার পরিবর্তন হয়েছে, পুরো বিশ্ব আগের দুটি আমেরিকান প্রশাসনের ব্যর্থতা দেখেছে — এরপরও যদি ট্রাম্প প্রশাসন সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দখলদার বাহিনীর জন্য আরও খারাপ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে।
বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরিকান বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে ইসলামী ইমারতের মুজাহিদগণের বিজয় এটিই প্রমাণ করে যে, সময়ের পরিবর্তনে দখলদারদের আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হবে এবং ভবিষ্যতে তারা আর কখনো তাদের বৈমানিক শক্তি (বৈমানিক শক্তিই ঐ কাপুরুষদের মূল শক্তি বলে বিবেচিত হয়) প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না, যেমনটি তারা গত দুই দশক ধরে প্রদর্শন করে আসছিল।
আমেরিকার নিকৃষ্ট বিমান হামলাগুলো মূলত সাধারণ লোকদের মারাত্মকভাবে টার্গেট করছে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদদের খুব সামান্যই ক্ষয়ক্ষতি করতে পারছে। এর প্রমাণ হল আমেরিকানরা তাদের বিমান ও স্থল অভিযানের মাধ্যমে হাজার-হাজার বোমা ফেলে যুদ্ধাপরাধ করেও দীর্ঘ ১৮ বছরে কিছুই অর্জন করতে পারেনি। আমেরিকানদের জেনে রাখা উচিত যে, ইসলামী ইমারতের লক্ষ্য হলো আফগানিস্তানকে আগ্রাসী জালিমদের থেকে মুক্ত করার জন্য তার সমস্ত সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করা।

আর, আফগানিস্তানে আমেরিকার চরম বিপর্যয় রোধের একমাত্র উপায় হলো আমাদের দেশ থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহার করা। আমাদের বর্তমান সংগ্রাম হলো আফগানের স্বাধীনতা ও মালিকানার জন্য। আর, আফগানিস্তানের একমাত্র প্রকৃত মালিক হলেন আফগান মুসলিমরা, যারা পরাধীনতা ও নিপীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হানাদারবাহিনী ও তাদের সহযোগী দালাল শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।
আমেরিকার আফগানে আগ্রাসন একটি হাস্যকর ও দুঃখজনক বিষয় যা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে। আফগানিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধ মিথ্যা, অযৌক্তিক এবং বিকৃত উপস্থাপনার ভিত্তিতে

আমেরিকা তার জোটকে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছে। আমেরিকার আফগানে আগ্রাসন ছিল একটি মারাত্মক ভুল। এ পর্যন্ত আমেরিকার হাজার হাজার সেনার মৃত্যু, আরো কয়েক হাজার সেনা মারাত্মক আহত এবং এক ট্রিলিয়ন ডলার নষ্ট হয়েছে। আমেরিকাকে ভুল থেকে শিখতে হবে এবং আফগানিস্তান থেকে ফিরে যেতে হবে। অন্যথায় তাদের বিমানগুলো ভূপাতিত করা হবে, তাদের সৈন্যদের হত্যা করা হবে; এমনকি আফগানের আকাশ এবং জমিনও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না।

---

*আর্টিকেলটি ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ইংরেজী সাইটে গত ২৮শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে এটি অনুবাদ করেছেন ভাই **ইউসুফ আল-হাসান।***

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (CAA) অসম চুক্তির বিরোধী এই অভিযোগে অসমে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ চলছে। এবার ওই রাজ্যে বিক্ষোভরত প্রতিবাদকারীদের শান্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পরিচালিত একটি কমিটি ১৯৫১-কে কাট অফ বছর হিসাবে নির্ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছে। অসমের আদিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এবং বহিরাগতদের রুখতে অসমে (Assam) ঢোকা রুখতে অভ্যন্তরীণ লাইন পারমিট (আইএলপি) প্রবর্তন করে ওই কাট-অফ বছরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। হাই-প্রোফাইল ওই কমিটির রিপোর্টে অসম চুক্তির (Assam Accord) ৬ নং দফা বাস্তবায়নের জন্য একটি রোড ম্যাপ দেওয়া হয়েছে, যাতে "অসম রাজ্যের জনগণের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভাষাগত পরিচয় এবং ঐতিহ্য রক্ষা, সংরক্ষণ এবং প্রচার" সংক্রান্ত একটি বিধান রয়েছে।

অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী অসমের মানুষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভাষাগত পরিচয় এবং ঐতিহ্য সুনিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিক, আইনগত এবং প্রশাসনিক নিরাপত্তা দিতে হবে। সেই ভিত্তিতেই সিএএ-র বিরুদ্ধে জনরোষ অসমে। সে রাজ্যের মানুষের অভিযোগ সিএএ লাগু হলে বাংলাদেশি হিন্দুতে ভরে যাবে অসম। আর সেই কারণেই তাঁরা এই আইনের বিরোধিতা করছেন। কেননা অসম চুক্তির ৬-নম্বর ধারা অনুযায়ী অসমে নাগরিকত্ব পাওয়ার কাট-অফ তারিখ হচ্ছে ২১ মার্চ ১৯৭১, আর নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী কাট অফ তারিখ হল ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪। অর্থাৎ এই সময়ের আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে যে সমস্ত অমুসলিম শরণার্থীরা ভারতে এসেছেন, তাঁদের

প্রত্যেককেই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। আর এখানেই আপত্তি জানায় অসমবাসী। তাঁদের যুক্তি, সিএএ লাগু হলে বাংলাদেশি হিন্দুতে ভরে যাবে তাঁদের রাজ্য।

অসমের এই জনরোষ রুখতেই এবার কাট অফ বছর পরিবর্তন করে ১৯৭১ সালের বদলে ১৯৫১ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। "রিপোর্টটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এটি এই সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হবে", জানান এক সরকারি আধিকারিক। ওই কমিটির সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে এই সুপারিশ করেছেন যে ১৯৫১ সাল থেকে যারা অসমে বসবাস করছেন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে, গোষ্ঠী, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম ও ঐতিহ্য নির্বিশেষে অসমের আদিবাসী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। বহিরাগতদের অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ঠেকাতে অসমে আইএলপি বা ইনার লাইন পারমিট ব্যবস্থা চালু করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

ইনার লাইন পারমিট বা আইএলপি হল এমন একটি বন্দোবস্ত যার সুবাদে এবং যার আওতায় ভারতীয় নাগরিকরা একটি রাজ্যে বসবাস করতে পারেন। বর্তমানে এই বন্দোবস্ত চালু রয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে। ওই রাজ্যের মানুষ না হলে বিনা অনুমতিতে অন্য কোনও ভারতীয় নাগরিক এই রাজ্যগুলিতে যেতে পারেন না, এবং আইএলপি-তে উল্লিখিত সময়সীমা পার হয়ে যাবার পর সেখানে থাকতে পারেন না। আর যদি আইএলপি ভুক্ত এলাকা ছাড়া অন্য জায়গার জন্যে সিএএ লাগু হয়, তাহলে সিএএ-র আওতায় শরণার্থীরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেও ওই তিন রাজ্যে বসবাস করতে পারবেন না। অসমেও তাই আইএলপি নিয়ে জোরদার সওয়াল করা হয়।

জমির খাজনার কাগজ, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট কিংবা প্যান নম্বরকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না। এনআরসি নিয়ে হওয়া এক মামলায় এমনই মন্তব্য করল গুয়াহাটি হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, জমির দলিলকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু অসমে এনআরসির লিস্ট থেকে বাদ পড়া মানুষজন এখনও সেইসব কাগজ জোগাড় করতেই ব্যাস্ত।

গত বছর অসমে এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ১৯ লাখ মানুষ। এর মধ্যে প্রায় ১২ লাখ হিন্দু। সিএএর সাহায্যে নিয়ে ওই ১২ লাখ মানুষ রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা তালিকায় নাম না থাকা মুসলিমদের নিয়ে। এমনই এক মহিলা গুয়াহাটি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে।

রাজ্যে ফরেনার্স ট্রাইবুন্যালের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যান জাবেদা বেগম ওরফে জাবেদা খাতুন নামে এক মহিলা। আদালতে তিনি যেসব নথি জমা করেন তার মধ্যে ছিল গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানের দেওয়া তাঁর বাবা ও স্বামীর পরিচিতি সংক্রান্ত পত্র। হাইকোর্টে বিচারপতি মনোজিত্ ভুঁইয়া ও বিচারপতি পি সইকিয়া ২০১৬ সালের এক আদেশ উল্লেখ করে বলেন, প্যান বা ব্যাঙ্কের নথি নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না। পাশাপাশি, জমির খাজনার রিসিপ্টও নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ (নিরাপত্তা সঞ্চিতি) করতে ব্যার্থ ১২ টি ব্যাংক। ২ শতাংশে পুন:তফসিল সুবধায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমানোর পরেও প্রভিশন ঘাটতিতে ব্যাংকগুলো। তথ্যমতে, মন্দ ঋণ বাড়ায় এক বছরের ব্যবধানে প্রভিশন ঘাটতি আবারও বেড়েছে।

অর্থসূচক অনলাইন নিউজ পোর্টালের বরাতে জানা যায়, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকগুলোতে ঋণের ঝুঁকি বিবেচনায় প্রভিশন সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল ৬১ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা। কিন্তু এর বিপরীতে প্রভিশন রেখেছে ৫৪ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা। এতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৬ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা।

সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় ১ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকা প্রভিশন ঘাটতি কমেছে ডিসেম্বরে। তবে বছরের ব্যবধানে ঘাটতি বেড়েছে ৪০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ১৯ প্রান্তিকে প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ১২৯ কোটি টাকা এবং ২০১৮ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ৬ হাজার এক ৬১৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ব্যাংকগুলোতে জনগণের আমানত সুরক্ষা দেওয়ার জন্য খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশন রাখার নিয়ম রয়েছে। প্রভিশন রাখার অর্থ হচ্ছে, যে অর্থ খেলাপিদের পকেটে চলে গেল-তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংক আলাদা হিসেবে রেখেছে। যেসব ব্যাংকে খেলাপি ঋণ বেশি, তারা ওই নিয়ম মানতে ব্যর্থ হচ্ছে। গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাবে

১০ হাজার ৫০১ কোটি টাকা খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ১২টি ব্যাংক।

এর মধ্যে বেসিক ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি সবচেয়ে বেশি, ৩ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া সোনালী ব্যাংকের ২ হাজার ১৫৬ কোটি, অগ্রণী ব্যাংকের ১ হাজার ৪৪৩ কোটি, রূপালী ব্যাংকের ৮৭৮ কোটি, এবি ব্যাংকের ৬৭৩ কোটি, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের ৫৩৮ কোটি, ন্যাশনাল ব্যাংকের ৪৮৭ কোটি, ঢাকা ব্যাংকের ৪২৫ কোটি, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্টের ২৭৫ কোটি, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ২৯৬ কোটি, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ১৬২ কোটি ও ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ১৬৪ কোটি টাকা।

খাতা-কলমে লাভ দেখাতে খেলাপি ঋণ সবচেয়ে বেশি পুনঃতফসিল করেছে সরকারি খাতের ব্যাংকগুলো। এর পরও খেলাপি ঋণের শীর্ষে রয়েছে এ খাতের ব্যাংকগুলোই। খেলাপি ঋণের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে অ্যাননটেক্স ও ক্রিসেন্ট গ্রুপ জালিয়াতির অকুস্থল জনতা ব্যাংক। গত ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা। আগের বছরে যা ছিল ১৭ হাজার ২২৫ কোটি টাকা। তবে সেপ্টেম্বরে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ছিল ২১ হাজার কোটি টাকা।

ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় যেখানে রাম মন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে তার একাংশে কবরস্থান থাকায় সেখানে মন্দির নির্মাণ না করার আবেদন জানিয়েছেন মুসলমানরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি সংসদে মন্দির নির্মাণের জন্য রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ঘোষণা করেছে। সেই ট্রাস্টের উদ্দেশ্যে মুসলিমরা চিঠি দিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। (খবর পার্সটুটের)

অযোধ্যার স্থানীয় ৯টি সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারের দাবি, ১৮৫৫ সালে বাবরি মসজিদ এলাকায় ছিল মুসলিমদের কবরস্থান। সেজন্য কবরস্থানের ওপরে কী রাম মন্দির গড়ে তোলা উচিত? এই প্রশ্নই করা হয়েছে ওই চিঠিতে। এছাড়া ওই এলাকায় ৪/৫ একর জমি ছিল মুসলিম কবরস্থান। আর সেখানে যাতে রাম মন্দির না তৈরি হয়, সেজন্য আবেদন করা হয়েছে চিঠিতে।

অযোধ্যার বাসিন্দা হাজী মুহাম্মদসহ নয়জন অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য গঠিত কমিটিতে চিঠি দিয়ে বলেছেন, ৬৭ একর জমি কেন্দ্রীয় সরকার অযোধ্যা আইনের অধীনে নিয়েছিল এবং এবার তা ট্রাস্টকে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৪/৫ একর জমিতে কবরস্থানও রয়েছে। ট্রাস্ট সদস্যদের কাছে তাঁদের অনুরোধ, এটা আপনারা বিবেচনা করুন যে কবরস্থানে

কী মন্দির নির্মাণ করা যায়? সেখানে বর্তমানে কবরস্থান দৃশ্যমান না হলেও এটি একটি কবরস্থান। ১৯৪৯ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জায়গাটি অন্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

স্থানীয়দের পক্ষে আইনজীবী এম আর শামশাদের দাবি, ১৮৫৫ সালের দাঙ্গায় ওই এলাকায় ৭৫ জন মুসলিমকে হত্যা হয়। আর ওই ৪/৫ একর জমিতে সেই মুসলিমদের দাফন সম্পন্ন হয়েছিল। বাবরি মসজিদের চারপাশে যে কবরস্থান রয়েছে, তার সপক্ষে একাধিক যুক্তি দিয়েছেন আইনজীবী এম আর শামশাদ।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল 'করসেবক' নামধারী হিন্দুত্ববাদী একদল সন্ত্রাসী জনতা। তাদের দাবি, এটি আসলে ভগবান রামের জন্মস্থান। এ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে মামলা চলার পরে কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট ওই স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দেয়। এজন্য সরকারকে ট্রাস্ট গঠনের নির্দেশ দেয় আদালত।

সবাইকে কচুরিপানা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, গরু কচুরিপানা খেতে পারলে আমরা কেন পারবো না?

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে এনইসি-২ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণায় অবদান রাখায় দুজনের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে এ কথা বলেন তিনি।

কচুরিপানা নিয়ে আরও কিছু করার যায় কি-না জানতে চেয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, 'কচুরিপানার পাতা খাওয়া যায় না কোনো মতে? গরু তো খায়। গরু খেতে পারলে আমরা খেতে পারব না কেন?' । সেই সঙ্গে কাঁঠালের আকার ছোট এবং গোল করা যায় কিনা সেটি নিয়েও গবেষণা করতে হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রীর এমন বক্তব্যে আলোচনা-সমালোচনার শুরু হয়। এরই প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল ফেসবুকে লিখেন-

'গরু, মানুষ, কচুরীপানা,

গরু তো উদোম থাকে, আপনি কি তেমন থাকেন?
থাকেন না!
গরু মাঠেঘাটে পেশাব পায়খানা করে, আপনি করেন?

করেন না!

গরু ঘাস খায়, আপনি কি তা খান?

না!

গরু গোবরত্যাগ করে, আপনি করেন?

না!

সবগুলোর উত্তর হবে না।

কারণ আপনি গরু না।

গরু কচুরীপানা খেলে তাই আপনাকে তা খেতে হবে না।

তারপরও যদি কারো মনে হয় মানুষেরও কচুরীপানা খাওয়া উচিত, তাহলে তার টিভিতে লাইভে আসা উচিত। গপগপ করে নিজে কিছু কচুরীপানা খেয়ে দেখানো উচিত।'

আল-ফাতাহ অপারেশণের ধারাবাকিতায় গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশে ক্রুসেডারদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদ।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং ২০ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। বাকি বেঁচে যাওয়া ও আহত হওয়া মুরতাদ সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করলে মুজাহিদগণ ঘাঁটিটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ঘাঁটিটি বিজয়ের পর মুজাহিদগণ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে কান্দাহর প্রদেশের শিউলিকোট জেলায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত হয়।

প্রদেশটির অন্য একটি এলাকায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো ৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

এদিকে জাবুল প্রদেশের "শিলকী" এলাকায় তালেবান মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো কতক মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

অন্যদিকে ফারয়াব প্রদেশের "দৌলতা-বাদ" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ১ কমান্ডারসহ ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

একইভাবে হেলমান্দের নাওয়াহ জেলায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য।
একই প্রদেশের "নাদআলী" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ৪ মুরতাদ সৈন্য।

এমনিভাবে হেরাতা, রোজগান, জাওজান ও লাগমানে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক আরো ৪টি হামলায় নিহত হয় ১৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিটি অভিযানেই মুরতাদ বাহিনী হতে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন তালবান মুজাহিদিন।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানী মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা বাজুর এজেন্সীর "হাজী লং" জেলার একটি বাড়িতে হানা দেয়। যেখানে মুহাম্মাদ নাজিব নামক তেহরিকে তালেবানের একজন মুজাহিদ অবস্থান করছিলেন।

তেহরিকে তালেবান এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, এই ভীর মুজাহিদ বন্দীত্বের জীবনকে বরণের চেয়ে লড়াই করে শহিদ হওয়াকেই প্রাধান্য দেন এবং আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে শহীদ হওয়ার আগ মহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানী মুরতাদ গোয়েন্দা সদস্যদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হন (ইনশাআল্লাহ)। তবে শহিদ হওয়ার পূর্বে তিনি দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে হত্যা ও অপর এক গোয়েন্দা সদস্যকে গুরুতর আহত করতে সক্ষম হন।

আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

আল-ফাতাহ অপারেশণের ধারাবাহিকতায় আজ ১৮ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের কাপিসা প্রদেশের "নাজরাব" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল অভিযান

চালিয়ে তা বিজয় করে নেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ৯টি ভারী যুদ্ধাস্ত্র সহ অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে নানগাহার প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

এদিকে গজনিতেও মুরতাদ বাহিনীর টহলরত একটি দলের উপর সফল অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদিন। যাতে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

একই প্রদেশের "উরান্দ" এলাকায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো ৪ মুরতাদ সৈন্য।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সোমালিয়া জুড়ে ৬টিরও অধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর "জালকায়ূ" শহরে মুজাহিদদের একটি টার্গেটকৃত হামলার শিকার হয়ে মারা যায় "জারসূর" শহরের উপপরিচালক "আব্দুর রহমান নূর জারী"।

এমনিভাবে মোগাদিশুর হিডেন শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বোমা হামলায় ২ মুরতাদ সদস্য গুরুতর আহত হয়, যাদের একজন মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ কমান্ডারও।

রাজধানীর "বারআবাহ্" এলাকায় মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় নিহত হয় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর আরো ১ সৈন্য।

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী জামা'আত "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর জানবায মুজাহিদিন গত ৩ ফেব্রুয়ারি বেলুচিস্তানের "কিলাহ-আব্দুল্লাহ" এরিয়ার "তোবা আশকাজাই" নামক স্থানে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি দলকে দু'দিক থেকে অবরুদ্ধ করে তীব্র হামলা চালান।

যাতে অনেক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়, হতাহত মুরতাদ সৈন্যদের সংখ্যা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, সেখানে বেঁচে থাকা বাকি সৈন্যরা পাগলের মত আচরণ করতে শুরু করে এবং এদিক সেদিক গোলাবর্ষণ শুরু করে।

আলহামদুলিল্লাহ, এসময় মুরতাদ বাহিনীর হামলায় কোন মুজাহিদই হতাহত হননি বলে নিশ্চিত করেছেন তেহরিকে তালেবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্। তিনি এও যোগ করেছেন যে, সকল মুজাহিদই নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে এসেছেন।

দেশের ব্যাংকগুলো ঋণ খেলাপিদের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করতে পারছে না। কিন্তু কাগজে-কলমে এবার খেলাপি ঋণের পরিমাণ কম দেখানো হলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, তিন মাসের ব্যবধানে ২২ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ কমিয়ে ফেলেছে ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত সেপ্টেম্বরে খেলাপি ঋণ ছিল এক লাখ ১৬ হাজর ২৮৮ কোটি টাকা। আর ডিসেম্বরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৪ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রকৃত খেলাপি ঋণ এর চেয়ে অন্তত তিন গুণ বেশি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি খেলাপি ঋণ কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খেলাপিদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। গণছাড়ের আওতায় বড় বড় ঋণ খেলাপিরা পুনঃতফসিল করেছেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে খেলাপি আইন শিথিল, অবলোপন নীতিমালায় ছাড়, স্বল্প সুদের ঋণের ব্যবস্থাসহ দেওয়া হয়েছে আরও বিশেষ সুবিধা। এর মধ্যে অর্ধলাখ কোটি টাকার বেশি খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলো বিতরণ করেছে ১০ লাখ ১১ হাজার ৮২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৯৪ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা খেলাপি হয়ে গেছে, যা মোট ঋণের ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড . জায়েদ বখত বলেন, ‘পুনঃতফসিলের একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে। এছাড়া ব্যাংকগুলোও এই ঋণ আদায় করার চেষ্টা করেছে।’

অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গণছাড়ের পরও এক বছরের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৪২০ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণ ছিল ৯৩ হাজার ৯১১ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম মনে করেন, খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার জন্য সবাই চেষ্টা করছে। এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন, 'আগের চেয়ে এবার ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করায় খেলাপি ঋণ কমে এসেছে। খেলাপি ঋণ কমাতে বিশেষ ছাড়ে পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সুবিধা কার্যকর বড় ভূমিকা রেখেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, খেলাপি ঋণের শীর্ষে রয়েছে জনতা ব্যাংক। গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা। গত বছরের জুনের শেষে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণের স্থিতি ছিল ২০ হাজার ৯৯৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ছয় মাসে জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমেছে ৬ হাজার ৫৪১ কোটি টাকা। এই ব্যাংকের শীর্ষ ঋণ খেলাপির তালিকায় রয়েছে 'অ্যানন ট্রেক্স' গ্রুপ। এই প্রতিষ্ঠানটি জালিয়াতি করে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা এই ব্যাংক থেকে হাতিয়ে নিয়েছে।

গত ডিসেম্বরে সোনালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছিল ১০ হাজার ৩৬২ কোটি টাকা। গত বছরের জুন মাসের শেষে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণের স্থিতি ছিল ১২ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা।

গত ডিসেম্বর মাসের শেষে বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা। গত বছরের জুন মাসের শেষে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণের স্থিতি ছিল ৯ হাজার ১১৩ কোটি টাকা। শেখ আবদুল হাই বাচ্চুকে এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে ব্যাংকটির অধঃপতন শুরু হয়।

গত ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের স্থিতি ছিল ৬ হাজার কোটি টাকা। গত বছরের জুনের শেষে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণের স্থিতি ছিল ৬ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা।

জানা গেছে, খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে গত বছরের শুরুতে আন্তর্জাতিক মানের খেলাপি নীতিমালায় শিথিলতা আনা হয়। আগে তিন মাস অনাদায়ী থাকলেই তা খেলাপি হতো। এটি সংশোধন করে ছয় মাস এবং সর্বোচ্চ ১২ মাস অনাদায়ী থাকলে তবেই খেলাপি করা হয়।

অন্যদিকে খেলাপিদের গণছাড় দিতে বিশেষ পুনঃতফসিল নীতিমালা জারি করা হয়। গত বছরের মে মাসে জারি করা এক সার্কুলারে বলা হয়, ঋণখেলাপিরা মাত্র ২ শতাংশ ডাউনপেমেন্ট দিয়ে ১০ বছরের মেয়াদে মাত্র ৯ শতাংশ সুদে ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, গণছাড়ের আওতায় ১৫ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ নবায়ন করেছে ব্যাংকগুলো, যার অর্ধেকই করেছে সরকারি ব্যাংকগুলো। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিয়েও গত বছর বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৫২ থেকে ৫৫ হাজার কোটি টাকা পুনঃতফসিল করা হয়েছে। এর বাইরে বিপুল পরিমাণ ঋণ অবলোপন করেছে ব্যাংকগুলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সরকারি ৬ ব্যাংকের বিতরণ করা এক লাখ ৮৪ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ২৪ শতাংশ বা ৪৩ হাজার ৯৯৪ কোটি টাকা খেলাপি হয়েছে।

গত ডিসেম্বরের শেষে বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা, যা তাদের বিতরণ করা ঋণের ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

বিদেশি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১০৩ কোটি টাকা। সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত তিন ব্যাংকের খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৫৯ কোটি টাকা।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

চলতি অর্থবছরের এখনও ৫ মাস বাকি। অথচ এরইমধ্যে ব্যাংক খাত থেকে সরকার পুরো বছরের টাকা নিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, মাত্র ৭ মাসে পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা বেশি নিয়ে ফেলেছে সরকার।বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, গত অর্থবছরের (২০১৮-২০১৯) জুলাই থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত (৭ মাসে) সরকার ব্যাংক খাত থেকে নিয়েছিল মাত্র ৫৫০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০২০) একই সময়ে সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে ৫৩ হাজার ২১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে চলতি অর্থবছরে ব্যাংক থেকে ৫২ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা বেশি ঋণ নিয়েছে সরকার। এই টাকার পরিমাণ গত অর্থবছরে সরকার ব্যাংক খাত থেকে যে ঋণ নিয়েছিল, তারচেয়েও ২৯ হাজার কোটি টাকা বেশি।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার অভ্যন্তরীণ খাত থেকে মোট ৭৭ হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা ঋণ নেবে বলে ঠিক করে। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ৪৭ হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার কথা। কিন্তু মাত্র সাত মাসেই পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৫ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকারও বেশি পরিমাণ ঋণ নিয়েছে সরকার।

সরকারের এভাবে ঋণ নেওয়ার প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অর্থনীতিবিদরা। এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ বেড়ে গেলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় ব্যক্তি বিনিয়োগ বা বেসরকারি খাতে। এতে একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতিও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিনি উল্লেখ করেন, ব্যাংকের টাকা উৎপাদনশীল খাতে গেলে অর্থনীতি চাঙা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি অব্যাহতভাবে কমছে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হচ্ছে। তার মতে, সরকারের ঋণ বেড়ে গেলে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের তহবিল পেতে সমস্যা হয়। ফলে বিনিয়োগ বাড়ে না। বিনিয়োগ না বাড়লে উৎপাদনও বাড়ে না। আর উৎপাদন না হলে বাধাগ্রস্ত হয় সামগ্রিক অর্থনীতি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালের ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের ব্যাংক ঋণের স্থিতি ছিল ৮৮ হাজার ৮০৮ কোটি টাকা। ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের ব্যাংক ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত এক বছরে (১২ মাসে) নতুন করে সরকার ব্যাংক থেকে ৭২ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, সরকারের নেওয়া ৫৩ হাজার ২১১ কোটি টাকার মধ্যে ৪৪ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকাই নিয়েছে বেরসকারি ব্যাংক থেকে। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নিয়েছে ৮ হাজার ৬২৩ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত ১০ বছরের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের সবচেয়ে বেশি ধার করার রেকর্ডটি ছিল ২০১৮-১৯ অর্থবছরের। তবে ওই অর্থবছরে ধার নেওয়ার পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা। অথচ এই অর্থবছরের সাত মাসেই পুরো অর্থবছরের টাকা নেওয়া শেষ করেছে সরকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংক থেকে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের চেয়ে সরকারের ঋণের প্রবৃদ্ধি বেশি হচ্ছে। বেসরকারি খাতে ২৭ শতাংশ ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে এখন ৯

শতাংশের ঘরে নেমেছে। আর সরকারি খাতে ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৯ দশমিক ৮১ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে।

এদিকে সরকারের ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বাড়ায় আশানুরূপ ঋণ পাচ্ছে না বেসরকারি খাত। গত কয়েক মাস ধরে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে কমছে। গত ডিসেম্বরে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ। এই হার গত দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের নভেম্বরে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ, অক্টোবরে ছিল ১০ দশমিক ০৪ শতাংশ। যা আগের মাস সেপ্টেম্বরে ছিল ১০ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আগস্টে ছিল ১০ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ' এর সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, সরকারের ঋণ নেওয়া বাড়লে বেসরকারি খাতে ঋণ দেওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে। চলমান প্রবণতায় কিছুটা চাপ সৃষ্টি হলেও ব্যাংকগুলোর তহবিল বাড়ানো সম্ভব হলে সমস্যা থাকবে না বলেও মনে করেন তিনি।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

কিশোর আলোর অনুষ্ঠান 'কিআনন্দে' বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র নাইমুল আবরার রাহাতের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় দৈনিক প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমানের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।

গতকাল সোমবার সকালে ঢাকার ভারপ্রাপ্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক কায়সারুল ইসলাম জামিন আবেদনের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। হাইকোর্টের চার সপ্তাহের আগাম জামিনের মেয়াদ গতকাল(সোমবার) শেষ হওয়ায়, সকালে মতিউর রহমান জামিন আবেদন করেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী এহসানুল হক সোমাজি।

গত বছরের ১ নভেম্বর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রাঙ্গণে দৈনিক প্রথম আলো'র সাময়িকী কিশোর আলোর অনুষ্ঠান চলাকালে মঞ্চের পেছনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় ওই প্রতিষ্ঠানের নবম শ্রেণির ছাত্র নাইমুল আবরার। এরপর ৬ নভেম্বর নাইমুল আবরারের বাবা মজিবুর রহমান বাদী হয়ে ঢাকার এডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা

করেন। মামলায় মজিবুর রহমান অভিযোগ করেন, অনুষ্ঠানস্থলে বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রের বিষয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আয়োজকদের গাফিলতি ছিল, যার ফলে তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরো অভিযোগ করেন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল অনুষ্ঠানস্থলের কাছাকাছি থাকলেও আবরারকে মহাখালীর ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। কিশোর আলো এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে আবরারের মৃত্যুর তথ্য গোপন করা এবং মর্মান্তিক ঘটনার পরেও অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেন তিনি।

সূত্র : ইউএনবি

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় একটি পুলিশ যানে বোমা হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার ওই বিস্ফোরণে আহত হয়েছে আরও ৩৫ জন। নিহতদের মধ্যে দুই পুলিশ আছে বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হাসপাতালের এক কর্মকর্তা ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ‘আমরা ১০টি লাশ পেয়েছি এবং আহত ৩৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।’

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ডনের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণের সময় ঘটনাস্থলে অনেক গাড়ি ছিল। সেগুলোর বেশ কয়েকটি পুড়ে গেছে। তবে বিস্ফোরণের কারণ কী এবং কারা এটি ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত করে জানা যায়নি।

এর আগে গত বছরের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর লাহোরের একটি বেকারি দোকানে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে তাতে একজনের প্রাণহানি ছাড়াও ছয়জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

শামের বরকতময়ী জিহাদের ভূমিতে চলমান হক ও বাতিলের মধ্যকার লড়াইয়ে বিগত ৯ দিনে মুজাহিদদের সম্মিলিত হামলায় ১,২০০ শতাধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত।

বিস্তারিত ইনফোগ্রাফিতে দেখুন।

https://i.ibb.co/PY8pSFY/infografi-17-2-2020.jpg

বকেয়া বেতনের দাবিতে সাভারে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সাভার-মিরপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে। এ ঘটনায় আওয়ামী দালাল পুলিশ বাহিনীর পিটুনিতে আহত হয়েছেন অন্তত দশ শ্রমিক। রোববার সকালে সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের সামাইর এলাকায় সার্ক নিটওয়্যার লিটিটেড গার্মেন্টসের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

শ্রমিকরা জানায়, ওই পোশাক কারখানায় কাজ করে আসছিলেন কয়েক'শ শ্রমিক। শ্রমিকদের জানুয়ারি মাসের বেতন না দিয়ে রোববার সকালে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে মূল ফটকে নোটিশ টাঙিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। পরে সকালে শ্রমিকরা কারখানায় গিয়ে বন্ধের নোটিশ দেখে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করে। তারা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন দিয়ে সাভার-মিরপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় দশ শ্রমিককে পুলিশ পিটিয়ে আহত করে বলে অভিযোগ করেন তারা। পরে বেলা সাড়ে ১১টায় শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেন সাভার মডেল থানার ওসি অপারেশন জাকারিয়া হোসেন। এদিকে আঞ্চলিক সড়ক সাড়ে তিন ঘণ্টা অবরোধ করার ফলে রাস্তার দু'পাশে আটকা পড়ে কয়েক শত যানবাহন। যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়ে।

সূত্রঃ যায়যায়দিন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য ১৮ মার্চ দিন ধার্য করেছেন কুফরি আদালত।

আজ সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) এ মামলায় অভিযোগ গঠনের দিন ধার্য ছিল। এদিন মামলার বাদি আবরারের বাবা বরকত উল্লাহ আদালতে হাজির হয়ে বলেন, এ মামলা দ্রুত বিচারে নেয়ার আবেদন করব। তাই সময় দেয়া হোক।

তখন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েস সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য ১৮ মার্চ দিন ধার্য করেন।

ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার জেরে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে ডেকে নেয় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী নেতাকর্মীরা। এরপর রাত ৩টার দিকে শেরেবাংলা হলের নিচতলা ও দোতলার সিঁড়ির করিডোর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

পরদিন ৭ অক্টোবর দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে আবরারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। নিহত আবরার বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। শেরেবাংলা হলের ১০১১ নম্বর কক্ষে থাকতেন তিনি। ওই ঘটনায় আবরারের বাবা বরকত উল্লাহ বাদী হয়ে চকবাজার থানায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।

মামলার তিন আসামি এখনো পলাতক রয়েছেন। তারা হলেন- মোর্শেদুজ্জামান জিসান, এহতেশামুল রাব্বি তানিম ও মোস্তবা রাফিদ। তাদের মধ্যে প্রথম দু’জন এজাহারভুক্ত ও শেষের জন এজাহার-বহির্ভূত আসামি।

সূত্র : বাসস

দেশের ব্যাংক খাত নিয়ে বড় ধরনের আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, অভিঘাত সামলানোর মতো অবস্থায় নেই ব্যাংক খাত। বড় ধরনের ধাক্কা এলে ব্যাংক খাতের মূলধন সংরক্ষণের হার ঋণাত্মক ৭ দশমিক ২২ শতাংশে নেমে যাবে। এ ধাক্কা মাঝারি মানের হলে মূলধন সংরক্ষণের হার এক শতাংশের নিচে অর্থাৎ শূন্য দশমিক ৭ শতাংশে নেমে যাবে।

আর এ ধাক্কা ন্যূনতম হলেও মূলধন সংরক্ষণের হার সোয়া ৮ শতাংশে নেমে যাবে। ব্যাংক খাতের ঝুঁকিসহন ক্ষমতা যাচাই (স্ট্রেস টেস্ট) প্রতিবেদনে এমনই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো এখনই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আগাম পদক্ষেপ না নিলে ব্যাংকিংব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলে বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন।

জানা গেছে, ব্যাংক খাতের যেকোনো অভিঘাত বা ধাক্কা এলে তার সহ্য করার ক্ষমতা কতটুকু তা যাচাই করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ঝুঁকিসহন ক্ষমতা যাচাইকে ব্যাংকিং ভাষায় স্ট্রেস টেস্ট বলা হয়। কতগুলো সূচক বা নির্দেশকের মাধ্যমে এ ঝুঁকিসহন ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে প্রধান তিনটি সূচক হলো- ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, ও তারল্য ঝুঁকি। ঋণ ঝুঁকির মধ্যে আবার পাঁচটি উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে সরাসরি শ্রেণীকৃত ঋণের হার বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকি, বড় ঋণগ্রহীতাদের ঋণ শ্রেণীকৃত হওয়া ঝুঁকি, সহায়ক জামানতের মূল্য হ্রাসকৃত ঝুঁকি, শ্রেণীকৃত ঋণের মান হ্রাস হওয়াকৃত ঝুঁকি এবং কোনো নির্দিষ্ট খাতে ঋণ শ্রেণীকৃত হওয়ার ঝুঁকি।

আর বাজার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, সুদহার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং পুঁজিবাজারে মূল্য হ্রাসজনিত ঝুঁকি। অপর দিকে তারল্য ঝুঁকির আওতায়, কোনো প্রকার আমানত গ্রহণ ছাড়াই পাঁচ দিন পর্যন্ত গ্রাহকের চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা একটি ব্যাংকের আছে কি না- তা যাচাই করা হয়। প্রত্যেক নির্দেশকের তিন রকমের অভিঘাত যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ন্যূনতম অভিঘাত, যা শক-১, মাঝারি অভিঘাত যা শক-২ এবং বৃহৎ অভিঘাত যা শক-৩ নামে অভিহিত।

সাধারণত তিন মাস অন্তর এ ঝুঁকিসহন ক্ষমতা যাচাই করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ শেষ স্ট্রেস টেস্ট প্রতিবেদন দেয়া হয় সেপ্টেম্বরভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে। সর্বশেষ ওই প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত ন্যূনতম অভিঘাত বা ধাক্কা সামলানের অবস্থায় নেই। স্ট্রেস টেস্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সরাসরি শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধির পাওয়ার ক্ষেত্রে। এর পরেই রয়েছে শীর্ষ ঋণগ্রাহকের শ্রেণীকৃত হওয়া।

এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে, নির্দিষ্ট খাত শ্রেণীকৃত হওয়া ও সহায়ক জামানতের মূল্যহ্রাস পাওয়া। তবে দেশের ব্যাংকিং খাতে বাজার ঝুঁকির প্রভাব খুব বেশি নয়।

দেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, বড় অভিঘাত এলে অর্থাৎ খেলাপি ঋণ ১৫ শতাংশ বাড়লে ন্যূনতম মূলধন তথা ১১ দশমিক ৬৫ শতাংশ হারে মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হবে দেশের ৩৪টি সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক। মাঝারি অভিঘাত অর্থাৎ খেলাপি ঋণ ৯ শতাংশ বাড়লেও ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

বড় ঋণগ্রহীতাদের ঋণ বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকির মধ্যে বড় অভিঘাত এলে অর্থাৎ শীর্ষ ১০জন ঋণগ্রহীতা ঋণখেলাপি হলে ৩৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। আর

মাঝারি মানের ধাক্কা অর্থাৎ শীর্ষ সাতজন ঋণগ্রহীতা ঋণখেলাপি হলে ৩৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে পারবে না। আর ন্যূনতম অভিঘাত অর্থাৎ তিন শীর্ষ ঋণগ্রহীতাও যদি ঋণখেলাপি হন তাহলে ২১টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে পারবে না।

এ দিকে এ পর্যন্ত যেসব ব্যাংকের বড় ধরনের ঋণকেলেঙ্কারির তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তার বেশির ভাগ ঋণেরই পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ছিল না। আবার যে পরিমাণ সহায়ক জামানত ছিল তার বেশির ভাগই সরকারি খাস জমি, ভুয়া দলিল অথবা ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানতের মূল্য ১০ শতাংশও নেই।
সহায়ক জামানতের মূল্য হ্রাসজনিত ঝুঁকির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্ট্রেস টেস্ট প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানতের মূল্য ৪০ শতাংশ কমে গেলে ব্যাংকিং খাতের ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণের হার ৮ দশমিক ৯৯ শতাংশে নেমে আসবে। আর এ ঝুঁকি মাঝারি মানের হলেও অর্থাৎ সহায়ক জামানতের মূল্য ২০ শতাংশ কমে গেলে মূলধন সংরক্ষণের হার সোয়া ১০ শতাংশে নেমে যাবে।

ব্যাংক খাতে সাধারণত তিন ধরনের খেলাপি ঋণ রয়েছে। এর মধ্যে নিম্নমানের খেলাপি ঋণ, সন্দেহজনক খেলাপি ঋণ এবং মন্দমানের খেলাপি ঋণ। খেলাপি ঋণ মন্দমানের হলে ওই ঋণের বিপরীতে শতভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ করা হয়। আর প্রভিশন সংরক্ষণ করা হয় ব্যাংকের আয় খাত থেকে। এ কারণে খেলাপি ঋণ মন্দমানের বেশি হলে ব্যাংকের প্রকৃত মুনাফা কমে যায়। অনেক ব্যাংকের আয় দিয়েও তা সঙ্কুলান করতে পারে না। এর ফলে প্রভিশন ঘাটতিতে পড়ে ব্যাংকগুলো।

আবার মন্দ ঋণের বিপরীতে যে আয় হয় ওই আয় ব্যাংকগুলো আয় খাতে নিতে পারে না। সুদ আয় স্থগিত করে আলাদা হিসেবে রাখতে হয়। খেলাপি ঋণের গুণগত মান পরিবর্তন ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টেস টেস্ট প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বড় ধরনের ধাক্কা অর্থাৎ খেলাপি ঋণের গুণগত মান যদি ১৫ শতাংশ পরিবর্তন হয় তাহলে বিদ্যমান অবস্থায় ব্যাংক খাতের মূলধন সংরক্ষণের হার ছয় শতাংশে নেমে আসবে। আর যদি মাঝারি মানেরও ধাক্কাও আসে তাহলে মূলধন সংরক্ষণের হার ৭ দশমিক ৪৭ শতাংশে নেমে আসবে। আর যদি ন্যূনতম ধাক্কাও আসে তাহলেও ব্যাংক খাতের ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণের হার ১০ দশমিক ৯২ শতাংশে নেমে আসবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্ট্রেস টেস্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাজার ঝুঁকির ক্ষেত্রে দেশের ব্যাংক খাতের বর্তমান অবস্থায় তেমনে কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে বাজার ঝুঁকি ও ঋণঝুঁকি

একত্রে এলে আমাদের ব্যাংক খাত ন্যূনতম ধাক্কাও সামলাতে পারবে না। কারণ, বড় ধরনের অভিঘাত এলে দেশের ৩৯টি ব্যাংক মূলধন হারাবে। অর্থাৎ মূলধন ঋণাত্মক ৭ দশমিক ২২ শতাংশে নেমে আসবে।

আর মাঝারি মানের ধাক্কা এলেও ৩৮টি ব্যাংক মূলধন হারাবে। অর্থাৎ ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণের হার ১ শতাংশের নিচে (শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ) নেমে আসবে। আর ন্যূনতম ধাক্কা এলেও ১২টি ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণ করতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যাংক খাতের ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণের হার ৮ দশমিক ৩২ শতাংশে নেমে আসবে।

ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা উত্তরণ করতে না পারলে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, ব্যাংকগুলো এখনই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আগাম ব্যবস্থা না নিলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। এতে এ খাতের ওপর গ্রাহকের আস্থা নষ্ট হবে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিতেই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম এ বিষয়ে গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। বড় বড় গ্রাহকের কাছে ব্যাংকঋণ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে। তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায় কমে গেছে। এটাই ঝুঁকির অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেন। এটা অব্যাহত থাকলে ব্যাংকগুলোর যেকোনো প্রকার লেনদেনের সক্ষমতা কমে যাবে। বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে যাবে। কাঙ্ক্ষিত হারে জাতীয় ঋণ প্রবৃদ্ধি হবে না।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এ বিষয়ে গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, নানা কারণে ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকিসহন ক্ষমতা কমে গেছে। বিভিন্ন ঝুঁকিতে দেশের ব্যাংকিং খাত নাজুক হয়ে পড়েছে। গত ১০ বছরে ব্যাংকের মুনাফা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। একই সাথে কমেছে আমানত এবং ব্যাংকগুলোর ঋণ দেয়ার সমতা। কিন্তু এসব সমস্যা যথাযথভাবে আমলে নেয়া বা স্বীকার করা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, ব্যাংকের মন্দ ঋণ বেড়েছে বিপুল হারে। কিছু গ্রাহককে বিপুল আঙ্কের ঋণ দেয়া হচ্ছে। এতে যেকোনো অবস্থার পরিবর্তন হলে এসব গ্রাহকের কাছ থেকে ঋণ আদায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর এ কারণেই ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

ড. মনসুর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্ট্রেস টেস্ট অনুযায়ী এমনিতেই ১০টি ব্যাংক মূলধন ঘাটতিতে রয়েছে। এর ওপর ন্যূনতম ধাক্কা এলে আরও ১২টি ব্যাংকসহ মোট ১২টি ব্যাংক মূলধন ঘাটতিতে পড়বে। আর তিনজন শীর্ষ ঋণ গ্রাহকের সমস্যা হলে ২১টি ব্যাংক মূলধন ঘাটতির মুখে পড়বে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ প্রতিবেদন বড় ধরনের বিপদের কথাই মনে করে দিচ্ছে। এসব ধাক্কা সামলানোর সক্ষমতা ব্যাংকগুলোকে বাড়াতে হবে। না হলে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে না বলে মনে করেন এ অর্থনীতিবিদ।

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার ইসদাইর বাজারের পাশে জলাধারের ওপর গড়ে ওঠা বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকা-ের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে প্রায় ৬০টি বসতঘর ও গার্মেন্টস ঝুটের গুদাম পুড়ে গেছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

শনিবার রাত পৌনে ৩টায় এ অগ্নিকা- ঘটে। আগুন মুহূর্তের মধ্যে পুরো বস্তিতে ছড়িয়ে পড়লে ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শোরগোল আর আগুনের উত্তাপে ঘুম থেকে জেগে ওঠা বস্তিবাসী আতঙ্কে দিগবিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। তবে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সূত্রঃ আমাদের সময়

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফ নির্বিচার গুলি ও নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ২৪ দিন ধরে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী।

আজ সোমবার ২৪তম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন ঢাবির মার্কেটিং বিভাগের এমবিএ এর শিক্ষার্থী নাসীর আব্দুল্লাহ।

তিনি জানান, সীমান্তে হত্যা বন্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃশ্যমান পদক্ষেপ না দেখা পর্যন্ত তিনি এ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। পাশাপাশি তিনি গণস্বাক্ষর কর্মসূচি শুরু করেছেন। সংহতি ও গণস্বাক্ষরে যারা অংশ নিচ্ছেন তারা নিজের অবস্থান ও বক্তব্য জানাচ্ছে পাশে রাখা বইটিতে।

এর আগে গত ২৫ জানুয়ারি থেকে সীমান্তে মানুষ হত্যার প্রতিবাদে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছেন নাসির আব্দুল্লাহ।

নাছির বলেন, সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাতে নির্বিকার। যা খুবই দুঃখজনক। বাংলাদেশের কেউ যদি কোন অপরাধ করে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে কিন্তু গুলিবর্ষণ ও হত্যা কোনো সমাধান নয়।

অবস্থান কত দিন চলবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন তিনি।

তার এ কর্মসূচি সীমান্ত হত্যা বন্ধে কতটুকু কার্যকর হতে পারে এমন প্রশ্নের জবাবে নাসির বলেন, বর্তমান তরুণ সমাজ সচেতন। তরুণ সমাজ চাইলেই অনেক কিছু করতে পারে। সে জায়গা থেকে আমি আশা করি এই অবস্থানের ফলে সীমান্তে হত্যা বন্ধ হবে এবং সাম্প্রতিক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হবে।

ভারতের জবর দখলে থাকা কাশ্মীরে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারে কার্যত নিষেধাজ্ঞা থাকায় পেটের দায়ে অনেক সাংবাদিক এখন নিজেদের পেশা ছেড়ে দিনমজুরের কাজ করছেন। পাঁচ বছর ধরে ফটো সাংবাদিক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন মুনীব-উল ইসলাম (২৯)। তার তোলা অনেক ছবি দেশে ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও প্রকাশ হয়েছে। আর সেই সাংবাদিক এখন কলম-ক্যামেরা ছেড়ে পেটের দায়ে রোজ ৫০০ রুপি মজুরিতে নির্মাণাধীন ভবনে ইট টানছেন।

শুধু মুনীবই নন, এমন অনেক সাংবাদিককেই এই করুণ জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

বিবিসির সাংবাদিক প্রিয়াংকা দুবেইয়েরর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে জম্মু-কাশ্মীরের সাংবাদিকদের এমন দুর্বিষহ জীবনের চিত্র।

তিনি জানিয়েছেন, সংসার চালাতে কাশ্মীরের অনেক সাংবাদিকই নিজেদের মহান পেশা ছেড়েছেন। তাদের কেউ কেউ নির্মাণশ্রমিক আর দিনমজুরের পেশা বেছে নিয়েছেন।

এসবের জন্য গত বছরের ৫ আগস্ট নেয়া ভারতের মোদি সরকারের সেই ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্তকে দায়ী করছেন কাশ্মীরিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই আইন পাসের পর উত্তাল হয়ে ওঠে কাশ্মীর। রাজধানী শ্রীনগরসহ জম্মু ও লাদাখের অলিগতিতে বিক্ষোভ মিছিল নামে। এর পর সেই বিক্ষোভ ঠেকাতে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনসহ কাশ্মীরের ল্যান্ডফোন, মোবাইল এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্ব থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় কাশ্মীরকে।

এর পর দীর্ঘ ১৫০ দিন পেরিয়ে গেলেও সেসব পরিষেবা চালু করেনি মোদি সরকার।

আর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ওই অঞ্চলের সাংবাদিকরা প্রায় বেকার হয়ে বসেন।

ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ থাকায় কাশ্মীরে কী ঘটছে সে প্রতিবেদন লিখে তা বহির্বিশ্বে জানানোর উপায় হারিয়ে ফেলেন স্থানীয় সাংবাদিকরা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় ও সরকারি নানা নিষেধাজ্ঞায় স্থানীয়ভাবেও সংবাদ প্রচারের ক্ষমতা হারান তারা।

এ সময় প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবাদিকদের বেতন দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এসব প্রতিকূলতায় টিকতে না পেরে সাংবাদিকের স্বপ্নের চাকরি ছেড়ে এখন অন্য কাজ করে আহারের জোগান দিচ্ছেন কাশ্মীরের সাংবাদিকরা।

নিজের দুর্বিষহ জীবনের কথা জানাতে গিয়ে সাংবাদিক মুনীব-উল ইসলাম বিবিসিকে বলেন, ‘আমার এলাকার নির্যাতিত মানুষের কথা বলতে আমি সাংবাদিকতাকে বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেয়ায় আমার এই যাত্রা থেমে গেছে। এর আগে আমি সংঘাতপ্রবণ এই অঞ্চলের সংবাদ সংগ্রহে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু এখন পেটেই চলে না। তাই অন্য পথ বেছে নিয়েছি।’

এর পরও সাংবাদিকতা পেশাকে বুকে আগলে রেখে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানান মুনীব।

তিনি বলেন, ‘গত সেপ্টেম্বরে একটি প্রতিবেদনের জন্য তথ্য সংগ্রহে নিজের পকেট থেকে ৬ হাজার রুপি খরচ করে শ্রীনগরে গিয়েছিলাম। কিন্তু দ্রুত এই অর্থ শেষ হয়ে যায়। এর পর কর্মস্থল থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে চাকরিটা ছাড়তে হয় আমাকে।’

তিনি আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, ‘এর পর পরিবার ও অসুস্থ স্ত্রীর খরচ চালাতে আমি মরিয়া হয়ে ওঠি। শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের কাছে গেলে তিনি আমাকে পার্শ্ববর্তী অনন্তনাগ শহরে একটি নির্মাণাধীন ভবনে ইট বহনের কাজ পাইয়ে দেন। এখন আমি সাংবাদিক নই, দিনমজুর। মাথায় ইট নিয়ে ওপরে পৌঁছে দিই। দিনভর খাটুনি শেষে প্রতিদিন ৫০০ রুপি পাই।’

শুধু তিনিই নন, তার বেশ কয়েকজন সহকর্মী সাংবাদিকতা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান মুনীব।

মুনীবের কথার সত্যতা পাওয়া গেছে। স্থানীয় এক পত্রিকার নামকরা প্রতিবেদক একটি দুগ্ধ খামারে কাজ নিয়েছেন।

---

১৫ ফেব্রুয়ারি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনটিতে আল্লাহ'র রহমতে আফগান মুসলিমরা বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমগ্র বিশ্বের সামনে পরাজিত এবং অপমানিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

1367 (হিজরি সোলার) ১৫/২/১৯৮৯ এই দিনেই শেষ সোভিয়েত সৈন্যদল আমু নদীর ব্রিজ দিয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করে এবং সেই সঙ্গে আফগানরা এক আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক জোটকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করে।

এই দিনেই বিশ্বের অন্যতম দুর্বল এবং অরক্ষিত একটি দেশ পরাজিত করে এই পৈশাচিক রেড আর্মিকে ,যারা কিছু নির্লজ্জ সহকারীদের নিয়ে নিজেরদের সুবিধার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের দেশের ওপর এমন বর্বর অত্যাচার করেছিল, যা শুনলে আপনাদের গা শিউরে উঠবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত পুতুল সরকারগুলো দীর্ঘ তিন দশক ধরে আমাদের প্রিয় দেশে সামরিক এবং মতাদর্শগত আক্রমণ চালিয়ে গেছে। আজ ত্রিশ বছর বাদেও ,আমাদের দেশের আজকের সমস্যা এবং দুর্দশা ওই ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব এর সাথে যুক্ত।

যদি বর্তমান পশ্চিমা শাসক বিশেষত NATO এবং তাদের পুতুল সরকারের যদি সামান্যতম চেতনা থাকে তবে তাদের উচিত সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পরাজয় থেকে শিক্ষা নেওয়া। এর পরেও যদি তারা এই কর্মপন্থা নিয়ে চলে তবে তাদের অবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মতোই হবে। কমিউনিস্ট এর সমর্থকদের ওই পরাজয় বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর প্রত্যেককেই মনে করিয়ে দেওয়া হবে।

এই ঐতিহাসিক দিন এবং ঘটনা প্রমান করে যে কোনো ছদ্মবেশী পরিকল্পনাকারী ,কোনো সামরিক শক্তি, কোনো আর্থিক শক্তি ,কোনো বিদেশী মতবাদকে আফগানিস্তানের ভূমিতে শক্ত

ঘাঁটি গাড়তে কোনরূপ সাহায্য করা হবে না। আর আফগানিস্তানের জিহাদের ভূমি কোনো দিনেই কারোর দালাল-এ পরিণত হবে না। (ইনশাআল্লাহ)

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ১৫ ফেব্রুয়ারি কে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার কমিউনিস্ট মতবাদ থেকে পরিত্রানের দিন বলে মনে করে। আমরা এই স্বাধীনতায় গর্বিত। এবং এই দিনে শহীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা শপথ নিচ্ছি যে আমরা বর্তমান মার্কিন দখলদারদের থেকে আমরা আমাদের দেশকে মুক্ত করবোই। ইনশাআল্লাহ

১৫ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ইমারতে ইসলামিয়া সমগ্র দেশবাসিকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি এটাও মনে করিয়ে দিতে চায় যে আমাদের শহীদ, অনাথ, অক্ষম এবং বস্তুচ্যুতদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, এই বর্তমান জিহাদের দ্বারা পূর্ণ হবে এবং আল্লাহর রহমতে মুসলিসরা বর্তমান এই দুর্দশা কাটিয়ে নতুন সূর্যোদয় দেখবে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।

কুয়েতে একটি ক্লিনিং কোম্পানির সুপারভাইজার থেকে অবৈধভাবে কোটিপতি বনে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক বাংলাদেশির বিরুদ্ধে। তিনি বাংলাদেশের সংসদ সদস্য বলেও কুয়েতের সংবাদমাধ্যম আরব টাইমস, আল-কাবাস, কুয়েত টাইমস ও এমবিএস নিউজের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুয়েতের সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, এই বাংলাদেশি সংসদ সদস্য কুয়েতে অবৈধ ভিসা ব্যবসায় জড়িত। মানবপাচার ও অবৈধ ভিসা ব্যবসায় জড়িত যে তিন বাংলাদেশিকে কুয়েতের নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ খুঁজছেন, তাদের মধ্যে তিনিও একজন।

প্রতিবেদনে সেই এমপির নাম উল্লেখ করা না হলেও কুয়েত প্রবাসীরা বলেছেন এটি লক্ষীপুর-২ আসনের সাংসদ কাজী শহীদ ইসলাম পাপলু।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে এসব সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, কুয়েতের একটি শীর্ষ পর্যায়ের ক্লিনিং কোম্পানিতে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন এই বাংলাদেশি সংসদ সদস্য। সেখানে চাকরি নিতে মোটা অঙ্কের টাকাও খরচ করেন তিনি। চাকরি করতে করতেই এক সময় তিনি কোম্পানির একজন অংশীদার হয়ে যান এবং ইচ্ছে মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন।

লাভ হবে না জেনেও তিনি কুয়েতে বেশ কয়েকটি ঠিকাদারির কাজ নেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল ঠিকাদারি কাজের আড়ালে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক কুয়েতে নিয়ে যাওয়া।প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক পাঠানোর কাজ পেতে তিনি কুয়েত সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাঁচটি দামি গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। এরপর কুয়েতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে যান তিনি। তার বেশিরভাগ সম্পদ তিনি যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তার স্ত্রীও একজন সংসদ সদস্য।

তিন আসামির আরেকজন সুলতান নামে পরিচিত। বর্তমানে তিনি কুয়েতের বাইরে আছেন। তবে বড় বড় কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। সেই সুবাদে তিনি এখনো বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিক নিয়ে যেতে দালালের মাধ্যমে নেওয়া মোটা অঙ্কের অর্থ তার কুয়েতের বাইরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়।

সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজন কর্মচারী ভিডিও এবং অডিও প্রমাণ জমা দিয়েছেন। সেগুলোতে দেখা গেছে, এসব শ্রমিক অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে অনুমতিপত্রের জন্য অর্থ দিয়েছেন।

কুয়েতের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আইনি প্রক্রিয়া শেষে ওই কোম্পানির কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি অর্থপাচার, ভিসা জালিয়াতি ও মানবপাচারের অভিযোগে অজ্ঞাতনামা আরেক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তারের তথ্য প্রকাশ করে আরব টাইমস ও আল-কাবাস।

ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অজ্ঞাতনামা ওই বাংলাদেশি তিন সদস্যের চক্রের একজন। বাকি দুইজন কুয়েত থেকে পালিয়েছেন। কুয়েতের বড় বড় তিন কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদ এই তিনজনের দখলে ছিল। তারা বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে কুয়েতে ২০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়ে গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিনিময়ে তারা ৫০ মিলিয়ন দিনারের বেশি আয় করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১,৩৯৮ কোটি টাকার বেশি।

এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশি সংসদ সদস্য বাংলাদেশের একটি ব্যাংকের পরিচালনা পদে আছেন। তিনি কুয়েতে গিয়ে ৪৮ ঘণ্টার বেশি অবস্থান করতেন না। সিআইডি'র তদন্তের তথ্য জানতে পেরে এক সপ্তাহ আগেই তিনি কুয়েত থেকে পালিয়ে যান। তার দায়িত্বে থাকা কোম্পানির শ্রমিকদের ৫ মাসের বেশি সময়ের বেতন বকেয়া পড়েছে বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে।

সিআইডি'র তদন্তে উঠে এসেছে, কুয়েত সরকারের চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে যেতেন তিনি। ভিসা জালিয়াতির মাধ্যমে এসব শ্রমিকদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু চুক্তির চেয়ে অনেক কম বেতন দেওয়া হতো তাদের।

বাংলাদেশেও এই তিনজনের একটি বড় নেটওয়ার্ক আছে। তাদের হয়ে যারা কাজ করেন, তারা প্রতিটি ভিসার জন্য গড়ে ১,৮০০ থেকে ২,২০০ দিনার পান। আর ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ দিনারে ভিসা বিক্রি করেন।

গত শনিবার সিটি পুলিশ জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার বাসিন্দা এবং নগরীর গোকুল রোডে বিমানবন্দরের নিকটে অবস্থিত কেএলইএস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে অধ্যয়নরত তিন কাশ্মীরি শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করেছে।

গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষার্থীদের নাম আমির, বাসিত এবং তালিব বলে জানিয়েছে দ্য নিউজ। তারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ১ ম সেমিস্টারে পড়াশোনা করছে।

গত বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি, পুলওয়ামাতে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের হামলায় যে ভারতীয় সৈন্যরা মারা গেছে তা স্মরণ করার জন্য কলেজে একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। তবে, হোস্টেলে ফিরে এই তিন শিক্ষার্থী একটি ভিডিও করেছিলেন যাতে তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' এবং'' আজাদী ' বলে স্লোগান দেয়। তারা ভিডিওটি তাদের বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতে আপলোড করেছিল। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল।

পরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বজরং দলের গুণ্ডারা ৩ শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। আর মালাউন পুলিশরা সেই গুণ্ডাদেরকে গ্রেফতারের বদলে সেই ৩ শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্রদোহের মামলা দিয়ে আটক করে নিয়ে যায়।

১৯৭২ সালে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ভারতে গিয়েছে মালাউন সন্ত্রাসী কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন আদায়ের জন্যে।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্তু লারমার নেতৃত্ব সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিগুলো মেনে না নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ফলে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনো সমাপ্ত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ফলে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্যে এবার সে ভারতে চিকিৎসার খাতিরে গিয়ে এর আড়ালে নয়া দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে শীঘ্রই সরকারি মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা সম্পন্ন করতে চাইছে। তার একান্ত বিশ্বাস ভারত সরকারের সমর্থন সে পাবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি "তামিলদের আরও স্বায়ত্তশাসনের জন্য দেশটির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেভাবে লারমা নয়া দিল্লিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে একই ভূমিকা ভারত পালন করলে উপকার হবে।

এদিকে বসতি স্থাপনকারীরা এখন সিএইচটি-র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি। কিন্তু আদিবাসী উপজাতি লোকেরা জমি ও জীবিকার ক্ষতি আশংকায় এ মুহূর্তে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে।

চিটাগং হিল ট্রাকটস (সিএইচটি) ইস্যু নিয়েই লারমা ভারতের দুই সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছে। এবং সে যথেষ্ট আশাবাদী মোদি সরকারের ওপর যে সিএইচটি চুক্তি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যে ভারত, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে, যেভাবে তামিল ইস্যু নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে করছে।
প্রসঙ্গত পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি পাহাড়ীদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পাদিত একটি শান্তি চুক্তি। *সূত্র: এন ই নাও*

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমালিয়া জুড়ে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর "দার্কিনালী" জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় নিহত হয় ৩ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো ৪ সৈন্য। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায়।

এমনিভাবে বাইবুকুল প্রদেশের "বাইদাউয়ে" শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত সফল হামলায় হতাহত হয় আরো ৪ এরও অধিক মুরতাদ সদস্য।

একই শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় আহত হয় আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য।

এদিকে রাজধানী মোগাদিশুর "আইলাশা" অঞ্চলের পরিচালক "ঈমান"কে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ, যাতে উক্ত মুরতাদ সদস্য নিহত হয়। আর মুজাহিদগণ তার গাড়িটি গনিমত লাভ করেন।

শাম তথা সিরিয়ার চলমান হক ও বাতিলের মধ্যকার লড়াইয়ে মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত হামলায় দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ জোটগুলোর কয়েক হাজার সৈন্য হতাহত হয়।

সাম্প্রতিক "ইবা" নিউজে প্রকাশিত তথ্য সূত্রে বলা হয়েছে যে, সিরিয়ায় গত ৯ দিনে মুজাহিদদের সম্মিলিত প্রতিরোধ যুদ্ধে কুফ্ফার "রাশিয়া-ইরান" ও মুরতাদ শিয়া জোটগুলোর ১,২০০ শত এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে। শামের প্রকাশিত সংবাদগুলো হতে আরো জানা যায় যে, নিহত হওয়া ছাড়াও আহত হয়েছে আরো ৬৭০ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য।

সংবাদটিতে আরো বলা হয়েছে যে, কেবল গত ৩ দিনেই হালাব তথা আলেপ্পো ও ইদলি সিটির পল্লী এলাকাগুলোতে মুজাহিদগণ সম্মিলিত প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ৫০০ শতাধিক সদস্যকে হত্যা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত মুক্ত এলাকাগুলো দখলে নিতে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সকল ধরণের নিষিদ্ধ ও অবৈধ অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়ে আসছে দখলদার কুফ্ফার ও মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনী।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

1989 সালের 15 ফেব্রুয়ারি, দিনটি ছিল তৎকালীন সুপারপাওয়ার দাবিদার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) কুফ্ফার সৈন্যদের আফগানিস্তান থেকে "আমু দরিয়া" হয়ে পলায়নের সর্বশেষ দিন, আফগান মুজাহিদদের সাথে দীর্ঘ যুদ্ধের পর এদিন লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানি নিয়েই পরাজিত হয়ে আফগান ছাড়ে তৎকালীন এই সুপারপাওয়ার।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের বিষয়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ইসলামী ইমারাত তাদের এক বিবৃতিতে ক্রুসেডার আমেরিকানদের লক্ষ্য করে বলেছেন,
যদি বর্তমানে ন্যাটো এবং এর মিত্রদের সামান্যতম জ্ঞান বুদ্ধি থাকে তবে তাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের গোলামদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

আর যদি আমেরিকা তার আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তি এবং তাদের গোলামদের উপর আশাবাদী হয়ে এখানে দখলদারিত্ব বজায় রাখার স্বপ্ন দেখতে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে আমেরিকাও সেই একই পরিণতি ভোগ করতে হবে, যা ইতিপূর্বে ভোগ করেছিল কমিউনিজমের অনুসারী সাবেক সোভিয়েত ইউনয়ন। প্রতিবছর তারা ১৫ ফেব্রুয়ারিকে পরাজয়ের বছর ধরে স্মরণ করে।

এমনই এক সময় "ইমারতে ইসলামিয়া" ক্রুসেডার আমেরিকাকে লক্ষ্য করে এই বার্তাটি দিল যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো খবর দিচ্ছে যে, "আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে তালেবানের একটি সমঝোতা চুক্তি সই হতে যাচ্ছে"

মার্কিন দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমস গত সপ্তাহে তালেবানের সঙ্গে আমেরিকার চলমান আলোচনার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শর্তসাপেক্ষে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারে সম্মতি দিয়েছে। শর্তটি হচ্ছে, দু’পক্ষের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের এক সপ্তাহ আগে থেকে তালেবানকে যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হবে। এক সপ্তাহ আফগানিস্তানের কোথাও তালেবান অভিযান না চালালে বোঝা যাবে তারা চুক্তির শর্ত মেনে চলবে।

অন্যদিকে তালেবান মুজাহিদিন ইতিপূর্বে তাদের বক্তব্য স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়ে বলেছিল, সমঝোতা চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়া এবং কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে কোন প্রভাব পড়বেনা, যতক্ষণ না আফগানিস্তান থেকে দখলদার সৈন্যরা পরিপূর্ণভাবে চলে যায়। যদি আমেরিকা সত্যিকার অর্থেই শান্তি চায়, তাহলে তাকে আগে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে।

বর্তমানে এটা স্পষ্ট হয়েগেছে যে কারা শান্তি চায় আর কারা বিবাদ চায়। কারণ চলমান এই আলোচনা ক্রুসেডার মার্কিন প্রশাসনের আচরণে বেশ কয়েকবার ভেঙ্গেও গেছে। ভারসাম্যহীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই ঘোষণা দিয়ে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিল একবার।

ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদ করার সময় দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় দিল্লি পুলিশ। গতবছরের ১৫ ডিসেম্বর তথা দু'মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশি তাণ্ডবের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিওতে খো যায়, লাইব্রেরিতে এক জায়গায় এক সঙ্গে গোল হয়ে বসে রয়েছেন অনেকে। আবার বই-খাতা খুলে একাই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ। এমন অবস্থায় লাইব্রেরির মধ্যে উর্দিধারী পুলিশ সন্ত্রাসীদের দেখে হুলস্থুল পড়ে গেল চারিদিকে। মাথা বাঁচাতে টেবিলের নীচে আশ্রয় নিলেন কেউ। কেউ আবার সেঁটে গেলেন দেওয়ালে। তবে তাতেও রেহাই মিলল না। কখনও মাথায়, তো কখনও আবার পিঠে এসে পড়ল লাঠির বাড়ি। হাত তুলে মাথা বাঁচাতে গেলে সেই হাতেই এসে পড়ল এলোপাথাড়ি লাঠির ঘা।

লাইব্রেরিতে ঢুকে কার্যত একতরফা তাণ্ডব চালাতে দেখা গেল দিল্লি পুলিশকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং প্রাক্তনীদের নিয়ে গঠিত জামিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৪৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়োটি প্রকাশ করা হয়েছে। লাইব্রেরির সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে সেটি বার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাতে শুধু মারধরই নয়, লাঠি উঁচিয়ে পড়ুয়াদের শাসানিও দিতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে।

https://twitter.com/i/status/1228772837583753216

২:০৭ AM – ১৬ ফেব, ২০২০

টুইটার বিজ্ঞাপন তথ্য ও গোপনীয়তা

১৩হা জন লোক এই সম্পর্কে কথা বলছেন

জামিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়েছে, "এই সিসিটিভি ফুটেজ পড়ুয়াদের উপর পুলিশি নৃশংসতার প্রমাণ। এতে প্রমাণিত হয়, কীভাবে

রাষ্ট্রের পোষা সন্ত্রাসবাদীরা লাইব্রেরিতে ঢুকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া পড়ুয়াদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে।'' ভিডিয়োটি সামনে আসার পর নতুন করে দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

https://twitter.com/i/status/1228900139269443584

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো একটি লাইব্রেরিতে বসে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে ঢুকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে পুলিশ। টুইটারে ভিডিওটি প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের 'জামিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি' নামের একটি সংগঠন।

গত ১৫ ডিসেম্বর জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি মিছিল করেন সিএএ-র বিরোধিতা করে। এরপরই সেখানে হাজির হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শিক্ষার্থীদের উপরে চড়াও হয় পুলিশ। পুলিশ লাঠিচার্জ করার পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে আন্দোলন প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকে প্রায় ১০০ জনকে আটক করে।

সূত্র:আনন্দ বাজার/ এনডিটিভি

শাম তথা সিরিয়ায় চলমান হক ও বাতিলের মধ্যকার তীব্র লড়াইয়ে গত সপ্তাহে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন" ও "HTS" সহ অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত হামলায় দখলদার (ইরান+রাশিয়া) কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর কয়েক শতাধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়। মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর অগণিত যুদ্ধাস্ত্র ও অনেক সামরিকযান।

কুফ্ফার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য জানতে ইনফোগাফিটি দেখুন।

https://j.top4top.io/p_1507vsw1z1.jpg

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান জুড়ে দখলদার ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত রাত ১২ টায় ফারয়াব প্রদেশের লাগবাগ জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে লেজারগাণ দ্বারা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন, যার ফলে এক সৈন্য নিহত হয়।

এমনিভাবে কান্দাহর প্রদেশের শিউলিকোট জেলায় রাত ৮টার সময় আফগান মুরতাদ বাহিনীর সাথে লড়াই হয় তালেবান মুজাহিদদের। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ট্যাঙ্ক ও রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস এবং ১৩ সৈন্য নিহত হয়। একই প্রদেশের লাগবাগ জেলায় তালেবান মুজাহিদদের লেজারগাণ হামলায় আরো ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

একই প্রদেশের "নাদআলী" জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্ট লক্ষ্য করে লেজারগাণ দ্বারা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন, এর ফলে আনো ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

এমনিভাবে লাগবাগ জেলায় মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় নিহত হয় আরো ১ মুরতাদ সৈন্য।

এদিকে হেরাত প্রদেশের "শিন্দাদ" জেলায় মুরতাদ বাহিনীর চৌকিতে লেজারগাণ দ্বারা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ৩ মুরতাদ সৈন্য।

সিরিয়ার ইদলিব সিটির আন-নাইরব এলাকা গত কিছুদিন পূর্বে দখল করে নিয়েছিল দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও শিয়া মুরতাদ জোট বাহিনী। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ বর্তমানে এলাকাটির অনেকাংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদদের স্নাইপার গ্রুপের একটি ইউনিট বর্তমানে নুসাইরীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢুকে তাদের বড় বড় লিডারদেরকে টার্গেট করে করে হত্যা করছেন। এরি ধারাবাহিকতায় ১৫ ফেব্রুয়ারি মুজাহিদগণ ২ মুরতাদ সদস্যকে তাদেরই নিয়ন্ত্রিত আন-নাইরব এলাকায় স্নাইপার দ্বারা হত্যা করেছেন।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত মধ্যরাতে লাগমান প্রদেশের "দৌলত-শাহ" জেলায় মুরতাদ বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য "মুহাম্মদ-জান" কে টার্গেট করে লেজারগাণ দ্বারা হামলা করেন, এতে সে গুরুতর আহত হয়, অতঃপর সকাল বেলায় "কোটালী" এলাকায়

মুরতাদ বাহিনীর একটি কনভয়ে হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যাতে ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ৩ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়।

দুপুর-বেলায় বাগলান প্রদেশের পোলখামরী জেলায় মুরতাদ বাহিনীর ট্যাঙ্ক বোমা মেরে উড়িয়ে দেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় ট্যাঙ্কের ভিতর থাকা ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

অন্যদিকে বাগলানের প্রাদেশিক জেলার বিভিন্ন স্থান হতে ১২ আফগান সৈন্য তালেবানদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুরতাদ বাহিনীর পক্ষ্য হয়ে যুদ্ধ করা হতে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করেন এবং তালেবান মুজাহিদদের নিকট এসে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে নানগাহার প্রদেশের "আচীন" জেলায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে তীব্র মিসাইল হামলা চালান, একইভাবে জালালাবাদ শহরে ক্রুসেডার আমেরিকার বিমানঘাঁটিতেও মিসাইল হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন, যার ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হওয়ার পাশাপাশি সামরিক ও বিমানঘাঁটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

অন্যদিকে পাকতিয়া প্রদেশের "জারমাত" জেলায় তালাবান মুজাহিদদের লেজারগাণ হামলায় ২ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এভাবে গজনিতেও তালেবান মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো ২ মুরতাদ সৈন্য।

চীনে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাস-কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৪২ জনের প্রাণহানি ঘটেছে।সরকারি হিসেবে দেশটিতে এই ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬৬৫ জনে।

চীনা কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চীনে রবিবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২ হাজার ৯ জন। এছাড়া পুরো দেশে আরও ১৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চীনের স্বাস্থ্য কমিশন বলছে, করোনাভাইরাসে চীনব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬৬৫ জনে। আক্রান্ত ৯ হাজার ৫শ' রোগী চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছে।

জানা গেছে, চীনের বাইরে মারা গেছেন চারজন। আরও অন্তত ২৬টি দেশে এরইমধ্যে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

এদিকে, জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে কোয়ারিনটিনে থাকা ক্রুজ জাহাজ ডায়মন্ড প্রিন্সেসে আটকে পড়া ৪শ মার্কিনিকে ফিরিয়ে নিতে উড়োজাহাজ পাঠানোর কথা জানিয়েছে ওয়াশিংটন।

সূত্র : বিবিসি, আল-জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে তালেবানদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে সাবেক সোভিয়েত বাহিনীর পরাজয় থেকে শিক্ষা নিতে হবে মার্কিনীদেরকে। মার্কিনিরা আফগানিস্তানে জোর করে থেকে যেতে চাইলে তাদেরকে সেই পরিণতি ভোগ করতে হবে যা ভোগ করেছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনয়ন।

আফগানিস্তান থেকে সকল মার্কিন সেনাকে সরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে তালেবান। আফগানিস্তানের তালেবান আবারো দেশটি থেকে সকল মার্কিন সেনাকে সরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানের একটি সমঝোতা চুক্তি সই হতে যাচ্ছে বলে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম খবর দিচ্ছে তখন তালেবান ওয়াশিংটনের প্রতি এ আহ্বান জানাল।

মার্কিন দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমস গত সপ্তাহে তালেবানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান আলোচনার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শর্তসাপেক্ষে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারে সম্মতি দিয়েছেন। শর্তটি হচ্ছে, দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের এক সপ্তাহ আগে থেকে তালেবানকে সহিংসতা বন্ধ রাখতে হবে। এক সপ্তাহ আফগানিস্তানের কোথাও তালেবান সশস্ত্র হামলা না চালালে বোঝা যাবে তারা চুক্তির শর্ত মেনে চলবে।

উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্র গত প্রায় এক বছর যাবত আফগান সরকারকে পাশ কাটিয়ে তালেবানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা চালিয়েছে।

জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উইন্ডোজ, ম্যাক ওএস, লিনাক্স। এর মধ্যে উইন্ডোজে শুধু রিফ্রেশ বাটন থাকলেও বাকিগুলোয় রিফ্রেশ করার কোনো অপশন নেই। আসলেই রিফ্রেশ কতটা দরকারি?

অনেকেই কম্পিউটার চালু করার পর রিফ্রেশ করতে করতে ভুলেই যান আসলে ঠিক কী কারণে কম্পিউটার চালু করেছিলেন অথবা কোনো ফাইল কপি পেস্ট করার পর প্রতি মিনিটে মিনিটে রিফ্রেশ করতে থাকেন। এসব ব্যবহারকারীদের ধারণা—যত বেশি রিফ্রেশ করা হবে তত গতিশীল হবে কম্পিউটার। আসলে রিফ্রেশের কাজ কম্পিউটারের কার্যক্ষমতাকে দ্রুত করা নয়, তাই যতই রিফ্রেশ করা হোক না কেন কপি পেস্ট তাড়াতাড়ি হবে না। তাহলে রিফ্রেশের আসলে কাজটা কী, দেখে নেওয়া যাক।

উইন্ডোজ নিজের ফার্স্ট গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI) আনে ১৯৮৫ সালে উইন্ডোজ ১.০ সংস্করণে। গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসের জন্যই আমরা এখন মাউসে ক্লিক করে কম্পিউটারের কাজগুলো করতে পারি। গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস আসার আগে ব্যবহারকারীরা কমান্ড লাইনের সাহায্যে কম্পিউটারের ফাইল দেখা থেকে শুরু করে সব কাজ করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস আরো উন্নত হয়েছে। মাঝেমধ্যে খেয়াল করে দেখবেন আপনি কোনো ফাইল ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড দিয়েছেন, ডাউনলোডও শেষ কিন্তু সেটা আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে দেখাচ্ছে না। তার কারণ আপনার স্ক্রিনটা আগে থেকেই খোলা ছিল। আপনার গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস এখনো জানে না কোথায় আপনার ডাউনলোড করা ফাইলটি আছে। তখন যদি আপনার কম্পিউটারটা রিফ্রেশ দেন, তাহলে আপনার আগে থেকে ওপেন রাখা স্ক্রিনটা একবার রিফ্রেশ হবে এবং আপনার স্ক্রিনে আপনার ডাউনলোড করা ফাইলটি দেখাবে। কিন্তু আপনি যদি ডাউনলোড ফোল্ডারে নতুন করে ঢোকেন, তাহলে আর রিফ্রেশ করার দরকার নেই। কারণ এখনকার ফিকাল ইউজার ইন্টারফেস অনেক আপডেট, কম্পিউটার এখন কিছু সময় পর পর নিজে থেকেই রিফ্রেশ নেয়।

একই জিনিস ঘটে কোনো ফাইল কপি বা পেস্ট করার সময়। তাই অযথা বারবার রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। এটি আপনার কম্পিউটারকে সুপারফাস্ট করবে না।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লা থানার ইসদাইর এলাকায় বাজারের পাশে জলাধারের উপর অবৈধভাবে গড়ে উঠা বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে প্রায় ৬০টি বসতঘর ও গার্মেন্টসের ঝুটের গুদাম পুড়ে গেছে বলে দাবি করেছেন বস্তিবাসী।

শনিবার দিবাগত রাত পৌনে তিনটায় এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পরে মূহুর্তের মধ্যে আগুন পুরো বস্তিতে ছড়িয়ে পড়লে ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এ সময় বস্তির বাসিন্দারা আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকেন।

বস্তিবাসী ও স্থানীরদের ধারণা, মশার কয়েল অথবা বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

রাজশাহীর বাগমারায় তাহেরপুর পৌর সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে তাহেরপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে সংঘর্ষের ছবি তুলতে গিয়ে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল সময় টিভির চিত্রসাংবাদিক হাবিবুর রহমান পাপ্পুকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, তাহেরপুর পৌর এলাকার সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আট বাবু তার কয়েকজন সহযোগী নিয়ে ডিগ্রি কলেজ মাঠে জড়ো হন। এ সময় তাহেরপুর পৌর মেয়র, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও তার সমর্থকরা বাবুর সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। পরে লাঠিপেটা করে সেখান থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়। এ সময় বাবুর অন্তত ১০ জন কর্মী আহত হন।

বাবুর গ্রুপের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, সম্মেলনের প্রধান অতিথি বাগমারা আসনের সংসদ সদস্য এনামুল হক, রাজশাহী জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাপতি মেরাজ মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ দারার উপস্থিতিতে পুলিশের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ পাহারায় আট বাবু ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে জানতে তাহেরপুর পৌর মেয়র আবুল কালাম ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আট বাবুর মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তারা রিসিভ করেননি।

এদিকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সংবাদকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিকরা। রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ বলেন, আমাদের এক সহকর্মীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।

সূত্রঃ আমাদের সময়

ভারতের হায়দ্রাবাদের একটি মসজিদের ভেতরে হিন্দুদের ইয়োগা অনুশীলন করা হয়েছে। তাদবুন শহরের নবাব সাহেব কুন্তা এলাকায় অবস্থিত মসজিদ-ই-ইশাক নামের মসজিদের অসংক্রামক ও স্থুলতাবিরোধী ইয়োগার অনুশীলন করা হয়।

তিনতলা মসজিদের একটি তলাতে এই ইয়োগা ক্লাস আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া এখবর জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, শরীর চর্চা ইসলামে প্রশংসনীয়। কিন্তু ইয়োগা শুধু ব্যায়ামই নয়, এটি হিন্দুদের একটি আচার যা মুসলিমদের জন্যে গ্রহণ করা উচিত নয়।

গত শুক্রবার তামিনলাড়ুতে সাম্প্রদায়িক সিএএ’ প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে ভারতীয় মালাউন পুলিশ হামলা চালায়। তামিনলাড়ুতে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে আবার শনিবার দিল্লিতে জামিয়া মিল্লিয়ার শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এসময় মিল্লিয়ার শিক্ষার্থীদের উপর আবারও হামলা ও লাঠিচার্জ করে দিল্লি পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে বেরোলে প্রথমে পুলিশ ব্যরিকেড দেয়। পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করে মিছিল সামনে এগিয়ে চললে মিছিলের নেতৃত্বে থাকা আসিফ ইকবাল, মিযান হায়দার, আয়েশাসহ বেশ কয়েকজনকে উঠিয়ে নেয় পুলিশ।

এসময় নেতাদের ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানাতে থাকা বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা। পরে পুলিশ তাদের লাঠিচার্জ করতে শুরু করে। মিছিল থেকে ১০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সূত্র: দেওবন্দ ডেস্টক

কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় নির্মীয়মাণ গুলাম রসুল মসজিদের কাছে এক ঘিঞ্জি গলি। সেই এঁদো গলির এক অন্ধকার ঘরে শয্যাশায়ী ৮৫ বছরের বৃদ্ধ, তাঁর ছয় ছেলেমেয়ে সমেত অপেক্ষা করছেন জুলাই মাসের। কারণ সেই মাসে আসামের এক আটক কেন্দ্র, অর্থাৎ ডিটেনশন সেন্টার থেকে ছাড়া পাওয়ার "ক্ষীণ আশা" রয়েছে অশীতিপর ওই বৃদ্ধের বড় ছেলে আসগর আলির।

আশির দশক থেকে গুয়াহাটিতে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে আসছেন বছর পঞ্চাশের আসগর। আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে, ১৪ জুলাই, ২০১৭, তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করে আসামের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল, এবং আসামের জাতীয় নাগরিকপঞ্জির আওতায় আসগরের স্থান হয় গোয়ালপাড়া আটক কেন্দ্রে।

কলকাতায় তাঁর পরিবারের একমাত্র আশা এখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, যে আসামের আটক কেন্দ্রে তিন বছরের বেশি কাউকে বন্দী করে রাখলে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে। আটক হওয়ার আগে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী সদস্য ছিলেন আসগর। সেই ভূমিকায় ফের তাঁকে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন তাঁর পরিবার। যাতে তাঁর বোনের বিয়েটা, যা গত বছর অর্থাভাবে বাতিল করতে হয়, এবার দেওয়া যায়। বা তাঁর বাবা মুহাম্মদ জরিফকে একজন ভালো ডাক্তার দেখানো যায়।

বিদেশ থেকে আসগরের উকিল আমন ওয়াদুদ হোয়াটসঅ্যাপে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানান, "আসগর আলির এসএলপি (স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন) গত বছর খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ১৪ জুলাই, ২০২০-র পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে, কারণ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে যে তিন বছরের বেশি কাউকে আটকে রাখা হলে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে।"

ওয়াদুদ আরও জানান, "কিছু প্রক্রিয়াগত কারণে তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করে ট্রাইব্যুনাল – এবং নির্বাসন দেওয়ার জন্য আটক করা হয়। কিন্তু কোনও ভারতীয় নাগরিককে যদি বিদেশি

ঘোষণা করা হয়, তবে তাঁকে কোথায় পাঠাবেন? এবং যদি নির্বাসন দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে আদৌ আটক করা কেন? মুক্তির পরেও তো তিনি রাষ্ট্রহীনই থাকছেন।"

আসগরের সবচেয়ে ছোট ভাই আরশাদ বলছেন তাঁদের পরিবার "বহুযুগ" ধরে কলকাতা নিবাসী। "দাদা আসামে যায় কাজের জন্য – ভালো উপার্জন হচ্ছে বলে ওখানেই থেকে যায়। পরে ওখান থেকে ভোটার কার্ডও করিয়ে নেয়," বলছেন আরশাদ, যিনি কলকাতায় একটি ব্যাগ বানানোর কারখানায় কাজ করেন। বিয়ের পর স্ত্রীকেও গুয়াহাটি নিয়ে যান আসগর। তাঁদের ছেলের বয়স বর্তমানে ১২।

ট্রাইব্যুনাল তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করার পর প্রথমে গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আসগর, কিন্তু ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে হাইকোর্ট। এরপর সুপ্রিম কোর্টে যান আসগর। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার একটি বেঞ্চ ১০ মে, ২০১৯ তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়।

আসগরের পরিবারের দাবি, কয়েক বছর আগে নিজের নাম পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নেন আসগরের বাবা মহম্মদ জরিফ, এবং সেখান থেকেই শুরু হয় সমস্যা। ২০০৮ সালে ভোটার আইডি কার্ডে, এবং ২০১৩-১৪ সালে আধার কার্ডে পরিবর্তিত নাম নথিভুক্ত করান জরিফ, যার ফলে আসামে সমস্যায় পড়তে হয় আসগরকে।

আসগরের বোন রাদিয়া বিবি বলছেন, "আগে ভোটার লিস্টে আমার বাবার নাম ছিল শেখ মোড়ল। সবাই ওই নামের জন্য আমাদের খেপাত (মোড়ল কথাটির বাংলা অর্থের ভিত্তিতে)। তখন বাবা নাম পাল্টে করেন মুহম্মদ জরিফ, আধার কার্ডেও সেই নাম আছে। এর ফলেই ট্রাইব্যুনালের সামনে সমস্যায় পড়ে আসগর।"

"বাবা তখন অসুস্থ, তবু তাঁকে নিয়েই আমরা সবাই গেলাম, সব অ্যাফিডেভিট আর কাগজপত্র নিয়ে। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনল না, আমার দাদাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিল।"

সেবছরের জুলাই মাস থেকেই পরিবারের অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। আসগরের আর এক ভাই আশরফ কলকাতায় একটি টুপির কারখানায় কাজ করেন। তিনি জানাচ্ছেন, "আমাদের সবচেয়ে ছোট বোন রাজিয়া খাতুনের বিয়ে ঠিক করি গত বছর। ওর বয়স ৩০। কিন্তু আমাদের যথেষ্ট টাকা ছিল না বলে বিয়ে ভেঙে যায়।"

আশরফ আরও বলছেন, “বাবার বয়স ৮৫, নড়তে-চড়তে পারেন না। দাদা থাকলে একজন ভালো ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে পারত। এখন আমাদের উকিল বলছেন যে জুলাই মাসে ও ছাড়া পেতে পারে। সেই অপেক্ষাতেই রয়েছি আমরা।”

আসগরের দুই ভাইয়ের দৈনিক রোজগার মাথাপিছু ২০০ টাকার কাছাকাছি। এই উপার্জন থেকেই দেখাশোনা করতে হয় চার বোন এবং অসুস্থ বাবার।

Source: IE Bangla

সুদের টাকা না পেয়ে নজির আহাম্মদ নামে এক কৃষকের বসত ঘরে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জাহাঙ্গীর আলম নামে এক প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে। কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বাঙ্গড্ডা ইউপির নুরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গত বৃহস্পতিবার ওই অসহায় পরিবারটি অন্য জায়গায় বসবাস করছে। নজির আহাম্মদ নুরপুর গ্রামের মৃত আলী মিয়ার ছেলে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক নজির আহাম্মদ বলেন, গত ১০ মাস পূর্বে ওই গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে প্রভাবশালী জাহাঙ্গীর আলম থেকে ৫ টাকা সুদে ১ লাখ টাকা ঋণ নেন। শর্ত অনুযায়ী প্রতি মাসে সুদের টাকা দিয়ে আসছেন। এভাবে ওই কৃষক ৮ মাসের ৪০ হাজার টাকা সুদ পরিশোধ করেন। গত দুই মাসের সুদের টাকা দিতে না পেরে ওই প্রভাবশালীর কাছে কিছু দিন সময় চান। কিন্তু ওই প্রভাবশালী কিছুতেই রাজি না হয়ে গত বৃহস্পতিবার নজির আহাম্মদের পরিবারকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা দেন। নজির আহাম্মদ বাড়িতে তালা দেওয়ার কারণে শীতের দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবতার জীবন যাপন করছেন।

উল্লেখ্য, ইসমলামে সুদ দেয়া এবং নেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের ‘গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস’ শীর্ষক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে খেলাপি ঋণের হার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপালে যেখানে এই হার ১ দশমিক ৭ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশের হার হচ্ছে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ। বলা বাহুল্য, খেলাপি ঋণের এ প্রবণতা দেশের অর্থনীতিতে চরম ঝুঁকি তৈরি করেছে।

দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের চিত্র বাস্তবিকই উদ্বেগজনক। প্রশ্ন ওঠে, খেলাপি ঋণের ঊর্ধ্বগতি কি কোনোভাবেই রোধ করা সম্ভব নয়? বস্তুত ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের ক্রমাগত উল্লম্ফন দেশের অর্থনীতির জন্য একটি অশনিসংকেত। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ২ থেকে ৩ শতাংশ খেলাপি ঋণকে সহনীয় বলে ধরা হয়ে থাকে। এর বেশি থাকলেই তা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে শনাক্ত করা হয়। আর খেলাপি ঋণ ৫ শতাংশ হলে তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কাজেই আর কোনো ঋণ যাতে খেলাপি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার পাশাপাশি খেলাপি ঋণের আদায় বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

দেশে ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যা বিরাজ করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উচ্চ খেলাপি ঋণ। মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত খেলাপি ঋণ শুধু ব্যাংকিং খাতে নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেই ঝুঁকি তৈরি করছে। মাত্রাতিরিক্ত খেলাপির প্রভাব পড়ছে ঋণ ব্যবস্থাপনায়, বিশেষত ঋণের সুদহারে। এ কারণে এগোতে পারছেন না ভালো উদ্যোক্তারা।

সূত্র: যুগান্তর

স্কুল-কলেজ বা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিই হলো সেক্যুলারিজম বা ইসলামহীনতা। তাই যেসব অভিভাবক তাদের সন্তানকে দ্বীন শেখাতে চান, তারা স্বাভাবিকভাবেই সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তি করান - হয়তো আলিয়ায় কিংবা কওমীতে। এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোই যদি জর্জরিত থাকে দ্বীনহীনতার থাবায়, তখন আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে সত্যিই দ্বীন শেখা বড্ড কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

পদস্খলনের এ কালো পথে এগিয়ে আছে আলিয়া মাদরাসা। তবে সব আলিয়ার পদস্খলন-মাত্রা সমান নয়। কোনোটায় কম, কোনোটায় বেশি। কোনোটা, আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও খানিকটা টিকে আছে, কোনোটা আবার তলিয়ে গেছে ধ্বংসের অতল গহ্বরে।

আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক এবং সিলেবাস প্রণয়ন করা হয় মূলত সরকারের ইচ্ছানুযায়ী। সরকার যা পছন্দ করে, যেটুকু পছন্দ করে বা যেভাবে পছন্দ করে, কেবল সেটুকুই, সেভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয় পাঠ্যপুস্তক এবং সিলেবাসে। এ তাগুত সরকার যেখানে ইসলামকে মিটিয়ে দেবার জন্যে নানান ষড়যন্ত্রে সদা তৎপর, সেখানে তারাই কিনা ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস প্রণয়ন করবে বা প্রণীত সিলেবাসের অনুমোদন দেবে!

শেয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দিলে যা হবার কথা, এ ক্ষেত্রে তেমনটাই হয়েছে। ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়া হয়েছে আলিয়া মাদরাসার স্বকীয়তা। পাল্টে ফেলা হয়েছে সিলেবাস ; বিয়োগ করা হয়েছে দ্বীনি ইলমের অনেক কিছুই ; যোগ করা হয়েছে তাগুতের মর্জিমাফিক দ্বীনহীন পাঠ। অধিকাংশ মাদরাসায়ই মূল কিতাব পড়ানো হয় না। সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে প্রদানকৃত বইকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় শিখন কার্যক্রম। তাছাড়া সরকার প্রণীত এসব বইয়ে মূল কিতাবের অনেক কিছুই বাদ দেয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীরা ইলমের গভীরে প্রবেশ করা থেকে হয় বঞ্চিত।

আকাইদ এবং ফিকহের বইয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু আকিদা, মাসয়ালা বা ফতোয়া নিয়ে নেই বিস্তারিত আলোচনা, বরং ইসলামের কিছু বিষয়কে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়। আল ওয়ালা ওয়াল বারাআ, আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে রাষ্ট্র চালানোর হুকুম, হুদুদ-কিসাস, শাতিমে রাসূলের বিধান, মুরতাদের বিধান, ই'দাদের প্রয়োজনীয়তা, জিহাদের বর্তমান হুকুম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে।
এছাড়াও বাংলা সাহিত্য, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান - এ জাতীয় বইগুলো ইসলাম বহির্ভূত অগণিত পাঠ দিয়ে ভরপুর। কোথাও দেখবেন শিরকের ছিটেফোঁটা, কোথাও দেখবেন ইসলামী আক্বিদা বহির্ভূত কথা, কোথাও আবার লজ্জাশীলতার শেকড়কে উপড়ে ফেলার চক্রান্ত, আবার কোথাও দেখবেন হিন্দুয়ানী, বিজাতীয় প্রথাকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা।

তাছাড়া এ বইগুলো পড়ানোর জন্যে সরকার কর্তৃক নিয়োগ পাচ্ছে সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিতরা। এ জাতীয় শিক্ষকদের নিজ চরিত্রেই নেই ইসলামি আলো, তারা আবার কীভাবে ছাত্রদেরকে আলোকিত করবে? তাদের থেকে ছাত্ররাই বা কী পাবে? কী পাচ্ছে? মাদরাসায় শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত একাংশ রয়ে যাচ্ছে বেদ্বীন। মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্যে সুকৌশলে ঢোকানো হচ্ছে এসব শিক্ষকদের।

আলিয়া মাদরাসা ধ্বংসের আরো একটা উপকরণ 'সহশিক্ষা'। ছাত্রছাত্রী একই প্রতিষ্ঠানে, কোথাও আবার একই কক্ষে। একই কক্ষে অবস্থানের ক্ষেত্রে নামকাওয়াস্তে কিছুটা পর্দার ব্যবস্থা থাকলেও, অনেক মাদরাসায় তাও নেই। আলহামদুলিল্লাহ, এখনো কিছু মাদরাসা ছাত্রীদের পর্দার ব্যাপারে কঠোর। তবে অধিকাংশ মাদরাসাতেই পর্দার শিথিলতা, বরং পর্দাহীনতা তিক্তভাবে সত্য। এর ফলে কী হচ্ছে? ছাত্রছাত্রীরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের নৈতিক চরিত্র। ছাত্রছাত্রীর মাঝে অবৈধ প্রেম এখানে খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে আজকাল। প্রেমের পরবর্তী ধাপেও অবৈধভাবে পা বাড়াচ্ছে অনেকে। শুধু ছাত্রই না,

এ ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষকও নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। ছাত্রীর সাথে প্রেম বা ছাত্রীকে ধর্ষণ আজকাল অহরহই ঘটছে ঐসকল মাদরাসাগুলোতে।

আরো একটা খতরনাক বিষয় হলো ৩০% মহিলা শিক্ষক রাখার বাধ্যবাধকতা। প্রত্যেকটি মাদরাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয় সরকার। এতে করে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আলেম শিক্ষকদের মিশতে হয় এসব শিক্ষিকাদের সাথে। এর ফলাফল কী হয়, বা কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

আজ আমরা আলিয়া মাদরাসার পদস্খলন নিয়ে আলোচনা করলাম। পদস্খলনের চলমান এ ধারায় কওমী মাদরাসাও ইতোমধ্যে যোগ হয়েছে, সরকারী স্বীকৃতির নামে কওমী মাদ্রাসাগুলোতেও সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপের কথা শোনা যাচ্ছে। আল্লাহ না করুক, এ ধারা অব্যাহত থাকলে আলিয়ার মত কওমীও চলে যাবে ধ্বংসের নিম্নস্তরে। আল্লাহ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেক্যুলারদের কবল থেকে হেফাজত করুন।

লেখক: আব্দুল্লাহ আবু উসামা, ইসলামী চিন্তাবিদ।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

আল-ফাতাহ অপারেশণের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান জুড়ে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সফল অভিযান পরিচালনা করছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

এরি ধারাবাহিকতায় বলখ প্রদেশের "জারা" অঞ্চলে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদিন। যাতে ১৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

অন্যদিকে নানগাহার, হেলমান্দ, রোজগান ও ফারাহ প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক আরো ৫টি হামলায় নিহত হয় আরো ১৭ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ২ মুরতাদ সৈন্য।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "হিডেন" জেলায় "মোহাম্মদ আব্দালী" নামক এক উচ্চপদস্থ মুরতাদের উপর সফল হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করেন।
জানা যায় যে, মুজাহিদদের হাতে নিহত হওয়া এই মুরতাদ সদস্য সোমালিয় "লজিস্টিক" বিভাগের প্রধান এবং সরকারী মিলিশিয়াদের ষষ্ঠ ব্যুরো ব্রিগেডের একজন কর্নেল।

একই জেলায় মুরতাদ বাহিনীর উপর আরো একটি সফল অভিযান চালান মুজাহিদিন, তবে উক্ত হামলায় হতাহতের সংখ্যা এখনো অজানা।

এদিকে কেন্দ্রীয় শাবেলী প্রদেশের "আউদাকলী" জেলায় উগান্ডার কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালান মুজাহিদিন, যার ফলে অনেক কুফ্ফার সেনা হতাহতের শিকার হয়।

ছবি কথা বলে। বাক্যটি হরহামেশায় ব্যবহার করা হয়। কভারের ছবিটিও কথা বলছে। চরম সঙ্কটেও দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার কথা। ছবিটি ইয়েমেনের রাজধানী সানা থেকে তোলা।

বৈশ্বিক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে যে কয়েকটা দেশ ইয়েমন তার অন্যতম। ইরান সমর্থিত সন্ত্রাসী হুথি বিদ্রোহী এবং সৌদি সন্ত্রাসী সেনাদের প্রভাব বিস্তারের যুদ্ধে বিপর্যস্ত ইয়েমেনের সাধারণ নাগরিকদের জীবন।

ইয়েমেনের রাজধানী সানাকে অনেক আগেই ক্ষুধার নগরী ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ইয়েমেনের শিশুরাই সবচেয়ে বেশি অপুষ্টিতে ভুগছে। গত কয়েক বছরে অপুষ্টিতে ইয়েমেনে মারা গেছে ৮৫ হাজারেরও বেশি শিশু।

হামলার ফাকে ফাকে ইয়েমেনে যে পরিমাণ নামেমাত্র ত্রাণ পৌঁছে তা দেশটির অধিবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই অনেক ইয়েমেনি পাড়ি দিয়েছেন ইউরোপের দেশে। সেখানে বাস্তহারা জীবন তাদের।

যুদ্ধ ইয়েমেনের ধর্মীয় জীবনেও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ক্ষুধা, দারিদ্র সম্ভ্রান্ত ইয়েমনবাসীদেরও দ্বীনের ব্যাপারে করে তুলেছে উদাসীন। যেন'দারিদ্র কখনো কুফুরি ডেকে আনে' হাদিসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ইয়েমেন।

এরও মাঝে কিছু পরিবার আছে-শত কষ্টেও তারা দ্বীন বিচ্যুত হয়নি। ঐতিহ্যগতভাবে তাদের মধ্যে যে ধর্মচর্চা যুদ্ধের মতো চরম সঙ্কটও তা টলাতে পারেনি। কভারের ছবিটি তেমনি কোনো পরিবারের হবে।

এএফপির তোলা ছবিটি নিয়ে প্রতিবেদন করেছে সৌদি আরব ভিত্তিক আরবি সংবাদমাধ্যম আল আরাবিয়া। ত্রাণের ভাগ নিতে লোকালয়ে এসেছেন ছবির পর্দানশীন নারীরা। দীর্ঘদিনের চরম বিপর্যয়েও যে তাদের দ্বীনের চর্চায় এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি এটা নিয়ে বেশ প্রশংসা করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

নিজেদের ডেরা ছেড়ে ত্রাণ নিতে লোকালয়ে আসতে তাদের যথেষ্ট বেগ পোহাতে হয়েছে। কিন্তু করারই বা কী আছে!

চরম দুর্দশাগ্রস্ত তাদের জীবন। কারো স্বামী মারা গেছে আমেরিকান সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায়। কারো ভাই মারা গেছে হুথি বিদ্রোহীদের আক্রমণে। কারো সন্তান হয়েছে সৌদি সেনাদের ছুড়া মিসাইলের বলি।

আদতে তারা তো বেশ শান্তিতেই ছিলেন। যুদ্ধ তাদের জীবনকে গতিহীন এবং স্থবির করে দিয়েছে।

সূত্র: ইসলামটাইমস২৪

ভারতে আহমেদাবাদের বস্তি লুকাতে ৬/৭ ফুট উঁচু অর্ধকিলোমিটারের দেয়ালও নির্মাণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখের আড়াল করতে বস্তিগুলোতে দেয়ার তুলে দিচ্ছে ভারতীয় সরকার। ট্রাম্প চলতি মাসে ভারত সফরে আহমেদাবাদে যাবে।

তখন সেখানকার বস্তিগুলো যাতে তার চোখে না পড়ে, তাই নতুন দেয়াল নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।

দেয়াল নির্মাণকারী ঠিকাদার বলছেন, আহমেদাবাদের বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে করে যাওয়ার সময় বস্তিগুলো ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখে পড়ুক, তা চাচ্ছে না সরকার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ঠিকাদার বলেন, যত দ্রুত সম্ভব আমাকে একটি দেয়াল তোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি শেষ করতে দেড়শ মিস্ত্রী দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন।

সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিচ্ছন্নতার অংশ হিসেবে এসব দেয়াল নির্মাণ করে সরকার বস্তি আড়াল করতে চাচ্ছে। তবে যুক্তি যা-ই হোক না কেন, চারশ মিটার দীর্ঘ ও সাত ফুট উঁচু দেয়াল মার্কিন প্রেসিডেন্টের চোখ থেকে বস্তিকে আড়াল করতে সক্ষম হবে।

আহমেদাবাদ জেলার ওই বস্তিতে আটশটি পরিবার বসবাস করছে। প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও অন্যতম একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ করা।

ভারত-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্ক দৃঢ় করতে আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি সে ভারত সফরে আসবে। আহমেদাবাদ স্টেডিয়ামে 'হাউ আর ইউ, ট্রাম্প' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার কথা রয়েছে ট্রাম্পের।

গত তিন দশক ধরে পরিবার-পরিজন নিয়ে ওই বস্তিতে বসবাস করা দিনমজুর পার্বতী বলেন, অভাব আর বস্তি আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। কিন্তু মোদি সরকার সেই দারিদ্র্যতা আড়াল করতে চাচ্ছে।

অন্যদিকে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে ৩ ঘণ্টার সফরে ভারতের খরচ ১০০ কোটি রুপি ধরা হয়েছে। মাত্র তিন ঘণ্টার জন্যে আহমেদাবাদ যাওয়ার কথা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে আহমেদাবাদকে সাজাতে আনুমানিক খরচ হচ্ছে প্রায় ১০০ কোটি রুপি।

সূত্র: এই সময়

কাশ্মির নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা অচলাবস্থার মধ্যে নতুন করে বোমা ফাঁটালেন ভারতের হিন্দুত্ববাদী গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাবেক প্রধান অমরজিত সিং দুলাত।

সূত্রমতে জানা যায়, সম্প্রতি দেশটির গণমাধ্যম ন্যাশনাল হেরাল্ডকে দেয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি কাশ্মির ও অঞ্চলটি নিয়ে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য দেন।

অমরজিত সিং দুলাত বলেন, কাশ্মিরে যে কী হচ্ছে তা কেউই জানে না। এমনকি অঞ্চলটি নিয়ে নয়াদিল্লি কী ভাবছে তাও মানুষ জানে না। কাশ্মিরিরা নিজেদের ভবিষ্যত ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। যদিও ভারতীয় সরকার দাবি করছে, সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

তিনি বলেন, এত কিছুর পরও কাশ্মিরিরা রাস্তায় না নামার অন্যতম কারণ হচ্ছে ভারতের মানুষের ওপর তাদের বিশ্বাস উঠে গেছে। তারা অনুভব করছেন, ভারতীয়রা কাশ্মিরকে হতাশ করেছে। তাছাড়া অঞ্চলটিতে প্রতি ৩০ জন বেসামরিক ব্যক্তির বিপরীতে একজন সেনা সদস্য নিয়োজিত আছে।

বিষয়টিকে কাশ্মিরের জনগণ বনাম ভারতের জনগণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, কাশ্মীর ভাগ হওয়ার পর থেকে শুধু দিল্লির সঙ্গেই অঞ্চলটির সমস্যা লেগে ছিল। এখন কাশ্মিরিরা মনে করছেন, ভারতীয়রা তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করছে। বিষয়টা এমন হওয়ার কথা ছিল না। এর দায় কার?

বিশ্বের অন্যতম হিন্দুত্ববাদী গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক এই কর্মকর্তা বলেন, অঞ্চলটির বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেয়ার পর সেখানকার মানুষদের যে দীর্ঘসময় বন্দি করে রাখা হবে তা আগে থেকেই অনুমান ছিল। এই সময়টা হয়তো আরো ৩ বছর দীর্ঘায়িত হতে পারে কিংবা কয়েক মাসও হতে পারে। পুরোটাই নির্ভর করছে আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর।

শঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এভাবে কতদিন সরকারী বাহিনী দিয়ে সেখানে অবরোধ করে রাখতে পারবে তা বলা মুশকিল। কারণ এ আইন প্রয়োগ করা ছাড়া লোকজনকে আটকে রাখার আর কোনো উপায় সরকারের ছিল না। যখন আইনি কোনো উপায় আর থাকে না, তখনই এ আইনের আশ্রয় নেয় সরকার। শুধু পার্থক্য হচ্ছে আগে এ আইন স্বাধীনতাকামীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো, আর এখন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে।

শাম তথা সিরিয়ায় চলছে কুফর ও ইসলাম, হক ও বাতিলের মধ্যকার তীব্র এক লড়াই, বর্তমানে যাকে আল-মালহামাতুল কুবরার সূচনা লজ্ঘনও বলা হয়ে থাকে। এই তীব্র লড়াইয়ের এক প্রান্তে অবস্থান করছে দখলদার ও কুফ্ফার "রাশিয়া-ইরান, মুরতাদ আসাদ সরকার ও ৩৪টিরও অধিক নুসাইরী শিয়া জোট। সবমিলিয়ে যাদের সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৪-9 লাখ।

এই যুদ্ধের অপর প্রান্তে সিরিয়ার সামান্য কিছু এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রেখে দাড়িয়ে আছেন মাত্র কয়েক হাজার আল্লাহ ভীরু জানবায মুজাহিদিন। যাদের মাঝে আছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন), তাহরিরুশ শাম (HTS), আনসারুত তাওহীদসহ আরো কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপ।

আলহামদুলিল্লাহ্, এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও গত ৭ ফেব্রুআরি হতে ১৩ ফেব্রুআরি পর্যন্ত মুজাহিদগণ ৪টি ইস্তেশহাদী (শহিদ) ও তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ৪০৯ এরও অধিক সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হন। আহত করেন আরো ৩৯৮ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্যকে।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ১টি হেলিকপ্টার, ২টি ড্রেন, ২১টি ট্যাংক, ১৯টি BMP, ২৯টি গাড়ি, ৬টি মিসাইল লাঞ্চার, ৪টি শিলকা ও ১৪টি 14.5 & 23mm মেশিনগান যুক্ত গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্রুসেডার ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রীতির তথাকথিত মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা বা ‘ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি’-র ব্যাপারে সৌদি আরবের দু’জন পদস্থ কর্মকর্তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কোনও কোনও আরব দেশ ট্রাম্পের ষড়যন্ত্রমূলক ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমেরিকা ও ইসরায়েলকে সহযোগিতা করছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সৌদি আরবের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আদেল আব্দুল জুবায়ের দাবি করেছেন, ট্রাম্পের ঘোষিত 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' পরিকল্পনায় বেশ কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে।

অন্যদিকে ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চলছে জানিয়ে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান দাবি করেছেন, ইরান এ অঞ্চলের সবার শত্রু।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সৌদি দুই কর্মকর্তার এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কোনও কোনও আরব দেশ বিশেষ করে সৌদি আরব এ অঞ্চলের মুসলমানদের এক নম্বর শত্রু দখলদার ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমেরিকা আরব দেশগুলোর সহযোগিতায় ফিলিস্তিন বিরোধী 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে ষড়যন্ত্রগুলো সহজে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' শুধু ফিলিস্তিন ইস্যুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার ব্যাপারেও টার্গেট করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যেকোনো উদাসীনতা এ অঞ্চলের মুসলমান দেশগুলোর জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

সূত্রঃ ইনসাফ২৪

'কনফারেন্স অফ প্রেসিডেন্টস' নামে আমেরিকার একটি প্রভাবশালী ইহুদি সংস্থার সদস্যরা গত সপ্তাহে সউদী আরব সফর করে। আমেরিকার একটি ইহুদি গ্রুপের ছদ্মাবরণে ইসরায়েলের ওই উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলটি সউদীআরব সফর করল। খবর জেরুজালেম পোস্টের।

ইহুদিবাদী ইসরাইল এবং সউদী আরবের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে সম্পর্ক উষ্ণতর করার যে চেষ্টা চলছে তারই অংশ হিসেবে এ সফর বলে মনে করা হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে মধ্যপ্রাচ্য কথিত শান্তি প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে এই প্রথম এ ধরনের প্রতিনিধিদল সউদী আরব সফরে গেল।

ইহুদি প্রতিনিধিদলটি গত সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সউদী আরব সফর করে। এ সময় ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের মহাসচিব শেখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম বিন আবদুল আজিজ আলে ঈসাসহ সউদী আরবের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়।

সউদী যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানের সঙ্গে করিম বিন আলে ঈসার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এসব বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী লড়াই এবং মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

নয়াদিল্লী: গত ডিসেম্বর মাসে নাগরিকত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভের সময় উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক আন্দোলন হয়। সেই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে মুসলিম বিরোধী সন্ত্রাসী ভারত সরকার।

মুজফফরনগর জেলায় ৫৩জন বিক্ষোভকারীকে ভাঙচুরের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোট ২৩ লক্ষ রুপি জরিমানা দিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন শহরে বহু দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে, যার প্রায় সবই মুসলিমদের।

রাজ্যে প্রশাসনিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একদল ছাত্রছাত্রী দিল্লি অভিমুখে মিছিল করে আসছিলেন, গাজীপুরে তাদের মধ্যে থেকে জনাদশেককে কোনও পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দিয়েছে।

মুজফফরনগরের প্রশাসন বলছে, গত ২০শে ডিসেম্বর সেখানে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে যে সহিংস বিক্ষোভ হয়েছিল, সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ও ভিস্যুয়ালস দেখেই তারা প্রতিবাদকারীদের চিহ্নিত করেছেন - এবং তার ভিত্তিতেই মোট ৫৩জনকে নোটিশ পাঠিয়ে প্রায় সাড়ে ২৩ লক্ষ রুপি ক্ষতিপূরণ জমা করতে বলা হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অমিত সিং জানাচ্ছেন, সিভিল লাইন্স থানার আওতায় ৫৩জনকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে, আর কোতোয়ালি থানার আওতায় অভিযুক্ত আরও ১৭জনের মামলা যাচাই বাছাই করে দেখা হচ্ছে।

আমরা এদের স্বত:প্রণোদিতভাবে টাকা জমা করতে বলেছি, কিন্তু তারা না-মানলে তহসিল অফিস থেকে আইনি নোটিশ পাঠানো হবে।

লখনৌ, কানপুর, মীরাট, সম্ভল, রামপুর, বিজনৌর ও বুলন্দশহর জেলাতেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে - এবং গোটা রাজ্যে ইতিমধ্যেই এরকম প্রায় শ'তিনেক প্রতিবাদকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তা ছাড়া বহু জায়গায় সন্দেহভাজন বিক্ষোভকারীদের দোকানপাটেও তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুজফফরনগরের মীনাক্ষি চকে এরকমই সার সার সিল করা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, যে সব দোকান সিলগালা করা হয়েছে তার সবগুলোই কিন্তু মুসলিমদের।

পুলিশ ও প্রশাসন যখন এভাবে শাস্তি দিতে ও ক্ষতিপূরণ আদায়ে ব্যস্ত, শহরের মুসলিম মহল্লার মহিলারা কিন্তু বিবিসিকে জানিয়েছেন সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরাই সে দিন তাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছে ও হুমকি দিয়েছে।

মদিনা চকের কাছে এক গৃহবধূ বলেন, ওরা বাড়ির ভেতর ঢুকে ভাঙচুরই শুধু করেনি, সাড়ে তিন লাখ টাকার অলঙ্কারও লুঠ করে নিয়ে গেছে। দোতলায় উঠে আসবাব, ওয়াশিং মেশিন সব ভেঙেছে।

আমরা বাধা দিতে গেলে ধমক দিয়েছে, চুপ করো জিনিস তো সব ভেঙেইছি, এবার এখান থেকেও তুলে দেব!

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এই সব নির্যাতন ও অত্যাচারের কথাই মানুষকে বলতে বলতে দিল্লি অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেছিল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটি দল, কিন্তু মাঝপথে গাজীপুরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তাদের জনাদশেককে ধরে জেলে পুরেছে।

ওই পদযাত্রার আয়োজকদের একজন, ধৃতি দাস বলেন, গান্ধীর সত্যাগ্রহের পীঠস্থান চৌরিচৌরা থেকে শুরু করে তারা তার সমাধিস্থল রাজঘাট অবধি আসার পরিকল্পনা করেছিলেন - উত্তর প্রদেশের বুক চিরে।

চৌরিচৌরা থেকে আড়াইশো কিলোমিটার পথ হেঁটে গোরখপুর, কুশীনগর, আজমগড় হয়ে তারা যখন গাজীপুরে পৌঁছান, তখনই ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে কোনও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ তাদের আটক করে জেলে ভরে দেয়।

পরে যখন আইনজীবীরা তাদের জামিনের জন্য চেষ্টা করতে যান, তখন পঁচিশ লক্ষ রুপির বন্ড দিতে বলা হয় এবং অন্তত দুজন গেজেটেড অফিসারকে জামিনদার হিসেবে আনতে বলা হয়।

থৃতি দাস বলেন, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ ধরনের কঠিন ও অসম্ভব শর্ত আরোপ করে উত্তরপ্রদেশ সরকার আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের রাস্তাটাই বন্ধ করে দিতে চাইছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ওই ছাত্রছাত্রী ও অ্যাক্টিভিস্টরা জেলের ভেতরেই এদিন থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই ধরনের কঠোর দমন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনও, তবে গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন তিনি এ সব গায়ে মাখছেন না।

মুখ্যমন্ত্রী এর আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তার সরকার বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বদলা নিয়েই ছাড়বে - এখন দেখা যাচ্ছে তার পুলিশ ও প্রশাসন সেই প্রতিশোধ কর্মসূচিরই বাস্তবায়ন শুরু করেছে পুরোদমে।

সূত্রঃ বিডিআরটিএনএন

আদমদীঘি থানায় দায়ের করা চাঁদাবাজি ও মারপিট মামলায় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা মারুফ হাসান রবিনকে গ্রেপ্তার করেছে আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ। তিনি আদমদীঘি উপজেলা আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক আনছার আলীর ছেলে। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে গতকাল আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। সান্তাহার পৌর শহরের ইয়ার্ড কলোনির নুরুর কাছে রবিন ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে রবিন নুরু ও তার পরিবারকে হত্যার হুমকি দেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে নুরুর ছেলে মেরাজ হোসেনকে সান্তাহার হার্ভে স্কুলের পাশের রাস্তায় রবিন ও তার দলবল মারপিট করে। এ ঘটনায় নুরু বাদী হয়ে মারুফ হাসান রবিনসহ ৭ জনকে আসামি করে আদমদীঘি থানায় মামলা দায়ের করেন।

সূত্রঃ আমাদের সময়

মুসলিম বিদ্বেষী চীন সরকার করোনা বিষয়ে হুবেইসহ অন্যান্য প্রদেশকে গুরুত্ব দিলেও উদাসীনতা দেখাচ্ছে জিনজিয়াং প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উইঘুরদের বিষয়ে। সেখানে বন্দি থাকা ১০ লক্ষাধিক মানুষ করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বেইজিং তাদের ব্যাপারে কোনো নজর দিচ্ছে না। মুসলিম বলেই কি তাদের উপেক্ষা করছে চীন- প্রশ্ন তুলেছে আলজাজিরা।

করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৮৩ জনে, আক্রান্ত হয়েছে ৫২ হাজার। কিন্তু এ পর্যন্ত চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আনুষ্ঠানিকভাবে যে সংখ্যা প্রকাশ করেছে, তাতে দেখানো হয়েছে, জিনজিয়াংয়ে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার তেমন কোনো ঝুঁকি নেই। চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশে তুর্কিভাষী মুসলিম উইঘুর সম্প্রদায়ের বসবাস।

চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের প্রকাশিত তথ্য বলছে, হুবেই প্রদেশের উহান শহরে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করার পর জিনজিয়াং প্রদেশে ৫৫ জনের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানে মারা যাওয়ার কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। সেখানে প্রথম করোনায় আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে ইতোমধ্যে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন।

উইঘুর প্রতিনিধিরা বলছেন, তারা বিতর্কিত এ বন্দিশালায় দ্রুত করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন। আর প্রদেশটিতে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, করোনা ভাইরাস হাঁচি, কাশি এমনকি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে এ রোগ।

সূত্রঃ আমাদের সময়

মরার উপর যেন খাঁড়ার ঘা! এবারও মুখ তুলে চাইল না পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার। ফের বাড়ল পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার। ডিসেম্বরে ছিল ২.৫৯ শতাংশ, যা ০.৫১ শতাংশ বেড়ে জানুয়ারিতে দাঁড়িয়েছে ৩.১ শতাংশে। গত ৮ মাসে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হয়ে দাঁড়ালো।

২০১৯-র এপ্রিলে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি পৌঁছায় ৩.১ শতাংশ। তবে, সে বছর জানুয়ারিতে সেই হার ছিল ২.৭৬ শতাংশ। দাম বেড়েছে সোয়াবিন, রাবার প্রভৃতির।

খুচরো মূলবৃদ্ধিও জানুয়ারিতে ৭.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০১৪ সালের মে মাসের পর এটাই রেকর্ড বৃদ্ধি। সে সময় ছিল ৮.৩৩ শতাংশ। খুচরো মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে না আনতে পেরে রেপো রেট অপরিবর্তীত রাখতে বাধ্য হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। মুদ্রাস্ফীতি ৬ শতাংশে বেঁধে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ছিল আরবিআই। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রকের এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে মোদী সরকার। মন্দা অর্থনীতি, রেকর্ড বেকারত্ব, তার উপর একের পর এক রাজ্য হাত ছাড়া, সব নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকফুটে রয়েছে শাসক দল।

সূত্র: জি নিউজ

বিগত ১১ বছর ধরে দেশে বিদেশে কথিত উন্নয়নের ভুয়া প্রচার চালিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা। শেখ হাসিনার দাবি-দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে তিনি এমনভাবে মজবুত করেছেন যে, আর কখনো ভেঙ্গে পড়বে না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি গর্ব করে বলেন, বিদেশিরা দেখলেই নাকি তাকে বলে-আপনার উন্নয়নের ম্যাজিকটা কি? সেই ম্যাজিকটা কিন্তু শেখ হাসিনা কখনো বিদেশিদেরকে বলেন না।

তবে, শেখ হাসিনার কথিত উন্নয়নের ম্যাজিক এবার ফাঁস করে দিলেন তার সরকারেরই অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। সত্যিকার অর্থেই যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না সেই কথাটা এবার নিজের মুখেই প্রকাশ করলেন অর্থমন্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের (বিডিবিএল) 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের বার্ষিক কার্যক্রম প্রণয়ন সম্মেলন ২০২০' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশের অর্থনীতি এখন খারাপ অবস্থায় রয়েছে। আমদানি-রফতানি সঠিকভাবে হচ্ছে না।

একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন সেটা সেই দেশের অর্থমন্ত্রীই সবেচেয়ে ভাল জানেন। দেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ অবস্থা যে ভাল না সেটা অর্থমন্ত্রীই ভাল জানেন। মূলত দেশের অর্থনীতির সত্য বিষয়টাই তিনি প্রকাশ করেছেন। অর্থমন্ত্রীর এই কথা থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দলের নেতারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন তা সম্পূর্ণ বায়ুবীয় ও ভিত্তিহীন।

তারপর, দেশের সরকারি ও বাণিজ্যিক খাতের ব্যাংকগুলোর খারাপ অবস্থা নিয়ে বিশিষ্টজনেরাসহ অর্থনীতিবিদরা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন। কিন্তু সরকার

এসবকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না। বিগত ১১ বছরে টাকা নিতে নিতে দেশের ব্যাংকগুলোকে সরকার ফুতুর করে ফেলেছে। কিন্তু এসব নিয়ে যারা কথা বলে সরকারের এমপি-মন্ত্রীরা উল্টো তাদেরকেই গালিগালাজ করে। এবার শেখ অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, দেশের ব্যাকগুলো ভাল চলছে না।

দেখা গেছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের পুরো সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকার ঋণ নেয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছিল সরকার। কিন্তু ৬ মাসেই তার চেয়ে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা বেশি নিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১১ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৫ শতাংশ কম। এদিকে কমে গেছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য, এ বছর বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭ হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা। অথচ অর্থবছরের ছয় মাসের মধ্যেই সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সরকার। সর্বশেষ গত ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত এ অর্থবছরে সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে ৫১ হাজার ৭৪১ কোটি টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার থেকে ইতিমধ্যে ৪ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা বেশি ঋণ নিয়ে ফেলেছে সরকার।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংক, উভয় উৎস থেকে ঋণ নিচ্ছে সরকার। অন্যদিকে, রাজস্ব আদায়ে গতি না থাকায় উন্নয়ন ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে সরকারকে। ফলে, ছয় মাসেই ব্যাংক ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে সরকার। রাজস্ব আদায় কম হওয়া এবং ব্যাংক থেকে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার বেশি ঋণ নেয়াকে অর্থনীতির জন্য অস্বস্তি হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা।

সত্য কি কখনো গোপন থাকে? সত্যকে পাথর চাপা দিয়ে মিথ্যার প্রচার যতই করুক না কেন সত্য একদিন বেরিয়ে আসবেই বলে মন্তব্য করছেন সচেতন মহল। তারা বলছেন, শেখ হাসিনা কথিত উন্নয়নের নামে জনগণের আইওয়াশ করছে। বাহিরে লোক দেখানো উন্নয়ন করে বিভিন্ন দেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে দেশকে বিক্রির ষড়যন্ত্র করছে শেখ হাসিনা।'

সূত্র: অ্যানালাইসিস বিডি

আল-ফাতাহ অপারেশণের ধারাবাহিকতায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর প্রতিনিয়ত সফল অভিযান পরিচালনা করে আসছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

আজ ১৫ ফেব্রুআরি বেলা ১২ টা পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদদের প্রকাশিত হামলার কয়েকটি রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, এখন পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত ৮টি হামলায় কমপক্ষে ৫২ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এর মধ্যে বলখ প্রদেশে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে ১৬ মুরতাদ সৈন্যকে হত্যা ও ২ সৈন্যকে গুরুতর আহত করেন তালেবান মুজাহিদিন।

একই প্রদেশের "শুরতাপ" অঞ্চলে একটি সফল অভিযান চালান তালেবান যোদ্ধারা। এতে ১১ মুরতাদ সেন্য নিহত হয়, পাশাপাশি মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাংকও ধ্বংস করেন মুজাহিদিন।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় বলখে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় নিহত হয় আরো ৬ মুরতাদ সৈন্য।

প্রদেশটির "নাজেরশাহী" নামক অন্য একটি এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় নিহত ৩ মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো ১ মুরতাদ সৈন্য।

অন্যদিকে গজনী, লাগমান ও তাখার প্রদেশে মুজাহিদদের পৃথক আরো ৩টি সফল হামলায় নিহত হয় ১৪ মুরতাদ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ২ সৈন্য।

এসকল অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় একজন মুজাহিদ শহিদ (ইনশাআল্লাহ) এবং আরো ২ জন মুজাহিদ আহত হন।

শেখ হাসিনার কথিত উন্নত বাংলাদেশে এখন দুর্নীতি-লুটপাট ও অর্থআত্মসাতের মহোৎসব চলছে। শুধু সরকারি অর্থনৈতিক খাতে নয়, বেসরকারি খাতের বড় বড় কোম্পানিগুলো থেকেও উধাও হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। মূলধন হারিয়ে কোম্পানিগুলো এখন পথে বসেছে। বাণিজ্যিক খাতের বড় বড় কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকার নিজেদের পছন্দের যেসব লোককে বসিয়েছিল মূলত তারাই বিভিন্ন কৌশলে এসব টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আর এসব কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ প্রশাসনের লোকজন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব দুর্নীতিবাজদেরকে দেশত্যাগে সহযোগিতা করছে কথিত দুর্নীতি দমন কমিশনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। এমনকি বড় বড় দুর্নীতিবাজদের দেশত্যাগে দুদক চেয়ারম্যান ও পরিচালকরা সরাসরি জড়িত। স্বাস্থ্য খাতের টাকার কুমির হিসেবে পরিচিত সেই আবজাল দম্পতি দুদকের সহযোগিতায়ই দেশত্যাগের সুযোগ পেয়েছিল। এমনকি তাদের একাধিক ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করার পরও তারা এসব একাউন্ট থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা উত্তোলন করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় থাকা সত্ত্বেও দুদক তাদেরকে গ্রেফতার করেনি। পরে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সম্প্রতি বেসরকারি খাতের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ৩৫০০ কোটি টাকা নিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছেন এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমপি প্রশান্ত কুমার হালদার। তার মূল পেশা ছিল আর্থিক খাতের বড় বড় কোম্পানি দখল ও অর্থ আত্মসাত করা। তিনি নানা কৌশলে বড় বড় চারটি কোম্পানি দখলে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি (বি আইএফসি)।

সূত্র বলছে, তার এসব কোম্পানি দখল ও অর্থ আত্মসাতে সহযোগিতা করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এই দুই নিয়ন্ত্রক সংস্থার চোখের সামনেই সবকিছু ঘটেছে। আর ৩৫০০ কোটি টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে পালাতে তাকে সহযোগিতা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তারা। এর বিনিময়ে তারা মোটা অংকের টাকা পেয়েছে।

প্রশান্ত কুমার হালদার দীর্ঘদিন ধরেই নামে-বেনামে কোম্পানি খুলে বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান দখলের কাজ করছে। হাতিয়ে নিয়েছিল হাজার হাজার কোটি টাকা।

৩৫০০ কোটি টাকা নিয়ে প্রশান্ত কুমারের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরই এনিয়ে সারাদেশে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন তুলেছেন, প্রশান্ত কুমার বিগত ১৫ বছর ধরে প্রতারণার মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দখলে নিচ্ছে। নামে-বেনামে ভুয়া কোম্পানি খুলে শেয়ারবাজার থেকে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ওই সময় দুদক কোথায় ছিল? তারপর তার বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও ওই ব্যক্তি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় কি করে? তার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ থাকার পরও দুদক তাকে গ্রেফতার করেনি কেন? দুদক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ছাড়া তার পক্ষে দেশত্যাগ করা সম্ভব না। দুদকের সঙ্গে সমঝোতা করেই প্রশান্ত কুমার দেশ ছেড়েছে।

সূত্র: অ্যানালাইসিস বিডি

ভারতের টানা জিডিপির পতন অব্যাহত রয়েছে। এবার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র ৪.৫ শতাংশ। শুক্রবার এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এর আগে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার তলানিতে নেমে দাঁড়িয়েছিল ৪.৩।

গত দেড় বছর ধরে টানা নিম্নমুখী ভারতের জিডিপি। ৪.৫ শতাংশ ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। গত অর্থবর্ষে এই জুলাই-সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭ শতাংশ। এ বছর জুনে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ নেমে যাওয়ার পর থেকেই আতঙ্ক শুরু হয় অর্থনীতি মহলে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাগতি, দেশের বাজারে নতুন শিল্প-বিনিয়োগের অভাব, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর খারাপ পারফরম্যান্স, বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত, কর্মসংস্থানে ছাঁটাই ও পড়তি-সব কিছুর মিলিত প্রভাবেই অর্থনীতি তথা বৃদ্ধির হারে এমন দুর্দশা বলেই মনে করছে অর্থনীতিবিদরা।

বৃদ্ধির হারে লাগাতার এই পতন এবং প্রথম ত্রৈমাসিকে ছয় বছরের সর্বনিম্ন বৃদ্ধির হার দেশটির আর্থিক মন্দার সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে জিডিপির এই পতনকে ‘মন্দা’ বলে মানতে নারাজ ভারতীয় মালাউন সরকার।

‘ভারত মাতা কি জয়’ যারা বলবেন একমাত্র তাদেরই এদেশে (ভারতে) থাকার অধিকার রয়েছে। এদেশে থাকতে হলে ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় মালাউন মন্ত্রী ও বিজেপির সন্ত্রাসী ধর্মেন্দ্র প্রধান। পুনেতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৪তম জেলা সম্মেলনে সে একথা বলেছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান দাবি করেছে,‘ভগত সিং, নেতা সুভাষ চন্দ্র বোসের বলিদান ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর কে দেশের নাগরিক আর কে নয়, তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ার কোনও মানে নেই। আমরা এই দেশটাকে ধর্মশালা করে ফেলতে চাই না। এদেশে থাকতে হলে ‘ভারত মাতা কি জয়’ বলতে হবে।’

ধর্মেন্দ্র প্রধান ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। ধর্মেন্দ্র এদিন মঞ্চে উঠেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। সে বলতে থাকে,‘অন্য দেশ থেকে এসে এখানে অনেকেই বসবাস শুরু করেছেন। এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তবে একটা ব্যাপারে আমাদের সবার মত এক হওয়া উচিত। এই দেশে তারাই থাকতে পারবেন যারা ‘ভারত মাতা কি জয়’ বলবেন!’

উল্লেখ্য, সারা ভারত জুড়ে নাগরিক সংশোধন আইন ও এনআরসি নিয়ে একের পর এক বিক্ষোভ চলছে। এসবের মাঝে দেশটির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের এমন মন্তব্য নতুন করে উত্তেজনা ছড়াতে পারে।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় সিএএ ও এনআরসি নিয়ে বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে ঘাম ছুটছে ভারতীয় প্রশাসনের। তারই মধ্যে বিজেপির মন্ত্রীরা একের পর এক মন্তব্য করে চলেছে। যার জেরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ইতোমধ্যে কংগ্রেসসহ একাধিক বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে। বিজেপির শরিক দলগুলোও চাইছে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন নাগরিক সংশোধনী আইন পরিবর্তন করে।

সূত্র : জি নিউজ।

মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভারতে কোনও জায়গা নেই। কোনও রকম রাখঢাক না করেই এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় মালাউন মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ। তাঁর বক্তব্য, মায়ানমার থেকে পালিয়ে এসে জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছেন বহু রোহিঙ্গা। কিন্তু তাঁদের এ দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। বরং ঝাড়াই-বাছাই করে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু হবে শীঘ্রই।

মায়ানমারে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার হয়েই দেশ ছেড়েছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা। তাঁদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতেও গিয়েছেন কিছু রোহিঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার পেরিয়ে তাঁদের একটা অংশ জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও দাবি করে মালাউন জিতেন্দ্র সিংহ।

কেন্দ্রীয় এই মন্ত্রীর দাবি, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে শুধুমাত্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ এবং পার্সিদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথাই বলা রয়েছে। মিয়ানমার বা রোহিঙ্গাদের কোনও উল্লেখ নেই এতে। তাই তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *আনন্দ বাজার* সূত্রে জানা গেছে,গত শুক্রবার শ্রীনগরে সরকারি কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠানে সংশোধিত নাগরকিত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে আলোচনা চলাকালীন এমন মন্তব্য করেছে জিতেন্দ্র সিংহ। সে বলেছে, “সংসদে বিল পাশ হয়ে যাওয়ার দিন থেকেই জম্মু-কাশ্মীরে সিএএ চালু হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কোনও যদি, কিন্তুর ব্যাপার নেই। এ বার রোহিঙ্গাদের নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে সরকার।”

মায়ানমারে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার হয়েই দেশ ছেড়েছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা। তাঁদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতেও গিয়েছেন কিছু রোহিঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার পেরিয়ে তাঁদের একটা অংশ জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও দাবি করে মালাউন জিতেন্দ্র সিংহ

জিতেন্দ্র সিংহ বলেছে, “রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। তাদের একটি তালিকা তৈরি করা হবে। প্রয়োজনে তৈরি করা হবে বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্রও। কারণ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে রোহিঙ্গাদর কোনও সুবিধা দেওয়ার কথা বলা নেই। প্রতিবেশী তিন দেশে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার যে ছয়টি সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, রোহিঙ্গারা তার মধ্যে পড়ে না।

- বহুল আলোচিত ফেলানী খাতুন হত্যার ৯ বছর পূর্তি ৭ জানুয়ারি। দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যদিয়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে চলছে তার বিচারিক কার্যক্রম। ২০১১ সালের এই দিনে ভারতীয় মালাউন সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফ'র গুলিতে নির্মম হত্যার শিকার ফেলানীর মৃতদেহ কাটাতারে ঝুলে ছিল দীর্ঘ সাড়ে ৪ ঘন্টা।

প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল গণমাধ্যমসহ বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাগুলো। তীব্র সমালোচনার মুখে পরতে হয় ভারতকে। ফেলানীর পরিবার এখনো বুক বেঁধে আছে ন্যায় বিচারের আশায়।

জানা যায়, কাজের সন্ধানে মেয়েকে নিয়ে ভারতে পারি জমিয়েছিল ফেলানী খাতুন ও তার বাবা নুরুল ইসলাম নুরু। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর কিশোরী মেয়েকে নিজ দেশে বিয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

সেদিন ছিল ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি শুক্রবার। ভোর ৬টার দিকে ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন বাবা ও মেয়ে। বাবা নুরুল হক কাটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে পার হতে পারলেও মেয়ে ফেলানী কাটাতারে উঠতেই ভারতীয় বিএসএফ

সদস্য মালাউন অমিয় ঘোষ গুলি চালালে কাটাতারেই ঢলে পরে ফেলানীর নিথর দেহ।

সেখানে সাড়ে ৪ ঘন্টা ঝুলে থাকার পর তার লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপী তোলপাড় শুরু হলে ৩০ ঘন্টা পর বিজিবি'র কাছে লাশ হস্তান্তর করে বিএসএফ। দীর্ঘ ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও আজো ফেলানী হত্যার ন্যায় বিচার সম্পন্ন হয়নি। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি শুনানীর দিন ধার্য করা হলেও তা বারবার পিছিয়ে দেয়া হয়।

দীর্ঘদিন ধরে ফেলানী হত্যার ন্যায় বিচার না হওয়ায় পরিবারসহ হতাশ স্বজনরাও। ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোবর শুনানীর পর ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে বারবার তারিখ পিছিয়ে যায়। ফলে থমকে গেছে ফেলানী খাতুন হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও ক্ষতিপুরণের দাবি।

ফেলানীর বাবা নুরুল ইসলাম নুরু ও মা জাহানারা বেগম জানান, "ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালতে ফেলানী হত্যার বিচারিক কার্যক্রম ঝুঁলে থাকায় আমরা হতাশ। আমরা ন্যায় বিচারের জন্য দীর্ঘ ৯ বছর ধরে অপেক্ষা করছি।"

সূত্র: এশিয়ান মেইল ২৪

সিরিয়ান সুন্নী মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ প্রদেশ ইদলিব ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে গত ২৮ জানুয়ারি হতে প্রদেশটিতে তীব্র অভিযান চালাতে শুরু করেছে দখলদার কুফফার রাশিয়া ও শিয়া সন্ত্রাসী মুরতাদ জোটগুলো।

তারা প্রদেশটি দখলে নিতে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ সকল ধরণের ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে চলছে। চালানো হচ্ছে বৃষ্টির মত বোমা হামলা, মূহুর্তের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বেসামরিক লোকদের বাড়ির পর বাড়িগুলো।

এমন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জন্য সম্মিলিতভাবে অপারেশণ চালাতে শুরু করে সুন্নী মুজাহিদিন গ্রুপগুলো। যাদের মাঝে রয়েছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশণ রুম, আনসারুত তাওহীদ ও HTS এর অনুগত মুজাহিদ গ্রুপগুলো।

গত 72 ঘন্টায় (২৮,২৯,৩০ জানুয়ারি) সুন্নী মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত অভিযানে 963 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৮ তারিখের অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে 130, আহত 252 কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদদের ২৯ তারিখের অভিযানে নিহত হয় আরো 150+ আহত 100+ কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য। এমনিভাবে গত মুজাহিদদের পরিচালিত গত 30 তারিখের অভিযানে নিহত: 120+ এবং আহত আরো 211 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য।

অর্থাৎ গত ৩দিনে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানে কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হয় 400 এরও অধিক এবং আহত আরো 563 এরও অধিক।

এর মধ্যে HTS এর একজন জানবায মুজাহিদের বরকতমী ইস্তেশহাদী হামলায় নিহত হয় 35 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো কয়েক দশক, হতাহত এই সৈন্যদের মাঝে দখলদার রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয় 4 এবং আহত হয় আরো 7, এছাড়া অধিকাংশ হতাহত সৈন্যই দখলদার ইরানী শিয়া মুরতাদ সৈন্য।

অন্যদিকে এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর ২টি ড্রোন ও তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি (TIP) এর মুজাহিদগণ একটি বিমান ভূপাতিত করতে সক্ষম হন, এছাড়াও কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর 21টি সামরিকযান ও 11টি গাড়ি ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

মোদি সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ভারতের প্রথম পূর্ণমেয়াদের নারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গত শনিবার দেশটির সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছেন। আর সেই বাজেটে প্রত্যাশা পূরণ হল না! তাই বাজেট পেশ করার পরই মুখ থুবড়ে পড়ল দেশটির শেয়ার বাজার।

ভারতের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মোদি সরকারের এই বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা ছিল বিনিয়োগকারীদের। কিন্তু বাজেট যে একেবারেই বিনিয়োগকারীদের খুশি করতে পারেনি, তা সূচকের দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে। বাজেট পেশ শেষ হওয়ার আগেই ৯৮৮ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স। আর নিফটি ৩০০ পয়েন্ট নেমে দাঁড়াল ১১৬৬২ পয়েন্টে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের এই বাজেট নিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা অনেকটাই ছিল। বাজেট পেশের আগেই একদফা সূচক নিম্নগামী হলেও প্রথমদিকে বাজেট ভাষণ শুরু করার পর পরই উঠতে শুরু করেছিল সূচক। সেনসেক্স দেড়শো পয়েন্টেরও বেশি উঠেছিল। কিন্তু খুব বেশি স্থায়ী হল না সেটা। ঘণ্টাখানেক পর থেকেই সূচকের পতন শুরু হয়।

সকাল ১১টা থেকে সংসদে দীর্ঘ বাজেট পেশ করতে শুরু করেন অর্থমন্ত্রী। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই শেয়ার বাজার হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করে।

নওগাঁর পোরশা সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাসী সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে তিন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর রাতে উপজেলার দুয়ারপাল সীমান্ত এলাকার ২৩১/১০(এস) মেইন পিলারের নীলমারী বীল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভারতের ক্যাদারীপাড়া ক্যাম্পের সন্ত্রাসী বিএসএফ জোয়ানরা ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্র জানায়, ওই দিন ভোরে বাংলাদেশের বেশ কিছু লোক গরু নিতে ভারতে প্রবেশ করে। গরু নিয়ে আসার পথে ক্যাদারীপাড়া ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সন্ত্রাসীরা তাদেরকে পিছন থেকে গুলি ছোঁড়ে। এসময় অন্যরা চলে আসতে সক্ষম হলেও ভারতের আট শ' গজ ভেতরে বিষ্ণুপুর বিজলীপাড়ার শুকরার ছেলে সন্দিপ (২৪), কাঁটাপুকুরের মৃত জিল্লুর রহমানের ছেলে কামাল (৩২) এবং বাংলাদেশের দুই শ' গজ ভেতরে চকবিষ্ণুপুর দিঘিপাড়ার মৃত খোদাবক্করের ছেলে মফিজ উদ্দিন (৩৮) নিহত হন।

১৬ বিজিবি হাঁপানিয়া ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোখলেছুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে জানান। গুলিবিদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে একজন মারা গেছেন এটি নিশ্চিত করেন তিনি। অপর দু'জন ভারতের অভ্যন্তরে মারা গেছে কিনা খোঁজখবর নিচ্ছেন।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

সিরিয়ান সুন্নী মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ প্রদেশ ইদলিব ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে গত ২৮ জানুয়ারি হতে প্রদেশটিতে তীব্র অভিযান চালাতে শুরু করেছে দখলদার কুফফার রাশিয়া ও শিয়া সন্ত্রাসী মুরতাদ জোটগুলো।

তারা প্রদেশটি দখলে নিতে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ সকল ধরণের ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে চলছে। চালানো হচ্ছে বৃষ্টির মত বোমা হামলা, মূহুর্তের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বেসামরিক লোকদের বাড়ির পর বাড়িগুলো।

এমন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জন্য সম্মিলিতভাবে অপারেশণ চালাতে শুরু করে সুন্নী মুজাহিদিন গ্রুপগুলো। যাদের মাঝে রয়েছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশণ রুম, আনসারুত তাওহীদ ও HTS এর অনুগত মুজাহিদ গ্রুপগুলো।

গত 72 ঘন্টায় (২৮,২৯,৩০ জানুয়ারি) সুন্নী মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত অভিযানে 963 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৮ তারিখের অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে 130, আহত 252 কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদদের ২৯ তারিখের অভিযানে নিহত হয় আরো 150+ আহত 100+ কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য। এমনিভাবে গত মুজাহিদদের পরিচালিত গত 30 তারিখের অভিযানে নিহত: 120+ এবং আহত আরো 211 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য।

অর্থাৎ গত ৩দিনে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানে কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হয় 400 এরও অধিক এবং আহত আরো 563 এরও অধিক।

এর মধ্যে HTS এর একজন জানবায মুজাহিদের বরকতমী ইস্তেশহাদী হামলায় নিহত হয় 35 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো কয়েক দশক, হতাহত এই সৈন্যদের

মাঝে দখলদার রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয় 4 এবং আহত হয় আরো 7, এছাড়া অধিকাংশ হতাহত সৈন্যই দখলদার ইরানী শিয়া মুরতাদ সৈন্য।

অন্যদিকে এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর ২টি ড্রোন ও তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি (TIP) এর মুজাহিদগণ একটি বিমান ভূপাতিত করতে সক্ষম হন, এছাড়াও কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর 21টি সামরিকযান ও 11টি গাড়ি ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

মোদি সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ভারতের প্রথম পূর্ণমেয়াদের নারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গত শনিবার দেশটির সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছেন। আর সেই বাজেটে প্রত্যাশা পূরণ হল না! তাই বাজেট পেশ করার পরই মুখ থুবড়ে পড়ল দেশটির শেয়ার বাজার।
ভারতের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মোদি সরকারের এই বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা ছিল বিনিয়োগকারীদের। কিন্তু বাজেট যে একেবারেই বিনিয়োগকারীদের খুশি করতে পারেনি, তা সূচকের দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে। বাজেট পেশ শেষ হওয়ার আগেই ৯৮৮ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স। আর নিফটি ৩০০ পয়েন্ট নেমে দাঁড়াল ১১৬৬২ পয়েন্টে।
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের এই বাজেট নিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা অনেকটাই ছিল। বাজেট পেশের আগেই একদফা সূচক নিম্নগামী হলেও প্রথমদিকে বাজেট ভাষণ শুরু করার পর পরই উঠতে শুরু করেছিল সূচক। সেনসেক্স দেড়শো পয়েন্টেরও বেশি উঠেছিল। কিন্তু খুব বেশি স্থায়ী হল না সেটা। ঘণ্টাখানেক পর থেকেই সূচকের পতন শুরু হয়।
সকাল ১১টা থেকে সংসদে দীর্ঘ বাজেট পেশ করতে শুরু করেন অর্থমন্ত্রী। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই শেয়ার বাজার হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করে।

নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি পেলে অর্ধেক বাংলাদেশি ভারতে চলে আসবে বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

রোববার হায়দ্রাবাদে এক অনুষ্ঠানে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

রেড্ডি বলেন, ভারতে আসার জন্য বাংলাদেশিরা মুখিয়ে আছে। শুধু নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি পেলে বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ ভারতে চলে আসবে। সে দেশ অর্ধেক খালি হয়ে যাবে।

‘তার পর তাদের দায়িত্ব কে নেবেন? কেসিআর (তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী)? নাকি রাহুল গান্ধী?’

বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করার জন্য তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওসহ বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেন মোদি সরকারের এ মন্ত্রী।

এই আইন দেশের ১৩০ কোটি নাগরিকের বিরোধী বলে কেসিআর যে দাবি করেছেন তা প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেন তিনি।

বিজেপির এ নেতা বলেন, ‘বিরোধীরা অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্বের দাবি জানাচ্ছে। দেশের ১৩০ কোটি নাগরিকের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধেও যদি সিএএতে কিছু বলা হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার তা পর্যালোচনা করতে প্রস্তুত, তবে তা কখনই পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য নয়।’ সূত্র: এই সময়।

ভারতে মুসলিমদের সম্পত্তিকে 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন জমি-বাড়ির প্রথম দফার নিলামের প্রস্তুতি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় মালাউন সরকার। প্রথম আলোর মত দাজ্জালী মিডিয়াগুলোর অবশ্য এ নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা নেই। তাদের মাথা ব্যাথা হল, “এত খয়খরচার অর্থ কোথায় পায় তালেবান?”

আমেরিকাকে মেরে আফগানিস্তান থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করছে তালেবান। আল্লাহর সাহায্যে তালেবান মুজাহিদীন প্রতিনিয়তই আমেরিকা ও তার গোলাম বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছেন, বিজয় অর্জন করছেন। হামলা চালানোর জন্য তো অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ কোথায় পায় তালেবান? এই রকম একটি প্রশ্ন তুলে তালেবানদের অর্থের উৎস নিয়ে বিবিসি, প্রথম আলোর মতো কথিত প্রগতিবাদিরা চালিয়েছে নানা মিথ্যাচার।

প্রায় এক বছর আগে প্রথম আলো “এত বোমার খয়খরচা কই পায় তালেবান? ” শিরোনামে মুজাহিদীনের একটি আর্থিক খাত তুলে ধরেছে এভাবে, “হামলা-দখলও তালেবানের আয়ের একটি মাধ্যম। কোথাও হামলা চালালে কোষাগারসহ অন্যান্য জিনিসপত্র তারা লুটে নেয়।” আল্লাহর সৈনিকগণ দেশ ও ইসলামের চির শত্রুদের উপর হামলা চালিয়ে বিজয় অর্জনের পর যে মাল-সম্পদ পায়, শরীয়তের ভাষায় তাকে গনিমতের মাল বলে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মালকে সবচেয়ে উত্তম রিযিক বলেছেন। আর তালেবান মুজাহিদীনের অর্জিত এই মাল-সম্পত্তি তথা গনিমতকেই ইহুদীবাদের দালাল বিবিসির অনুগামী প্রথম আলোর মতো দাজ্জালী মিডিয়াগুলো ‘লুটের মাল’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

অথচ, এখন ভারতের হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার 'শত্রু সম্পত্তি' আখ্যায়িত করে ভারত ছাড়তে বাধ্য হওয়া মুসলিমদের সম্পত্তিগুলো দখলে নিলেও, এ সম্পর্কে মুখে রা নেই প্রথম আলোর মতো হলুদ মিডিয়াগুলোর। তাদের যতো চুলকানি ইসলাম নিয়ে, ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে, মুসলিম ও মুজাহিদীনের কাজকর্ম নিয়ে। গনিমতের মালকে লুটের মাল বলে আখ্যায়িত করা এই 'প্রথম আলো গোষ্ঠী'-কে রুখে দেওয়া এখন ঈমানের দাবি। মুসলিমদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে পরাজিত করতেই কাজ করে যাচ্ছে এই গোষ্ঠী, আঘাত হানছে ইসলামের উপর, মুসলিমদের উপর।

লেখক: উসামা মাহমুদ, *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

ঠাকুরগাঁওয়ে জমি দখলের জন্য রাতের আঁধারে অবৈধভাবে মূর্তি বসিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে জগদিশ ওরফে জগ রাম। রাণীশংকৈল উপজেলার ৫নং বাচোর ইউনিয়নে ভাংবাড়ী বিলের আবাদি জমিতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, শ্রী পবেন্দ্র ওরফে টুনু রামের ছেলে জগদিশ ওরফে জগ রাম আবাদি জমি নিজ দখলে নিতে সম্প্রতি রাতের আঁধারে মূর্তি বসায়। জমি দখলের এ অভিনব ঘটনায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আবু সুফিয়ান নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, 'প্রায় বিশ বছর যাবৎ এক নম্বর খাস খতিয়ানের ৪৭৩৫-৩৬ দাগের ৫১ শতাংশ এই জমি শ্রী পবেন্দ্র ওরফে টুনু রামের নিকট থেকে ক্রয় করেছি'।

ভারতের তামিলনাড়ুতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যে অতিষ্ঠ হয়ে দলিত জনগোষ্ঠীর ৪৩০ জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আরও বহুজন ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।

রাজ্যের কোয়েম্বাতোর জেলার মেত্তুপালায়ম শহরের ওই ৪৩০ জন সম্প্রতি আইনি প্রক্রিয়ায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন দলিতদের সংগঠন 'তামিল পুলিগাল কাতচি' নামের একটি সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ইলাবেনিল। তার বরাত দিয়ে বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারি) এ খবর দিয়েছে ইন্ডিয়া টুডে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, গত ২ ডিসেম্বর মেত্তুপালায়ম শহরে ভারী বর্ষণে একটি দেয়াল ধসে তিনটি বাড়ির ওপর পড়ে। এতে দলিত সম্প্রদায়ের ১৭ জন নিহত হন। তাদের মধ্যে ছিলেন ১১ নারী ও তিন শিশু।

দলিত সম্প্রদায়ের লোকেরা অভিযোগ করেন, তাদের বর্ণের মানুষ যেন উঁচু বর্ণের লোকেদের এলাকায় যেতে না পারেন, সেজন্য দেয়ালটি বানান প্রভাবশালী এক ব্যক্তি। দুর্ঘটনার পর সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলেও পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে আন্দোলনে নামে দলিতদের সংগঠন 'তামিল পুলিগাল কাতচি'। কিন্তু প্রশাসন গ্রেফতার করে ওই সংগঠনের সভাপতি নাগাই তিরুভল্লুয়ানকে।

সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে এভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দলিতরা বৈঠকে বসে ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

ধর্মান্তরিত হওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে মার্ক্স নামে এক যুবক বলছিলেন 'সর্বত্র বৈষম্য'র কথা। বর্তমানে মোহাম্মদ আবুবকর নামে পরিচিত ওই যুবক বলেন, 'বিরাজমান বর্ণবাদী অবিচার ও অস্পৃশ্যতার মতো ধারণা আমাদের শেষ করে দিচ্ছিল। যেমন দলিতরা দুর্গা মন্দিরে যেতে পারবে না। চা দোকানেও ঢুকতে পারবে না। এমনকি আমরা সরকারি বাসেও একসঙ্গে বসতে পারি না। তাই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

শরৎ কুমার থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে আব্দুল্লাহ নাম গ্রহণ করা আরেক যুবক বলেন, 'যখন আমাদের ১৭ জন মারা গেল, কোনো হিন্দু একটা শব্দ উচ্চারণ করলো না। শুধু মুসলিম ভাই-বোনেরা এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ওই দুর্যোগে আমাদের মুসলিম ভাইরাই আশ্রয় দিয়েছে। হিন্দুরা আমাদের চেয়েও দেখেনি। হিন্দুদের যেকোনো মন্দিরে কি আমি ঢুকতে পারবো? কিন্তু আমি সব মসজিদে ঢুকতে পারবো। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর আমি পাঁচটি মসজিদ ঘুরেছি। সেখানে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে দোয়া করেছি। কিন্তু আমি কি দুর্গা মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে পারবো?'

'তামিল পুলিগাল কাতচি'র রাজ্য সম্পাদক ইলাবেনিল জানিয়েছেন, প্রথমে ৪৩০ জন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, পর্যায়ক্রমে ওই জনপদে থাকা ৩ হাজার মানুষ ধর্মান্তরিত হবেন।

ভারতের এনআরসি, সিএএ-র বিরোধিতায় এবার সমস্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করার পাশাপাশি হিন্দু, অহিন্দু বাছবিচার না করেই প্রতিবাদে সামিল হবার ডাক দিলেন রাজ্যের জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।

গতকাল বৃহস্পতিবার বর্ধমানের নবাবহাটে বর্ধমান জেলা জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, অসমে ৬০০ মাদ্রাসাকে বন্ধ করার চক্রান্ত করছে সেখানকার বিজেপি পরিচালিত সরকার। ক্রমশই গোটা ভারতবর্ষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। তিনি এদিন বলেন, ভারতবর্ষে এখন সব থেকে বড় বিপদ নেমে এসেছে। ১০০ কোটি মানুষের অস্তিত্বই সংকটে। তিনি এদিন বলেন, দিল্লির নির্বাচনে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ৫৬ ইঞ্চি ছাতি চুপসে গেছে। ৬টি রাজ্যে হেরে গিয়েও ওদের শিক্ষা হয়নি।

গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বিজেপি সরকার, চাঞ্চল্যকর দাবি তার। আর এরই প্রতিবাদে প্রত্যেককে সমবেতভাবে এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন তিনি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী এদিন রীতিমত হুঁশিয়ারী দেন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে।

তিনি বলেন, বাংলায় এনআরসি তারা চালু করতে দেবেন না। পাশাপাশি উপস্থিত জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের সদস্য ও সমর্থকদের বলেন, আপনারা বাড়িতে না থাকলে বাড়ির মহিলাদের জানিয়ে যান, তাঁরা যেন কোনও প্রলোভনেই পা দিয়ে কোনও কাগজপত্র না দেখান বিজেপি বা আরএসএস সমর্থকদের।

ইহুদিবাদী ইসরায়েলি সন্ত্রাসীরা ফিলিস্তিনের ১৪ বছরের এক মুসলিম কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে।

আল-আলাম নিউজ চ্যানেলের বরাতে জানা যায়, ইসরায়েলি হানাদার বাহিনী ফিলিস্তিনের ১৪ বছরের কিশোর আমের আভিজাতকে গ্রেপ্তার করেছে। আল-খালিল অঞ্চলের আল-আরুব শিবির বসবাসকারী ১৪ বছরের এই কিশোরের গ্রেপ্তারের ভিডিওটি ইতিমধ্যে সামাজিক

নেটওয়ার্কে প্রকাশিত হয়েছে। কিশোরটিকে গ্রেপ্তারের জন্য ইহুদি সরকার একটি ব্যাটালিয়ন পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, কয়েদি অধিকার সংস্থা আদামির ঘোষণা করেছে, ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি ৭ হাজার বন্দীদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ৪১৪ বন্দি রয়েছে এবং এসকল বন্দিদের মধ্যে ১৬ বছরের নীচে ১০৪ জন বন্দী রয়েছে।

দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর শারীরিক নির্যাতন করার অভিযোগ তুলেছেন দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার জামিয়া শিক্ষার্থীদের করা এক সংবাদ সম্মেলনের বরাতে সংবাদ প্রকাশ করেছে ভারতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভি।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত ১০ ফেব্রুয়ারি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসির বিরুদ্ধে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করে সংসদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের পথ আটকে অকথ্য নির্যাতন চালায় পুলিশ। মিছিলে সামিল প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের গোপনাঙ্গে লাথি মারে এবং ছাত্রীদের হিজাব ছিড়ে ফেলে। কয়েকজন জামিয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের কর্মীদের বাকবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তাদের প্রতিবাদ মিছিল রুখতেই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে হামলা চালিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

একজন আহত ছাত্রী অভিযোগ করে বলেন, যখন আমি দেখলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে ব্যাপক মারধর করছে পুলিশ, তখন আমি ওদের সাহায্য করার জন্যে ছুটে আসি। আমি যখন ব্যারিকেড পার হচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন মহিলা পুলিশ আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। একজন পুরুষ পুলিশ কর্মী আমার গোপনাঙ্গে লাথি মারলে আমি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যাই।

সৌদি আরবে বসবাসরত ফিলিস্তিন নাগরিকদের বিরুদ্ধে নতুন করে ধড়পাকড় শুরু করেছে রিয়াদ সরকার। ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেয়ার অভিযোগে এই ধরপাকড় অভিযান চালাচ্ছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।

‘দ্য প্রিজনার অফ কন্সাইন্স’ নামে সৌদি আরবের একটি মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটারে দেয়া এক পোস্টে এসব তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, গত বছরের এপ্রিল মাসে যেসব ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল তাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানাদিকে একই অভিযোগে সৌদি সরকার এখন আটক করছে।

গত বছরের ২১ অক্টোবর হামাস মুখপাত্র সামি আবু জুহরি আরবি ভাষার বার্তা সংস্থা শেহাবকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, সৌদি কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর পদ্ধতি অনুসরণ করছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।

সে সময় সামি জুহরি জানিয়েছিলেন, সৌদি কারাগারে এ মুহূর্তে প্রায় ৬০ জন ফিলিস্তিনি বন্দি রয়েছেন। এর মধ্যে হামাস নেতা ও সমর্থকদের সন্তানাদিও আছেন। সৌদি কারাগারে আটক ব্যক্তিদের কেউ কেউ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সৌদি আরবে বসবাস করছেন এবং তারা দেশটির অর্থনীতিতে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন বলে জানান সামি আবু জুহরি।

সূত্র : পার্সটুডে

ভারতে 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন জমি-বাড়ির প্রথম দফার নিলামের প্রস্তুতি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় মালাউন সরকার।

দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে, যে সব শত্রু সম্পত্তিতে মামলার জটিলতা নেই - প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে সেগুলোর তালিকা তৈরি করে নিলামে তোলা হচ্ছে।

এই 'পাইলট প্রোজেক্ট' সফল হলে অন্যান্য রাজ্যেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

দেশভাগের পর কিংবা পঁয়ষট্টি ও একাত্তরের যুদ্ধের সময় যারা ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, সেদেশে তাদের ফেলে যাওয়া জমি-বাড়িকেই ভারত সরকার শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ধরা হচ্ছে।

তিন বছর আগে পার্লামেন্টে আইন সংশোধন করে শত্রু সম্পত্তির ওপর ওয়ারিশদের দাবি জানানোর অধিকারও অনেকটাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শত্রু সম্পত্তির 'হেফাজতকারী' বা অভিরক্ষক বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে এই ধরনের সম্পত্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশে - প্রায় হাজার পাঁচেক। এর পরেই সবচেয়ে বেশি শত্রু সম্পত্তি আছে পশ্চিমবঙ্গে, ২৭৩৫টি।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বা ভারত-চীন যুদ্ধের সময় দেশত্যাগীদের ফেলে যাওয়া এসব সম্পত্তি বেচে সরকার অন্তত এক লক্ষ কোটি রুপি তুলতে পারবে বলে ধারণা করা হয় - যার প্রথম পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হচ্ছে।

শত্রু সম্পত্তি নিয়ে সংসদীয় বিতর্কে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত লোকসভা এমপি সৌগত রায় জানিয়েছিলেন, "সারা দেশে সবচেয়ে বেশি শত্রু সম্পত্তি আগে ছিল মেহমুদাবাদের রাজার।"

"তার ছেলে যখন পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে ভারতের নাগরিকত্ব নেন এবং সেই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে যান, তখন সরকার বিরাট বিপদে পড়ে।"

"কারণ হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি তাকে তাহলে ফিরিয়ে দিতে হত, লখনৌ শহরের মূল বাণিজ্যিক এলাকা হজরতগঞ্জের সব দোকানের ভাড়াটে খালি করতে গেলে সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত।"

এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতেই নরেন্দ্র মোদী সরকার বছরতিনেক আগে শত্রু সম্পত্তি আইন সংশোধন করে।

নতুন আইনে বলা হয়, সরকার কোনও শত্রু সম্পত্তির দখল নিলে তার দাবিদার বা উত্তরাধিকারীরা আপিল করার জন্য মাত্র দুমাস সময় পাবেন - তাও সেটা হতে হবে সরাসরি কোনও হাইকোর্টে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ দর্শনা মিত্র বিবিসিকে বলছিলেন, এধরনের সম্পত্তির দখল ফিরে পাওয়া ভারতের আইনে ক্রমশই কঠিন করে তোলা হয়েছে।

তার কথায়, "প্রথমে কিন্তু এই আইনটার নাম ছিল ইভ্যাকুয়ি প্রোপার্টি ল, অর্থাৎ দেশত্যাগীদের সম্পত্তি আইন - যে নামকরণ থেকে এর উদ্দেশ্যটাও বোঝা সহজ।"

"সেই আইনটার লক্ষ্যও ছিল পরিষ্কার। দেশভাগের সময় যারা ভারত থেকে ছিটকে গেছেন তাদের সম্পত্তি কোনও একজন কাস্টডিয়ানের জিম্মায় থাকবে, যতক্ষণ না তিনি ফিরে এসে নিজের সম্পত্তি আবার বুঝে নিচ্ছেন।"

"কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই ইভ্যাকুয়িরাই এখন দেশের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন।"

"মানে দেশভাগের কারণে এই মুলুক ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন - এই দৃষ্টিতে আগে যাদের দেখা হত, একটার পর একটা ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের জেরে তাদেরকেই এখন সরাসরি শত্রু বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।"

"আগে ইভ্যাকুয়ি-রা যত সহজে নিজেদের সম্পত্তি ফিরে পেতে পারতেন, এখন সেটাকে ক্রমশ অনেক অনেক বেশি কঠিন - প্রায় অসম্ভব - করে তোলা হয়েছে", বলছিলেন দর্শনা মিত্র।

এবং সামান্য কয়েকজন চীনা বংশোদ্ভূতকে বাদ দিলে এই তথাকথিত 'শত্রু'রা যেহেতু প্রায় সবাই মুসলিম, তাই ভারতের অনেক মুসলিম সংগঠনই মনে করে শত্রু সম্পত্তি আইন আসলে একটি মুসলিম-বিদ্বেষী পদক্ষেপ।

মুসলিম সংগঠন জামাত-ই-ইসলামি হিন্দের ভাইস প্রেসিডেন্ট মো: সালিম ইঞ্জিনিয়ারের কথায়, "স্বাধীনতা বা যুদ্ধের সময় যারা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন তারা কিন্তু অনেকেই নিজেদের জমি-বাড়িতে আত্মীয়স্বজন বা ওয়ারিশদের বসিয়ে গিয়েছিলেন।" "পরে তারা নিয়মমাফিক সেই সম্পত্তির দখলও নিয়েছেন।"

"কিন্তু আইন পাল্টে দিয়ে সরকার আসলে একটি বিশেষ সম্প্রদায় - মুসলিমদেরই নিশানা করতে চেয়েছে। প্রশাসন তাদের বৈধ সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিতে চাইছে।"

তবে এই ধরনের প্রতিরোধ উপেক্ষা করেই ভারত সরকার এখন জোরশোরে শত্রু সম্পত্তি বেচার উদ্যোগ নিয়েছে।

সারা দেশে এরকম প্রায় হাজার দশেক সম্পত্তি নিলামে তুলতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত মাসেই একটি প্যানেল গড়ে দিয়েছেন - যারা তাদের প্রথম প্রোজেক্ট হিসেবে বেছে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে।

সূত্র : বিবিসি

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে নাগরিকত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভের সময় উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক সহিংসতা হয়। ভারতের যে রাজ্যে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সবচেয়ে তীব্র আকার নিয়েছিল, সেই উত্তরপ্রদেশে সরকার অভিযুক্ত বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ক্র্যাকডাউন শুরু করেছে।

জানা যায়, মুজফফরনগর জেলায় ৫৩ জন বিক্ষোভকারীকে ভাঙচুরের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোট ২৩ লক্ষ রুপি জরিমানা দিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন শহরে বহু দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে, যার প্রায় সবই মুসলিমদের।

মুজফফরনগরের প্রশাসন বলছে, গত ২০ ডিসেম্বর সেখানে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে যে সহিংস বিক্ষোভ হয়েছিল, সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ও ভিস্যুয়ালস দেখেই তারা প্রতিবাদকারীদের চিহ্নিত করেছেন। তার ভিত্তিতেই মোট ৫৩ জনকে নোটিশ পাঠিয়ে প্রায় সাড়ে ২৩ লক্ষ রুপি ক্ষতিপূরণ জমা করতে বলা হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অমিত সিং জানাচ্ছেন, সিভিল লাইন্স থানার আওতায় ৫৩ জনকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে, আর কোতোয়ালি থানার আওতায় অভিযুক্ত আরও ১৭ জনের মামলা যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। আমরা এদের স্বত:প্রণোদিতভাবে টাকা জমা করতে বলেছি, কিন্তু তারা না-মানলে তহসিল অফিস থেকে আইনি নোটিশ পাঠানো হবে।

লখনৌ, কানপুর, মীরাট, সম্ভল, রামপুর, বিজনৌর ও বুলন্দশহর জেলাতেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গোটা রাজ্যে এরই মধ্যে এরকম প্রায় শ'তিনেক প্রতিবাদকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া বহু জায়গায় সন্দেহভাজন বিক্ষোভকারীদের দোকানপাটেও তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুজফফরনগরের মীনাক্ষি চকে সিল করা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এলাকার এক বাসিন্দা বলছিলেন, যে সব দোকান সিলগালা করা হয়েছে তার সবগুলোই কিন্তু মুসলিমদের।

মদিনা চকের কাছে এক গৃহবধূ যেমন বলছিলেন, ওরা (পুলিশ) বাড়ির ভেতর ঢুকে ভাঙচুরই শুধু করেনি, সাড়ে তিন লাখ টাকার অলঙ্কারও লুঠ করে নিয়ে গেছে। দোতলায় উঠে আসবাব, ওয়াশিং মেশিন সব ভেঙেছে।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এই সব নির্যাতন ও অত্যাচারের কথাই মানুষকে বলতে বলতে দিল্লি অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেছিল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটি দল,

কিন্তু মাঝপথে গাজীপুরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তাদের জনাদশেককে ধরে জেলে পুরেছে। ওই পদযাত্রার আয়োজকদের একজন, থৃতি দাস বলছিলেন, গান্ধীর সত্যাগ্রহের পীঠস্থান চৌরিচৌরা থেকে শুরু করে তারা তার সমাধিস্থল রাজঘাট অবধি আসার পরিকল্পনা করেছিলেন উত্তর প্রদেশের বুক চিরে। চৌরিচৌরা থেকে আড়াইশো কিলোমিটার পথ হেঁটে গোরখপুর, কুশীনগর, আজমগড় হয়ে তারা যখন গাজীপুরে পৌঁছান, তখনই ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ তাদের আটক করে জেলে ভরে দেয়। পরে যখন আইনজীবীরা তাদের জামিনের জন্য চেষ্টা করতে যান, তখন পঁচিশ লক্ষ রুপির বন্ড দিতে বলা হয় এবং অন্তত দুজন গেজেটেড অফিসারকে জামিনদার হিসেবে আনতে বলা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ওই ছাত্রছাত্রী ও অ্যাক্টিভিস্টরা জেলের ভেতরেই এদিন থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই ধরনের কঠোর দমন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনও, তবে গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন তিনি এ সব গায়ে মাখছেন না। অভিযুক্ত বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত যে হবেই, সে কথা জানিয়ে দেয় আদিত্যনাথ।

মুখ্যমন্ত্রী এর আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তার সরকার বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বদলা নিয়েই ছাড়বে। এখন দেখা যাচ্ছে তার পুলিশ ও প্রশাসন সেই প্রতিশোধ কর্মসূচিরই বাস্তবায়ন শুরু করেছে পুরোদমে।

সূত্র: বিবিসি বাংলা।

ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীরকে স্বাভাবিক বলে দাবি করলেও বাস্তব অবস্থা তা বিপরীত। তাই সিপিএম দাবি করেছে, ‘কাশ্মীর এখন খোলা জেলখানা।’

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, ‘সরকার এখন দাবি করছে কাশ্মীর স্বাভাবিক। অথচ সেখানে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ছয় মাসের অচলাবস্থায় সেখানের অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে।’

কাশ্মীর উপত্যকার সিপিএম নেতা মোহাম্মদ ইউসুফ তারিগামি বলেছেন, ‘বিদেশি প্রতিনিধিদের কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কি বোঝাতে চেয়েছেন কাশ্মীর স্বাভাবিক? অথচ বিরোধী নেতাদের কাশ্মীরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।’ তাই তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন, ‘কাশ্মীরকে

খোলা জেলখানা ঘোষণা করে দিতে পারে সরকার। এটাই কাশ্মীরের বাস্তব অবস্থা।’ তিনি বলেছেন, ‘বসতঘর, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও অতিথিশালা পরিণত হয়েছে জেলখানা।’

সিপিএমের কেন্দ্রীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, ৬ মাস কেটে গেছে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের। আর এই ৬ মাসে কাশ্মীরের পর্যটনশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশুপালন ও কৃষিশিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভোগান্তি বেড়েছে সাধারণ মানুষের।

ইয়েচুরি বলেন, সরকার রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে বলে দাবি করলেও সেখানকার নেতাদের এখনো পুরে রাখা হয়েছে জেলে। এখন সুপ্রিম কোর্টে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত মামলা চলছে। তিনি দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টে মামলার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত যেন সরকার সেখানকার জমি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত যেন না নেয়।

গত ৯ জানুয়ারি কাশ্মীরের অবস্থা দেখতে বিদেশি প্রতিনিধিদল গিয়েছিল। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, মরক্কো, নাইজার, নাইজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, গায়েনা, নরওয়ে, ফিলিপাইন, মালদ্বীপ, টোগো, ফিজি, পেরু, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা।

গত বছর ৫ আগস্ট ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভাগ করে দুই ভাগে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ রাজ্যে রূপান্তরিত করা হয়। তবে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্তরভূক্ত করা হয়। আর জম্মু ও কাশ্মীরকে আলাদা একটি রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে।

সূত্র: প্রথম আলো

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

চলতি অর্থবছরের সাত মাস পার হলেও রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির এখনো উন্নতি হয়নি। প্রত্যাশা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না বলে ঘাটতি বেড়েই চলেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই থেকে জানুয়ারি) রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ৩৯ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ঘাটতি ছিল ৩১ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। এনবিআর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এই অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ৬৪ হাজার ৬৯ কোটি টাকা। তবে এই সময়ে শুল্ক-কর মিলিয়ে আদায় হয়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার ৫২৭ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৬ শতাংশ। এতে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা। আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে শুল্ক-কর, স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট ও আয়কর—এই তিন খাত থেকে এনবিআর রাজস্ব আদায় করে থাকে।

চলতি অর্থবছরে সোয়া ৫ লাখ কোটি টাকার বাজেট দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এই বাজেট বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকার জোগান দিতে হবে, যা বাজেটের ৬২ শতাংশের বেশি। কিন্তু অর্থবছরের শুরু থেকেই এনবিআর বড় ধরনের হোঁচট খেয়ে আসছে।

চলতি অর্থবছরের সাত মাস ধরেই রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি বেড়ে চলেছে। প্রথম মাস অর্থাৎ জুলাইতে ২ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হয়। পরে জুলাই থেকে আগস্টে এই ঘাটতি দাঁড়ায় ৯ হাজার ৩১৮ কোটি টাকা, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে ১৪ হাজার ৯০৭ কোটি টাকা, জুলাই থেকে অক্টোবরে ২০ হাজার ২২১ কোটি টাকা এবং জুলাই থেকে নভেম্বরে তা দাঁড়ায় ২৬ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকা।

এনবিআরকে লক্ষ্য অর্জনে গত অর্থবছরের চেয়ে ৪৫ শতাংশের বেশি রাজস্ব আদায় করতে হবে। কিন্তু সাত মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি মাত্র ৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। এই লক্ষ্য অর্জনে রাজস্ব আদায়ে গতি বাড়াতে হবে দ্বিগুণের বেশি। এবার গত অর্থবছরের ২ লাখ ৮০ হাজার ৬৩ কোটি টাকার সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ১৬ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য রয়েছে এনবিআরের।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রথমেই বলছি, এ বছর একটা বড় ঘাটতি আসবে। প্রথমত, খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বাস্তবসম্মত ছিল না রাজস্ব আদায়ের এই লক্ষ্যমাত্রা। দ্বিতীয়ত, আইন প্রণয়ন করে ভ্যাট আদায়ে যে আশা করা হয়েছিল, তা সঠিকভাবে হয়নি।

ভ্যাট থেকে টাকা আসেনি। যে অটোমেশন হওয়ার কথা ছিল তার কিছুই হয়নি। তৃতীয়ত, সরকারের তরফ থেকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। আমদানি তুলনামূলক কম হচ্ছে। এ কারণে রাজস্ব আদায় কমছে। আবার করপোরেট খাতের অবস্থাও ভালো নয়, যা রাজস্ব আদায়ে প্রভাব ফেলছে।’

এই অর্থনীতিবিদ আরও বলেন, ‘এভাবে চলতে থাকলে আগামী অর্থবছরগুলোয় একইভাবে রাজস্ব আদায় কমতে থাকবে। কারণ, আমরা কিন্তু দেখি, বছর শেষে এনবিআর রাজস্ব আদায়ের যে চিত্র দেয়, পরে সংশোধিত হয়ে আদায় তার চেয়ে কিছুটা কমই হয়। আমার আশঙ্কা, এই অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ৮০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি থাকতে পারে।

যদি করোনাভাইরাসের প্রভাব বিবেচনা করি, তাহলে ঘাটতি আরও বেশি হতে পারে। ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাসের কারণে বন্দরে অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে। চীনা আমদানি কমলে স্পষ্টতই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে।’

তথ্যসূত্র: প্রথমআলো।

ভারতে অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করতে অভিযুক্তদের ধরে পুলিশের মারধরের রেওয়াজ পাল্টায় না বলেই দাবি ভুক্তভোগীদের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ সব প্রকাশ্যে এলে শোরগোল পড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু বেশির ভাগ ঘটনাই থেকে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে।

শহরের অপরাধ বিষয়ক আইনজীবীদের বড় অংশই বলছেন, “আইনকানুন ভাল ভাবে না জানলে বা ‘দাদা ধরা’ না থাকলে মারধর আরও বাড়ে।” আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যের দাবি, “২০১৩ সালে একটি চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল আলিপুর থানা। আমি অভিযুক্তের আইনজীবী ছিলাম। হেফাজতে থাকাকালীন হঠাৎ এক দিন বলা হল, মাথায় চোট পাওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয় ওই অভিযুক্তকে। পুলিশ ওঁকে পিটিয়েই মেরে ফেলেছিল। আমরা আদালতের দ্বারস্থ হলে শুনানির সময়ে পুলিশ দাবি করে, অন্য বন্দিদের সঙ্গে ঝামেলা করতে গিয়েই নাকি মাথায় চোটটা লেগেছিল!”

দিব্যেন্দুবাবুর আরও দাবি, “২০১৭ সালে প্রতারণার মামলায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল লেক থানা। হেফাজতে নিয়ে অভিযুক্তকে পুলিশ এমন মেরেছিল যে, ওই ব্যক্তির শৌচকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। বিচারকের কাছে নিরপেক্ষ কাউকে দিয়ে ওই ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ দেখতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমরা।” কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় বললেন, “এমনও হয় যে, কাউকে হয়তো অভিযুক্ত সন্দেহে তুলে এনে একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হল। এক জন গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরুই করলেন কষিয়ে একটা থাপ্পড় মেরে। কয়েক দফা মারধর এবং জিজ্ঞাসাবাদের পরে তিনি বেরিয়ে গেলেন। এর পরে অন্য এক পুলিশকর্মী এসেও একই

ভাবে মারতে মারতে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। এবং ভাবলেন, তিনিই হয়তো প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছেন। ওই ব্যক্তি কত দফায় এই মার সহ্য করবেন?"

এমন অভিজ্ঞতা তাঁরও হয়েছে বলে দাবি উল্টোডাঙার গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেনের এক বাসিন্দার। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ ছিল। সেই মামলা বিচারাধীন। কিন্তু ২০১২ সালে কয়েক দিন হাজতে কাটিয়ে ফেরার পর থেকেই পাড়ায় তাঁর নাম হয়ে গিয়েছে 'টানাদা'! কারণ, এখন তাঁকে হাঁটতে হয় পা টেনে টেনে। তিনি বললেন, "প্রথমে পুলিশ এসে থানায় তুলে নিয়ে যায়। সেখানে জানতে চাওয়া হয়, আর কে কে ওই ঘটনায় জড়িত। অফিসার সেই সময়ে হাতের সামনে যা পেয়েছেন, তা দিয়েই মেরেছেন। এক দিন শীতের মধ্যে স্নান করিয়ে খালি গায়ে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারা হল। ভেবেছিলাম, আর হাঁটতে পারব না। এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়।" তাঁর দাবি, "আমি দোষী কি না, সেটা আদালত বিচার করবে। ওরা ও রকম মারল কেন?"

মনোরোগ চিকিৎসক জয়রঞ্জন রাম বললেন, "এর সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে রয়েছে, কাউকে সহজেই দোষী বলে ধরে নেওয়ার মানসিকতা। আর একটা ব্যাপার, চরম অপরাধীরও যে মানবাধিকার রয়েছে, সেটা সকলেই ভুলে যাই। আইনি ক্ষমতা হাতে থাকায় পুলিশ আরও বেশি করে বেপরোয়া হয়ে উঠে।"

দিন কয়েক আগেই আবার প্রগতি ময়দান থানা এলাকার বাসন্তী হাইওয়ের পাশে খালে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হয় দীপক রানা নামে এক কিশোরের। ঘটনার পরের দিন খালের পাঁক থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। গাড়িটি চালাচ্ছিল দীপক। সঙ্গে ছিল এক কিশোর এবং দুই কিশোরী। কী ঘটেছে জানতে বেঁচে ফেরা কিশোরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল থানার ওসি-র (বড়বাবু) ঘরে। স্রেফ জিজ্ঞাসাবাদই নয়, সেখানে ওই কিশোরকে ধরে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এক পুলিশকর্মীকে আর এক পুলিশকর্মীর উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, "মার, লাথি মার দু'টো। এদের জন্য কাল আমাদের ছুটি বরবাদ হয়েছে। আরও জোরে মার।" লাগাতার লাথি, চড়-থাপ্পড়ের পরে ওই অধস্তন পুলিশকর্মী বলেন, "স্যার, হাত ধুতে হবে আমার। না হলে করোনাভাইরাস চলে আসবে আমার গায়ে।"

'আমানত সুরক্ষা আইন ২০২০'-এর যে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে, তা আদৌ গ্রাহকদের আমানতের সুরক্ষা দেবে কি? এ প্রশ্নটি এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ আইনটিতে

যেসব বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কোনো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অবসায়িত (বন্ধ) হলে প্রত্যেক আমানতকারী সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন।

ওই প্রতিষ্ঠানের কোনো গ্রাহকের একাধিক অ্যাকাউন্টে ১ লাখ টাকার বেশি থাকলেও তিনি সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকাই পাবেন। একজন গ্রাহকের ১ কোটি টাকা ব্যাংকে থাকলে সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন হলে গ্রাহক ওই ১ লাখ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ পাবেন না, অর্থাৎ তার প্রায় পুরোটাই ক্ষতি। তাহলে এটি কী' ধরনের সুরক্ষা আইন!

প্রকৃতপক্ষে খসড়া আমানত সুরক্ষা আইনটি মাঝারি ও বড় আমানতকারীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে শুধু যে আমানতকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি। এ বিষয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবিএম মির্জ্জা আজিজুল ইস'লামের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ক্ষতিপূরণের অঙ্ক খুবই কম।

এতে গ্রাহকরা ধীরে ধীরে আমানত তুলে নেবেন। তিনি আরও বলেছেন, এ আইনটি সঠিক হচ্ছে না। এতে ব্যাংকগুলোতে আমানতের প্রবাহ কমবে। আর আমানত কমলে ঋণ দেয়ার ক্ষমতাও কমবে ব্যাংকের। আর ঋণ দিতে না পারলে বিনিয়োগ হবে না, যা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৮ কোটি হিসাবধারী গ্রাহক রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকার পরিমাণ ১ লাখ টাকার বেশি। শুধু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নয়, বহু সাধারণ মানুষেরই এখন ১ লাখ টাকার উপরে এফডিআর রয়েছে। তাদের আমানতের সুরক্ষা দেয়া জরুরি।

সম্প্রতি একটি লিজিং কোম্পানি অবসায়িত হলে এর আমানতকারীদের অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ ঘটনার পর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকরা তাদের আমানত সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুধাবন করছেন। তাছাড়া দু'র্নীতি, জালিয়াতি ও অত্যধিক খেলাপি ঋণের কারণে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে আমানতকারীরা তাদের অর্থ তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকদের আমানতের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যেখানে আরও বেশি জরুরি, সেখানে ক্ষতিপূরণের নামে উল্টো 'ক্ষতির' বিধান সংবলিত আইন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এ আইনের মাধ্যমে মূলত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থেরই সুরক্ষা হবে, গ্রাহকদের নয়। কাজেই গ্রাহকদের আমানতের সুরক্ষার দিক বিবেচনা করে আইনটি শুধু নামে নয়, সত্যিকার অর্থেই যুগোপযোগী করা দরকার বলে আম'রা মনে করি। সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অবিলম্বে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে, এটাই কাম্য।

তথ্যসূত্র: জাগো নিউজ

উপমহাদেশের ইসলামি শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান বলে সারা বিশ্বে পরিচিত যে দেওবন্দ, তাকে সন্ত্রাসবাদের গঙ্গোত্রী (উৎসস্থল) বা আঁতুরঘর বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় পশুপালন ও মৎস দপ্তরের মন্ত্রী মালাউন গিরিরাজ সিং। তার এ মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন অনেকেই।

এর আগেও তিনি বলেছিলেন যে, এই শহরটি কোনও এক কারণে মুম্বাই হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী হাফিজ সাইদ বা আইএস প্রধান বাগদাদির মতো মানুষ তৈরি করে।

বিবিসি বলছে, গিরিরাজ সিং বিতর্কিত মন্তব্য মাঝে মাঝেই করে থাকেন। কিন্তু বিখ্যাত এই ইসলামি প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম দেয় বলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের নিন্দা করছেন দেওবন্দ দারুল উলুমের প্রাক্তন ছাত্র থেকে বুদ্ধিজীবি - অনেকেই।

খবরে বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ শহরে গতকাল বুধবার একটি সভায় যোগ দিতে গিয়ে সিং বলেন, 'এই দেওবন্দ সন্ত্রাসবাদের গঙ্গোত্রী। সারা বিশ্বে যত বড় বড় সন্ত্রাসবাদী জন্ম নিয়েছে - যেমন হাফিজ সৈয়দ - এই সব লোক এখান থেকেই বের হয়।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সিংয়ের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'দেওবন্দকে যদি সন্ত্রাসবাদী বলা হয়, আমি বলব মোদির বন্ধু (সিং), সৌদি আরবের রাজা সালমান, সেখানকার ইমামদেরকে এ কথাটা গিয়ে বলুন না একবার। সেখানকার ইমামরা যা শিক্ষা দেন, দেওবন্দও সেই শিক্ষা দেয়। তাহলে সৌদির ইমামরাও সন্ত্রাসবাদী! বুকের পাটা থাকলে একবার সৌদি আরবে গিয়ে বা মক্কা শরিফে গিয়ে বলুন না এই কথাটা।'

তিনি আরো বলেন, যে প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসবাদের উৎস বলা হচ্ছে, সেখানে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ গিয়েছিলেন - কারণ দারুল উলুমের তৎকালীন প্রধান সাইফুল ইসলাম

হুসেইন আহমেদ মাদানী রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে একই জেলে বন্দী ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে।

অন্যদিকে, কলকাতার শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার বলেন, গঙ্গোত্রী শব্দটা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এখানে এবং তা সুপরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে সারা দেশের মানুষের কাছে মুসলমানদের শত্রু প্রতিপন্ন করে তোলার জন্য।

অন্যদিকে, পার্সটুডের প্রতিবেদন বলছে, গিরিরাজ সিংয়ের বিতর্কিত মন্তব্য সম্পর্কে সাহারানপুর লোকসভার এমপি হাজী ফজলুর রহমান তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য লজ্জাজনক! এর যত নিন্দাই করা হোক তা কম হবে। দেওবন্দ হলো সেই জায়গা যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল, এখানকার ওলামারা মার খেয়েছিলেন, ফাঁসির দড়িকে চুম্বন করেছিলেন, কারাগারে বন্দি থেকেছেন এবং শহীদ হয়েছিলেন।'

বিজেপি নেতার সমালোচনা করে তিনি আরো বলেন, এদের নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে ব্রিটিশদের সহায়তা করেছিলেন এবং ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকবেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকবেন, ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করবেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের প্রাচীর গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। সেই এজেন্ডা অনুযায়ী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গিরিরাজ সিং, সংঘ পরিবার ও বিজেপির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ওই কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে যাচ্ছে।

ভারতের আসাম সরকার সেখানকার সরকারি মাদরাসা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে।

বিজেপির নেতৃত্বে থাকা রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এ খবর দিয়েছে। দশকের পর দশক ধরে চলে আসা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এভাবে বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা চলছে নাগরিক সমাজে।

শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্তের সাফাই গেয়ে বলেন, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ এবং আরবির মতো ভাষা শিশুদের শেখানো কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কাজ নয়।

সংবাদমাধ্যম বলছে, ২০১৭ সালে মাদরাসার পাশাপাশি সংস্কৃতি কেন্দ্র বোর্ডকে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছিল। এবার তা পুরোপুরি বন্ধই করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বলেন, এখানে কোনো স্বতন্ত্র বোর্ড ছাড়া প্রায় ১২০০ মাদরাসা ও ২০০ সংস্কৃতি চলছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরাও ম্যাট্রিকুলেশন বা উচ্চ মাধ্যমিকের সমমানের সনদ পায় বলে অনেক সমস্যার তৈরি হয়। সেজন্য আমরা এসব মাদরাসা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রকে সাধারণ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করছি।

আর এ রাজ্যে যে ২ হাজার বেসরকারি মাদরাসা আছে, সেগুলোকেও কড়া নিয়ম-কানুনের আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

মাদরাসা বন্ধে বিজেপি সরকারের এ সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা চলছে আসামসহ ভারতের বিভিন্ন পরিসরে। সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংগঠনগুলো বলছে, মুসলিম-বিদ্বেষী মানসিকতা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এর আগে ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে আসামে বিতর্কিত নাগরিকপঞ্জি এনআরসি প্রকাশ করা হয়। কথিত 'মূল জনগোষ্ঠী' থেকে 'অনুপ্রবেশকারীদের' আলাদা করতে ওই তালিকা করা হয়। কিন্তু এ তালিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে আসামসহ ভারতজুড়ে।

প্রতিবাদকারীরা বলছেন, মুসলিমসহ সংখ্যালঘুদের খেদানোর উদ্দেশ্যেই বিজেপি সরকার এ ধরনের সাম্প্রদায়িক তালিকা করেছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নিহত ছাত্র আবরার ফাহাদের ২২তম জন্মদিন ছিল গতকাল বুধবার। একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা গত বছরের ৬ অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হলে তাঁকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেন।

জন্মদিনে কুষ্টিয়ায় বাড়ির পাশের একটি মসজিদে আবরারের জন্য দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। ছেলের জন্মদিনটিতে সারাক্ষণ কান্নাকাটি করেন মা রোকেয়া খাতুন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আবরার বেঁচে থাকতেও কখনো ঘটা করে তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়নি।

আবরার ঢাকায় পড়ালেখা করার কারণে এই দিনে বাবা বরকত উল্লাহ ও মা তাঁকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতেন। বলতেন, বাইরে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ভালোমন্দ খেয়ে নেওয়ার জন্য। ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজসহ অন্য স্বজনরাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতেন।

এদিকে কয়েক দিন আগে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি আবরারের বাবা ও ভাইকে ফোন করে হত্যাকারীদের সঙ্গে আপস করার যে প্রস্তাব দিয়েছিল সে বিষয়ে আবরারের মা বলেছেন, ছেলের হত্যাকারীদের সঙ্গে আপস করার প্রশ্নই ওঠে না।

গতকাল সকাল থেকেই আবরারের মা-বাবা, ভাইসহ স্বজনদের মন ছিল বিষণ্ন। আবরারের মা সারাদিন ছলের স্মৃতি হাতড়ে কেঁদে কাটিয়েছেন। বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের বাড়ির পাশের মসজিদে আবরারের জন্য দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আবরারের মা রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘কাছে না থাকলেও সন্তানের জন্মদিন প্রত্যেক মা-বাবার কাছেই অন্য রকম এক অনুভূতির দিন। কিন্তু এবারে আমার ছেলের জন্মদিনের অনুভূতি আমি প্রকাশ করতে পারব না। আবরার যখন বুয়েটে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল, তখন আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু গত বছরের ৬ অক্টোবর রাতে সব আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে গেছে।’

রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারি আমার আব্বুর (আবরার ফাহাদ) জন্মদিন। ১৯৯৮ সালে যেদিন ওর জন্ম হলো সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। বাংলা মাঘ মাস। এক সপ্তাহ ধরে শীতের কুয়াশায় মোড়ানো ছিল চারপাশ।’

তিনি জানান, নিজের জন্মের সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই বাবাকে হারিয়েছিলেন। তাই ছেলে জন্মের পর থেকেই তাঁকে আব্বু বলে ডাকতেন। জন্মের পর পাঁচ বছর বয়সে মাত্র একবার ঘটা করে বাড়িতে আবরারের জন্মদিন পালন করা হয়েছিল।

মারা যাওয়ার আগে চার বছর ধরে ঢাকায় থাকতেন আবরার। পড়াশোনার জন্য জন্মদিনগুলো ঢাকাতেই কাটাতে হতো। সেসব দিনে সকালে ঘুম থেকে উঠেই রোকেয়া খাতুন ছেলেকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানাতেন। ভালোমন্দ খেতে বলতেন। আর এবার ছেলের জন্মদিনে কেবল কষ্টই বাড়ছে আর কান্না। তিনি বলেন, ‘আবরারের জন্ম ও মৃত্যুর দিন আমার জন্য কেবলই কান্নার।’

কয়েক দিন আগে ফোন করে এক ব্যক্তি আবরার হত্যা মামলার আসামিপক্ষের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন—এমন অভিযোগ করে রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘ছেলের হত্যাকারীদের সঙ্গে আপস করার প্রশ্নই ওঠে না।’ আবরারের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ

বলেন, ভাইয়ের জন্মদিনে ঘটা করে অনুষ্ঠান হতো না, কিন্তু সেটা পরিবারের জন্য একটা আনন্দের দিন ছিল।

এখন দিনটি কেবলই কষ্টের। আবরারের বাবা বরকত উল্লাহ বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবরার এবং আমাদেরকে নিয়ে কিছু লোক নানা গুজব ছড়াচ্ছে। এসব উপেক্ষা করে আমরা ন্যায়বিচারের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

রাজধানী নয়াদিল্লিতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী মহিলাদের নির্যাতন ও গুরুতর আহত করেছে ভারতীয় মালাউন পুলিশ।

নয়াদিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি মহিলারা গণমাধ্যমকে বলেছেন যে, পুরুষ পুলিশ সন্ত্রাসীরা তাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন।

একজন মহিলা গণমাধ্যমকে বলেছেন: "আমি পুলিশকে বলেছি যে আমাকে ছেড়ে দাও, তখন মহিলা পুলিশ আমাকে ধাক্কা দেয় যার ফলে সাথে সাথে আমি পড়ে যাই, পরে একজন পুরুষ অফিসার আমার বুক ও গোপনাঙ্গসহ শরীরে বুট দিয়ে আঘাত করে। ফলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে বুটের আঘাতে ফোলে যায়। যেগুলো আমি ডাক্তারকে দেখিয়েছি।

ব্যথার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার অপারেশন হয়েছে এবং সেলাই করা স্থানে অনেক ব্যথা হচ্ছে। পুলিশ আমাকে প্রচুর আঘাত করেছে'।

পুলিশ সহিংসতার শিকার আরেকজন বলেছিলেন, "আমরা সবাই সামনের সারিতে ছিলাম, তারা আমাদের যৌন হয়রানি করছিল এবং তারা আমাদের লাথি মেরে পেটে আঘাত করার চেষ্টা করেছিল,"। দিল্লি পুলিশ বেশ কয়েকজন মহিলাকে আহত করেছে যাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।

এক মহিলা বলেছেন, আমরা সংসদের দিকে যাত্রা করেছিলাম কিন্তু পুলিশ আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার ও চাপ দিতে শুরু করেছিল"। তিনি বলেন, "বেশিরভাগ পুরুষ পুলিশ সদস্য আমাদের ধাক্কা দিচ্ছিল, যে মেয়েগুলো পড়ে যাচ্ছিল, পুলিশ তাদের হাত ও পায়ে চড়াচ্ছিল এবং তারা অনেক মহিলার গোপনাঙ্গতেও আঘাত করেছিল।"

আহত মহিলা বলেছিলেন, "আমি যখন গ্রেপ্তারের পরে বাসে বসেছিলাম তখন পুলিশ এসে আমাকে থাপ্পড় মারল এবং মহিলা পুলিশ এসে আমার কাপড়েউঠিয়ে দেয় , পুরো মিডিয়া লাইভ চলছিল। লাঠি দিয়ে আমাকে বিভিন্নভাবে মেরে আমাকে অপমান করছিল।

উল্লেখ্য, যে দিল্লির শাহীনবাগ এলাকায় ভারতের বিতর্কিত আইনের বিরুদ্ধে নারীদের বিক্ষোভ গত মাস থেকেই চলছে, যেখানে এক সময় সশস্ত্র হিন্দু চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়েছিল এবং আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।

দিল্লির শাহীনবাগ ভারতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিপুল সংখ্যক প্রতিবাদী উপস্থিত রয়েছে।

নাগরিকত্ব আইন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

উল্লেখ্য, গত বছরের ১১ ই ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাস করে, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ এর আগে ৩ টি প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতে আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সী এবং খ্রিস্টানদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করবে। বাদ পড়বে মুসলিমরা।

উল্লেখ্য যে ভারতের লোকসভা এবং রাজ্যসভা বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি পাস করেছে, যার পর থেকে সারা দেশে, বিশেষত আসামে সহিংস বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

এছাড়াও, বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করার বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) -র তীব্র প্রতিবাদের পরে ৯ জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আসাম সফর বাতিল করতে হয়েছিল।

সূত্র: ডন নিউজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) জুনায়েদ হোসেন জয় নামের এক ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী সাংবাদিককে হেনস্তা করেছে। ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে গতকাল বুধবার দুপুরে প্রক্টর কার্যালয়ে চবি সাংবাদিক সমিতির (চবিসাস) পক্ষ থেকে তিন দিনের আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ঝুপড়িতে এ ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এস এম মনিরুল হাসান বলেন, ‘এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা ক্যাম্পাসের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ধ্বংসের অপপ্রয়াস। আমরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সূত্র: কালের কণ্ঠ

১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

মালয়েশিয়া যাবার পথে সেন্টমার্টিনের কাছে বঙ্গোপসাগরে রোহিঙ্গা বোঝাই ট্রলার ডুবিতে ১৫ জনের মৃতদেহ ও ৬৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ৫২ জন।

জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে পাঁচটা ছোট ছোট বোটে করে মোট ১৩৮ জন রোহিঙ্গা মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা করেছিল। পরে দালালরা তাদেরকে একটা বড় বোটে তুলে নেয়, যেটি মঙ্গলবার ভোরে ডুবে যায়। সকাল থেকে যে আরেকটি নিখোঁজ বোটের কথা বলা হচ্ছিল, তা মূলত ওই ছোট ছোট বোটগুলোরই একটা ছিল।

কোস্টগার্ড সদর দফতর সূত্র জানায়, জীবিত উদ্ধার ৭১ জনের মধ্যে ২৪ জন পুরুষ, ৪৪ নারী ও তিন শিশু। মৃত অবস্থায় উদ্ধার ১৫ জনের মধ্যে তিন শিশু ও ১২ নারী ছিলেন। নিহত ১৫ জনকে টেকনাফে তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সহকারী পরিচালক (গোয়েন্দা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম হামিদুল ইসলাম জানান, ১৩৮ জনের মধ্যে নিখোঁজ ৫২ জন।

উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন তারা। সেন্টমার্টিনের ছেঁড়াদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ট্রলার ডুবে যায়। এতে অনেকেই ডুবে যান। কেউ কেউ সাঁতরে পার হন।

ভারতের উত্তর প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী মালাউন রঘুরাজ সিং নারীদের বোরকা পরার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দাবি করে বলেছেন, সন্ত্রাসীরাই কেবল ফাঁকি দেয়ার জন্য বোরকা ব্যবহার করে।

দৃশ্যত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে সারা ভারতে চলমান প্রতিবাদের দিকে ইঙ্গিত করে রঘুরাজ দাবি করে যে অপরাধী ও সন্ত্রাসীরা তাদের পরিচিতি গোপন করার জন্য বোরকা ব্যবহার করে।

ক্ষমতাসীন বিজেপির রাজনীতিবিদেরা মুসলিম নারীদের বোরকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার দাবি জানিয়ে আসছে। সে বলেছে বোরকা হলো আরব দেশগুলোর ঐতিহ্য, এটি ভারতের ঐতিহ্য নয়। ভারত হলো হিন্দুদের দেশ।

এই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ভারতীয় মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে রঘুরাজ সিং কোনো ধরনের অনুশোচনাগ্রস্ত হননি। তিনি আরো জোরালোভাবে বলেন যে আমি যা বলেছি, তা নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই আমার।

রঘুরাজ অবশ্য আগেও এ ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তিনি গত জানুয়ারিতে বলেছিলেন, যারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করবে, তাদেরকে ‘জীবন্ত কবর’ দেয়া হবে। তিনি আরো বলেন, যারা দেশদ্রোহী, তাদের কুকুরের মতো মারা হবে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা

এর আগে উত্তরপূর্ব ভারতের একটি মহিলা কলেজের ছাত্রীদেরকে বোরকা পরে ক্লাসরুমে যেতে নিষিদ্ধ করা হয়। কর্তৃপক্ষের যুক্তি ছিল যে এটা প্রতিষ্ঠানের ড্রেসকোডের লঙ্ঘন। এই আইন লঙ্ঘনকারীকে জরিমানা দিতে হবে বলে আদেশ জারি করা হয়।

পাটনার জেডি ওম্যান্স কলেজে এক নোটিশে জানায়, ছাত্রীদের দেহে ইসলামি পরিচিতিসূচক কোনো পোশাক থাকতে পারবে না।

কলেজের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সব ছাত্রীকে ড্রেস কোড অনুসরণ করতে হবে। যারা এই নীতি লঙ্ঘন করবে তাদেরকে ২৫০ রুপি জরিমানা দিতে হবে।

সূত্র: গ্লোবাল ভিলেজ স্পেস

ভারতে বসবাসরত বাংলাদেশীরা বলেছে যে বিতর্কিত নাগরিককত্ব আইন পাস ও প্রস্তাবিত জাতীয় নাগরিক তালিকা (এনআরসি) ক্রমেই সেখানে একটি মুসলিম-বিদ্বেষী পরিবেশ তৈরি করছে। ফলে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানব-পাচার বেড়ে গেছে।

মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলাদেশ, ভারত ও আফগানিস্তানের নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের সহজে নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে গত ডিসেম্বরে ভারতের পার্লামেন্ট নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) পাস করে।

এতে একটি ঘোষিত সেক্যুলার দেশে ধর্মকে নাগরিকত্ব পাওয়ার হাতিয়ার করায় সমালোচকরা বলছেন যে এটি আসলে একটি মুসলিম বিরোধী আইন। ফলে সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে সারা ভারতে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। এসব প্রতিবাদে মুসলমানরা যোগ দিচ্ছে নজিরবিহীন সংখ্যায়।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে আসা যেসব মুসলমান দশকের পর দশক ধরে ভারতে রয়েছেন তারা আল-জাজিরাকে বলেন যে সাম্প্রতিক ঘাটনাবলী তাদের প্রতি শত্রুতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে। এ কাজে প্রায়ই তারা পাচারকারীদের সহায়তা নেয়।

পালিয়ে যাওয়া লোকজনের আশঙ্কা তারা ভারতে থাকলে সরকার তাদেরকে বিভিন্ন আটক কেন্দ্রে পাঠাবে। আসামসহ দেশের বিভিন্নস্থানে এ ধরনের আটককেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

পালাতে বাধ্য করা হচ্ছে

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এ সীমান্তে হঠাৎ করেই মানবপাচার ব্যাপক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

আল জাজিরার বার্নাড স্মিথ জানান যে, সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে ব্যাপক অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। আর অনুপ্রবেশের এই ধারটি একমুখি -- ভারত থেকে বাংলাদেশমুখি।

গত কয়েক মাসে সীমান্ত রক্ষা বাহিনী পাঁচ শতাধিক লোককে আটক করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত থেকে বাংলাদেশে কত মানুষ প্রবেশ করছে তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া অসম্ভব। পাচারকারীরা আমাদেরকে বলেছে তারা প্রতিরাতে ৪০-৫০ জন করে সীমান্ত পার করে দিচ্ছে।

ভারত থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশে ফিরে আসা প্রায় ৩০ বছর বয়সী যুবক মুনির হাওলাদার আল-জাজিরাকে বলেন যে তিনি শিশুকাল থেকে ভারতে ছিলেন।

তিনি বলেন, তারা দমন অভিযান চালাচ্ছে এবং গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রায় ৬০ জনকে আটক করা হয়েছে। এতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেই।

ভারতীয় ওয়ার্ক পারমিটধারী কুকি বেগম জানান তিনি তার স্বামীর সঙ্গে ১১ বছর ধরে ভারতে ছিলেন।

তিনি বলেন, ভারতের ক্ষমতাসীন দল চায় না সেখানে কোন বাংলাদেশী থাকুক। তাহলে আমরা কি করবো। আমরা মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে থাকতে চাই। তাই চলে এসেছি।

গত মাসে ভারতের বেঙ্গালুরুতে একটি বস্তি গুড়িয়ে দেয়া হলে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। বস্তিতে বাংলাদেশীরা থাকে বলে গুজব রটিয়ে বস্তিটি উচ্ছেদ করা হয়। পরে দেখা গেলো বস্তিবাসীরা ভারতীয় নাগরিক।

ভারত সরকারের হিসাবে প্রায় ২০ লাখ বাংলাদেশী ভারতে বাস করে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে নিয়ে সংগ্রাম করছে। ২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনীর 'গণহত্যা' থেকে বাঁচতে এরা পালিয়ে আসে।

সূত্র: আল-জাজিরা

আসামের নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি তালিকা ওয়েবসাইট থেকে গায়েব হয়ে গেছে। গত বছর আসামের নাগরিকপঞ্জি তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকপঞ্জি তালিকা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করে । আর তাই ওয়েবসাইটে ওই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল ।

জানা গেছে, আসামের নাগরিকপঞ্জির তথ্যকে তালিকা আকারে প্রকাশ করার দায়িত্ব আইটি ফার্ম উইপ্রোকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরে উইপ্রোর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেত চাইছে এনআরসির কাজে যুক্ত কর্মকর্তারা। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মোদি সরকারের দিকেই আঙুল তুলেছে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, কোনও বিশেষ অভিসন্ধি থেকেও এই কাজ হয়ে থাকতে পারে।

আসামের এনআরসি সমন্বয়ক হিতেশ দেব শর্মা জানিয়েছেন, এসব তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের দায়িত্বে ছিল উইপ্রো। তাদের সঙ্গে চুক্তি ছিলো গত বছরের ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত। এই বছর তাদের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করা হয়নি। সে কারণে ১৫ ডিসেম্বর থেকে এসব তথ্য অফলাইনে চলে গেছে

বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্তকরণ ও নির্বাসনের জন্য ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আসামে আন্দোলন চলেছে। অবৈধভাবে থাকা বাংলাদেশীদের ফেরত পাঠানোর জন্যই নাগরিকপঞ্জি করেছে ভারতীয় সরকার।

সূত্র: এনডিটিভি।

১.

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু বললে কেউ ক্ষিপ্ত হয় না, পেটাতেও নামে না। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বললে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ধেয়ে আসে কেন? এটি কি এজন্য নয় যে, তারা ভারতের দাস এবং কাজ করছে ভারতীয় স্বার্থের পাহারাদার রূপে?

২.

ভারতে অতি অসভ্যদের শাসন চলছে। অসভ্যদের শাসনে আইনের শাসন থাকে না; থাকে গুম, খুন, ধর্ষণ ও সন্ত্রাসের রাজনীতি। ভারতে তাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও নাগরিকত্বহীন করে বহিষ্কারের চেষ্টা হচ্ছে। অসভ্যদের শাসন চলছে বাংলাদেশেও। তাই ভারতে অসভ্য শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সরকার কিছুই বলছে না। যারাই প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামছে তাদের বিরুদ্ধে হামলা হচ্ছে। নিজেদের যারা সভ্য রূপে দাবী করে তাদের এখন আওয়াজ তোলার সময়।

৩.

মশামাছি কখনোই ফুলের উপর বসেনা, আবর্জনা খুঁজে। তেমনি দুর্বৃত্তরা রাজনীতির অঙ্গণে খুঁজে চোর-ডাকাত ও ভোট-ডাকাতদের দল। বাংলাদেশে দুর্বৃত্তদের সংখ্যাটি বিশাল। তাই শেখ হাসিনার ভোট-ডাকাত সরকারের লোকবলের অভাব হচ্ছে না।

৪.

মিথ্যা বলা ও মিথ্যা নিয়ে বাঁচাটি কবিরা গুনাহ। বাঙালীর জীবনে বড় মিথ্যাটি হলো ১৯৭১’য়ে ৩০ লাখের মৃত্যু। এ গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য চাই সঠিক তালিকা। কিন্তু যাদের রাজনীতি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের মূল এজেন্ডা হলো মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখা। কারণ মিথ্যা না বাঁচলে তাদের রাজনীতি বাঁচে না। এরাই জনগণকে বাধ্য করে মিথ্যা বলার কবিরা গুনাহতে। এরূপ কবিরা গুনাহর রাজনীতি বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে দেশে রাজাকারের তালিকা ও মুক্তিযুদ্ধাদের তালিকা হলেও একাত্তরে কতজন নিহত হলো -সে তালিকাটি বানানো হচ্ছে না।

শেখ হাসিনার লক্ষ্য হলো, পিতার তিরিশ লাখের মিথ্যাকে যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রাখা। শেখ হাসিনা জানে, একাত্তরে কতজন মারা গেছে সে তালিকাটি গ্রামে গ্রামে গিয়ে বানানো হলে প্রমাণিত হতো, তার পিতা কত বড় মিথ্যাবাদি ছিল সেটি। তখন শেখ মুজিব ইতিহাসে যুগ যুগ বেঁচে থাকতো বিশাল মাপের মিথ্যাবাদি রূপে। জাতিও জানতে পারতো তাদের তথাকথিত বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গপিতা কতবড় মিথ্যুক ছিল। শেখ হাসিনা এজন্যই তেমন একটি গণনা চায় না।

৫.

সাহাবায়ে কেরামদের জান-মালের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগটি ছিল বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায়; মসজিদ-মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠায় নয়। অথচ আজকের মুসলিমদের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগটি হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্রতর করার কবিরা গুনাহতে। ১৯৭১’য়ে তেমন একটি কবিরা গুনাহতে বিশাল বিনিয়োগ ছিল বাঙালী মুসলিমদের। এবং সেটি ভারতীয় কাফেরদের অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়ে। বাঙালীদের সে বিনিয়োগে উপমহাদেশের মুসলিমগণ যেমন দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন হয়েছে, তেমনি শক্তি বেড়েছে ভারতের। একাত্তরে যারা ভারতকে বিজয়ী করতে লড়েছিল এখন তাদেরই অনেকে লড়ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখায়। সেটি করছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নামে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে তেমন একটি কবিরা গুনাহতে মত্ত দেখা গেছে আরবদের। তাতে আরব ভূমি ২২ টুকরোয় বিভক্ত হয়েছে এবং তাতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ইসরাইল। সে পাপের কারণেই ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া, ফিলিস্তিন ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। বিভক্তিতে আযাব যে অনিবার্য -সেটি মহান আল্লাহতায়ালা সুরা আল-ইমরানের ১০৫ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে শুনিয়েছেন। মুসলিমগণ বিভক্ত হয়ে এখন সেটিই প্রমাণ করছে।

৬.

রাজাকারদের ইতিহাস হলো তারা কখনোই ভারতের দালালী করেনি। ভারতের দালালী কখনোই তাদের ধাতে সয়না। তাই ভারতের দালালদের রাজাকার বলাটি একাত্তরের ইতিহাস নিয়ে মূর্খতা। তেমন এক মুর্খতা হলো যারা ভারতের বিজয় বাড়াতে একাত্তরে যুদ্ধ করেছে সে ভারতসেবী গোলামদের রাজাকার বলা। অথচ বাংলাদেশে সে মুর্খতাটি প্রকট ভাবে হচ্ছে। এমনকি জামায়াত শিবিরের পক্ষ থেকেও হচ্ছে।

৭.

বাংলাদেশে এখন ভারতের প্রতি অনুগত দাসদের সরকার। তাই ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বললে এ দাসেরা মারতে ধেয়ে আসে। এ দাসেরাই আবরারকে হত্যা করেছে এবং ভিপি নূরুল হকসহ অনেককে আহত করেছে।

৮.

পবিত্র কোর'আন জান্নাতের পথ দেখায়। তাই যারা কোর'আনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকে তারা দূরে থাকে জান্নাতের পথ থেকে। কোর'আনের জ্ঞানহীনরা চলে জাহান্নামের পথে।

৯.

কে কতটা মুসলিম রূপে বেড়ে উঠলো -মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে সে বিষয়টির বিচার হবে। তার ভিত্তিতে জান্নাত বা জাহান্নাম মিলবে। কে কতটা বাঙালী হলো সেদিন সেটির কোন গুরুত্বই থাকবে না।

১০.

সেক্যুলার মুসলিমদের মূল আগ্রহটি ভাষা ভিত্তিক পরিচয় নিয়ে বেড়ে উঠায়। তাই সেক্যুলার বাঙালী মুসলিমদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে কোন গর্ব নাই; তাদের গর্বটি বাঙালী রূপে বেড়ে উঠায়। অথচ আল্লাহর দরবারে সে পরিচয়ের কোন মূল্যই নাই। ঈমানের দায়ভার তো মুসলিম রূপে বেড়ে উঠায়।

১১.

বিভক্তি আযাব আনে। এবং একতা বিজয় ও নিয়ামত আনে। মুসলিমদের সংখ্যা ও সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন -তা দিয়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাব, অপমান ও পরাজয় থেকে মুক্তি

মিলবে না। অথচ যখন একতা ছিল তখন দরিদ্র মুসলিমও কম জনসংখ্যা নিয়ে বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

১২.

"যে ব্যক্তির জীবনে পর পর ২টি দিন আসলো অথচ তার জ্ঞানের ভান্ডারে কোন নতুন জ্ঞান যোগ হলো না তার জন্য বিপর্যয়।"- হাদীস।

১৩.

ডাকাতদের গর্ব তাদের সর্দারকে নিয়ে। কারণ সে ডাকাতির নতুন নতুন পথ দেখায়। আওয়ামী চোর-ডাকাত ও ভোট-ডাকাতদের গর্বও শেখ হাসিনাকে নিয়ে। আওয়ামী লীগের সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের ভাষণে তো সেটিই ফুটে উঠলো।

১৪.

নেক কাজে সফলতা আসে আল্লাহতায়ালার রহমতের ফলে। আর ছওয়াব জুটে শুধু নেক নিয়তে, মেধা, মেহনত, অর্থ, সময় তথা নিজ সামর্থ্যের বিনিয়োগে।

সূত্র: এখন /ফিরোজ মাহবুব কামাল

আসামে আদি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সনাক্ত করার একটি পরিকল্পনা করছে ভারতের আসাম রাজ্য সরকার। এর মধ্য দিয়ে কথিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের আলাদা করারও পরিকল্পনা রয়েছে।

ওদিকে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসির যথার্থতা নিয়ে এখনও সংশয় আছে। আসাম সরকারের ওই পরিকল্পনা নিয়ে গত মঙ্গলবার বৈঠক আহ্বান করেছেন সংখ্যালঘু কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী রণজিৎ দত্ত। এ খবর দিয়েছে অনলাইন ডেকান হেরাল্ড।

এতে বলা হয়, আজকের এই বৈঠকে তিনি আসামের চারটি সম্প্রদায় গোরিয়া, মোরিয়া, দেশি ও চা প্রধান এলাকার জোলা'দের এবং অন্যান্য অংশীদারদের ডেকেছেন। এতেই ওই

পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার কথা রয়েছে। এই পরিকল্পনায় মুসলিম বাদেরও ওই চারটি সম্প্রদায়ের লোকজনকে সনাক্ত করতে জরিপ চালানোর কথা বলা হয়েছে।

আসাম মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মুমিনুল আওয়াল বলেছেন, আসামে প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ মুসলিম রয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রায় ৯০ লাখ। বাকি ৪০ লাখ বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর। তাদেরকে সনাক্ত করা প্রয়োজন।

তিনি আরো বলেন, কয়েক লাখ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এনআরসিতে। তাই আমরা এর (এনআরসি) উপর নির্ভর করতে পারি না।

কিভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে? এ প্রশ্নের জবাবে আওয়াল বলেছেন, আমরা রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়ার (আরজিআই) কাছ থেকে অনুমোদন চেয়ে আবেদন করতে অনুরোধ করবো রাজ্য সরকারকে। আরজিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া এই জরিপের কোনো আইনগত বৈধতা থাকবে না।

ভারতে একের পর এক রাজ্য হাতছাড়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকা উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির। গত দেড় বছরে 'বিজেপিমুক্ত' হয়েছে পাঁচটি রাজ্য। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরো একটি রাজ্য। দিল্লিতেও মুখে হাসি ফোটাতে ব্যর্থ মোদি-শাহ জুটি। প্রথমদিকে লড়াইয়ে থাকলেও বেলা যতো গড়িয়েছে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে বিজেপি। শেষপর্যন্ত তাদের হাতে দিল্লির মাত্র সাতটি আসন। অথচ রাজধানীর সাতটি লোকসভা আসনই জিতেছিল তারা। তাহলে কেন এমন পরিস্থিতি? কেনই-বা একের পর এক রাজ্য হাতছাড়া হচ্ছে?

গত দেড় বছরে বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা। দিল্লিতেও ২৭০ জন সাংসদ, ৭০ জন মন্ত্রী প্রচারের কোনো কাজে এল না। শতাংশের নিরিখে ভোট ও আসন বাড়লে সন্তোষজনক ফল করতে পারেনি বিজেপি।

স্বভাবতই হারের কারণ নিয়ে ওঠছে প্রশ্ন। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর কথায়, ২০১৪ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত দলের কাঠামো খতিয়ে দেখা উচিত। তার অভিযোগ, বহু রাজ্যে নিজেদের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি বিজেপি, তার ফল হাতেনাতে পেয়েছে নেতৃত্ব। একই কথা বলছেন দিল্লির বিজেপি প্রার্থী কপিল মিশ্র। তার কথায়, 'কিছু একটা গড়বড় হচ্ছে। খতিয়ে দেখা দরকার।' দিল্লির সাংসদ গৌতম গম্ভীর তো স্বীকার করেই নিলেন। তিনি

বলেন, 'দিল্লির মানুষকে আমরা বোঝাতে পারিনি'। তবে দলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে অন্য সুর।

ভারতের লোকসভা হোক কিংবা বিধানসভা, এমনকি পৌরসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে বিজেপির ভরসা মোদি-শাহ জুটি। সর্বত্রই তাদের নাম জপে কাজ বের করার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। প্রচার করতে ছুটে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। অথচ প্রচারে সেভাবে দেখাই মিলছে না রাজ্য নেতৃত্বের। ফলে রাজ্যে কোনো নেতাই তৈরি হচ্ছে না। আবার পুরনো নেতাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জড়ো হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থী করার সময় সেসব দিকে কান দিচ্ছেন না বিজেপি নেতৃত্ব। ফলে সাধারণ মানুষের সমর্থন হারাচ্ছেন তারা।

দেশটির রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণে ওঠে এসেছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দিল্লির নির্বাচনের প্রচারেও বারবার পাকিস্তান বিরোধিতা কিংবা ধর্মীয় ভেদাভেদের কথা তুলে এনেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। অথচ স্থানীয় ইস্যু সম্পর্কে একটি শব্দও খোঁজ করছেন না তারা। ফলে স্বভাবতই জাতীয়স্তরের নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে পারলেও, বিধানসভায় বারবার ধাক্কা খাচ্ছে বিজেপি শিবির।

সামনেই বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-আসামের নির্বাচন। তাই এ রাজ্যগুলোতে জিততে বিজেপিকে এখনই রাজ্যে নেতা গড়ার দিকে মন দিতে হবে বলে দাবি করছেন রাজনৈতিক মহল।

সূত্র : কালেরকণ্ঠ অনলাইন

সরকারদলীয় হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হযরত সম্বোধন করে আলোচনায় এসেছেন। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছেন। তাই শেখ হাসিনার নাম উচ্চারণ করার পূর্বে তার প্রতি সম্মানসূচক একটি শব্দ উচ্চারণ করতে চাই, 'হযরত শেখ হাসিনা' তোমাকে অভিবাদন।

এবার প্রধানমন্ত্রীকে 'আওলাদে আউলিয়া' বলে মন্তব্য করে রবিবার বিকেলে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন হুইপ স্বপন। ওই স্ট্যাটাসে শেখ হাসিনাকে 'হযরত' বলার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। তিনি লেখেছেন, 'শেখ হাসিনা তার শরীরে আউলিয়া পরিবারের রক্ত বহন করছেন। তিনি আওলাদে আউলিয়া।'

সূত্র: বিডি-প্রতিদিন

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুদিনের সফরে ভারতে আসছে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ‘ফার্স্টলেডি’ মেলানিয়াকে নিয়ে ট্রাম্প দিল্লিতে পৌঁছবে। পরের দিন যাবে আহমেদাবাদে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ সফরসূচি ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবার। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

ট্রাম্পের পূর্বসূরি, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভারত সফরে এসেছিল দুবার। ২০১০ ও ২০১৫ সালে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি স্টেফানি গ্রিশাম জানিয়েছেন, ট্রাম্পের সফরসঙ্গী হচ্ছে ‘ফার্স্টলেডি’ মেলানিয়াও।

দিল্লি ছুঁয়ে সস্ত্রীক ট্রাম্প যাবে আহমেদাবাদে। এও বলা হয়েছে, এই সফর ভারত ও আমেরিকার প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।

আহমেদাবাদে ট্রাম্পকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য ‘কেম চো ট্রাম্প’ নামে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হবে। গুজরাটি ভাষার ‘কেম চো’ শব্দটিকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘হাউডি’।

গত বছর হিউস্টনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সংবর্ধনা জানাতে একই রকমভাবে ‘হাউডি মোদি’ নামে একটি সমাবেশের আয়োজন করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন।

পল্লবীতে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম শাওনের গুলিতে আরেক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাতে পল্লবীর ২৪ নং রোডে এ ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত ১০ টায় শাওনের সাথে স্থানীয় আরেক আওয়ামী লীগ নেতা আড্ডুর সঙ্গে ঝামেলা হয়। এসময় শাওন পর পর ৫ রাউন্ড গুলি চালায়। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চীনের উহান শহরের বাতাসে মাত্রাতিরিক্ত সালফার ডাইঅক্সাইডের (এসও-২) উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ব্যাপক পরিমাণ মৃতদেহ এবং হাসপাতালের আবর্জনা পোড়ানোর কারণে এমনটা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তোলা ছবি দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে আবহাওয়াভিত্তিক ওয়েবসাইট 'উইন্ডি.কম'।

স্যাটেলাইটে তোলা ওই ছবির সূত্র ধরে 'ডেইলি মেইল' এর খবরে বলা হয়, চীনের উহান ও চংকিং শহরের বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের মাত্রা উদ্বেগজনক। গত এক সপ্তাহ ধরে এই দুটি শহরে প্রতি কিউবিক মিটারে সালফার ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি ১৩৫০ মাইক্রোগ্রাম। যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, প্রতি ১০ মিনিটের ব্যবধানে এই মাত্রা ৫০০ মাইক্রোগ্রামের বেশি হওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে।

এই সালফার ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে উৎপন্ন হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই এসিডের প্রভাবে স্থানীয় জনগণের হাঁপানি, ফুসফুস প্রদাহ এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, 'এসও-২ শ্বাসক্রিয়া এবং ফুসফুসের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে এবং চোখ জ্বালা করে।'

এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর চীন সরকারের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আরও শক্ত অবস্থান পেয়েছে। বারবার দাবি করা হচ্ছে যে, ব্যাপক গণভস্মীভূতকরণের মধ্য দিয়ে মৃতের সংখ্যা লুকাচ্ছে চীন সরকার। যদিও এমন দাবির সত্যতা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি।

ব্যাপকসংখ্যক মরদেহ ভস্মীভূত করার সঙ্গে উহানের অতিমাত্রায় সালফার ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতির একটি সম্পর্ক থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্রঃ আমাদের সময়

রাজধানীর নয়াবাজারে নিউজ টোয়েন্টিফোরের টিমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে। সাংবাদিকদের ওপর এ হামলায় চালায় অবৈধ বন্ড সন্ত্রাসীরা।

এ সময় সন্ত্রাসীরা নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাংবাদিকদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়। গাড়ি ভাংচুরসহ মারধর করে সাংবাদিকদের।

জানা গেছে, নিউজ টোয়েন্টিফোরের একটি টিম নয়াবাজারে পেশাগত দায়িত্বপালনে অবস্থান করছিল। এসময় বন্ড সন্ত্রাসীরা একযোগে তাদের ওপর হামলা চালায়। এসময় তাদের সাথে থাকা ব্যাকপ্যাক ছিনতাই করা হয়। এছাড়া ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া হয় এবং গাড়ি ভাংচুর করা হয়। রিপোর্টার ও ক্যামেরাপারসনকে মারধর করা হয়।

হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন নিউজ টোয়েন্টিফোর রিপোর্টার ফখরুল ইসলাম ও ক্যামেরাপারসন শেখ জালাল। এক পর্যায়ে রিপোর্টার ও ক্যামেরাপারসন উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান সাধারণ জনতা।

তবে এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করেনি আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

এবার সিলেটে সুরমা নদীর ওপর শাহজালাল তৃতীয় সেতু মেরামতে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ। লোহার পাটাতনের পরিবর্তে সেতুর প্যানের জোড়ায় (এক্সপানশন জয়েন্ট) বাঁশ ব্যবহার করেছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ। ব্যবহৃত বাঁশের ওপর সিমেন্টের প্রলেপ দিয়েছেন সওজের শ্রমিকরা।

সেতুটিতে সওজের কর্মরত শ্রমিকরা বলেন, ওভারলোডেড গাড়ি চলাচলের কারণে লোহার পাত উঠে গেছে। সেই পাত চুরি হয়ে যাওয়ায় পাটাতনের ফাঁক সিমেন্ট দিয়ে ভরাট করার জন্য বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সিলেটের সওজ উপ-সহকারী প্রকৌশলী আতাউর রহমান বলেন, লোহার পাত দিয়ে লাগানো স্লিপার ভেঙে যাওয়ায় তা চুরি হয়ে যায়। এজন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বাঁশ দিয়ে বিটুমিন ঢেলে পিচ দেওয়া হয়েছে।

সওজ সিলেটের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. নুরুল মজিদ চৌধুরী বলেন, ওভারলোডেড গাড়ির কারণে সেতুর জয়েন্টের লোহার পাতগুলো ভেঙে উঠে যায়। ফলে নতুন করে ওই

পাতগুলো লাগানো সম্ভব হয় না, তাই বাঁশ দিয়ে বিটুমিন ঢেলে পিচ ঢালাই দেওয়া হয়। কাজটি অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী। তবে নষ্ট হয়ে গেলে আবার ঢালাই দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, কেবল শাহজালাল তৃতীয় সেতু নয়, কুশিয়ারার ওপর শেরপুর সেতুসহ সুরমার ওপর অন্য সেতুগুলোতেও এভাবে কাজ করা হয়েছে।

উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজগুলোতে আরসিসি ঢালাইয়ে কাজে বাঁশ দেওয়া ঠিক নয়। লোহার পাটাতন লাগাতে গেলে ফের বরাদ্দ দরকার, এসব করতে গিয়ে অনেক সময় কাজ করা যায় না, তাই আপাতত বাঁশ দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও টেকসই নয়। এটি নষ্ট হলে আবারও করব।

এ বিষয়ে সওজ সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী রিতেশ বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়।

সূত্রঃ যায়যায়দিন

টানা পতনের বৃত্তে আটকে রয়েছে শেয়ারবাজার। আগের কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় সোমবারও প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) মূল্যসূচকের পতন হয়েছে। এর মাধ্যমে টানা পাঁচ কার্যদিবস দরপতন হলো শেয়ারবাজারে।

মূল্যসূচকের পতনের সঙ্গে এদিন ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দরপতন হয়েছে। সেই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। অবশ্য লেনদেনের শুরুর চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শুরুতে ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ে। এতে ১০ মিনিটেই ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ৩৩ পয়েন্ট বেড়ে যায়। এরপরই ঘটে ছন্দপতন। দাম বাড়ার পরও কিছু প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম আবার কমতে থাকে। তারপরও লেনদেনের প্রথম তিন ঘণ্টা ঊর্ধ্বমুখী থাকে সূচক।

কিন্তু শেষ ঘণ্টার লেনদেনে একের পর এক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দরপতন হয়। ফলে ঋণাত্মক হয়ে পড়ে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে ১২৪টি

প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দাম বাড়ার তালিকায় স্থান পায়। বিপরীতে দাম কমে ১৬৬টির। দাম অপরিবর্তিত ৬৩টির।

বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের এই দরপতনের ফলে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৩ পয়েন্ট কমে ৪ হাজার ৩৮৫ পয়েন্টে নেমে গেছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক দশমিক ৮৮ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৪৯১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসই শরিয়াহ্ ৩ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

প্রধান মূল্যসূচকের পতনের পাশাপাশি ডিএসইতে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৩৪০ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ৩৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন কমেছে ২১ কোটি ৮ লাখ টাকা।

সূত্রঃ যায়যায়দিন

সংঘবদ্ধ মাটি লুটেরা চক্রের ফাঁদে জিম্মি হয়ে পড়েছে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ৫০ হাজারের বেশি বাসিন্দা। তাদের ফসলি জমি, গাছপালা, ভিটেবাড়ি কেটে, ছেঁটে, ধসিয়ে দিয়ে হাজার হাজার ট্রাক মাটি লুটে নেওয়া হচ্ছে। এসব মাটি নেওয়া হচ্ছে আশপাশের ৪০টি ইটভাটায়, সরবরাহ যাচ্ছে মাটি ভরাটের ঠিকাদারি কর্মকান্ডে। থানা পুলিশের পাহারায় চিহ্নিত সুজন-ডন-পলাশ বাহিনীর সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্রের মহড়া দিয়ে ফাঁকা গুলিবর্ষণের আতঙ্ক ছড়িয়ে যেখানে সেখানে হামলে পড়ছে।

স্ক্যাভেটর, ভেকুসহ মাটি খননের বৃহৎ যন্ত্রপাতি দিয়ে শত শত শ্রমিক রাতদিন মাটি খনন করে ট্রাকের পর ট্রাক ভরাট করে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েক হাজার একর আয়তনের সমতল জায়গা, ফসলি জমি কিংবা ভিটেবাড়ি দফায় দফায় খনন করে রীতিমতো ২০-২২ ফুট গভীর খাদে পরিণত করেছে। এরই মধ্যে ব্রাহ্মণগাঁও, কাজীর গাঁ, দক্ষিণ বাগুরের অনেক বাড়িঘর এসব খাদে ধসে পড়েছে।

কেউ কেউ বালির বস্তার বাঁধ বানিয়ে বাড়ির ঘরগুলো কোনোরকমে টিকিয়ে রাখলেও তাদের বসবাস চলছে সীমাহীন ঝুঁকিতে। ঘরের দরজার সামনে পা ফেলতে সামান্য অসতর্কতাতেই গভীর খাদে পড়ে হতাহতের আশঙ্কা গ্রামবাসীকে তাড়িয়ে বেড়ায় সর্বদা।

মাটি লুটেরা চক্র তাদের আগ্রাসী থাবায় বুড়িগঙ্গাসংলগ্ন কোন্ডা ইউনিয়নের ছয়টি গ্রামসহ প্রায় ৭ বর্গকিলোমিটার এলাকার চিরচেনা চেহারা আমূল বদলে দিয়েছে, পাল্টে দিয়েছে প্রকৃতি। যত দূর চোখ যায় খাঁখাঁ বিরানভূমি আর গভীর খানাখন্দে ক্ষতবিক্ষত বেহালচিত্রই দৃশ্যমান হয়। কোথাও একচিলতে ছায়া দেওয়ার মতো গাছপালার নজির পর্যন্ত রাখা হয়নি। ভারী খনন যন্ত্রপাতির অনর্গল শব্দ আর মাটিবাহী ট্রাকগুলোর অবিরাম ছুটে চলা গোটা এলাকার পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। মাটি লুটেরা চক্র সেখানে শত শত একর জায়গাজমির শ্রেণি পরিবর্তন ঘটিয়ে চলছে অহরহ। সেসব ব্যাপারে উপজেলা ও জেলা প্রশাসন রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী বাসিন্দারা অভিযাগ করে বলেছেন, 'আমাদের জায়গাজমিতে জোরপূর্বক গভীর খাদ বানিয়ে মাটি লুটে নেওয়া হলেও দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ বরাবরই লুটেরা চক্রের পক্ষ নিয়ে থাকে। কোনো এলাকায় সুজন-ডন-পলাশ চক্রের মাটি খননের কাজ শুরুর আগেই সেখানে থানা পুলিশের অন্তত দুটি টহল গাড়ি সর্বক্ষণ অবস্থান করে

প্রকাশ্যে জায়গা খনন করা হলেও বাধা দেওয়ার উপায় নেই। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে ভেকু মেশিনের চালকও অস্ত্র তাক করে, ফাঁকা গুলি ছোড়ে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ এসে জমির মালিকদেরই উল্টো ধাওয়া দেয়, মারধর করে। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় সরেজমিন গিয়ে কান্দাপাড়ার অদূরে বড় বড় চারটি যন্ত্রপাতি লাগিয়ে ব্যাপকভাবে মাটি খনন চালাতে দেখা যায়। শ্রমিকরা জানান, স্থানীয় ইউনিয়ন সন্ত্রাসী শ্রমিক লীগ সাধারণ সম্পাদক সুজন মিয়ার নেতৃত্বে তারা মাটি খনন করে তারই মালিকানাধীন সুজন ব্রিকসে (ইটভাটা) সরবরাহ করছেন। খবর পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুজন ও তার ২০-২২ সহযোগী ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে রীতিমতো মারমুখী আচরণ শুরু করেন। গ্রামের যেসব বাসিন্দা সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য দিচ্ছিলেন তাদেরকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকেন সুজন।

অপরাধ অপকর্মের শিরোমণি : নাম সুজন হলেও অপকর্মের অভিযোগের শেষ নেই এই তার বিরুদ্ধে। সুজন মিয়ার সব অপকর্ম হচ্ছে খোদ পুলিশের সামনেই। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সুজনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করা হলেও উল্টো পুলিশই গ্রামবাসীদের নামে মামলার হুমকি দেয়। যদিও প্রশাসন বলছে, বিষয়টি নিয়ে তারা তৎপর। প্রশাসনের মতে, অন্যায়কারী যে-ই হোক, তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে। জানা গেছে, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কোন্ডা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণগাঁও, কাজীর গাঁও, দক্ষিণ পানগাঁও, পানগাঁও ও কাউটাইলে সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলেছেন সুজন মিয়া, ডন, পলাশ। তাদের বাহিনী এলাকায় চাঁদাবাজির পাশাপাশি দখলদারির রাজত্ব কায়েম করেছে। ফসলি জমিসহ, রাস্তাঘাট, অন্যান্য জমি জবরদখল করে মাটি উত্তোলন করে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে তা বিক্রি করছেন। এতে জমিতে তৈরি হচ্ছে গভীর

খাদ, উৎপাদন করা যাচ্ছে না কোনো ফসল। বৃষ্টি এলে তলিয়ে যায় গোটা এলাকা। এতে একদিকে যেমন ফসলি জমি শেষ হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে পরিবেশও রয়েছে মারাত্মক হুমকিতে। অনেক বাড়িঘর ইতিমধ্যে মাটি উত্তোলনের ফলে বিলীন হয়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে রাস্তা। উজাড় হয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি। এ ছাড়া তার গঠিত বাহিনী এলাকাবাসীর কাছ থেকে শুরু করেছে চাঁদাবাজি। নির্দিষ্ট চাঁদা না পেলে দেওয়া হয় হত্যার হুমকি। তার চাঁদাবাজি ও দখলের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই এলাকাছাড়া করার হুমকি দেওয়া হয়। আর এসব কর্মকান্ড খোদ পুলিশের সামনে করলেও পুলিশ অজানা কারণে নীরব থাকে। এ যেন মগের মুল্লুক!

কুয়েতপ্রবাসী ইসলাম ২০ লাখ টাকা দিয়ে ৬ শতাংশ জমি কিনেছিলেন। তার কেনা জমিতে চলতি বছরের শুরুর দিকে বাড়ি তৈরির ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার জমির কোনো চিহ্ন এখন নেই। তার জমিসহ ব্রাহ্মণগাঁও এলাকাটি এখন গভীর খাদ। একই অবস্থা গ্রামটির হালিম দোকানদার, দেলোয়ার, আইয়ুব আলী, আফসারসহ পাঁচ-ছয়টি গ্রামের ৫০ হাজার বাসিন্দার। এ বিষয়ে হালিম বলেন, ‘গভীর রাতে এমনকি দিনের বেলায়ও সুজন, ডন ও পলাশের লোকজন আমার বাড়ির জমিটি শেষ করে দিয়েছে। এখন আর বাড়ি করার উপায় নেই। পুলিশকে জানালে উল্টো পুলিশ মামলার হুমকি দেয়। ’ খুকি বলেন, ‘আমার জমির ওপর ছোট ঘর তৈরি করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল ইটের বাড়ি বানানোর। কিন্তু আমার জমিতে জোর করে মাটি ও বালু উত্তোলন করায় জমির কোনো চিহ্ন নেই। এখন অন্যের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। ’ তবে স্থানীয় প্রশাসন বলছে, অন্যায়কারী যে-ই হোক, তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে। এ বিষয়ে কেরানীগঞ্জে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) অমিত দেবনাথ বলেন, ‘আমরা ফসলি জমি বা বিভিন্ন জমিতে মাটি উত্তোলনের বিষয়টি নিয়ে তৎপর আছি। আমরা যেহেতু বিষয়টি জানতে পেরেছি, অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। ’ তিনি বলেন, ‘ভেপু (মাটি উত্তোলনের যন্ত্র) ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ, তবে সরকারি কোনো স্থাপনা বা রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহার করা যায়। এখন জানতে পারলাম সেখানে একটি গোষ্ঠী এটা ব্যবহার করে মাটি উত্তোলন করছে। আমি অবশ্যই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেব। ’

কে এই সুজন মিয়া : আজ থেকে ১০-১২ বছর আগে সুজন মিয়া বুড়িগঙ্গা নদীতে মাঝির কাজ করে সংসার চালাতেন। পরে মাঝি থেকে হয়ে যান নৌডাকাত, গড়ে তোলেন সন্ত্রাসী সংগঠন। নিজ কব্জায় নিয়ে নেন ইউনিয়ন শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক পদ। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পদ দখলে নেন। শুরু করেন ফসলি জমির মাটি ও বালু উত্তোলন। এগুলো বিক্রি করতে থাকেন ইটভাটাসহ বিভিন্ন জায়গায়। জবরদখল করে অন্যের জমির মাটি উত্তোলন করে গভীর খাদে পরিণত করেন। এতে বসতবাড়ি ও সরকারি রাস্তা হুমকির মুখে

পড়ে। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজামাল বলেন, ‘মাটি উত্তোলন আমরা বন্ধ করেছি। এখন কোন্ডা ইউনিয়ন থেকে কোনো ধরনের মাটি উত্তোলন হচ্ছে না। মাটি উত্তোলন এখন বন্ধ আছে। ’ তবে গতকাল সরেজমিন গিয়ে এই প্রতিবেদক ২০টির বেশি ট্রাকে মাটি পরিবহন ও উত্তোলনের চিত্র দেখেছেন যার তথ্য-প্রমাণ সংরক্ষিত আছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। ’

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদিন গত 5 ফেব্রুআরি মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

"আয-যাল্লাকা" মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ মতে, JNIM এর মুজাহিদিন গত 5 ফেব্রুআরি মালির মোপ্টি প্রদেশে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে একটি হামলার ঝড় তুলেছিলেন।

মুজাহিদদের উক্ত হামলার তীব্রতা এতটাই প্রকট ছিল যে, মুরতাদ বাহিনী কোন প্রতিরোধ করা এবং যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি সরানো ছাড়াই ঘাঁটি ছেড়ে পালায়ন করে। এসময় পালায়নপর অনেক মুরতাদ সৈন্য মুজাহিদদের হামলায় হতাহতের শিকার হয়।

ঘাঁটি ছেড়ে মুরতাদ বাহিনীর পালায়নের পর মুজাহিদগণ সেখান থেকে কয়েক ডজন মোটরবাইক, সামরিকযান ও অগণিত যুদ্ধাস্ত্র এবং গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।
والحمد لله رب العالمين.

দুর্বৃত্তের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মো. তানভীর (২৫) নামের এক ক্ষুদ্র মনোহারি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলার মেন্দীপুর

ইউনিয়নের নূরপুর বোয়ালী গ্রামে। শনিবার ভোর ৫টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত তানভীরের পিতা আবুল বাশার জানান, তানভীরের স্ত্রী ও দুটি সন্তান রয়েছে। তানভীর শুক্রবার সন্ধ্যায় তার মাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসছি বলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। রাত ৮টার দিকে একই গ্রামের তার বন্ধু সিজিল ও রাহাত বাড়িতে এসে খবর দেয়, তানভির বড় মসজিদের সামনের পাকা সড়কে আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরিবারের লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। এ সময় তারা দেখতে পায় তানভীরের মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত এবং ডান কান কাটা। অজ্ঞান অবস্থায় তারা তাৎক্ষণিক তানভীরকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ৯ ঘণ্টা চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোর ৫টার দিকে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সূত্রঃ যায়যায়দিন

জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত উইঘুর মুসলমানদের ওপর চীন সরকারের বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে বিভিন্ন সূত্র জানায়। ২০ লাখের অধিক উইঘুর মুসলিম নারী-পুরুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বেইজিং সরকারের দাবি, এটা ‘চরিত্র সংশোধনাগার’। প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান থেকে উইঘুর মুসলিমদের গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গত মাসে প্রখ্যাত হুই মুসলিম কবি Kwe Cui Haoxin-কে গ্রেফতার করা হয়েছে এই বন্দীদের মুক্তি দাবি করে কবিতা লেখার ‘অপরাধে’। নির্যাতনের খবর যাতে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ শিথিল ও বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য জিনজিয়াং প্রদেশে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। উইঘুর জনগোষ্ঠীর দাবি, তারা এই পর্যন্ত কোনো সহিংস পদক্ষেপ নেয়নি। অপর দিকে, চীনা কর্তৃপক্ষ উইঘুরদের ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে আখ্যায়িত করে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যত্র সরিয়ে নিতে চায়। আন্তর্জাতিক কোনো সশস্ত্র সংগঠনের সাথে উইঘুরদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মেলেনি। Thierry Kellner, নামক Brussels Institute of Contemporary Studies-এর একজন গবেষক সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন, "This is a technique that has been used by Beijing for a long time, and that consists in blaming everything that happens in Xinjiang on Uighur exiles,"

চীন সরকার সে দেশের মুসলমানদের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য মুছে ফেলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রায় ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এ

অঞ্চলের নাম ছিল 'পূর্ব তুর্কিস্তান'। চীনা কর্তৃপক্ষ নাম দিয়েছে জিনজিয়াং (পশ্চিমের অংশ)। পুরনো মসজিদগুলো সংস্কারের অভাবে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। নতুন মসজিদ তৈরি, সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের অনুমতি নেই। পুরনো মসজিদ সংস্কার করতে হলে বৌদ্ধমন্দিরের আদলে নাকি গড়তে হবে। ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হয় সঙ্গোপনে। পবিত্র হজ পালনকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। হুই জেলার লিউ কাউলান ও কাশগড়ের প্রাচীনতম মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এসব মসজিদের প্রতিটিতে এক হাজার মানুষ নামাজ আদায়কালে ১০০ জন পুলিশ অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে মসজিদের চারপাশে দণ্ডায়মান থাকে প্রতি জুমাবার। মসজিদের দরজায় পোস্টার লাগানো হয়েছে 'নামাজ পড়ার জন্য ঘরে যাও' ("Go home to pray")। ধর্মকর্ম পালনের অধিকার সীমিত হয়ে পড়েছে চীনে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ভূমিকা দায়সারা গোছের।

সু সম্রাটের (৯৬০-১২৭৯) রাজত্বকালে মুসলমানরা আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে। মিং রাজত্বকাল (১৩৬৮-১৬৪৪) ছিল মুসলমানদের জন্য 'স্বর্ণযুগ'। এ সময় মুসলমানরা নিজেদের সংস্কৃতিকে ধরে রেখে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। চিং রাজত্বকালে (১৬৪৪-১৯১১) চীনের পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নিলে মুসলমানরা বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। রাশিয়ার সৈন্যরা ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কিস্তানের পশ্চিমাংশ দখল করে নিয়ে পাঁচটি Republic এ বিভক্ত করে ফেলে। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে চীনের মাঞ্চু সরকার তুর্কিস্তানের পূর্বাংশ দখলে নিয়ে এর নামকরণ করে 'উইঘুর-জিনজিয়াং'। জিনজিয়াংয়ের অর্থ হচ্ছে 'নতুন সীমান্ত'। চীনের পুরো ভূখণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিয়ে গঠিত এই প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি ৭০ লাখ। বেশির ভাগ মুসলমান যারা উইঘুর, হুই, তাজিক, কাজাখ, কিরগিজ, উজবেক, মঙ্গোলিয়া ও তুর্কি বংশোদ্ভূত। চীনা কমিউনিস্টরা ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত বিশেষত্বের জন্য জিনজিয়াং প্রদেশকে 'স্বায়ত্তশাসিত' বললেও আসলে এটা আইওয়াশ মাত্র। সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ এ প্রদেশের জনগণ সরাসরি বেইজিং দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত।

পূর্ব তুর্কিস্তান হাজার বছর ধরে ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র। এশিয়া মহাদেশ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্যপথের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই পূর্ব তুর্কিস্তান। আন্তঃমহাদেশীয় পরিবহন ও সড়ক যোগাযোগের ভূ-কৌশলগত অংশ ছাড়াও তুর্কিস্তান মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের একটি 'সুরক্ষিত দুর্গ', যার প্রান্ত সীমায় রয়েছে বিস্তৃত মুসলিম জনপদ, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ উর্বরভূমি। কালের প্রবাহে মুসলিম বিশ্ব যখন আহত, ভঙ্গুর ও নির্বীর্য হয়ে পড়ে, তখন তুর্কিস্তান অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মতো বৈরী শক্তির অধীনে চলে যায়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে যেখানে

জিনজিয়াং এ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৮৫ শতাংশ, সেখানে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এসে দাঁড়ায় ৪৮ শতাংশে। এখন তা আরও কম।

জিনজিয়াং দখলের পর থেকে চীনা কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নানাবিধ হয়রানি করে আসছে, চালাচ্ছে নৃশংসতার স্টিমরোলার এবং হরণ করছে মৌলিক অধিকার। অভিযোগ হলো, নীলনকশার মাধ্যমে এ প্রদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ভাষাগত ঐতিহ্য ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। এভাবে কালান্তরে উইঘুররা তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হারিয়ে চীনের কমিউনিস্ট ও হান মূল স্রোতের সাথে মিশে যাবে। ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের মতো, চীনা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন গ্রাম ও শহর থেকে 'হান' জাতিগোষ্ঠীর বৌদ্ধদের আগে তুর্কিস্তানে এনে বসতি গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছে। নতুন বসতি স্থাপনকারীদের দেয়া হচ্ছে ব্যাপক আর্থিক সুবিধা। ফলে তুর্কিস্তানের জনমিতি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এখন পূর্ব তুর্কিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ হচ্ছে নতুন বসতি স্থাপনকারী। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে বহিরাগত হানরা হয়ে যাবে জিনজিয়াংয়ের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। নিজ মাতৃভূমিতে উইঘুররা হয়ে পড়বে পরবাসী ও অপাঙ্ক্তেয়।

উইঘুরদের ইসলামী পরিচয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যে আন্তঃধর্মীয় বিয়েকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। মুসলিম যুবকদের ৪০০ মার্কিন ডলার করে দেয়া হচ্ছে বৌদ্ধ মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। ইসলামী পোশাক পরিধানে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে মুসলিম মেয়েদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মুসলিম আইন ও বিধানের কার্যকারিতা সুকৌশলে মুছে ফেলার জন্য কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত তৎপর। মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, ধনী বৌদ্ধদের কাছে দরিদ্র মুসলিম বালিকাদের বিক্রয়, দরিদ্রতা, অশিক্ষা এবং বেকারত্ব জিনজিয়াংয়ের মানুষের জীবনসঙ্গী হয়ে আছে। মুসলমানদের জন্মহার একেবারে নিম্ন পর্যায়ে যাতে নেমে যায়, তার জন্য জন্মশাসন ও বন্ধ্যাকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রদেশের একটি শহরকে ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। ১৯৬৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০টি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে এ অঞ্চলের জনগণ ও পরিবেশের ভারসাম্যের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে 'সাংস্কৃতিক' বিপ্লবের পর দেশত্যাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে জিনজিয়াংয়ের ২৫ লাখ অধিবাসী পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থান করছে। উইঘুরদের মধ্যে বঞ্চনার বেদনা তীব্রতর হচ্ছে। ২০০১ সালে হুতান শহরে অভিযান চালিয়ে সেনাবাহিনী শায়খ আবদুল কাইউম নামক এক ধর্মীয় নেতাসহ বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে গ্রেফতার করে এবং ২৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

প্রায় দশ শতাব্দী ধরে পূর্ব তুর্কিস্তানের জনগণ কৃষি ও কুটির শিল্প উৎপাদন, বিপণন, পুঁজি বিনিয়োগ এবং আমদানি-রফতানির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। চামড়া ও রেশমজাত দ্রব্য ও নকশাদার টুপির ব্যবসায়ে তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দেন। 'সাংস্কৃতিক' বিপ্লবের পর কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য নীতির ফলে এ অঞ্চলের মুসলমানরা অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। ব্যবসা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পূর্ব তুর্কিস্তান প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত তেল, ইউরেনিয়াম, কয়লা এবং স্বর্ণে সমৃদ্ধ। তা সত্ত্বেও এটা হচ্ছে চীনের দরিদ্রতম প্রদেশ। কারণ চীনা কমিউনিস্টরা এ প্রদেশে জনগণকে বঞ্চিত করে তাদের প্রাকৃতির সম্পদ লুটে নিচ্ছে। উইঘুর-জিনজিয়াং প্রদেশের জনগণের গড়ে বার্ষিক মাথা পিছু আয় মাত্র ৪৫ মার্কিন ডলার। অনেকে অর্ধাহারে-অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। চীনা কর্তৃপক্ষ ১৮ লাখ ২৮ হাজার ৪১২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের জিনজিয়াংয়ের ৬০ শতাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে থাকে যদিও এ অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নিয়মিত আহারও জুটে না। মুসলিম জাতিসত্তা মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৫০ সালে Bin Tuan I XPCC সংগঠনের মাধ্যমে। চীনা কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে জিনজিয়াংয়ের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ সুকৌশলে নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। বর্তমানে ২০০ কৃষিজাত কোম্পানি, ১২টি কারখানা ও পুরো হোটেল ব্যবসা ওই সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৮৯ সালে জিনজিয়াংয়ের তেলের খনিতে ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এর মধ্যে একজনও মুসলমান নেই।

এ অঞ্চলের মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। মুসলিম তরুণ সম্প্রদায় যাতে করে তাদের ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে সে উদ্দেশ্যে সুকৌশলে তাদের অশিক্ষিত রাখা হচ্ছে। প্রদেশের রাজধানী উরুমকিতে অবস্থিত এ অঞ্চলে উচ্চতর শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হাতেগোনা। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি কমিউনিস্টরা একেবারে খড়্গহস্ত। ১৯৯৬ সাল থেকেই প্রদেশের ৪০টি শহর ও গ্রামে অবস্থিত মাদরাসা ও হিফজখানার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। ফলে এ শিশু-কিশোররা ধর্মীয় জ্ঞান ও কুরআনে পাক হিফজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ১৮ বছরের নিচে, শিশু-কিশোরদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। চীনা কর্তৃপক্ষ জিনজিয়াংয়ের মুসলমানদের তুর্কি ভাষায় কথা বলায় এবং আরবি বর্ণমালা ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ২০টি নতুন মসজিদ নির্মাণ স্থগিত এবং ৫০টি পুরনো মসজিদ তালাবদ্ধ করে দিয়েছে। জুমার খুতবা প্রদানে ইমামদের ওপর সেন্সরশিপ রয়েছে। প্রকাশ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রদানে বিধিনিষেধ থাকায় অতি সঙ্গোপনে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। তবুও তা তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়ায় দ্রুত বিকাশ লাভ করছে শহরে ও গ্রামে। অতি সম্প্রতি মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে পবিত্র কুরআনের তিন লাখ

কপি জিনজিয়াং প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ সব কপি বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছে। পরে অবশ্য আন্তর্জাতিক মুসলিম সম্প্রদায়ের চাপে কিছু কপি ফেরত দেয়া হয়।

মুসলমানদের প্রতি বেইজিং কর্তৃপক্ষের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা অযৌক্তিক ও ন্যক্কারজনক। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়। সে সময় ২৯ হাজার মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিছু দিন আগে জিনজিয়াং প্রদেশের মুসলমানরা যখন ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়ের জন্য প্রধান মসজিদে জমায়েত হয় তখন হাজার হাজার পুলিশ মসজিদ ঘেরাও করে রাখে এবং শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব খাজা মুহাম্মদ ইয়াকুবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। মুসলমানরা এ কারণে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলি চালিয়ে ১০০ জনকে হত্যা করে এবং বিপুল সংখ্যক মুসলিমকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে জেলে আটকে রাখে। ঘটনার পরপরই পুরো শহর সিল করে দেয়া হয় এবং সাঁজোয়া যান টহল দিতে থাকে। বিগত পাঁচ বছরে এ রকম ঘটনায় মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি যখনি আহত হয়েছে এবং তারা প্রতিবাদ করতে চেয়েছে, তখনি তাদের ওপর নেমে এসেছে নির্যাতনের খড়গকৃপাণ।

পূর্ব তুর্কিস্তান ন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় নেতা ইব্রাহিম চেঙ্গিস হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন: 'The situation in East Turkistan is explosive. China is sitting on time-bomb that will soon blow up. The repression and ethnic cleansing carried out by Beijing are wearing down the people's patience East Turkistan is a territory rich in oil, uranium and minerals. When the world needs these riches, then our demand will move to the top of the agenda. It is only a question of time.'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মো: মাইমুল আহসান খানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য 'কোনো জাতিকে ধর্মীয় বা অন্য কোনো কারণে নিশ্চিহ্ন করার অপরাধ মানবসভ্যতা কখনই বেশি দিন সহ্য করে না। হালাকু, চেঙ্গিস, হিটলার ও স্টালিনকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ইতিহাস সহ্য করেছে। কাউকে জীবদ্দশায়, কাউকে মৃত্যুর পর ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জাতি বা আদর্শের ওপর ভর করে ফ্যাসিবাদী শক্তিও বেশি দিন দর্প দেখাতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ ও কমিউনিজমের তাই আজ করুণ পরিণতি। সার্ব, ইংরেজ, রুশ ও কট্টর ইহুদিরা আজ তাই ইতিহাসের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান' (সমকালীন মুসলিম বিশ্ব, ইসলাম ও বাংলাদেশ, মুখবন্ধ)।

বাংলাদেশ, তুরস্ক, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মুসলমানরা উইঘুরদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও আরব বিশ্ব সম্পূর্ণ নীরব। ওআইসি এবং আরব লিগের এ ইস্যুতে ভূমিকা নেই বললে চলে। এ নির্লিপ্ততা লজ্জাজনক। ভ্রাতৃত্বের এ অবক্ষয়ের হাত থেকে আগামী প্রজন্মকে অবশ্য বাঁচাতে হবে। চীনের উইঘুর জনগোষ্ঠী তুর্কি ভাষাভাষী হওয়ায় তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় সাধারণ মানুষ সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় নেমে পড়ে। তারা চীনা পণ্যদ্রব্য বর্জনের জন্য বিশ্বের সচেতন মানুষের প্রতি আহ্বান জানায়।

নিপীড়িত মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের, বিশেষত মুসলমানদের ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। উইঘুর মুসলমানদের করুণ অবস্থা ফিলিস্তিনের মুসলিম জনগোষ্ঠীর দুর্দশার সাথে তুলনীয়। উভয় ভূখণ্ডের জনগণ ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের নিশ্চয়তাসহ মৌলিক মানবাধিকারের দাবিতে সোচ্চার।

চীনের মাটির গভীরে তাদের শিকড়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবা হজরত আবি ওয়াক্কাস রা:-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দাওয়াত নিয়ে চীনে পৌঁছেন। তখন থেকে ইসলামের যাত্রা শুরু। শত নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখেও চীনের মুসলমানদের ঈমানি জজবা ও দেশপ্রেমে ভাটা পড়েনি। তারা তাদের মাতৃভূমি চীনকে ভালোবাসেন। উইঘুর মুসলমানরা তাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। নজিরবিহীন দমন নীতি চালিয়েও তাদের মনোবল ভাঙা যায়নি বরং জুলুম ও বৈষম্য তাদের শক্তি জোগাচ্ছে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমর গণি এমইএস ডিগ্রি কলেজ, চট্টগ্রাম

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

গত এক মাসে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ শিক্ষার্থীরা হলেন, কৃষি অনুষদের শেষবর্ষের আহসান হাবিব হামজা ও ভেটেরিনারি অনুষদের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শেখ ইফতেখারুল ইসলাম আরিফ।

এর মধ্যে হামজা থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ নাজমুল আহসান হলে। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্ণিমাগাতি ইউনিয়নের ফলিয়া গ্রামের মো. আবদুল মোতালেবের ছেলে তিনি। আর আরিফ থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুল হক হলে।

হামজার স্বজনরা জানান, হামজা গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে শপিং ব্যাগ হাতে হল থেকে বের হন। বাড়ি যাবেন বলে হামজা তার বাবাকে ফোনে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাড়িও যাননি, হলেও ফেরেননি।
শুক্রবার সকাল থেকে হামজার মোবাইল ফোন বন্ধ পেয়ে তার বাবা ও ভগ্নিপতি শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ করতে যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মো. আজহারুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানায় জিডি করা হয়েছে। এছাড়া গত ৯ই জানুয়ারি নিখোঁজ হওয়া শেখ ইফতেখারুল ইসলাম আরিফকেও এখনও পাওয়া যায়নি।

সূত্রঃ মানবজমিন

তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর এক লাখ ৬১ হাজারের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

টোব্যাকো এটলাস ২০১৮র উদ্ধৃতি টেনে তিনি বলেন, ধূমপানের কারণে বাংলাদেশে ১২ লক্ষাধিক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। এর মধ্যে ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ অকাল পঙ্গুত্বের শিকার হন। তামাকজনিত রোগব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় আয়ের ১.৪ শতাংশ।

বিভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, Impact of Tobacco Related Illness in Bangladesh শিরোনামে ২০০৪ সালের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, তামাক সেবনের কারণে ১২ লাখ মানুষ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন। এসব রোগের মধ্যে রয়েছে ফুসফুস ক্যান্সার ও ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগ ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পলমনারিডিজিজ (সিওপিডি); যা প্রধানত ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হয়। মুখ গহ্বরের ক্যান্সার- যা প্রধানত ধোঁয়াবিহীন বিভিন্ন তামাক সেবন, পানের সঙ্গে জর্দা বা সাদাপাতার ব্যবহার এবং মাড়িতে গুল ব্যবহারের কারণে হয়। এছাড়া ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, বার্জাজ ডিজিজের মতো রোগও হয়।

তিনি বলেন, তামাক হচ্ছে এমন একটি ক্ষতিকর পণ্য, যা উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেবন- প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতির ক্ষতি করে। ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন

তামাক সেবন- দুটিই ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী নেশা। পরোক্ষ ধূমপান অধূমপায়ীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তামাক মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে ও মৃত্যু বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থনীতিতেও তামাকের প্রভাব অত্যন্ত নেতিবাচক। The Economic Cost of Tobacco Users in Bangladesh : A Health Cost Approach শিরোনামে ২০১৮ সালের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বর্তমানে দেশে ১৫ লাখের অধিক প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ তামাক সেবনের কারণে এবং ৬১ হাজারের অধিক শিশু পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে প্রাণঘাতী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এতে আরও বলা হয়, তামাকজনিত রোগব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় আয়ের ১.৪ শতাংশ।

সূত্রঃ মানবকণ্ঠ

সরকারি যেকোন মিটিংয়ে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন ভারতের ঐতিহ্যবাহী ইলমি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম। তিনি বলেছেন, এখন থেকে তিনি সরকারি কোন মিটিং এ অংশগ্রহণ করবেন না।

গত শনিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) শনিবার দারুল উলুম দেওবন্দের মেহমান খানায় দেওবন্দের মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে ডাকা এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি।

ইউএনএ উর্দু নিউজ সূত্রে জানা যায়, শনিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) দারুল উলুম দেওবন্দের মেহমান খানায় দেওবন্দের মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে ডাকা এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। দেওবন্দের মুহাদ্দিস মাওলানা আরশাদ মাদানী, মুহতামিম মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী, নায়েবে মুহতামিম আব্দুল খালেক মাদারাজীসহ আরো অন্যান্য উস্তাদ তাতে অংশগ্রহণ করেন।

মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় ভবিষ্যতে সরকারী কর্মকর্তাদের ডাকা কোন মিটিং এ দেওবন্দ মুহতামিম মাওলানা আবুল কাসেম নোমান কাসেমীকে আমন্ত্রণ করা হলে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করবেন না।

এছাড়া আরো জানানো হয়েছে, এখন থেকে সরকারি কোন মিটিং-এ অংশ গ্রহণের প্রয়োজন হলেও মুহতামিমের পরিবর্তে তার সমমানের কেউ তাতে অংশ গ্রহণ করবেন।

জানা যায়, ইতোপূর্বে সরকারী কর্মকর্তাদের মিটিং-এ দেওবন্দ মুহতামিমের অংশগ্রহণকে ঘিরে জন-সাধারণের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। দেওবন্দ সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান না হয়েও দেওবন্দ মুহতামিম সেই মিটিং এ অংশগ্রহণ করায় জন সাধারণের পাশাপাশি ছাত্রদের সাঝে এব্যাপারে ক্ষোভ দেখা গেছে।

জনসাধারনের আবেগকে মূল্যায়ন করে মজলিসে শূরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন থেকে সরকার ও মজলিসে শূরার মধ্যকার কোন মিটিং এ দেওবন্দ মুহতামিম অংশগ্রহণ করবেন না।

উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে সরকারি একটি গেস্ট হাউজে মজলিসে শূরার মিটিং এ মাওলানা আবুল কাসেম নোমানীর বক্তব্যকে ঘিরে ভুল বোঝাবোঝির তৈরি হয়েছিল। দেওবন্দ মুহতামিম কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সে বক্তব্যের ব্যাখা দিয়েছেন। সাথে সাথে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী চলমান ছাত্র ও জনগণের বিক্ষোভকে দেওবন্দের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। নিজের দেওয়া তাৎক্ষণিক এ ব্যাখ্যায় দেওবন্দ মুহতামিম আবারো দেশবাসীর ভালবাসা অর্জন করেছেন।

শাম তথা সিরিয়ায় চলমান লড়াইয়ে গত ১০ ফেব্রুয়ারী আল্লাহ্ ভীরু জানবায মুজাহিদিন দখলদার “রাশিয়া-ইরান” ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি সফল ইস্তেশহাদী হামলা পরিচালনা করেছেন।

যার মধ্যে হতে তাহরিরুশ শাম তথা HTS এর পক্ষহতে পরিচালিত ২টি ইস্তেশহাদী হামলাই চালানো হয়েছে হালাব তথা আলেপ্পো সিটির "মিজানাজ" গ্রামে।

অন্যদিকে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ দখলদার ইরানী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর একটি কনভয়কে টার্গেট করে অন্য একটি সফল শহিদী হামলা চালান হালাব তথা আলেপ্পোরই "কামারী" গ্রামে।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের সফল এই ৩টি শহিদী হামলায় কমপক্ষে ১৩০ এরও অধিক দখলদার "রাশিয়া-ইরান" কুফ্ফার ও মুরতাদ নুসাইরী শিয়া সন্ত্রাসী নিহত হয়, আহত হয় আরো ৯৮ এরও অধিক।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর মুজাহিদিন মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

১১ ফেব্রুআরি "আল-হিজরাহ" মিডিয়ায় কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংবাদ হতে জানা যায় যে, গত 10 ফেব্রুআরি আল-কায়েদা (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন মালির "জাইমা" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার ফলশ্রুতিতে মুরতাদ বাহিনীর ০৪ সৈন্য নিহত এবং আরো ০২ সৈন্য আহত হয়।

জমিয়তে উলামা হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের অস্তিত্বের ওপরে আঘাত হানার চেষ্টা করছে। তিনি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ), জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)ও জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন (এনপিআর)-এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার সময় ওই মন্তব্য করেন।

মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'মানুষ একবেলা না খেয়ে থাকতে পারে। ভালো কাপড় না পরেও বাঁচতে পারে। কিন্তু অস্তিত্বের ওপরে আঘাত কোনোদিন কেউ মেনে নেবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা হতভাগ্য যে, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দিল্লিতে সরকারে যারা আছে তাঁরা ভারতবর্ষের ১৩০ কোটি মানুষের মাথা হেঁট করে দিয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা পড়েছি শিশুকালে 'সদা সদ্য কথা বলিব। কদাচ মিথ্যা কথা বলিব না। আর প্রধানমন্ত্রী কী বলছেন? সদা মিথ্যা কথা বলিব। কদাচ সত্য কথা বলিব না! এরকম মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের ১৩০ কোটি মানুষ দেখেনি। তিনি বুঝতে পারছেন মিথ্যা বলছেন। গোয়েবলসীয় তত্ত্বকে হারিয়ে দিচ্ছেন। পৃথিবীতে ৫০/৬০টি দেশে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। উনি ৫৬ ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়েছিলেন, কিন্তু এখন বেলুন চুপসে যাচ্ছে! নিজেকে ভাবছিলেন, আমি হলাম পরবর্তী মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু এত মিথ্যাবাদী যে, এখন কম্পিউটারের যুগে সবটাই ধরা পড়ে যাচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের ৯০ শতাংশ মানুষ এনআরসি ও সিএএ-এর বিরুদ্ধে। ১০ শতাংশ মানুষ ওদের পক্ষে। এখন যদি ভোট হয় ওরা গো-হারা হেরে যাবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, 'ফেরাউনকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন। নমরুদকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন। অত্যাচারী শাসকদেরকে ধ্বংস করেছেন। আমরা চাইব কেন্দ্রের মোদি সরকার একটু ভাবুন। তা না হলে উপরওয়ালার শাস্তি অনিবার্য। কারণ মানুষের প্রতি অবিচার উপরওয়ালা চান না।

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ভারতের কোথাও ডিটেনশন ক্যাম্প হয়নি তো! আমি জানিই না। এত কাঁচা কাঁচা মিথ্যা বাচ্চা ছেলেরাও মনে হয় বলে না! পরের দিন অসমের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আমাকে ৪৬ কোটি টাকা দিয়েছেন অসমের গোয়ালপাড়ায় ডিটেনশন ক্যাম্প

বানানোর জন্য। মুখটা থাকল এতে? তিন হাজার বন্দি সেখানে থাকবেন। এই কারণে জনগণ যাতে জেগে ওঠে, বাড়ি বাড়ি মায়েরা যাতে জেগে ওঠেন সেজন্য আজ নারীদের আনার প্রয়োজন ছিল।'

মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, 'মায়েদের বলে দেবেন কোনও ধরণের বৈধ কাগজ ভোটার পরিচয়পত্র, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জন্মের প্রমাণপত্র, স্কুলের সার্টিফিকেট, কোনও দলিল কোনও সময়ে কাউকে দেবেন না, দেবেন না, দেবেন না। মায়েদের কানে কানে এটা বলে দেবেন। সকালে কাজ করতে বাড়ি থেকে বেরোবেন, আর ওই বেইমান আরএসএস-বিজেপি বাড়িতে ঢুকবে। গলায় দরকার হলে ঘুঁটের মালা তাঁদের গলায় চড়িয়ে দেবেন। জুতোর মালা পরিয়ে দেবেন। কারও বাড়ির কাগজ নেয়ার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? প্রয়োজনে জেরক্স কপি করবেন। এ নিয়ে অবহেলা করবেন না।'

তিনি বলেন, 'ভারতের কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন এনআরসির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেননি তখন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম এনআরসির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এটা অতি সত্য কথা। এরপরেই ভারতের অন্য রাজ্য বুকে সাহস পেয়েছে।'

আজকের ওই সভা শেষে মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিশেষ মুনাজাতে বলেন, আল্লাহ্ আমাদের সকলের নিরাপত্তা দান করুন। অত্যাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন যাতে জোরালো হয় সেই বিষয়েও তিনি প্রার্থনা করেন।

সূত্র : পার্সটুডে

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ও আনসারুল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন গত জানুয়ারিতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি, বুর্কিনা-ফাসো, নাইজার ও নাইজেরিয়ায় দখলদা ক্রুসেডার বাহিনী ও স্বদেশীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে অনেক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

বিস্তারিত ইনফোগ্রাফিতে দেখুন-

https://i.ibb.co/940H4TN/infography.jpg

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গতাকাল কেনিয়ায় কমিউনিস্ট চীন ও স্বদেশীয় কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বরকতময়ী সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজের সংবাদ মতে, কেনিয়ার লামু অঞ্চলের "মাইলীহুয়ী ও হিন্দী" এলাকায় (যা ক্রুসেডার আমেরিকার "সীম্বা" নৌ-ঘাঁটির অনেকটাই নিকটে অবস্থিত) একটি সড়কের পাশি কমিউনিস্ট চীনা ও কেনিয়ান ক্রুসেডার প্রকৌশলী দলকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে কুফ্ফার বাহিনীর অনেক সদস্য হতাহত হওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু সামরিকযান, তেলের ট্যাঙ্কার গাড়ি ও প্রয়োজনীয় যানবাহন ধ্বংস হয়ে যায়।

https://alfirdaws.org/2020/02/11/32810/

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন 10 ফেব্রুয়ারি সোমালিয়ায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে 4টিরও অধিক সফল অভিযান চালিয়েছেন।

যার মধ্যে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "সাইনকাদীর" এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় 6 মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং 3 মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

এছাড়াও দার্কিনালী, ওয়েরকায়ী,হালজান এলাকাতেও মুজাহিদদের পৃথক পৃথক হামলায় আরো 3 এরও অধিক মুরতাদ ও ইথিউপিয়ান কুফ্ফার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৫৩১টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে মোট ৫৪৭ জন নিহত ও ১১৪১ জন আহত হন। একই সময় রেলপথে ৪৩টি দুর্ঘটনায় ৩৪ জন নিহত, ১০ জন আহত

হন। নৌ-পথে ১৭টি দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত, ৫৮ জন আহত এবং ৩০ জন নিখোঁজ হন। আর সড়ক, রেল ও নৌ দুর্ঘটনায় মোট নিহতের সংখ্যা ৫৯৭ জন।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সড়ক দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি প্রতিবেদনের তথ্য জানিয়েছে।

এতে বলা হয়, জানুয়ারিতে সড়কে দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের মধ্যে ১৬১ জন পথচারী, ১৯১ চালক, ৯১ পরিবহন শ্রমিক, ১৪৬ শিক্ষার্থী, ১০ শিক্ষক, ১২ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ১৩৯ নারী, ৫৫ শিশু, ২ সাংবাদিক, ৫ চিকিৎসক, এক প্রকৌশলী, এক মুক্তিযোদ্ধা এবং ১২ জন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর পরিচয় মিলেছে।

এর মধ্যে নিহত হন ১৪০ জন চালক, ১৩৭ পথচারী, ৮২ নারী, ৬৮ ছাত্র-ছাত্রী, ৪৩ পরিবহন শ্রমিক, ৩৭ শিশু, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৯ নেতাকর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ৭ সদস্য, ৪ চিকিৎসক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ১, শিক্ষক ৭ এবং প্রকৌশলী ১ জন।

১৭.৭৯ শতাংশ বাস, ২৫.৩৬ শতাংশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান, ৫.৯৭ শতাংশ কার-জিপ-মাইক্রোবাস, ৯.১৬ শতাংশ সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ২০.৩১ শতাংশ মোটরসাইকেল, ৯.১৬ শতাংশ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক, ১২.২১ শতাংশ নছিমন-করিমন-মাহিন্দ্রা-ট্রাক্টর ও লেগুনা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

৫৯.১৩ শতাংশ গাড়ি চাপা দেয়ার ঘটনা, ১৮.০৭ শতাংশ মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১৭.৭০ শতাংশ খাদে পড়ে, ৩.৩৮ শতাংশ বিবিধ কারণে, ০.৭৫ শতাংশ চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে এবং ০.৯৪ শতাংশ ট্রেন-যানবাহন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারিতে পথচারীকে গাড়ি চাপা দেয়ার ঘটনা ৩.৯৭ শতাংশ, বেপরোয়া গতির কারণে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ১৭.০৭, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ার ঘটনা ৮.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরণ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ বছর মোট সংঘটিত দুর্ঘটনার ৪১.৬১ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে, ২৯ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে, ২১.২৮ শতাংশ ফিডার রোডে সংঘটিত হয়। এ ছাড়া সারাদেশে সংঘটিত মোট দুর্ঘটনার ৪.৭০ শতাংশ ঢাকা মহানগরীতে, ২.৪৪ শতাংশ চট্টগ্রাম মহানগরীতে ও ০.৯৪ শতাংশ রেলক্রসিংয়ে সংঘটিত হয়।

ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে জাতীয় মহাসড়কে ১.৬০ শতাংশ, ফিডার রোডে ১.৯১ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়েছে।

জানুয়ারিতে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয় ১৬ তারিখে, ৩২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৮ জন নিহত ৭৩ জন আহত হয়। সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা হয় ২৬ জানুয়ারি, ৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত ৮ জন আহত হয়।

জেডএ/পিআর

শাইখ আবু মুহাম্মাদ খালিদ হাক্কানি রহ. এর শাহাদাত সম্পর্কে উম্মাতে মুসলিমাকে মোবারকবাদ জানিয়ে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান তাদের অফিসিয়াল "উমার মিডিয়া" হতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ।

গত ৩১ জানুয়ারি উমার মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত বিবৃতিটিতে জানানো হয়, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মজলিশে শূরার প্রধাণ (শীর্ষ নেতা) শাইখ খালেদ হাক্কানি রহ. কিছু দিন পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফরে বের হন। তখন ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ বাহিনীর সাথে হওয়া এক সংঘর্ষে শাহাদাত বরণ করেন এই মহান ব্যাক্তি এবং তাঁর সাথী কারি সাইফুল্লাহ পেশাওয়ারি রহিমাহুমুল্লাহ। (نحسبهما كذالک و الله حسيبهما)

শাইখ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক মহান সম্পদ ছিলেন। তিনি তাঁর ইলমী দক্ষতার কারণে প্রত্যেক আলেমের কাছে ছিলেন সুপরিচিত একজন মুহাক্কীক আলেম। এর আগে তিনি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি মুসলিম উম্মাহর সামনে গণতন্ত্র ও অন্যান্য ভুয়া ব্যাবস্থাপনার আসল চেহারাকে সঠিক গবেষণা ও সহজলভ্য উপায়ে উপস্থাপন করেছিলেন এবং তথাকথিত ইসলামী গণতন্ত্রের পণ্ডিতদের দাঁতভাঙা উত্তর এবং পাকিস্তানে জিহাদের বিরুদ্ধে উঠে আসা একাধিক আপত্তির শরয়ী, আকলী ও মান্তেকী ভাষায় চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন। এসকল বিষয়ে জবাব দেওয়ার পাশাপাশি তিনি "পয়গামে পাকিস্তান" এর জবাবে একটি বইও লিখেছেন, যা রচনার পর্যায়ে চলছে এবং শিগগিরই প্রকাশিত হবে। ইনশাআল্লাহ্

তিনি অত্যন্ত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, আন্তরিক এবং অত্যন্ত বিনয়ী ও সাহসী প্রকৃতির একজন সাধারণ লোক ছিলেন, তিনি এতটাই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেন যে, যখন কোন সাধারণ পরিষদে বসে আলেম এবং সাধারণ মানুষের মাঝে নসিহাহ বা বয়ান করতেন, তখন পরিচয় দেওয়া ছাড়া অপরিচিত কেউ বুঝতেই পারেন না যে তিনি শেখ খালিদ ছিলেন। অথচ যার একাডেমিক/ইলমী দক্ষতা তাদের নিজস্ব হিসাবেও স্বীকৃত।

জিহাদী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ তিনাকে এক বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলেন, যাতে তিনি আল্লাহর সাহায্যে কঠিন সমস্যার সমাধান অনেক সহজেই করতে পারতেন।

আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্বীনি ও পার্থিব জ্ঞানের অদ্ভুত অ্যাক্সেস দিয়েছিলেন। তাকে যখন আলেমদের সভায় বসিয়ে দেওয়া হত, তখন বড় বড় আলেমগণ তার ইলমী আলোচনা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন এবং বাহ বাহ দিতে থাকতেন। আর যখন সাংবাদিকদের সাথে বসে কথা বলতেন, তখন তারা মনে করত উনিতো সম্ভবত আমাদের মাঠেরই লোক।

তিনি সাধারণ মানুষদের সাথে এতটাই মিশতেন যে, সাধারণ মানুষ তাকে নিজেদের বন্দু মনে করতো, এবং মন খোলে নিজেদের সমস্যার কথা ও দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞাস করতো, আর তিনিও তার শরয়ী সমাধান ও জবাব দিতেন।

তিনি এতটাই প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন যে, তিনি যেন দ্বীনি ইলম ও ফতোওয়ার একটি চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন। কোন মাসআলা বলার জন্য দ্বিতীয় বার কোন কিতাব তাকে দেখতে হয়নি বরং বলার সময় বলে দিতেন এই মাসআলা অমক কিতাবের অমক পৃষ্ঠার অমক পেরায় রয়েছে।

তিনি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানকে সংগঠিত ও শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, মত-পার্থক্য ও সমস্যা নির্মূলে এবং আন্দোলনকে সংগঠিত করতে ও আন্দোলনের আদর্শিক ভিত্তিকে শক্তিশালীকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এই প্রতিশ্রুতি করছে যে শহিদ শাইখ খালিদ হাক্কানি রহিমাহুল্লাহ্ এর জিহাদি ও আদর্শিক মিশন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবো, আমরা শাইখের সাথে সাক্ষাত (শহিদ) না হওয়া পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত রাখবো। যতদিন না আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণতা পায়। ইনশাআল্লাহ..

লাল-হলুদ ফুল ছোপের জ্যাকেটের হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। কপালে বাঁধা কালো ফিতায় 'নো এনআরসি, নো সিএএ'। ছোট্ট চেহারাটায় প্রচণ্ড তেজ। একহাতে মাইকটা শক্ত করে চেপে ধরা। মুঠো করা আরেক হাত উপরে তুলে শরীরটা ঝাঁকিয়ে স্লোগান তুলছে 'হাম ক্যায়া চাহতে...'।

ভিড় থেকে গলা মিলিয়ে উত্তর আসছে, 'আজাদি-আজাদি'। বুধবার ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ১২টা। কিন্তু ছোট্ট একরত্তি শিশুটি এতটুকু ক্লান্ত নয়। 'আজাদি আজাদি'র স্লোগানে ঝড় তুলে চলেছে সে। বড়রা বললেও হাত থেকে মাইক্রোফোন ছাড়তে নারাজ ৬ বছরের আইসান আলী।

দ্বিতীয় শ্রেণির ওই বালক রোজই মা শামা পারভিনের হাত ধরে চলে আসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার রাজাবাজারের ধরনা মঞ্চে। রাত বাড়লেও চোখে ঘুম নেই ছোট ছেলেটির।

বরং বড়রা যখন স্লোগান দেয়া থেকে বিরত থাকেন, তখন আইসান নিজেই 'আজাদি' কিংবা 'হাল্লা বোল' স্লোগান তুলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাকে সঙ্গ দেয় অন্যান্য খুদেরা। খবর এনডিটিভির ও দ্য কুইন্টের।

ভারতজুড়ে প্রায় ২ মাস ধরে অব্যাহত রয়েছে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ও নাগরিক তালিকা (এনআরসি) বিরোধী বিক্ষোভ। তবে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভগুলো হচ্ছে রাজধানী

নয়াদিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরপ্রদেশের শাহিনবাগ, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়, কেরালা, সিলামপুর ও পাঞ্জাবের অমৃতসরে।

এমনকি ভারতের বাইরে বিশ্বের নানা প্রান্তেই এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এ বিক্ষোভে ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে সমাজের সব স্তরের মানুষ অংশ নিয়েছেন। মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় ছেলের গলায় 'আজাদি' স্লোগান শুনে উচ্ছ্বসিত তার মা শামাও।

বললেন, 'দেখুন, একটা বাচ্চা মন থেকে আজাদির কথা বলছে। কিন্তু মোদি তা শুনতে পাচ্ছেন না। আসলে এসব শুনলে যে মোদিই গদি থেকে পড়ে যাবে। ছেলের জন্য আমি গর্বিত।' ছোট্ট আইসানের উৎসাহের প্রশংসা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। ধরনায় শামিল তরুণী সাহিনা জাভেদ বলছেন, 'এ লড়াই তো আমাদের সবার।

বাড়িতে গিয়ে শিশুরাও শুনছে তাদের বাবা-মা এবং অন্যদের লড়াইয়ের কথা। ধরনা মঞ্চে এসে নিজের চোখে দেখছে। তা থেকেই শিশুরাও শিখে গিয়েছে আজাদির স্লোগান।'
রাজাবাজার মোড়ে এপিসি রোডের উপরেই তেরঙা কাপড় ঘিরে তৈরি করা হয়েছে নাগরিকত্ববিরোধী সভার মঞ্চ।

সেখানে ঢোকার মুখেই এক পাশে টাঙানো বিশাল জাতীয় পতাকা। শীতের হিমেল হাওয়া, শিশির উপেক্ষা করে রাস্তায় বসেই এনআরসি ও সিএএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বসেছে প্রবীণ থেকে তরুণ প্রজন্ম। রাত বাড়লেও খামতি ছিল না তাদের উৎসাহে।

তাই তো একরত্তি শিশুকে চাদরে মুড়ে নেয়ার ফাঁকেই মঞ্চ থেকে ভেসে আসা স্লোগানে তাল মিলিয়ে গৃহবধূ নাসিমা বললেন, 'কাগজ দেখাব না।'

ঠাণ্ডা লাগুক। যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে দেশের মাটি। এটাই এখন সবার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন বৃদ্ধা মুন্নি বেগম। তার কথায়, 'সব কষ্ট সহ্য করা যায়। দেশ ভাগের ক্ষত যে প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা দেয়। তাই সেটা বাচ্চা-বড় সবাইকে একজোট হয়ে আটকাতেই হবে।'

নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি পেলে অর্ধেক বাংলাদেশি ভারতে চলে আসবে বলে মন্তব্য করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় মালাউন মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

রোববার হায়দ্রাবাদে এক অনুষ্ঠানে সে এমন মন্তব্য করে। রেড্ডি বলেছে, ভারতে আসার জন্য বাংলাদেশিরা মুখিয়ে আছে। শুধু নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি পেলে বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ ভারতে চলে আসবে। সে দেশ অর্ধেক খালি হয়ে যাবে।

বিজেপির এ নেতা বলেছে, 'বিরোধীরা অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্বের দাবি জানাচ্ছে। দেশের ১৩০ কোটি নাগরিকের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধেও যদি সিএএতে কিছু বলা হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার তা পর্যালোচনা করতে প্রস্তুত, তবে তা কখনই পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য নয়।'

সূত্র: এই সময়।

বাংলাদেশের একটি মন্দিরে হামলা চালানো হচ্ছে, এমন একটি ভিডিও ভারতের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন দেশটির বিজেপি সন্ত্রাসীরা।

গত কয়েক দিন ধরেই ওই ভিডিওটি অনেক ভারতীয়র ফেসবুক টাইমলাইন ও টুইটার হ্যান্ডেলে ভাসছে।

এসব ভারতীয়র দাবি– বাংলাদেশে হিন্দু মন্দিরে 'মুসলিম জিহাদি বাহিনী' এই বর্বর আক্রমণ চালিয়েছে।

দেশটিতে মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী পাস নিয়ে চলমান উত্তেজনার মধ্যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে।

এবং তা পরিস্থিতির আগুনে ঘি ঢালছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ধর্মীয় নির্যাতন এখনও অব্যাহত রয়েছে এমন খবর প্রচার করে ভিডিও শেয়ার করে অনেকেই মোদি সরকারের এনআরসিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

অথচ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিষয়টি আদৌ তেমনটি নয়। মুসলিম জিহাদি বাহিনী নামে কোনো গ্রুপের অস্তিত্ব ছিল না ওই ঘটনায়। ভিডিওতে দেখা সংঘর্ষটি ছিল ওই মন্দিরের অন্তর্দ্বন্দ্বীয় কলহ। গত ১৭ জানুয়ারি নেত্রকোনার এক ইসকনের মন্দিরে এ ঘটনাটি ঘটে।

এ বিষয়ে ওই মন্দিরের প্রেসিডেন্ট জয়রাম দাস গণমাধ্যমকে বলেন, ‘হামলাটিকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হচ্ছে ভারতে। বিষয়টি আদৌ তেমনটি ছিল না। একটি দেবোত্তর সম্পত্তির জবরদখল ঠেকানোর জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এ হামলার ঘটনা ঘটে।’

তিনি বলেন, ‘২৫ হিন্দু ও তাদের মদদদাতা কয়েকজন মুসলমান মিলে ওই জমিটি জবরদখল করে রেখেছে। সেই বিষয়টি নিয়েই ঘটনাটি আবৃত। এখানে বাইরের কোনো গোষ্ঠী এসে হামলা চালায়নি। এটি মূলত হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে জমিসংক্রান্ত একটি গণ্ডগোল মাত্র।’

ভিডিওটি নিয়ে গবেষণা করেছে ভারতে দুটি নির্ভরযোগ্য মিডিয়া ফ্যাক্ট চেক টিম- ‘দ্য কুইন্ট’ ও ‘অল্ট নিউজ’।

তাদের বক্তব্যও ওই মন্দিরের প্রেসিডেন্ট জয়রাম দাসের সঙ্গে মিলে গেছে।

দল দুটি জানিয়েছে, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বলে ভারতের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ওই ভিডিওটির সঙ্গে ইসলামী জিহাদি হামলার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। একটি জমির দখল কেন্দ্র করে স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ ঘটে। হামলাকারীরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এ হামলার ঘটনা মন্দিরের কর্মকর্তারা স্বীকারও করেছেন। নেত্রকোনার থানা পুলিশের এজাহারেও একই বক্তব্য রয়েছে।

ওই ঘটনায় নেত্রকোনা পুলিশের কাছে দায়ের করা এফআইআরে মন্দির কর্তৃপক্ষ যাদের নামে অভিযোগ করেছে, তাদের বেশিরভাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীর।

তারা হলেন— শান্তা সরকার, ছায়া সরকার, রূপম চৌহান, রাজন চৌহান, মোহাম্মদ পরশ, হিমেল মিঞা, শরিফ আহওয়াল, বিশ্ব সরকার, তাপস সরকার, উজ্জ্বল সরকার।

উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসের এ ঘটনার সপ্তাহখানেক পর ‘এফএম হিন্দু’ নামে ভারতের দক্ষিণপন্থী হিন্দুদের একটি গ্রুপ ফেসবুকে সেই ঘটনার ভিডিওটি আপলোড করে ক্যাপশন দেয়– ‘বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার ইসকন মুক্তারপুর মন্দিরে হামলা চালিয়েছে মুসলিম জিহাদি বাহিনী। তিনজন ভক্ত মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।’

গত ২০ জানুয়ারি জগদীশ মুরারি দাস নামে একজন ভারতীয় হিন্দু ধর্মপ্রচারক নিজের ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট করে একই গুজব ছড়ান।

তার ওই পোস্ট টুইট করেন বিজেপি সমর্থিত জনসঙ্ঘ দলের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের চয়ন চ্যাটার্জি।

নিজের টুইটার হ্যান্ডলে তিনি লেখেন– 'ইসকনের নেত্রকোনা মুক্তারপুর মন্দিরে হামলা চালিয়েছে মৌলবাদী গোষ্ঠী। তিনজন কৃষ্ণভক্ত গুরুতর আহত। শুধু দেখুন– বাংলাদেশে হিন্দুরা আজও কতটা বিপদের মুখে। ভারতে যারা নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসির বিরোধিতা করছেন তারা জবাব দিন।'

একই বক্তব্য দিয়ে ২৩ জানুয়ারি সেই ভিডিও টুইট করেন বিজেপির যুব শাখার তথ্যপ্রযুক্তি সেলের আহ্বায়ক অভিজিৎ বসাক। সেখানে তিনি লেখেন– 'হিন্দুরা বাংলাদেশে নিরাপদ নয়'।

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি রিটুইট করে অভিজিৎ বসাকের সেই টুইট ।

এভাবেই বাংলাদেশকে দোষারোপ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজবের টুইট ঝড়ে মেতে ওঠেন বিজেপি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা।

সূত্র: যুগান্তর

কথিত অবৈধ বাংলাদেশীদের তাড়ানোর দাবিতে ভারতের বাণিজ্যিক নগরী মুম্বাইতে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত রোববার রাজ্যটির প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল হিন্দুত্ববাদী দল 'মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা' দেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের দাবিতে ও নতুন নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে এই জনসভার ডাক দিয়েছিল বলে বিবিসি জানিয়েছে।

জনসভায় দলনেতা রাজ ঠাকরে ঘোষণা করেন, 'ভারত কোনও ধর্মশালা নয়, এখান থেকে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানিদের তাড়িয়েই ছাড়া হবে।'

বিবিসির খবরে বলা হয়, মুম্বাইয়ের গোরেগাঁওতে হিন্দু জিমখানা গ্রাউন্ড থেকে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে আজাদ ময়দান পর্যন্ত রাজ ঠাকরের দল মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা এদিন যে বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করেছিল, ওই শহরে এত বড় মাপের জমায়েত অনেকদিন হয়নি।

বিবিসি মারাঠির সংবাদদাতা ময়ূরেশ বলছিলেন, 'দলের গেরুয়া পতাকা নিয়ে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক এদিন যেন মুম্বাইকে গেরুয়াতে রাঙিয়ে তুলেছিল। অচল করে ফেলেছিল মেরিন ড্রাইভ।'

আর এই জনসভার প্রধান দাবিই ছিল ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করা বাংলাদেশী ও পাকিস্তানিদের এদেশ থেকে তাড়াতে হবে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব ঠাকরের ভাইপো রাজ ঠাকরে শিবসেনা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের দল 'মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা' গড়েছিলেন প্রায় চোদ্দ বছর আগে।

কথিত বাংলাদেশীদের তাড়ানোর ইস্যু এক সময় দিল্লিতে বিজেপির বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার ছিল।

যদিও দিল্লির সাম্প্রতিক নির্বাচনে অবশ্য সেটা তেমন কোনও ইস্যু হয়নি।

কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোরে বা পশ্চিম ভারতের মুম্বাইতে সেটাকে বড় ইস্যু করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

এবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধ্যান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর মুকুন্দপুরের আরএনটেগোর হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে গেলে এক বৃদ্ধের শরীরে এ ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

হাসপাতাল সূত্রের বরাতে রাজ্যটির গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আক্রান্ত বৃদ্ধের বাড়ি যাদবপুরের পোদ্দার নগর এলাকায়। খবর ছড়িয়ে পড়লে হাসপাতালে উপস্থিত অন্যান্য রোগীর লোকজনও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অনেকেই হাসপাতাল থেকে তাদের রোগীকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছেন।

ডা. অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, বার্ধক্যজনিত সমস্যার পাশাপাশি বৃদ্ধের কিডনি ও ফুসফুসের সমস্যা আছে। যার কারণে সাধারণ ভাইরাসটি ঠেকানোর মতো শক্তি তার নেই।

'সাধারণ করোনা ভাইরাসটি আর পাঁচটা ভাইরাসের মতোই। এক্ষেত্রে ভাইরাস জ্বরের কোনো ওষুধ নেই। প্রতিরোধ করার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। বাতাসের মাধ্যমে যেন এর জীবাণু না ছড়ায় সেজন্য মাস্ক পরিধান করে চলাচল করাই উত্তম'।

প্রসঙ্গত, চীনের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ভারতে অন্তত ৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে শুধু কেরালাতে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ জন।

এদিকে করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত চীনের মূল ভূখণ্ডে মৃতের সংখ্যা ৮১১ জনে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ২০ হাজারেরও বেশি রোগী হাসপাতালে ভর্তি আছেন। যার মধ্যে ১১৫৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মারাত্মক বায়ুদূষণের কারণে রবিবার সকালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ফের শীর্ষ অবস্থানে উঠে এসেছে।

রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা ৪৪ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ঢাকার স্কোর ছিল ২৫৮, যার অর্থ হচ্ছে এ শহরের বাতাসের মান ‘খুবই অস্বাস্থ্যকর।’

একিউআই মান ২০১ থেকে ৩০০ হলে স্বাস্থ্য সতর্কতাসহ তা জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়, যার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারে নগরবাসী। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের দিল্লি ও পাকিস্তানের লাহোর যথাক্রমে ২৫৭ ও ২৫৫ একিউআই স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়। জনবহুল ঢাকা দীর্ঘদিন ধরেই দূষিত বাতাস নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে ঢাকার বায়ুদূষণের প্রধান কারণ হিসেবে এ শহরের চারপাশে অবস্থিত ইটভাটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সূত্রঃ ইউএনবি

কুয়েতের সংসদ স্পিকার মারজুক আল গানিম ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তথাকথিত মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা বা ‘ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি’র কঠোর সমালোচনা করে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলেছেন।

শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) আরব দেশগুলোর সংসদীয় ইউনিয়নের জরুরি বৈঠকে সবার সামনে এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

কুয়েতের সংসদ স্পিকার বলেন, তারা টাকার বিনিময়ে আমাদের পবিত্র ভূমি নিয়ে নিতে চায়, আমরা প্রস্তাব করছি আমরা আপনাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা দেব, কিন্তু শর্ত হলো আমাদের পবিত্র ভূমি থেকে সরে যেতে হবে।

এ কথা বলতে বলতে তিনি ট্রাম্পের কথিত 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি'র একটি কপি তার আসনের পাশে থাকা ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলেন। এ সময় তিনি বলেন, মার্কিন পরিকল্পনার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে এই ডাস্টবিন।

আরব সংসদীয় ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, সব মুসলিম দেশের উচিৎ এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করা এবং ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মতো হঠকারি করা।

সূত্রঃ ইনসাফ২৪

আমরা অনেকেই ইন্টারনেটের ধীর গতি নিয়ে বিরক্ত বোধ করি। ওয়াই-ফাই সংযোগে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাইলেও অনেক সময় দেখা যায় সংযোগ রয়েছে কিন্তু গতি একেবারেই নেই। অর্থাৎ ইন্টারনেট স্পিড নেই। তবে এই সমস্যা হতে খুব সহজেই মুক্তি মিলতে পারে! চলুন জেনে নেওয়া যাক কিভাবে ওয়াই-ফাই স্পিড বাড়াবেন-

১. রাউটারের লোকেশন পরিবর্তন করুণ:
ওয়াই-ফাই সংযোগের গতি বাড়াতে হলে প্রথমেই আপনাকে রাউটারের অবস্থান পরিবর্তন বা অবস্থানের মাঝে সমন্বয় রক্ষা করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাউটার বাড়ির ভিতরে আসা ইন্টারনেট তারের খুব কাছাকাছি রাখা হয়ে থাকে। এটা মোটেও উচিত নয়। আবার অনেক সময় রাউটারের অ্যান্টেনার অবস্থান ঠিক করে রাখা হয় না।

যে কারণে অ্যান্টেনার থেকে সব দিকে সংকেত পাঠানো এবং রিসিভ করা সম্ভব হয় না। সে কারণে রাউটারকে এমন স্থানে রাখা উচিত, যাতে রাউটারটি সবদিকে সংকেত পাঠাতে পারে অথবা সংকেত রিসিভ করতে পারে।

২. ওয়্যারলেস রাউটারে উন্নত অ্যান্টেনা যোগ করা:
অনেক সময় রাউটারের অবস্থান পরিবর্তন করেও ইন্টারনেটের গতি উন্নত বা বাড়ানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অ্যান্টেনা পরিবর্তন করতে পারেন। রাউটারের চারপাশে যদি অনেক দেওয়াল বা অনেক বাধা থাকে তবে সেক্ষেত্রে একটি এক্সটারনাল অ্যান্টেনা রাউটারের সামনে বা সঠিকভাবে ব্যবহার করে রাউটারের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন।

কারণ রাউটারের কার্যক্ষমতা বাড়লে ইন্টারনেটের স্পিডও বাড়বে।

৩.ওয়্যারলেস রিপিটার যোগ করুণ:
আপনি ইচ্ছে করলে রাউটারে নেটওয়ার্কের পরিসীমা বাড়ানোর জন্য একটি ওয়্যারলেস রিপিটারের সাহায্য নিতে পারেন। এই রিপিটার রাউটার এবং সংযুক্ত ডিভাইসের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। কম দামে বাজারে এমন অনেক ভালো ভালো রিপিটার পেয়ে যাবেন।

৪. ব্যাকগ্রাউন্ডের ডেটা ডাউনলোড বন্ধ করা:
অনেক সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে চলা একাধিক কাজের জন্য ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের গতি স্লো হতে পারে। ব্যবহারকারী কম্পিউটার, ট্যাবলেট বা ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি একাধিক ট্যাব একইসঙ্গে চলতে থাকে তবে ইন্টারনেটের গতি এমনিতেই কমে যাবে। সেক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গতি বাড়াতে হলে অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন বা ট্যাব বন্ধ করতে হবে। তাহলে দেখবেন ইন্টারনেটের স্পিড আগের থেকে অনেক বেড়েছে। তাছাড়াও অনেক সময় ইন্টারনেটের গতি কমে গেলে রাউটারটি রিস্টার্ট দিয়ে নিলেও কাজ হয়। রাউটারটি রিস্টার্ট দিলে আবার গতি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ফিল্মি স্টাইলে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ৩ দিন পর ফেরত দেয়া হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আলোচিত অপহরণ ঘটনার শিকার সেই তরুণীকে। বৃহস্পতিবার জেলা

সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের শীর্ষ প্রভাবশালী এক নেতার ছেলে শহরের পূর্ব মেড্ডার ওই তরুণীকে নিয়ে যায়। এরপর শনিবার রাতে পৌরসভার সংক্ষিত আসনের এক নারী কাউন্সিলরের মাধ্যমে তাকে ফেরত দেয়া হয়।

তরুণীর বড় মামা হাজী নাজমুল ইসলাম দারু জানান, মহিলা কাউন্সিলরকে নেতার বাসায় ডেকে নিয়ে তার কাছে মেয়েকে হস্তান্তর করা হয়।

তার সাথে আমার বোনও ছিল। এসময় বলা হয়েছে- পরবর্তীতে যা করার করবে। এক মাস সময় নিয়েছে।

এরপর বিয়ে করাবে বলে একটা আশ্বাস দেয়া হয়েছে।
পৌরসভার সংরক্ষিত ১,২ ও ৪ নং ওয়ার্ডের নারী কাউন্সিলর হোসনে আর বাবুল জানান, রাত ৯টার দিকে ওই নেতার বাসা থেকে মেয়েকে নিয়ে আসেন। সে নেতার এক আত্মীয়ের বাসায় ছিল। সেখান থেকে এনে তাদেরকে দেয়া হয়।
তিনি বলেন, বিয়ের কোন কথা আমি জানি না।

শনিবার রাত থেকেই মেয়ে পরিবারের হেফাজতে রয়েছে। তবে দুপুরে ওই তরুণীর বাড়িতে গিয়ে পাওয়া যায়নি কাউকে। মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তার মা ঘর তালাবদ্ধ করে আত্মগোপনে রয়েছে। এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিলে বাড়িছাড়া করার হুমকি দেয়া হয় তাকে।

তরুণীর পিতা শহরের পূর্ব মেড্ডা বক্ষব্যাধি হাসপাতাল এলাকার হাজী ইউসুফ। ১৫-১৬ বছর আগে তার মৃত্যুর পর থেকে একমাত্র কন্যাকে নিয়ে মেড্ডার ওই বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন তার স্ত্রী । স্থানীয় আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর আর পড়াশুনা করেনি ওই তরুণী। জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ এক নেতার ছেলের এই কীর্তি 'টক অব দি টাউনে' পরিণত হয়।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

০৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সিরিয়া তথা শামে চলমান লড়াইয়ে গত ৭-৮ ফেব্রুয়ারী দীর্ঘ ৪৮ ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানে দখলদার "রাশিয়া-ইরান" ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ বিষয়ে একটি ইনফোগ্রাফি প্রকাশ করে ইবা নিউজ এজেন্সি। সেটি আল-ফিরদাউস নিউজ বাংলায় প্রকাশ করছে।

ইনফোগ্রাফিটি দেখুন-

https://i.ibb.co/sRgCy1p/sham.jpg

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এবং তাহরিরুশ শাম ও আনসারুত তাওহিদ এর জানবায মুজাহিদিন শামের চলমান কুফর ও ইসলামের মধ্যকার লড়াইয়ে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধ সম্মিলিতভাবে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ৭-৮ ফেব্রুআরি দীর্ঘ ৪৮ ঘন্টায় আলেপ্পো ও ইদরিব সিটির (আন-নাইরব ও আয-যাহরিয়্যাহ) দুটি এলাকায় মুজাহিদগণ সম্মিলিত অপারেশনের পাশাপাশি ৩টি শহিদী হামলাও চালান। যার ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ১৩৫ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়, যাদের মাঝে উচ্চপদস্থ ৬ কমান্ডারও রয়েছে, এসময় আহত হয় আরো ১৭৩ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য।

অন্যদিকে মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে ধ্বংস হয় মুরতাদ ও কুফ্ফার বাহিনীর ১৩টি সামরিকযান, ২টি ভারী যুদ্ধাস্ত্র, ক্ষতিগ্রস্থ হয় আরো ৫টিরও অধিক সামরিকযান ও অনেক যুদ্ধাস্ত্র।

রাজশাহী নগরীর শিরোইল কলোনির বাসিন্দা রিকশাচালক জয়নাল। স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে তার সংসার। বড় ছেলে বিয়ে করে আলাদা থাকেন। জয়নাল বয়সের কারণে রিকশা চালানো বাদ দিয়েছিলেন। স্ত্রী আশা বেগমও গোদ রোগে আক্রান্ত। ফলে সংসার ও মায়ের চিকিৎসার জন্য পড়ালেখা ছেড়ে রিকশা চালাতে শুরু করেন ছোট ছেলে বাপ্পি। কিন্তু বিধি বাম! সেই বাপ্পি

এখন কারাগারে। তাকে মুক্ত করতে টাকার প্রয়োজন। এজন্য অসুস্থ আশা বেগম কাজ নিয়েছেন অন্যের বাড়িতে। আর ছেলেকে মুক্ত করতে বৃদ্ধ বয়সে পেডেলে পা রেখেছেন জয়নাল।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, রেলওয়ের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে খুন হওয়া যুবলীগ কর্মী রাসেল হত্যা মামলার আসামির নামের সঙ্গে মিল থাকায় নিরাপরাধ হওয়ার পরেও আড়াই মাস ধরে কারাভোগ করছেন বাপ্পি।
শুধু জয়নালের পরিবারই নয়, শিরোইল কলোনির আরও পাঁচটি পরিবারের প্রায় একই দশা। পরিবারগুলোর সদস্যদের অভিযোগ, পুলিশের 'ভুলে' তাদের সন্তানরা আজ হত্যা মামলার আসামি। তারা নিজেদের 'নিরপরাধ' সন্তানদের মামলা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান।
জানা যায়, গত বছরের ১৩ নভেম্বর পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের টেন্ডার নিয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে আওয়ামী লীগ ও মহানগর বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় খুন হন যুবলীগকর্মী সানোয়ার হোসেন রাসেল। এ ঘটনায় রাসেলের ভাই মনোয়ার হোসেন রনি বাদী হয়ে ওইদিন রাতে নগরীর চন্দ্রিমা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে ১৭ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৭-৮ জনকে আসামি করা হয়।
তবে মামলা হওয়ার আগেই ঘটনার দিন সন্ধ্যায় পুলিশ শিরোইল কলোনি থেকে জয়নাল আবেদীনের ছেলে বাপ্পি (১৯), নুর মোহাম্মদ সরদারের ছেলে মো. শাহীনুর (২৪), মানিক মিয়ার ছেলে শুভ (২১), বাবু ইসলামের ছেলে চঞ্চল (১৯), মো. জালাল উদ্দীনের ছেলে মো. কালাম উদ্দীন, আবুল কালাম চৌধুরীর ছেলে মো. মোজাহিদুল ইসলাম অভ্রকে আটক করে। পরে তাদেরকে হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।
এদের মধ্যে কালাম ও অভ্র গত বছর জেএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ায় একটি পরীক্ষা দিতে পারেনি। তাদের বয়স ১৫ বছর হলেও এজাহারে ১৯ বছর দেখানো হয়। পরে তারা দু'জন কিশোর আদালত থেকে জামিন পায়।
এছাড়া মামলার এজহারে মো.শাহিনের নাম উল্লেখ থাকলেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের সান্ধ্যকোর্সের শিক্ষার্থী শাহীনুরকে।
গত ২৯ জানুয়ারি সরেজমিনে শিরোইল কলোনিতে গেলে কারাগারে থাকা চার তরুণের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের।
বাপ্পির মা আশা বেগম বলেন, 'আমার বেটা সংসার চালাইতো। মার্ডারের দিন ও ঘরেই ছিল। সন্ধ্যায় মোড়ের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলো। পুলিশ আসল বাপ্পিকে না ধরে আমার বেটাকে নিয়ে গেছে। পুলিশ আমাদের কথা শুনছেই না। জেলহাজতে গেলে টাকা লাগে। আমি গরীব মানুষ, পায়ের রোগের জন্য হাঁটতেও পারি না। তবু ছেলের জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ

করছি। বেটার বাপেরও বয়স হইছে, কাজ করতে পারে না। কিন্তু টাকার জন্য রিকশা চালায়। রিকশার লাইসেন্স না থাকায় শহরেও যেতে পারে না। বাবা তোমরা সাংবাদিক, আমার ছেলের জন্য কিছু করো,' বলেই দু'চোখের পানি ছেড়ে দেন আশা।

এসময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শুভর বাবা মানিক মিয়া অনেকটা হতাশার সুরে বলেন, 'আমার বেটার কোনও দোষ নেই। বাপ্পির সঙ্গে বসে ছিল মোড়ের ওপর। পুলিশ বাপ্পির সঙ্গে যারা ছিল সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে।'

মানিক মিয়া আরও বলেন, 'আমি একজন টিকিট মাস্টার, দিনে তিনশ' টাকা বেতন পাই। এ টাকা দিয়ে সংসার চালাতেই কষ্ট হয়। তার ওপর স্থানীয় কোর্ট থেকে ছেলের জামিন না হওয়ায় উকিল বলেছে হাইকোর্ট থেকে জামিন নিতে। এর জন্য লাখ টাকা লাগবে, এত টাকা কোথায় পাবো? এই চিন্তায় আমার গত দুই মাস ধরে ঘুম নাই।'

ঘটনার দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে শাহীনুরের মামা অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট সাইফুল ইসলাম জানান, ঘটনার দিন শাহীনুর ইন্টার্নশিপের কাজে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ছিলেন। সন্ধ্যায় রাজশাহীতে ফিরে কলোনির একটি দোকানে শেভ করাচ্ছিল। সেখান থেকে পুলিশ তাকে আটক করে। বিষয়টি জানতে পেরে থানায় যান সাইফুল ইসলাম এবং শাহীনুরকে আটকের কারণ জানতে চান। পুলিশের সঙ্গে এ নিয়ে সাইফুল ইসলামের তর্কও হয়। পরে বাকিদের পরিবারের লোকেরা থানায় গেলে পুলিশ আটকদের ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। রাত ১২টার দিকে মনোয়ার হোসেন রনি থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করেন। এসময় পুলিশ কৌশলে আটকদের বাবা-মা'র নাম জেনে তা এজাহারে দিয়ে দেয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে চন্দ্রিমা থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা বলেন, 'মামলার এজাহারে যাদের নাম ছিল তাদেরকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।'

এসময় মামলার আগেই আটকের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ফোন কেটে দেন। এরপর একাধিকবার ফোন করেও তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, ঘটনার পর থেকে বাদীর সঙ্গে একাধিকবার তারা যোগাযোগ করেছেন। বাদী এজাহার থেকে তাদের সন্তানদের নাম মুছে দেবেন বললেও এখনও তা করেননি।

জানা যায়, রাসেল হত্যাকাণ্ডের পর এলাকাবাসী নগর জুড়ে পোস্টার সাঁটায়। পোস্টারে হত্যাকাণ্ডে জড়িত দাবি করে বাপ্পি, শাহিনসহ আট জনের নাম ও ছবি ছাপানো হয়। সেখানে গ্রেফতার শাহীনুর, বাপ্পি, শুভ, চঞ্চল কারো ছবি নেই।

এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যরা বলছেন, হত্যাকাণ্ডের স্থানের আশপাশে বেশ কয়েকটি সিসি ক্যামেরা রয়েছে। সেখানে হামলাকারীদের ছবি সংরক্ষিত আছে। কিন্তু পুলিশের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। নিরপরাধ ও নিরীহদের পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

তারা অভিযোগ করছেন, মূল আসামিদের আড়াল করতেই পরিকল্পিতভাবে পুলিশ এমনটা করেছে। কারণ হিসেবে তারা বলছেন,ঘটনার দিন মধ্যরাতে থানায় মামলা হলেও এরআগে সন্ধ্যাতেই ওই ছয়জনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের নামে মামলা হয়।
মামলার বাদী মনোয়ার হোসেন রনি বলেন, 'ঘটনার দিন রাতে মামলা দায়ের করেছিলাম। কিন্তু মামলার মূল আসামিরা কেউ এখনও গ্রেফতার হয়নি।'
গ্রেফতাররা আসল আসামি কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি প্রশাসনকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি কিছু বলতে পারবো না।'
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন,'মামলার তদন্ততো আর গ্রেফতারদের পরিবার করবে না, যারা তদন্ত করছে তারাই এই বিষয়টি ভালো বুঝেছে।' তবে মামলা হওয়ার আগে তাদেরকে কেন আটক করা হয়েছিল এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কিছু জানেন না বলে মন্তব্য করে ফোন কেটে দেন। পরে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

ভারত ও হিন্দু পৃথক নয়। ভারতে কাজ করতে হলে হিন্দুদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই কাজ করতেই হবে।' মন্তব্য করেছে আরএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক সুরেশ ভাইয়াজি যোশি।

গত শনিবার পানাজিতে দু'দিনব্যাপী আরএসএস কনক্লেভ 'বিশ্বগুরু ভারতে' বক্তব্য পেশ করেন ভাইয়াজি যোশি। সেখানেই এদেশে কাজ করার 'গাইড লাইনে'র ঘোষণা করেন তিনি। আরএসএস সাধার সম্পাদক বলেছেন, 'আমরা এই সভ্যতার সাক্ষী হয়েছি, এই সভ্যতা যা ভারতের উত্থানের এক হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। হিন্দুদের জন্যই ভারতের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। ভারতকে হিন্দুদের থেকে পৃথক করা যায় না। এ দেশের কোটি কোটি মানুষ হিন্দু। তাই যে বা যারা এই দেশে কাজ করতে চায় তাঁকে বা তাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাজ করতে হবে।' এখানেই থেমে না থেকে ভাইয়াজি যোশীর সংযোজন, 'এদেশে কাজ করতে হলে- হিন্দুদের পক্ষে কাজ করতে হবে, হিন্দু সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং হিন্দু-সমাজের সচেতনতা তৈরি করতে হবে।'

'হিন্দু' ও 'হিন্দুত্বে'র পক্ষে কথা মানেই 'সাম্প্রদায়িক' বলে মনে করেন না আরএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক সুরেশ ভাইয়াজি যোশী। তাঁর কথায়, 'হিন্দুদের জন্য কাজ মানে সাম্প্রদায়িকতা নয়। এমনকী তা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারণ'ও নয়।'

'ভারত ভাবনা'র উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন আরএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক। । তাঁর দাবি, 'ভারতের পতন নেই। বহু নেতিবাচক ঘটনা সত্ত্বেও এ দেশ এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও ক্রমশ তার বিকাশ ঘটছে। বস্তুত, ভারত অনন্তকাল থেকে ছিল এবং এটি অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে...। সেই অর্থে হিন্দু-সমাজের কোনওদিনই পতন ঘটবে না।'

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৮ ফেব্রুআরি আফগানিস্তানের হেলমান্দ ও কুন্দুজ প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

যার মধ্যে হেলমান্দ প্রদেশের "কারশাক" অঞ্চলে গতকাল সকল ৭:৩৫ মিনিটের সময় মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় ১৬ আফগান মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। এসময় মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত একটি চেকপোস্ট বিজয়সহ বেশ কিছু গনিমত লাভ করেন তালেবান মুজাহিদিন।

অন্যদিকে কান্দাহার প্রদেশের "শিউলিকোট" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান চালিয়ে ২টি চেকপোস্ট বিজয় করেনেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য। আলহামদুলিল্লাহ, এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ৬টি ভারি যুদ্ধাস্ত্রসহ অনেক যুদ্ধ সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার আফগানিস্তানের নানগাহার প্রদেশের "শেরজাদ" জেলায় দখলদার ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বরকতময়ী সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার ফলশ্রুতিতে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর 6 সদস্য এবং আফগান মুরতাদ বাহিনীর 6 সদস্যসহ মোট ১২ কুফ্ফার সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর 12 এরও অধিক সৈন্য আহত হয়।

যৌথ অভিযানে গিয়ে ক্রুসেডার মার্কিন সেনাদের ওপর গুলি চালালেন আফগান সেনার ইউনিফর্ম পরিহিত অজ্ঞাত এক ব্যক্তি। এ ঘটনায় দুই মার্কিন সেনা নিহত ও আরও ছয়জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ওই হামলার পর প্রকাশিত এক প্রাথমিক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিবিসি।

বিবিসি জানায়, আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে নানগারহার প্রদেশে স্থানীয় সময় শনিবার যুক্তরাষ্ট্র-আফগানিস্তান যৌথ অভিযান চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে এক বিবৃতিতে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল সনি লেগেট বলেন, শনিবার নানগারহার প্রদেশে মার্কিন-আফগান সেনাদের যৌথ অভিযানে আফগান সেনার ইউনিফর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি মেশিনগান দিয়ে গুলিবর্ষণ করেন। এতে দুই মার্কিন সেনা নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, তালেবানদের দমনের নামে আগ্রাসীভাবে স্থানীয় সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করতে প্রায় ১৩ হাজার মার্কিন সন্ত্রাসী আফগানিস্তানে অবস্থান করছে। প্রায় সময়ই মার্কিন-আফগান সন্ত্রাসীরা দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে যৌথ অভিযান চালিয়ে সাধারণ মানুষের জান মালের বিপুল ক্ষতি সাধন করছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য জোরদারের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে আরো তিনটি সীমান্ত হাট বসানোর প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। গত বুধবার আগরতলায় ত্রিপুরার তিন জেলা মেজিস্ট্রেট ও বাংলাদেশের চার জেলার ডিসি'দের মধ্যে বৈঠকে ওই প্রস্তাব দেয়া হয়।

বৈঠকের পর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মেজিস্ট্রেট সন্দীপ মহাত্মে সাংবাদিকদের জানান যে প্রস্তাবিত হাটগুলোর জন্য বেশ কিছু নতুন স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। দুই দেশের কর্মকর্তারা ২৬ ফেব্রুয়ারি যৌথভাবে স্থানগুলো পরিদর্শন করবেন। এরপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কাছে পাঠানো হবে।

চিহ্নিত স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে খোয়াই জেলার পাহাড়মুড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুতিয়া ও সিপাহীজালা জেলার জগৎরামপুর। এগুলোর বাংলাদেশের পাশ হবে যথাক্রমে হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা। সিপাহীজালা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শ্রীনগরে দুটি সীমান্ত হাট এরই মধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।

এছাড়া বৈঠকে পাচার, চোরাচালান ও নাগরিকদের অবৈধ পারাপারের বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগরতলা-আখাউড়া রেললাইনের কাজ, উন্মুক্ত সীমান্ত এবং সমন্বিত চেকপোস্ট স্থাপনের জন্য নতুন স্থান চিহ্নিতকরণ নিয়েও আলোচনা হয় বলে মহাত্মে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আগরতলা-আখাউড়া রেললাইনের কাজের মেয়াদ ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

বৈঠকে খোয়াই, সিপাহীজালা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মেজিস্ট্রেট এবং বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার ডিসি'রা অংশ নেন। এছাড়া ত্রিপুরার সব জেলার পুলিশ সুপার এবং বিজিবি ও বিএসএফ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় পক্ষে নেতৃত্ব দেন সন্দীপ মহাত্মে ও বাংলাদেশ পক্ষে কুমিল্লার ডিসি মো. আবুল ফজল মীর।

এদিকে ভারত বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য যতই চেষ্টা চালাক এবং দুই দেশের বন্ধুত্ব সর্বকালের ঘনিষ্ঠ বলে উল্লেখ করুক না কেন, সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)'র হাতে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা অব্যাহতভাবে চলছে। মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে যে, এই হত্যাকাণ্ড ২০১৯ সালে তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। সীমান্তে হত্যার জন্য ভারতীয় পক্ষ গরু চোরাচালানকে দায়ি করে। কিন্তু গরু চোরাচালান উল্লেখযোগ্যভাবে কমলেও হত্যাকাণ্ড কমছে না।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন-ও-সালিশ কেন্দ্র জানায়, ২০১৯ সালে বিএসএফ অন্তত ৪৩ বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে।

আট বছর আগে বিএসএফের গুলিতে ১৫ বছরের কিশোরী ফেলানী নিহত হয়ে কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলে ছিলো। তার এই ছবি সীমান্তে বিএসএফের হত্যাকাণ্ডের প্রতীকে পরিণত হয়। এই ঘটনা বাংলাদেশে ব্যাপক বিক্ষোভের জন্ম দেয়। এই ঘটনায় বিচারও হয় কিন্তু ফেলানীরা ন্যায়বিচার পায়নি। আর হত্যাকাণ্ড চলছে অব্যাহত গতিতে।

হাট আর বাণিজ্য সম্পর্ক মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিনা সেই প্রশ্ন বাংলাদেশের জনগণের। এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি তাদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী জাহান আরা বলেন, বন্ধুত্ব ভালো, কিন্তু জীবনের বিনিময়ে নয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনোভাবও একই।

এদিকে, নতুন বছর ২০২০ সালেও সীমান্তে বাংলাদেশিদের রক্ত ঝরছে। জানুয়ারির প্রথম ২৩ দিনে বিএসএফ অন্তত ১০ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও 'উদ্বেগ' প্রকাশ করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি ও ক্যামেরা বসানোর কথা বলেছেন। কিন্তু সীমান্ত হাট ও নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও বাংলাদেশিদের রক্তঝরা কমছে না কিছুতেই, চলছে অব্যাহত গতিতে।

https://www.youtube.com/watch?v=P4y7pg44ozE

ফরিদপুরে খালের পাড় ও সরকারি হালটের জমির মাটি কেটে বিক্রি করে দিয়েছেন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নেতা। এ ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুর পৌরসভার সম্প্রসারিত এলাকা সাদীপুর সেতু সংলগ্ন মান্দারতলা খালের পশ্চিম পাশে ভাজনডাঙ্গা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাটি কেটে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ওই নেতার নাম জিল্লুর রহমান ওরফে টুটুল। তিনি সাদীপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি ফরিদপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। এ ছাড়া তিনি আলীয়াবাদ ইউনিয়নের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ছিলেন।

তবে এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'যে হালটটি ছিল তার দুই পাশেই আমার জমি আছে।' এটি একটি অব্যবহৃত হালট দাবি করে তিনি বলেন, তবে হালটের যে জায়গা কেটে ফেলা হয়েছে তা ভরাট করে দেওয়া হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে হালট ভরাটের এ কাজ।

এলাকাবাসী ও পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, সাদীপুর এলাকায় সাদীপুর সেতুর নিচ দিয়ে মান্দারতলা খাল প্রবাহিত হচ্ছে। সাদীপুর এলাকায় পদ্মা নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে ৯ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে খালটি সদরের বাখুন্ডা এলাকায় কুমার নদে মিলিত

হয়েছে। সম্প্রতি পাউবোর উদ্যোগে কুমার নদের পাশাপাশি এ খালটিও খননের আওতায় আনা হয়। খালটির খনন কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে সরেজমিনে দেখা গেছে, সাদীপুর সেতুর পশ্চিমে ভাজনডাঙ্গা এলাকায় খালের পাড়সংলগ্ন অন্তত ২৮/৩০ ফুট জমির মাটি কাটা হয়েছে। মাটি কাটার ফলে খালের পাড় ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এ ছাড়া ওই জায়গা দিয়ে যে সরকারি হালটি রয়েছে সে হালটের অন্তত ১৫০ ফুট জায়গা কেটে গর্ত করে মাটি নেওয়া হয়েছে। গতকাল একটি এক্সকাভেটর দিয়ে কেটে ফেলা হালটের জায়গা ভরাট করতে দেখা যায়। তবে খালের পাড় থেকে মাটি কেটে হালটের জমি ভরাট করায় খালের পাড় ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

ওই এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় এক মাস আগে আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান খালের পাড়ে তাঁর নিজের জায়গার মাটি কেটে বিক্রি করা শুরু করেন। মাটি কাটতে কাটতে জিল্লুরের নিজের জায়গার সঙ্গে সরকারি হালট ও খালপাড়ের জমির মাটিও কেটে বিক্রি করে দেন তিনি। এক ট্রাক মাটি তিনি ৬০০ টাকা করে বিক্রি করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার দুই বাসিন্দা বলেন, এক সপ্তাহ আগে এ ব্যাপারে এলাকাবাসী প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক নির্বাহী হাকিম ও পৌরসভার সার্ভেয়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

পাউবোর ফরিদপুর কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ বলেন, মদনতলী খালের পাড়ের মাটি কেটে বিক্রি করে দেওয়ার খবর তাঁর জানা নেই। তিনি অবিলম্বে কর্মকর্তাদের ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

চট্টগ্রামের রাউজানে প্রকাশ্যে কুপিয়ে একেএম নুরুল আজম (৭০) নামে এক বৃদ্ধকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার উরকিরচর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে হাড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রকাশ্যে কিরিচ দিয়ে শিরশ্ছেদ করে সড়কের পাশে অনাবাদি জমিতে ফেলে পালিয়ে যায় ঘাতকরা।

স্থানীয়রা জানান, নিহত একেএম নুরুল আজম হাটহাজারী উপজেলার গড়দুয়ারা ইউনিয়নের গুড়ামিয়া চৌধুরী বাড়ির বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাউজানে একটি স্টেশনারি দোকানে কাজ করতেন। নুরুল আজমকে হত্যা করতে দেখেছেন স্থানীয় একজন।

তবে এ ঘটনায় আওয়ামী দালাল পুলিশ বাহিনী এখনো কাউকেই গ্রেফতার করেনি।

কিশোরগঞ্জে ৩০টি ইয়াবাসহ আবু হানিফ (৩৮) নামে এক কারারক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছে আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা সোহেল মিয়া (৪৬) নামের একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

আবু হানিফ কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারের কারারক্ষী। তাঁর বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের ফতেপুর গ্রামে। আর সোহেলের বাড়ি কিশোরগঞ্জ শহরের আখড়াবাজারে।

কারারক্ষী আবু হানিফ ও সোহেল ইয়াবা ধরা খায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে। এ সময় হানিফের কাছে ১০টি এবং সোহেলের কাছে ২০টি ইয়াবা পাওয়া যায়।

কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারের সুপার বজলুর রশীদ বলেন, বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শককে জানানো হয়েছে।

সূত্র: প্রথম আলো

রাজশাহীর পবা উপজেলায় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) আপত্তিতে গত শনিবার থেকে সরাসরি পদ্মা নদীতে খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। এখন উপজেলার চরখিদিরপুর, তারানগর ও নবীনগরে আর সরাসরি খেয়ানৌকা যেতে পারছে না। এর আগে সন্ত্রাসী বিএসএফের আপত্তির কারণে পবার চরমাঝারদিয়াড়ে সরাসরি খেয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিএসএফের দাবি, ভারতের সীমানার ভেতর দিয়ে এসব নৌকা যাচ্ছে।

সীমান্তবর্তী এলাকার লোকজন বলছেন, এর আগে বিএসএফ এসব ছোটখাটো বিষয়ে নজর দেয়নি। তাদের মাঠেই বাংলাদেশি রাখাল গরু চরালেও তারা আপত্তি করেনি।

গত ৩০ জানুয়ারি বিএসএফ বাংলাদেশে গোদাগাড়ী সীমান্ত এলাকা থেকে পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে যায়। প্রথম দিন বিজিবির সঙ্গে পতাকা বৈঠকের পর বিএসএফ তাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করে। পরের দিন দুই দফা পতাকা বৈঠকের সময় পরিবর্তন করে। অবশেষে তাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছিল। অবশ্য তার আগেই পাঁচ বাংলাদেশিকে তারা থানায় সোপর্দ করেছে। এই পতাকা বৈঠকে বিজিবি গুগল মানচিত্র দেখিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে সন্ত্রাসী বিএসএফ বাংলাদেশের সীমানার ভেতর থেকে তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে। তার পরও তারা মানতে চায়নি। একপর্যায়ে বিজিবিকে জানিয়েছে এমন ঘটনা ঘটলে তারা দুঃখিত।

গত ২২ জানুয়ারি রাজশাহীর পবা উপজেলার ১০ নম্বর চর এলাকা থেকে সন্ত্রাসী বিএসএফ ৪০০ বাংলাদেশি গরু ও ভেড়া ধরে নিয়ে যায়। এর চার দিন পরে তিন দফা পতাকা বৈঠক করে তারা গরু-ভেড়াগুলো ছেড়ে দেয়। এর আগে গোদাগাড়ী খরচাকা এলাকা থেকে ১৮টি মহিষ ধরে নিয়ে যায়। চার দিন পরে পতাকা বৈঠক করে সেগুলো ছেড়ে দেয়। এর কিছুদিন আগে বাঘা সীমান্ত থেকে দুই দফায় চারজনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পতাকা বৈঠকের পর দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর বাকি দুজনকে ভারতের থানায় সোপর্দ করা হয়।

পবার চরখিদিরপুরে প্রতিদিন খেয়ানৌকায় যাত্রী পারাপার করেন মাঝি আলমগীর হোসেন। তাঁর বাড়ি চরখিদিরপুর গ্রামেই। তিনি বলেন, নদীভাঙনের কারণে চরতারানগরের বিরাট অংশ পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে কয়েটি সীমানা পিলারও ভেঙে পড়েছে। নদী খানিকটা ভারতীয় সীমানায় ঢুকে পড়েছে। এবার নদীর মাঝে একটু বেশি চর পড়ার কারণে ভারতীয় সীমানার ওই জলসীমা দিয়েই এত দিন তাঁরা খেয়া নৌকা পারাপার করেছেন। এত দিন বিএসএফ কোনো আপত্তি করেনি। কিন্তু আজ শনিবার বিজিবির পক্ষ থেকে তাঁদের গ্রামে মাইকিং করে ওই এলাকা দিয়ে নৌকা না নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এখন ওই এলাকায় যেতে না পারলে সরাসরি খেয়া নৌকায় শহর থেকে চরে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) রাজশাহীর-১ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌস জিয়াউদ্দিন মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, বিএসএফ একটি পত্র দিয়ে তাদের জানিয়েছে, খেয়ানৌকা তাদের ক্যাম্পের খুব কাছ দিয়ে পার হচ্ছে। তাদের দেশের জলসীমার ভেতর দিয়ে তারা কোনো বাংলাদেশের নৌচলাচল করতে দেবে না।

০৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে একের পর এক শহর ও শহরতলি দখল করে নিচ্ছেন। অন্যদিকে মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস হচ্ছে বিজয়ীদের অনুকরণ ও তাদের দিকে ধাবিত হওয়া। যেমনটা সূরা নসরেও মহান রব্বুল আলামীন বলেছেন।

যেকারণে বর্তমানে প্রতিনিয়ত আফগান সামরিক বাহিনীর অনেক সৈন্যই তাওবা করে ফিরে আসছে সত্য ও সঠিক পথের দিকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৭ ফেব্রুআরি শুক্রবার আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের "মারবুত" জেলা হতে ৪৮ আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য সত্যতা উপলুব্দি করতে পরে সামরিক বাহিনী হতে পদত্যাগ করে এবং তওবা করে তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ৮ ফেব্রুআরি সোমালিয়া জুড়ে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মধ্য হতে জুহার শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ২ সোমালিয়ান মুরতাদ সৈন্য, এসময় মুজাহিদগণ নিহত সৈন্যদের অস্ত্রগুলি গনিমত হিসাবে গ্রহণ করেন।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর দিনাইলী শহরে মুজাহিদদের হামলায় আহত হয় আরো ২ মুরতাদ সৈন্য।

অপরদিকে সোমালিয়ার "কারযূলী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর অন্য একটি সফল স্নাইপার হামলায় নিহত হয় আরো ১ সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত 7 ফেব্রুয়ারি

আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের, "শোরতেপাই" জেলার পুলিশ সদর দফতরের কাছে একটি বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেছেন।

জানা যায় যে, আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি দল "মাজার-শরীফ" হতে শোরতেপাই" জেলার পুলিশ সদর দফতরের কাছে পরামর্শের জন্য জড়ো হয়। আর হামলার জন্য এমন একটি উত্তম সময়কেই বেঁচে নিলেন তালেবান মুজাহিদিন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগন মুরতাদ বাহিনীর উক্ত পরামর্শ দলটির উপর সফলতার সাথে তীব্র হামলা চালান, যার ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ৩০ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাংক ধ্বংস করার পাশাপাশি মুজাহিদগণ অনেক গনিমত লাভ করেন।

পাকিস্তানের ঐতিহাসিক লাল মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসা হাফসার ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্টদের এ যাবত নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করছে প্রশাসন। এখন অবস্থা এতটাই চরম আকার ধারণ করে যে, মাদরাসার অভ্যন্তরে খাবার পৌঁছানোও বন্ধ হয়ে যায়। এবং অযথাই মাদরাসার চারপাশে একটি যুদ্ধংদেহী পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে।

ডন ও ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসলামাবাদের লাল মসজিদ প্রাক্তন ইমাম মাওলানা আবদুল আজিজের স্ত্রী বলেছেন, রাজধানীর প্রশাসন গত চার দিন ধরে লাল মসজিদকে ঘিরে রেখেছে এবং পুলিশকে কাউকে মসজিদে বা বাইরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

রাজধানী ইসলামাবাদের মুরতাদ প্রশাসন মসজিদটির চারপাশ ঘিরে রাখায় মাওলানা আবদুল আজিজ তার ছাত্রীদের নিয়ে মসজিদের ভিতরে অবস্থান নিয়েছেন। এ নিয়ে অন্যরকম এক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এ খবর দিয়েছে পাকিস্তানের অনলাইন সংবাদ মাধ্যম ডন।

ডন লিখেছে, গত শুক্রবার সরকারের বিভিন্ন ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড নিয়ে বয়ান দিয়েছেন মাওলানা আজিজ। কিন্তু বিষয়টি আরো গুরুত্বর হয়ে ওঠে যখন জামিয়া হাফসা, জি-৭ এর প্রায় ১০০ ছাত্রী বৃহস্পতিবার রাতে এইচ-১১ এর সেমিনার হলের সিল করা ভবনে প্রবেশ করেন।

এর ফলে রাজধানীর প্রশাসনের কর্মকর্তারা লাল মসজিদে যান মাওলানা আজিকের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সম মর্যাদার সিনিয়র কোনো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি সমঝোতামূলক আলোচনা করবেন।

এ বিষয়ে মসজিদের ভিতর থেকে মোবাইল ফোনে ডন'কে মাওলানা আজিজ বলেছেন, তারা সবাই আবারও একই ভুল করছেন। তারা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সম্মান দেখাচ্ছেন না এবং দেশে শরিয়া আইন জারির বিষয়ে অনীহা দেখাচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, তারা এইচ-১১ এর জামিয়া হাফসা খালি করে দেয়ার জন্য ডেডলাইন দিয়েছেন আমাদেরকে। না হলে আবারও অপারেশন চালানোর হুমকি দিয়েছে। এমনকি খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা ইসলামের স্বার্থে এর ভিতরেই অবস্থান নেবো।

কর্তৃপক্ষ এই ধর্মীয় নেতাকে লাল মসজিদ খালি করে দেয়ার হুমকি দেয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ওই এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

এ অবস্থায় প্রশাসন লাল মসজিদের চারপাশে কাঁটাতারের বেঁধে দিয়ে তা অবরোধ করে রেখেছে। মসজিদের মূল ফটকের সামনে করিডোরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন মাদরাসার আভ্যন্তরীণ গ্যাসের লাইনও বন্ধ করে দেয়। যাতে করে মাদরাসার ভেতরে কোনোরকম খাবার প্রস্তুত হতে না পারে। এবং তাদেরকে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে যেতেও বাধা দেয়া হয়।

কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে মুসল্লিদেরকে শুধু শুক্রবার মসজিদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়েছে নামাজ আদায় করতে।এছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

মসজিদটি বাইরের সবার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে মাগরিব ও অন্যান্য নামাজের জন্য। ফলে মুসল্লিরা মসজিদের বাহিরেই নামাজ আদায় করছেন।

আর গত শুক্রবার বয়ানে মাওলানা আজিজ সাহেব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অপকর্ম তুলে ধরে তারা ইসলামের সত্যিকার অনুসারী নন বলে ঘোষণা করেছেন।

ট্রাম্পের কথিত'শান্তি প্রস্তাবে'র পর থেকে ভোগান্তি বেড়েছে ফিলিস্তিনিদের। দখলদার ইয়াহুদি সন্ত্রাসীরা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ২৪ ঘণ্টায় দখলদার ইসরায়েলি সেনাদের

গুলিতে চার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। বায়তুল মুকাদ্দাস, পশ্চিম তীর ও হেবরনে এ সব হত্যার ঘটনা ঘটে।

আলজাজিরা বলছে, বৃহস্পতিবার বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের বাব আল আসবাত এলাকায় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছেন এক ফিলিস্তিনি তরুণ।

এ ছাড়া পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে ফিলিস্তিনি তারেক বাদওয়ানকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনারা। তার বয়স ১৭ বছর।

এদিকে, ইসরায়েলি গণমাধ্যম খবর দিয়েছে, বায়তুল মুকাদ্দাস শহরে গাড়িচাপায় ১৪ দখলদার ইহুদি আহত হয়েছে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ পশ্চিম তীরেও ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভে গুলি চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। এতে হেববর্নে নিহত হয় মোহাম্মদ আল হাদাদ নামে ১৭ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি।

এ ছাড়া জেরুজালেমের ওল্ড সিটিতেও ইসরায়েলি পুলিশের হামলায় নিহত হয়েছেন এক ফিলিস্তিনি।

ভারতের রাজস্থানের জয়পুরে গণপিটুনিতে এক কাশ্মীরি কিশোর নিহত হয়েছে। নিহত কিশোরের নাম বসিত খান; বয়স ১৭।

জানা গেছে, ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে নির্মমভাবে তাঁকে পেটানো হয়। পরদিন, ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় ।

পুলিশ জানিয়েছে, আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের পাশে দাঁড়াতে জয়পুরে পার্টটাইম একটা কাজ নিয়েছিল বসিত। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ মারা গেছে বসিত। প্রাইভেট অ্যাম্বুল্যান্সে শুক্রবারই মৃতদেহ কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, কাশ্মীরের কুপওয়ারায় বাড়ি বসিতদের। তার পরিবার অত্যন্ত দুঃস্থ। বাবা মারা গিয়েছেন ২০১২ সালে। তখন বসিত খুবই ছোট ছিল। তিন ভাইবোনের মধ্যে বসিতই বড়। তাই সংসার জোয়াল কিছুদিন হলো, নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল সে। বসিত একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে পার্টটাইম কাজ করে, যে সামান্য টাকা পেত, তাই বাড়িতে মায়ের হাতে তুলে দিত সে।

সেই কাজের সূত্রেই জয়পুরে আসা। বসিতের সঙ্গে রফিক নামের আরেকজন দু-পয়সা রোজগারে কাশ্মীর থেকে জয়পুরে আসেন। ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে কয়েকজন ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন ওই কাশ্মীরি কিশোর।

বসিতের বন্ধু, ঘটনার একমাত্র সাক্ষী রফিক বলেন, বচসার সময় একজন বসিতের কলার ধরে। এর পরেই সঙ্গী যুবকেরা মারতে থাকে বসিতকে। সে সময় আদিত্য নামে এক যুবক বসিতের মাথায় সজোরে আঘাত করে। তার জেরেই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রফিকের জানান, হামলাকারীদের ওই দলে হিন্দু ধর্মের লোকই ছিল। তারা বলছিল, জয়পুরে যত কাশ্মীরি আছে, ছুড়ে ফেলে দেব। মুখে আনার মতো নয়, এমন অকথ্য ভাষাতে কাশ্মীরিদের উদ্দেশে গালিগালাজও করা হয়।

রফিক যে বাধা দেবে, সে উপায়ও ছিল না। তাঁকেও মাটিতে ফেলে মারধর করা হয়। ঘটনার পর এক ড্রাইভার জয়পুরে বাড়ির থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তাঁদের ছেড়ে দিয়ে যায়। ওই অবস্থায় দু-জনে বেশ খানিকটা পথে হেঁটে বাড়ির দিকে আসে। কিন্তু, বাড়ি পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন বসিত। বাড়িতে ফিরে অনবরত বমিও করতে থাকে। ক্যাব বুক করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

ডাক্তাররা তখনই জানিয়ে দেন, বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টায় মারা যান ওই কাশ্মীরি কিশোর।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

এনআরসি বাতিলের জন্য চলমান আন্দোলনকে জারি রাখার আহ্বান জানিয়েছে ভারতের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ, ৭ ফেব্রুয়ারি গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানিয়েছে। নিচে বিবৃতির হুবহু তুলে ধরা হলো-

দারুল উলুম দেওবন্দ ভারত সরকারের নিম্নুক্ত বিবৃতি যে "এখনও পর্যন্ত এনআরসি সমগ্র ভারতে জারি করার কোনও ফায়সালা করা হয়নি" তে আশ্বস্ত নয়। সিএএ এবং এনআরসি জাতীয় পর্যায়ের একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এটাকে হালকাভাবে কখনই নেওয়া যেতে

পারে না। সিএএ প্রত্যাহার এবং এনআরসি আগামীতে কখনই জারি না করার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ করতঃ তার বিরুদ্ধে আমাদের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উচিত।

দারুল উলূম দেওবন্দ রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে পূর্বেই সিএএ প্রত্যাহার করার বিষয়ে স্মারকলিপি পেশ করেছে। জাতীয় পর্যায়ের এই আন্দোলন ভারতবর্ষের সংবিধান এবং তার প্রাণ বাঁচানোর আন্দোলন। সাথে সাথে আমি (আচার্য) ব্যক্তিগতভাবে এটাকেও একপর্যায়ের সফলতা মনে করছি যে, সরকার এই বিষয়ে কিছুদিন আগ পর্যন্ত এক ইঞ্চি সরে আসার জন্য প্রস্তুত ছিল না, অথচ এখন এনআরসির বিষয়ে সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছে।

নিঃসন্দেহে পুরোপুরি আশ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন এবং অবস্থানবিক্ষোভ সমাপ্ত করার কোনও আবেদন করা যেতে পারে না। আমার যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, দেওবন্দের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের সাথে দেওবন্দ শহরে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে একটি আলোচনা সভা পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি।যেখানে নিজস্ব আলাপচারিতায় বলা আমার কথাকে এই বার্তায় পরিণত করা যে, দারুল উলুম দেওবন্দ মহিলাদের আন্দোলনকে সমাপ্ত করে দেওয়ার আবেদন করেছে, সম্পূর্ণ ভুল এবং এর কোনও ভিত্তি নেই। আমার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এখানে এটা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দ আন্দোলন এবং প্রদর্শন শেষ করার কোনওরকম আবেদন করেনি। আমরা সমস্ত আন্দোলনকারীদের জন্য প্রার্থনা করি এবং তাদের সফলতার প্রত্যাশা রাখি।

সিলেট নগরীর টিলাগড়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে খুন হয়েছে অভিষেক দে দ্বীপ (১৯) নামে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এক কর্মী। এসময় আহত হয়েছে শুভ নামের আরেক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগকর্মী। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনায় ঘটে।

অভিষেক দে দ্বীপ কর্মী গ্রীনহিল কলেজের ছাত্র। সে নগরীর শিবগঞ্জ সাদীপুর এলাকার দীপদ দে'র ছেলে।

জানা যায়, রাত সাড়ে নয়টার দিকে টিলাগড়ে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এসময় দ্বীপকে ছুরিকাঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যায় অপর পক্ষ। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেট এমএজি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্বীপকে মৃত ঘোষণা করেন।

সৈকত আহত অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। দুই পক্ষ একে অপরের ওপর হামলা চালায়।

এসময় অভিষেক দে দ্বীপ নিহত হয় এবং সৈকত আহত হয়। সৈকতকে বর্তমানে ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

কুমিল্লার চান্দিনায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে তোফাজ্জল হোসেন (৩৫) নামে এক কাপড় ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে তোফাজ্জলের শ্যালক ফয়সাল রহমান (২৮)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার গোবিন্দপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত তোফাজ্জল হোসেন (৩৫) সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার তেলকুপি গ্রামের আবু বক্কর ছিদ্দিকের ছেলে। আহত ফয়সাল একই উপজেলার রঘুরগাতি গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায় তোফাজ্জল হোসেন ও ফয়সাল রহমান সিরাজগঞ্জ থেকে কাপড় এনে কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার হকার্স মার্কেটে কাপড় বিক্রি করতো। অনেক দিন পর বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার সারা দিন বেচাকেনা শেষে রাতে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা করে। তারা কুমিল্লা পদুয়ার বাজার এলাকায় রাত প্রায় সোয়া ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সিরাজগঞ্জ বা ঢাকার কোন বাস পায়নি। রাত ১২টা ২০মিনিটের সময় একটি পিকআপ তাদের সামনে দাঁড়ায়।

এসময় পিকআপে থাকা হেলপার ঢাকায় যাবে কিনা জানতে চায়। উপায় না পেয়ে তারা পিকআপে উঠে। এসময় পিকআপের চালক, একজন সহযোগী চালক ও একজন হেলপার ছিল।

পিকআপটি মহাসড়কের চান্দিনার গোবিন্দপুর এলাকায় পৌঁছামাত্র গাড়ি থামিয়ে চালক ও সহযোগী চালক তাদেরকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে যা কিছু আছে বের করে দেওয়ার জন্য বলে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হলে গাড়ি চালক সহকারী চালক ও হেলপারবেশী ছিনতাইকারীরা তাদেরকে ছুরিকাঘাত করে। আর এতেই মারা যান এই ব্যবসায়ী।

সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিশ্বের ১২৬টি দেশে ডেঙ্গু জ্বর ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে ২৫০ কোটির অধিক মানুষ, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ ডেঙ্গুর ঝুঁকিতে রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের মধ্যে ১০টি দেশেই ডেঙ্গুর প্রকোপ রয়েছে, এসব দেশে প্রায় ৫২ শতাংশ মানুষ ডেঙ্গুর ঝুঁকিতে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) আয়োজিত এক এ্যাডভোকেসি সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার (সিডিসি) সার্ভিলেন্স মেডিক্যাল অফিসার ডা. খাদিজা সুলতানা এ তথ্য জানান।

তিনি আরো বলেন, গত আগস্ট মাসে দেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ। সারা দেশে এ এক মাসেই প্রায় ৫৩ হাজার রোগী ভর্তির রেকর্ড করা হয়, যার অধিকাংশই ছিলো রাজধানীতে। জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর এ তিন মাসে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বাধিক ছিলো এবং ধারণা করা হচ্ছে, এবছরও একই সময়ে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে।

ডিএনসিসির মহাখালী আঞ্চলিক কার্যালয় সংলগ্ন মার্কেটে এডিস ও কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে এ সচেতনতামূলক অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এ অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে অবহিতকরণের মাধ্যমে এডিস মশা এবং ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমে সকলের অংশগ্রহণের উদ্দেশে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় এডিস মশার উৎপত্তিস্থল, বংশবিস্তার, রোগ-জীবাণু বহন, মানুষকে আক্রান্ত করাসহ বিশ্বে ডেঙ্গু রোগের সামগ্রিক চিত্র ও তথ্য-উপাত্ত নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ডা. খাদিজা সুলতানা।

অ্যাডভোকেসি সভায় এডিস ও কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে ডিএনসিসির বিভিন্ন কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন ডিএনসিসির উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা লে. কর্ণেল মোঃ গোলাম মোস্তফা সারওয়ার।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রভাবে চীন থেকে দেশে ফেরানো হয়েছে ৩১২ শিক্ষার্থীকে। বিশেষ উড়োজাহাজে করে উহান থেকে তাদের দেশে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে আশকোনা হজ ক্যাম্পে স্থাপিত কোয়ারেন্টাইনে। এদিকে চীনে এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে সরকারিভাবে ৫৬৩ জনের। যদিও অন্য এক নিউজে প্রকৃত সংখ্যা ২৫ হাজার উল্লেখ করা হয়েছে! এই অবস্থায় দেশে ফিরতে চাইছেন আরও ১৭২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী।

চীনের হুবেই প্রদেশের ইচাং শহরে চায়না থ্রি গর্জেজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত এসব শিক্ষার্থী তাদের ডরমিটরিতে আটকা পড়েছেন। সামাজিক যোগযোগমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ও দূতাবাসের কাছে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার আকুতি জানাচ্ছেন তারা।

উহান বা আশেপাশের এলাকাগুলোয় অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেও সেখানকার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। বিভিন্ন গ্রুপ থেকে তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগও তুলে ধরছেন। তবে শিক্ষার্থীদের সব অভিযোগ অযৌক্তিক ও অবাস্তবত বলে মন্তব্য করেছেন দেশটিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব খাইরুল বাশার।

ইচাং শহরে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখায় খাবারের সংকট পড়ছে। নিয়মিত খাবার পাচ্ছেন না তারা। সরবরাহ করা হচ্ছে না বিশুদ্ধ পানি, খাবারসহ প্রয়োজনী সামগ্রী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এসব ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ রাখার কথা থাকলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ওই শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ঠিকমতো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি না পাওয়া তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কেউ কেউ মানসিকভাবে ভেঙেও পড়েছেন।

চায়না থ্রি গর্জেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী মাসুদ রানা আমাদের সময়কে বলেন, করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল উহানের ইচাং শহরের খুব কাছেই। যে কারণে এ শহরে লকডাউন জারি করা হয়। যোগাযোগ, বাজার বন্ধ থাকায় পর্যাপ্ত খাবার ও বিশুদ্ধ পানির খুবই সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা সবাই বদ্ধ জীবনযাত্রায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী দ্বীন মুহাম্মদ প্রিয় আমাদের সময়কে বলেন, আমরা ১৭২ জন বাংলাদেশি এখানে আটকে আছি। আমাদের জীবনযাত্রা দিনকে দিন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। ঠিকমতো খাবার, পানি না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছি।

মাসুদ রানা ও প্রিয় জানান, বিষয়গুলো নিয়ে তারা চীনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। দূতাবাস থেকে জানানো হয় দেশ থেকে সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষায় আছেন কর্মকর্তাগণ।

তাদের আরও অভিযোগ, দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তারা মুঠোফোনে দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলেত চেষ্টা করলেও তা বন্ধ পাচ্ছেন। এমনকি সামাজিকমাধ্যমেও তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারছেন না তারা।

দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন মন্তব্য করে রানা ও প্রিয় আমাদের সময়কে বলেন, আমাদের ১৭২ জন শিক্ষার্থীর এটাই এখন একমাত্র চাওয়া- আমরা দেশে ফিরতে চাই।

অভিযোগগুলো নিয়ে চায়না থ্রি গর্জেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ডিনেটর প্যানেলের সঙ্গে যোগযোগ করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

০৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

উগ্র সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদিদের হাতে শহীদ হওয়া বাবরি মসজিদের জায়গা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে আযোধ্যা শহরের বাইরে নতুন মসজিদ তৈরির জন্য সরকার জমি বরাদ্দ করার পর ভারতের বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী মুসলিম সংগঠন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বুধবার একটি ট্রাস্ট গঠনের কথা পার্লামেন্টে ঘোষণা করে, তার ঠিক পর পরই উত্তরপ্রদেশ সরকারও জানিয়ে দেয় মসজিদ নির্মাণের জন্য তারাও জায়গা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। মাসতিনেক আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়েই এই দুটো পদক্ষেপ কার্যকর করতে বলা হয়েছিল।

কিন্তু জায়গার ঘোষণা হতেই বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন বলতে থাকে, মূল অযোধ্যা থেকে এত দূরে মসজিদের জন্য জমি দিয়ে কী লাভ? আর সেটা কীভাবেই বা বাবরি মসজিদের বিকল্প হতে পারে?

বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির নেতা ও আইনজীবী জাফরিয়াব জিলানি মন্তব্য করেন, মসজিদের জন্য এই জমি কিছুতেই গ্রহণ করা উচিত হবে না। মি. জিলানির কথায়, "প্রথম কথা হল মসজিদ ভাঙার বিনিময়ে কোনও জমি আমরা নিতেই পারি না, এটা ওয়াকফ আইন আর শরিয়ত – দুয়েরই বিরোধী। তবে রিভিউ পিটিশনে আমাদের এই বক্তব্য সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে।"

"তবে গত ৯ নভেম্বরের রায়ে তারা বলেছিল, অধিগ্রহণ করা ৬৭ একরের ভেতরে না-হলেও অযোধ্যারই কোনও 'প্রমিনেন্ট প্লেস' বা উল্লেখযোগ্য স্থানে মসজিদের জন্য জায়গা বরাদ্দ করতে হবে। কিন্তু যে জায়গাটার কথা বলা হচ্ছে সেটা অযোধ্যাতেও নয়, প্রমিনেন্টও নয়!"

ভারতে মুসলিমদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সিনিয়র সদস্য কামাল ফারুকিও বলেছেন, "এমন কী তাজমহল চত্বরের ভেতরে জমি দিলেও তা নেওয়া ঠিক হবে না।"

বোর্ডের নেতা মৌলানা ইয়াসিন ওসমানি কিংবা হায়দ্রাবাদের এমপি আসাদুদ্দিন ওয়াইসি-ও এই জমি নেওয়ার বিপক্ষেই মত দিয়েছেন। তবে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান জাফর ফারুকি এই জমির ব্যাপারে তাদের অবস্থান এখনও স্পষ্ট করেননি। ধারণা করা হচ্ছে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াকফ বোর্ডের বৈঠকেই তারা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

বাংলাদেশের বেসরকারি চাকরির বাজারে এখন ভারতীয়দের দাপট। বিশেষ করে তারা পোশাক, বায়িং হাউজ, আইটি এবং সেবা খাতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। এর পরেই শ্রীলঙ্কা চীনের অবস্থান। তবে মোট বিদেশির কমপক্ষে অর্ধেক ভারতীয়।

জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক বিশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ব্যবসায়ীদের বরাত দিয়ে এতে আশঙ্কা করা হয়েছে, করোনা ভাইরাসের কারণে চীনাদের দাপট কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় ভারতীয়দের দাপট আরো বাড়তে পারে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বুধবার তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে বাংলাদেশে মোট বিদেশি দুই লাখ ৫০ হাজার। তাদের মধ্যে বৈধ ৯০ হাজার। বাকিরা অবৈধভাবে বাংলাদেশে আছেন। আর যারা বৈধভাবে আছেন তাদের মধ্যে ৫০ ভাগ কোনো অনুমতি না নিয়েই টুরিস্ট ভিসায় বাংলাদেশে এসে কাজ করছেন। এই বিদেশিরা বছরে ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা পাচার করেন। টিআইবি বাংলাদেশে বিদেশিদের হিসাব করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ২০১৮ সালে দেয়া ৮৫ হাজার ৪৮৬ জন বৈধ বিদেশির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

বাস্তব চিত্র আরো ভয়াবহ:

বাংলাদেশে দুটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিকের সঙ্গে কথা বলে ডয়চে ভেলে জেনেছে, নানা কারণে পোশাক খাতে ভারতীয়দের অবস্থান শক্ত। এর মধ্যে পোশাক খাতে ডিজাইনসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তির অভাব আছে। আর পোশাকের বায়িং হাউসগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয়রা। ফলে পোশাক কারখানাগুলো বায়ার পেতে তাদের কারখানায় মার্কেটিং এবং হিসাব বিভাগেও ভারতীয়দের নিয়োগ করে। তাদের মতে, বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোতে এক লাখেরও বেশি ভারতীয় কাজ করেন। অন্যদিকে বায়িং হাউসে এই সংখ্যা আরও বেশি।

এর বাইরে আইটি খাতেও ভারতীয়দের দাপট। আরো অনেক সেবা খাত আছে যেখানে ভারতীয়রা কাজ করেন। এমনকি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম, বিজ্ঞাপন, কনসালটেন্সি এসব খাতেও ভারতীয়রা রয়েছেন। সবমিলিয়ে বাংলাদেশে কম করে হলেও পাঁচ লাখ ভারতীয় কাজ করে বলে ধারণা করা হয়।

কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কোনো ওয়ার্ক পারমিট নেই। তারা ট্যুরিস্ট ভিসায় আসেন। আর তাদের বেতন অনেক বেশি। ট্যুরিস্ট ভিসায় যারা কাজ করেন তাদের আয়করা পুরো অর্থই অবৈধ পথে বাংলাদেশের বাইরে চলে যায়।

বাংলাদেশের আইটি খাতের একজন উদ্যোক্তা জানান, "সফটওয়্যার ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ভারতীয় কৌশল ব্যবহারের কারণে ওই দেশের জনশক্তিকেও কাজ দিতে হয়। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে তাদের লোক রাখার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। আবার ট্রাভেল এজেন্টদের বড় একটি অংশ ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে। তাই তাদের সফটওয়্যার ও তাদের লোক বলে কাজ হয়। এটা সরকারের পলিসির বিষয়। সরকার পলিসি ঠিক করলে তাদের দাপট কমবে।"

বাংলাদেশের চাকরির বাজার নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হলো বিডিজবস ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী ফাহিম মাশরুর বলেন, 'কর্মরত বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয়রাই শীর্ষে। তারপরে শ্রীলঙ্কা, চীন, থাইল্যান্ড। এদেরমধ্যে শতকরা ১০ ভাগেরও ওয়ার্ক পারমিট নেই। অধিকাংশই অবৈধভাবে কাজ করেন। তাদের পেমেন্টও এখানে করা হয়না। ভারতীয় হলে তার পেমেন্ট ভারতেই দেয়া হয়। যারা নিয়োগ করেন তারা এরকম একটা সিস্টেম গড়ে তুলেছেন।"

বাংলাদেশ থেকে কত রেমিটেন্স দেশের বাইরে যায় সেই হিসাবটি দেখলে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারনা পাওয়া যায়। আর বাংলাদেশ থেকে ভারতেই বেশি রেমিটেন্স যায়। পোশাক খাতের আয়েরও বড় একটি অংশ তাদের টেকনিশিয়ান ও ডিজাইনাররা নিয়ে যান।

বিআইডিএস-এর অর্থনীতিবিদ ড. নাজনীন আহমেদ জানান, "প্রতিবছর আমাদের দেশ থেকে চার-পাঁচ বিলিয়ন ডলার দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর এবার আমাদের রেমিটেন্সের টার্গেট ২০ বিলিয়ন ডলার। তাহলে আমরা যা আনতে পারি তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আবার বিদেশি কর্মীদের দিয়ে দিতে হয়। এ থেকে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এটা আমি বলছি বৈধ চ্যানেলের কথা। অবৈধভাবে কত যায় সেটা সরকার উদ্যোগ নিলে জানতে পারে। কিন্তু উদ্যোগ নেই। এই অর্থ সবচেয়ে বেশি যায় ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। আমার কাছে অবাক লাগে এখানে একাউন্টেন্ট, প্রশাসনিক কাজেও বাইরে থেকে লোক আনা হয়।

দেশে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার থাকা সত্ত্বেও লাখ লাখ ভারতীয় জনবল বাংলাদেশে কাজ করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি)

নির্বাহী সভাপতি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার। এত বেকার থাকার পরও বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটি দেশে কাজ করছে ভারতের কয়েক লাখ মানুষ। তারা এ দেশের শ্রমবাজার দখল করে রেখেছে। নিয়োগদাতারা বাংলাদেশের শিক্ষিতদের সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে না। দেশে এত শিক্ষিত বেকার! ভারতের লাখ লাখ জনবল এসে কাজ করছে কীভাবে? এটি তো রীতিমতো ভাবনার বিষয়।

ভারতের সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ) এর নিষ্ঠুর নির্যাতনে ভারতের কোচবিহার হাসপাতালে মারা গেছেন বাংলাদেশের দেলওয়ার হোসেন (৩০)।

দেলওয়ারের বাড়ি আদিতমারী উপজেলার সীমান্তবর্তী দুর্গাপুর ইউনিয়নে।

লালমনিরহাট ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল এসএম তৌহিদুল আলম দেলোয়ারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, “৪ ফেব্রুয়ারি দেলওয়ারের মৃত্যু হয়েছে বলে বিএসএফ টেলিফোনে জানিয়েছে।
”

দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান সালেকুজ্জামান প্রামাণিক গণমাধ্যমকে জানান, গত ২০ জানুয়ারি রাতে দুর্গাপুর সীমান্তের ৯২৪ নম্বর পিলার এলাকা দিয়ে ভারতে যান দেলওয়ার। সেখানে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ) তাকে আটক করে নির্যাতনের পর সে দেশের পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। পরে, পুলিশ তাকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই সে মারা যায়।

সূত্র- দ্যা ডেইলি স্টার।

প্রতিদিনের মতো বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে নিজ জমিতে কৃষি কাজ করছিল গাজী, রুবেল ও সাহাবুল। হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই ভারতের মুরাদপুর ক্যাম্পের টহলরত সীমান্ত্র সন্ত্রাসী বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে গাজী পায়ে গুলিবিদ্ধ হলে অপর কৃষকরা পালিয়ে যায়।পরে গুলিবিদ্ধ কৃষক গাজীকে টেনে হিচড়ে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ।

গত মঙ্গলবার কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ছলিমেরচর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটেছে। গুলিবিদ্ধ কৃষক একই এলাকার নিয়ামত আলীর ছেলে। বিনা উস্কানিতে বাংলাদেশিদের লক্ষ্য করে বিএসএফের গুলিবর্ষণে সীমান্ত এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, ছলিমেরচর সীমান্ত এলাকার কৃষক গাজীসহ অন্যরা ১৫৭/২(এস) সীমান্ত পিলার সংলগ্ন বাংলাদেশী ভূ-খন্ডে নিজ জমিতে কাজ করছিল। এসময় ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার মুরাদপুর ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে গাজী পায়ে গুলিবিদ্ধ হলে অপর কৃষকরা পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। পরে গুলিবিদ্ধ কৃষক গাজীকে টনে হিচড়ে নিয়ে যায় বিএসএফ।

রামকৃষ্ণপুর ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল জানান, ছলিমেরচর সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ'র গুলিতে গাজী নামে এক কৃষক গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তবে সে মারা গেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সলিমপুর গ্রামের বাসিন্দা কিরণ জানান, গাজী কোন চোরাকারবারীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাদের সঙ্গে থাকা সাহাবুল নামে আরেক বাংলাদেশি নিখোঁজ রয়েছেন।

৪৭ বিজিবির ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসি জানান, সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী একজনের পায়ে গুলি লেগেছে।

সূত্র- এসএএম।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ২৪ হাজার ৫৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে চীন সরকারের গোপন তথ্য ফাঁস করেছে চীনা প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান টেনসেন্ট।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী হুবেই প্রদেশের উহানে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসে চীনে মৃত্যু হয়েছে ৫৬৩ জনের। আর হংকং এবং ফিলিপাইনে মৃত্যু হয়েছে আরও দুইজনের। সবমিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ৫৬৫। এ রোগে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২৮ হাজারের বেশি। খবর ডেইলি মেইল অনলাইন'র।

তবে টেনসেন্ট থেকে ফাঁস হওয়া সাম্প্রতিক এ তথ্যও চীন সরকারের চাপে নিজেদের ওয়েব সাইট থেকে সরিয়ে নিয়েছে টেনসেন্ট। এর জায়গায় তারা এখন সরকারি হিসাবের তথ্য দিয়ে রেখেছে।

টেনসেন্টের ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজার ৫৮৯ জনের। আর আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৫৪ হাজার ২৩ জন। গত ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ হিসাব দেখানো হয়েছে। এ সংখ্যা সরকারি তথ্য আক্রান্তের সংখ্যার চেয়ে দশগুণ বেশি।

উহান থেকে ছড়িয়ে যাওয়া নভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে চীনা সরকারের পরিসংখ্যান নিয়ে ইতোমধ্যে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। এরমধ্যে টেনসেন্টের এই পরিসংখ্যান চীনা কর্তৃপক্ষকে বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে। উহানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অনেকেই চিকিৎসা পাচ্ছেন না, তাদের মৃত্যু হচ্ছে হাসপাতালের বাইরে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

ফের বিতর্কিত মন্তব্য করল সন্ত্রাসী বিজেপি নেতা। এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলে দিল, ‘শাহিনবাগ মানব বোমায় ভরে গেছে। রাজধানীতে বসেই নাকি দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।’
এর আগেও একাধিক বিতর্কিত টুইট করেছে গিরিরাজ সিং। একেরপর এক বিজেপি নেতারা লাগামহীন মন্তব্য করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে গিরিরাজ সিং বলেন, ‘শাহিনবাগে এখন আর আন্দোলন হচ্ছে না। এখানে প্রতিদিন মানব বোমা তৈরি হচ্ছে। রাজধানীতে বসেই দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তের পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।’
গত প্রায় একমাস ধরেই শাহিনবাগে সিএএ–এনআরসি বিরোধী আন্দোলন চলছে শান্তিপূর্ণভাবে। বৃহস্পতিবার সকালে গিরিরাজ সিংয়ের টুইটের পর হইচই পড়ে যায় রাজধানীতে। যদিও প্রথম টুইটটির স্বপক্ষে কিছুক্ষণ পরেই আর একটি টুইট করেন গিরিরাজ। তিনি দ্বিতীয় টুইটে বলেন, ‘শাহিনবাগে একজন শিশু মারা গেলে তাঁর মা বলেন আমার ছেলে শহিদ। এটা মানব বোমা নয়ত কী? আমাদের দেশকে বাঁচাতে হলে এই মানব বোমার থেকে সতর্ক থাকতে হবে।’
বিতর্কিত টুইটের জন্য বেশ ঘৃণিত হয়ে উঠেছেন গিরিরাজ। বিজেপির তরফে কোনও সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়নি তাঁকে। তাই দিনদিন লাগামহীন মন্তব্য বেড়েই চলেছে গিরিরাজের।

০৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

আল-কায়েদা বিলাদুস-সুদান ভিত্তিক শাখা "জামাআত আনসারুল-মুসলিমিন" এর জানবায আল্লাহ ভীরু মুজাহিদিনরা নাইজেরিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়েছেন।

বিভিন্ন ভাষায় আল-কায়েদার সংবাদ প্রচার মাধ্যম "আল-হিজরাহ" মিডিয়া ফাউন্ডেশনে 6 ফেব্রুআরি প্রচারিত এক সংবাদ হতে জানা যায় যে, আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ "কাদুনা" রাজ্যে আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নাইজেরিয়ান কুফ্ফার সেনাবাহিনীর একটি বিশাল আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদিন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল-কায়েদার মুজাহিদিনরা এসময় মুজাহিদদের উপর হামলাকারী একটি নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছেন, এছাড়াও মুজাহিদদের এই তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধে নাইজেরিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর 34 সেনাকে হত্যা ও গুরুতর আহত করেছেন।

অন্যদিকে আক্রমণকারী কুফ্ফার বাহিনীর ব্যর্থ হয়ে বেঁচে যাওয়া বাকী সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ইরাকের একটি মেডিকেল সূত্র জানিয়েছে, ৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, নাজাফের দক্ষিণে মুসলিস বিক্ষোভকারীদের বিক্ষোভ সমাবেশে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা বেড়ে ১২ জন এবং আহতদের সংখ্যা ১২২ জনে দাড়িয়েছে।

নাজাফের আল-সদর টিচিং হাসপাতালে কর্মরতাদের বরাত দিয়ে "আল-জাসরুল ফাজাইয়্যাহ" সংবাদ মাধম জানিয়েছে, "নিহত ও আহতদের বেশিরভাগ লোককে গুলি করে হত্যা এবং আহতদের অনেককেই গরম জাতীয় লোহা এবং ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।"

দীর্ঘ অনেক মাস যাবত ইরাকী মুসলিম বিক্ষোভকারীরা ইরাকের মুরতাদ সরকারের দূর্নীতি, অন্যায়-অনিয়ম এবং মুরতাদ শিয়া প্রধান দেশের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে রাজধানী বাগদাদ সহ দেশটির অনেক স্থানেই বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতা, কয়েকমাস বিক্ষোভ

করার পর ইরাকের মুরতাদ সরকার পদত্যাগের করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু হঠাৎ করে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং বিক্ষোভকারীদের উপর পূর্বের তুলনায় আরো হিংস্রভাবে লেলিয়ে দেওয়া হয় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীকে। গত ডিসেম্বরে "আনাদোলে" প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, "ইরাকী মুরতাদ বাহিনীর হামলায় এখন পর্যন্ত ৬৭৮ জন বিক্ষোভকারী নিহত এবং ১৫ হাজার বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন, ইরাকী মুরতাদ বাহিনী বন্দী করেছে আরো কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী"।

সর্বশেষ গত মাসে রাজধানী বাগদাদে রাতের আধারে বিক্ষোভকারীদের তাবুতে আগুণ লাগায় ইরান সমর্থিত মুরতাদ শিয়ারা, যার ফলে অনেক বিক্ষোভকারী হতাহত ও নিখোঁজ হন। যার বিস্তারিত কোন তথ্য আসেনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও। বিক্ষোভকারীদের মতে তাবুতে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের সবদিক থেকে সহায়তা করেছে মুরতাদ ইরাকী প্রশাসন।

সিরিয়ায় আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী গ্রুপ "আনসারুত তাওহীদ" এর জানবায মুজাহিদিন ইদলিব সিটির "নাইরব" গ্রামাঞ্চলে দখলদার রাশিয়া-ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হচ্ছেন।

উক্ত লড়াইয়ে বের হওয়ার পূর্ব মূহুর্তের যাত্রা শুরু ও হামলার কিছু দৃশ্য।

https://alfirdaws.org/2020/02/06/32660/

আল্লাহু আকবার, আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় একের পর এক এলাকা বিজয় ও কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র থেকে তীব্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সদস্য।

অন্যদিকে আফগানিস্তানের কাবুলের পুতুল সরকারের প্রশাসন ত্যাগ করছে বা চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শত শত সৈন্য, যাদের অনেকেই আবার সত্যতা উপলব্ধি করে ইমারতে ইসলামিয়ার সাথে মিলিত হয়ে তাকে শক্তিশালী করতে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় 6 ফেব্রুআরি আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের কেন্দ্রীয় বলখ জেলার 54 সৈন্য ও পুলিশ সদস্য সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে তাওবাহ করে এবং ইমারতে ইসলামিয়ার তালেকান মুজাহিদদের সাথে এসে হাত মিলায়।

আলহামদুলিল্লাহ্, ইমারতে ইসলামিয়ার দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা তাদের স্বাগত জানায় এবং তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনযাপনেও সহায়তা করে।

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ" (AQAP) এর মুজাহিদিন বছরের পর বছর ইয়ামানে ক্রুসেডার আমেরিকা, সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী ও মুরতাদ শিয়া হুতীদের বিরুদ্ধে দ্বীন কায়েমের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু খারেজীদের ফেতনা শাম ও ইরাকের পর ইয়ামানেও ছড়িয়ে পড়ে, তারা ইয়ামানেও শামের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে মরিয়া হয়ে উঠে, কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীকে ছেড়ে এই খারেজী (IS) সন্ত্রাসীরা মুজাহিদদের উপর গুপ্ত হামলা এবং শরিয়াহ দ্বারা শাসিত মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো দখল করতে হামলা চালায়, যখন মুজাহিদিনরা কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের ময়দানে অবতির্ণ হচ্ছেন, ঠিক সেই মূহুর্তে এই খারেজী আইএস সন্ত্রাসীরা পিছন থেকে মুজাহিদদের উপর হামলা চালিয়ে কুফ্ফার বাহিনীরই সহায়তা করে যাচ্ছে।

এসব কারণে মুজাহিদগণ বাধ্য হয়ে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর পাশাপাশি আইএস সন্ত্রাসীদের উপরেও হামলা চালাতে বাধ্য হন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত কিছুদিন যাবত মুজাহিদগণ ইয়ামানের কেন্দ্রীয় কাইফা শহর, হাম, আওজা, আবুল-গাইথ, আল-নাজদ, আল-হামিদাহ এবং হামাতুল-লীকাহ এলাকাগুলোতে খারেজী আইএস সন্ত্রাসীদের গোপন ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থানস্থলগুলোতে রকেট, মর্টার শেলসহ ভারী ও মাঝারিধরণের যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে তীব্র হামলা চালান, যার ফলে খারেজী আইএস সন্ত্রাসীদের অনেকগুলো গোপন সেল ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি অনেক সন্ত্রাসী নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন 6 ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার সোমালিয়া জুড়ে 5 এরও অধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে মন্ত্রী ও গোয়েন্দা সদস্যসহ অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

শাহাদাহ নিউজের বরাতে জানা যায় যে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "দার্কিনালী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল হামলায় দেশটির গোয়েন্দা বিভাগের ১ সদস্য ও আরো ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

অন্যদিকে জুবা প্রদেশের "দুবলী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় কেনিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিকযান, এসময় যানটিতে থাকা সকল কুফ্ফার সৈন্য নিহত হয়।

এমনিভাবে সোমালিয়ার হিডেন শহরে দেশটির "আহমদ মাহমুদ" নামক এক মুরতাদ মন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে উক্ত মুরতাদ মন্ত্রীর গাড়ি চালাক এবং এক দেহরক্ষী নিহত হয়। অপরদিকে উক্ত মুরতাদ মন্ত্রী ও তার এক দেহরক্ষী মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় এবং গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, এই অভিযানগুলো ছাড়াও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বৃহস্পতিবার আরো কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যার নির্দিষ্ট হতাহতের সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।

আজ পুরো বিশ্বে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মুসলিম উম্মাহ, ক্রুসেডারদের আঘাতে যন্ত্রণাদগ্ধ উম্মাহর চিৎকার-কান্না, প্রার্থনার বিনীতভঙ্গীই আজ হয়ে উঠেছে এই উম্মাহর প্রতিদিনের চিত্র। চলছে বিশ্বময় তাদের উপর গণহত্যা। তাদের আর্তনাদ শোনার মত যেন কেউ নেই!
পবিত্র জাজিরাতুল আরবজুড়ে উৎপেতে বসে আছে ক্রুসেডারদের কোলে পালিত মরুভাল্লুকগুলো, ক্রুসেডাররা নিজেরাও উড়ে এসে ঝেঁকে বসেছে এই ভূমিতে হিংস্র শকুনের রূপে, শকুনের দলেরা ঠোকরে ঠোকরে খাচ্ছে এই উম্মাহ ও তাদের জীবন্ত বিবেক-বোধকে। নিজেদের তৈরি নিকৃষ্ট আইনকে চাপিয়ে দিচ্ছে, মরুভাল্লুকদের দ্বারা তৈরি করা হচ্ছে সমাজ ধ্বংসের নীলনকশা, আধুনিকতার নামে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অপসংস্কৃতি ও বেহায়াপনা। নারী স্বাধীনতা আর সমান অধিকারের আড়ালে করা হচ্ছে নারীকে উলঙ্গ ও ব্যবসার পণ্য। সমগ্র আরবজুড়ে আজ একই চিত্র। ক্রুসেডারদেরকে তাদের ইসলামবিরোধী এজেন্ডা

বাস্তবায়নে সহায়তা করছে আরবীয় দালাল শাসকগোষ্ঠী। আর, সেই সুযোগে কোথাও মুসলিমদের ইমানের উপর আঘাত হেনেছে কাফেররা, আবার কোথাও আঘাত হেনেছে মুসলিমদের ঘাড়ে, মুসলিমদের বাড়ি-ঘরে। ইরাক, শাম, ইয়ামান, সিনাই, আল-কুদসের ভূমিসহ প্রতিটি মুসলিম ভূমিই আজ উম্মাহর রক্তে রঞ্জিত, মালিক নিজঘরে আজ করুণার ভিখারী। চারদিক থেকে ভেসে আসছে ধর্ষিতা বোনের চিৎকার, শিশুদের কান্নার আওয়াজ। হাদিসে বর্ণিত শামের বরকতময় ভূমিও আজ ক্ষতবিক্ষত। ক্রুসেডার আমেরিকা, রাশিয়া ও মুসলিম দাবিদার মুরতাদ শিয়ারা অগ্নিবোমা, বিষাক্ত রাসায়নিক বোমা নিক্ষেপ করে উত্তপ্ত করে তুলেছে এই ভূমিকে, পুড়ছে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর। মাটিতে যেন মিশে গেছে শহরের আকাশ চুম্বী উঁচু উঁচু দালানগুলো, যার নিচে প্রাণ যাচ্ছে শত শত নিষ্পাপ ছোট্ট ছোট্ট আমাদের ভাই-বোনদের, রক্ষা পাচ্ছেননা বৃদ্ধ-যুবক কেউই। ওদেশের বাতাসে মৃতদেহ ও বারুদের বিষাক্ত গন্ধ মিশে আছে।
যাদেরকে আজ সুলতানসহ নানা উপাধিতে ভূষিত করা হচ্ছে, সীমান্তে এরা যেন একেকটা পুতুল, নিজ সৈন্যের চেকপোস্টের সামনে দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে দখলদাররা, তখন যেন এই মানব মূর্তিগুলো একটি মাছিকে তাড়াতেও সক্ষম নয়। আসলে, তাদেরকে তাদের দুনিয়ার প্রভুরা বারণ করছে।

যোদ্ধা নবীর উম্মত ও বিশ্বজয়ী বীর মুজাহিদদের উত্তরসূরী ও তাদের বংশধরদের আজ এ কেমন করুণ অবস্থা! আজ কি তাদের উত্তরসুরীদের মধ্যে এমন লোকের এতই অভাব, যারা ভূ-আরবসহ পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু সীমান্তকে নিজেদের সাহস ও স্বপ্নের ভেতর দিয়ে বিজয় করবে, এই পৃথিবী আবারো হয়ে উঠবে ইসলামের আলোয় আলোকিত। খেলাফতের মুক্তাদানা আবারো বিচ্ছুরণ ছড়াবে এই পৃথিবীতে। যারা দামেস্কের আল-গুতাকে তৈরি করবে নিজেদের সামরিক হেডকোয়ার্টার। যার সেক্টর তৈরি করা হবে ইয়ামান, ইরাক ও হিন্দের এই ভূমীতে। ভূ-আরবকে করে তুলবে মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র। উম্মাহ কি পারবেনা মরুশুষ্কতার বুকে বৃষ্টির আশা দেখাতে?

চেয়ে দেখুন উম্মাহর ছোট্ট ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুদের দিকে, শাম, ইরাক ও আফগানিস্তানে ক্রুসেডার ও মুরতাদদের বোমার আঘাতে তাদের ছোট্ট হাড় থেকে আলাদা হয়ে খসে খসে ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়া মাংস ও ত্বককে, যারা নাকি আজ তাদের মাথা তোলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে, চোখ খুলে পৃথিবীর আলো বাতাস ও তার সবুজতাকে দেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, যেই শিশুটি আম্মু আম্মু বলে ডাক ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারতোনা সেও নিশ্চুপ হয়ে গেছে। স্বরণ আছে কি সাগরপাড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ছোট্ট আইলানদের মৃতদেহের কথা?

আফ্রিকা ও ইয়ামানে আমাদের ছোট্ট শিশুদের দেখুন, ক্রুসেডার ও স্বদেশীয় মরুভাল্লুকদের দেওয়া অবরোধ ও নিজেদের স্বার্থের বলিতে পরিণত হয়ে খাদ্যের অভাবে যাদের দেহগুলো শুষ্ক হয়ে গেছে, পা ও পায়ের পাতায় পানি নেমে অপুষ্টিতে ফুলে আছে। তাদের মায়েদের হাতও নিস্তেজ, তারাও খাদ্যের অভাবে নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ পান করাতে পারছেন না। তাকিয়ে দেখুন পুষ্টির অভাবে শিশুরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিংবা তাদের এমন ঘা হচ্ছে যা সেরে ওঠার নয়। শিশুদের মা-বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, যারা জানে যে তাদের সন্তান আর কখনো সুস্থ হয়ে উঠবে না। আর সবচেয়ে কঠিন দৃশ্যটি দেখুন গত রাতে যে শিশুটি মারা গেছে আর মৃতদেহ এখনো পড়ে আছে সেখানেই, তাকে তুলে নেওয়ার যে কেউ নেই!'

উপমহাদেশের ভারতে বসবাসরত মুসলিমদের কথাগুলো স্বরণ করুন, যাদেরকে গরু জবাই করা, গরুর গোস্ত বহন করা কিংবা তা খাওয়ার মত হালাল কাজের জন্য নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে চলছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউনরা, স্বরণ করুন গুজরাটের মুসলিম গণহত্যার কথাকে। চোখের সামনে সারাবিশ্বের সাথে কাশ্মীরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং সেখানে পূর্ব থেকেই চালানো গণহত্যার কথা তো ভুলে যাওয়ার নয়। ওখানে এখনো ৭ লাখ সেনাকে মোতায়েন করে রেখেছে ভারতীয় মালাউন সরকার, কেউ জানেনা সত্যিকারে সেখানে কী হচ্ছে। ভুলে যাওয়ার কথা নয় বাবরি মসজিদের ইতিহাস ও তা নিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে এবং মালাউনদের মানবরচিত আদালতের একপাক্ষিক রায়কে।
নাফের স্রোতে ভাসতে থাকা রোহিঙ্গা মুসলিমদের কীভাবে ভুলে যাওয়া যায়? ভুলে যাওয়া যায় না ঐ শিশুকে, যার মা প্রচণ্ড শীতে নাফের স্রোতে ভাসতে ভাসতে তাকে জন্ম দিয়েছিল! নিজ দেশের তাওহিদী জনতাকে রাতের আঁধারে গুলি করে হত্যা করার মত ঘটনাগুলোও কি ভুলে যাওয়া যায়? কীভাবে ভুলে থাকতে পারেন ভোলার তাওহিদী জনতার উপর গুলি চালানোর ঘটনাকে! এমন ঘটনাতো এদেশে একটি নয়, একের পর এক ঘটেই যাচ্ছে। কীভাবে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেন, যখন সীমান্তে প্রতিনিয়ত হত্যা করা হচ্ছে এদেশের মুসলিমদেরকে! তবে, কি ভারতের দালাল সরকারের পানে এখনো আশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন?

কি নিদারুণ এক অবস্থা! এত কিছুর পরেও আমরা কাদেরকে নিজেদের মুক্তিদাতা ভেবে বসে আছি, আমরা ভাবছি তুর্কির কথিত সুলতান আমাদের সহায়তা করবে, অথচ সে নিজেই আফ্রিকা ও আফগানিস্তানে মুসলিম হত্যায় নিজ দেশের অর্থ ও সৈন্য দিয়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীকে সহায়তা করছে, যার বাহিনী সিরিয়ায় অবস্থান করা সত্ত্বেও মুসলিমদের স্বার্থে একটি বুলেটও ছোড়ার প্রয়োজন অনুভব করেনা!

আমরা তাকিয়ে আছি ১৯ শতকে আফগানিস্তানসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে গণহত্যাকারী ও বর্তমানে সিরিয়াকে ধ্বংসস্তুপে পরিণতকারী কুফফার রাশিয়ার দিকে, তাকিয়ে আছি ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদেরই স্বার্থ রক্ষার্থে ঘটিত বিভিন্ন কুফফার সংঘের দিকে অথচ যাদের হাত এখনো রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে ইরাক, সিরিয়া, ইয়ামান, আফগানিস্তান ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নেয়ার দ্বারা।

আমরা আল-কুদুসকে ইহুদীদের নাপাক দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে আমাদের কর্মপন্থা কী, আমাদের প্রস্তুতি কী? সর্বোচ্চ মুক্তির দাবি নিয়ে যাই ঐসকল সংঘ ও দেশের কাছে যারা নিজেরাই আল-কুদুসের ভূমিকে সন্ত্রাসী ইহুদীদের মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত করতে সবচাইতে বেশি সাহায্য করছে, যারা আল-কুদুসকে ইহুদীদের রাজধানী বলে ঘোষণা দিচ্ছে। আমরা ভুলে যাচ্ছি ফিলিস্তিনের এক বিগত জায়গার উপরেও ইহুদীদের অধিকার নেই, সেখানে কীভাবে ইসরাঈল নামক একটি অবৈধ রাষ্ট্রের মানচিত্র তৈরি হয়? আল-কুদুসের ভূমি ভাগ-বাটোয়ারাতে সমাধান আসবে না— এ সত্য আমাদেরকে বুঝতে হবে। আর, সমাধান হিসেবে বেছে নিতে হবে সেই পথ, যে পথ গ্রহণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে শুরু করে, গাজি সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহিমাহুল্লাহ এর মতো উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা।
সর্বশেষ আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় বার্তার কিছু অংশ বলে যাচ্ছি- "আমরা এক জাতি, আমাদের প্রভু এক, কাবা এক, পথ পদর্শনকারী কিতাব এক, আমাদের কালিমা এক, আমাদের শত্রুও এক, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে ক্রুসেডারদের শত্রুতা পুরাতন এবং এর কোন শেষ নেই, তা কিয়ামতের উত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

আজ পঙ্গপালের মতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ক্রুসেডাররা। তারা আমাদের জাতিকে টার্গেট করে হামলা করছে। তাই আসুন আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে একাধিক ঘাঁটি এবং মোর্চায় এই জায়নবাদী ক্রুসেডার শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াই। তারা যেমন আমাদের জাতিকে টার্গেট করছে, তেমনি এখন মু'মিনদের জন্যও আবশ্যক হলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্রুসেডারদের উপর আঘাত হানা।

হে আমাদের ভাইয়েরা, প্রত্যেক চক্ষুষ্মানের সামনে রাস্তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কেবল ইয়াহুদিরাই আপনাদেরকে আপনাদের ঘর থেকে বের করে দেয়নি এবং বের করার ব্যাপারে সাহায্য করেনি, বরং এই কাজে ইয়াহুদীদের দোসর ও মুরতাদরাও অংশ নিয়েছে।

নিশ্চয়ই আমাদের কুদুসকে ফিরিয়ে আনা যা আপনাদেরও কুদুস, আমাদের ঘর সমূহকে ফিরিয়ে আনা যা আপনাদেরও ঘর— শুধু একটি আন্দোলন অথবা একটা দলের পক্ষে সম্ভব

নয়। বরং এর জন্য আবশ্যক এক উম্মাহর মানসিকতা জাগিয়ে তোলা এবং তা প্রতিষ্ঠা করা। যাতে পুরো উম্মাহ তার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ঘাঁটিতে যুদ্ধ করতে পারে। প্রত্যেক দেশে ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ করতে পারে। হে আমাদের ভাইয়েরা, আমরা আপনাদের সাহায্যকারী। তাই আপনারাও আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়েছি একটি ফরজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সুতরাং আপনারা কোনো নফল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবেন না। আমরা ও আপনারা ইসলামকে উঁচু করতে চাই। সুতরাং আমরা সেই হাতগুলোকে ভেঙ্গে দিবো যা ইসলামকে নিচু করতে চায়।”

লেখক: ত্বহা আলী আদনান, প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।

সেক্যুলারিজমের হানা আজ সবখানে। ইসলামহীনতার প্রবণতা আজ চতুর্দিকে। এ থেকে মুক্ত নয় বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও। অশ্লীলতায় ছেয়ে যাচ্ছে শিক্ষালয়। ইসলামহীনতায় ঢেকে যাচ্ছে এর পুরোটা সত্তা। চোখকান খোলা রাখুন একটু। সবই দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন সবকিছুই।

বোরকা পড়ে স্কুলে যাওয়ায় স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এক ছাত্রীকে — এমন সংবাদ আজ হামেশাই শোনা যায়। মুসলমানের এ দেশে মুসলমানিত্বের চিহ্নকে সহ্য করা হচ্ছে না। ইদানীং তো ছাত্রীদের ওড়নাকে পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। ‘কর্তৃপক্ষ’ নামের এসব কুলাঙ্গারদের উদ্দেশ্য কি তবে ছাত্রীদের দেহ সৌন্দর্যে লোলুপ দৃষ্টি দেয়া?

স্কুলে কোনো অতিথি আসবেন। তাকে বরণ করে নিতে হবে। ফুলের তোড়া নিয়ে সামনে পাঠানো হবে ছাত্রীদেরকেই। এ যেনো ফুলের সাথে মালিনীকেও নিবেদন করা; কেবল ফুলেল শুভেচ্ছা নয়, বরং আরো অন্যকিছু। যে শিক্ষকগুলো ছাত্রীদের সম্মানের কথা বলে, সে শিক্ষকগুলোই আবার ছাত্রীদেরকে ভোগ্যপণ্য বানিয়ে ছাড়ে।

জাতীয় দিবস। আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শতশত দর্শক উপস্থিত। স্বেচ্ছায় বা পুরোপুরি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উন্মুক্ত মাঠে নামতে হচ্ছে ছাত্রীদেরকে। তারা গাইবে, বিমোহিত করবে দর্শকদের ; দেহ দোলাবে, চোখ ও মনের খোরাক যোগাবে আমন্ত্রিত অতিথিদের। এসব অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত থাকবে না, তাদেরকে করা হবে তিরস্কার, এমনকি হয়তো প্রহারও। এর পরেও কি বলবো না, এ ভোগবাদী সমাজের এসব প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রীদেরকে ভোগ্যপণ্য বা অন্যের মনোরঞ্জক হিসেবেই ভেবে থাকে?

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা — অশ্লীলতার আরেকটি নমুনা। মাঠে খেলতে নামবে ছাত্রীরা। আর দর্শক সারিতে থাকবে শিক্ষক, পরিচালনা পরিষদের সদস্য, ছাত্র এবং আরো 'মান্যগণ্য' ব্যক্তিবর্গ। ছাত্রীরা দৌঁড়াবে, ব্যাডমিন্টন খেলবে, ক্রিকেট-ফুটবল সবই খেলবে, এমনকি সাঁতারেও অংশগ্রহণ করবে। ভেবে দেখুন তো, এ কাজগুলো কতটাই না অশ্লীল! তবুও কি আপনি এ কাজগুলোকে আপনার শালীন সংস্কৃতির অংশ বলবেন? তবুও কি আপনার মনে হবে না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে লজ্জা-শালীনতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ইসলামি মূল্যবোধ?

ছেলেমেয়ের ফ্রী মিক্সিং শেখাচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোই; অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তো ইট-পাথরে গড়া দালান, এগুলোর শেখানোর যোগ্যতা নেই, শেখায় এর শিক্ষকরা, শেখায় জাফর ইকবালের মতো জানোয়ারেরা, আনিসুল হক, মতিউর রহমানের মতো নরপশুরা, তসলিমা নাসরিনের উত্তরসূরীরা। এসকল ইসলামবিদ্বেষীরাই আপনার সন্তানের যৌবনকে অশ্লীলতায় কাটিয়ে দিতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ফ্রি মিক্সিং এর মাধ্যমে অবাধ যৌনতার প্রচার এরাই করছে। অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষে ছেলেমেয়ে একই সাথে বসে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে তো একদম পাশাপাশি সিটেই বসতে হয় ওদেরকে। এতে করে সংকোচ-লজ্জার প্রাচীর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আর এর ফলাফল হচ্ছে, অবৈধ প্রেম, শারীরিক সম্পর্ক, ধর্ষণ, চরিত্রের পূর্ণ পদস্খলন। এভাবেই নৈতিকতার ধ্বজাধারীরা অনৈতিকতার প্রসার ঘটাচ্ছে দেদারসে। তবুও আমরা এসব প্রতিষ্ঠানকে, এসকল প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তাকে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করছি, ছেলেমেয়েদেরকে পাঠাচ্ছি নৈতিকতা(!) শেখাতে!
আপনি দেখে থাকবেন, রমজান মাসেও অনেক স্কুল-কলেজে পরীক্ষা থাকে। রোজা রেখে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা কষ্টসাধ্য বলে অনেকেই রমজানের ফরজ রোজা ছেড়ে দেয়। একটু এদিক-সেদিক করে কি পরীক্ষার শিডিউল করা যায় না? যায়, কিন্তু করা হবে না। কেনো করা হবে না? কারণ ঐ যে, ইসলামহীনতার থাবা। অনেক কলেজ ভার্সিটিতেই পরীক্ষা শুরু হয় দুপুর ১টায়। ১টা থেকে ৫টা। এতে করে অনেকেরই আদায় করা হয় না যোহরের সালাত, এমনকি আসরের সালাতও।

কাফের-মুশরিকদের সাথে আমাদের শত্রুতা চিরকালীন। মুমিন-মুসলিমই আমাদের জ্ঞাতি, আমাদের ভাই, আমাদের বন্ধু। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আক্বিদা - আল ওয়ালা ওয়াল বারাআ - আল্লাহর জন্যেই কারো সাথে বন্ধুত্ব রাখা, আল্লাহর জন্যেই কারো সাথে শত্রুতা স্থাপন করা। অথচ স্কুল-কলেজগুলো আমাদের এ আক্বিদাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে, লীন করে দিচ্ছে আমাদের স্বকীয়তা; আমাদের সন্তানদের মন-মস্তিষ্কে গেঁথে দিচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার মতো কুফুরি মতবাদ। হিন্দু-মুসলিমে বন্ধুত্ব হচ্ছে, হচ্ছে গলায় গলায় ভাব। বন্ধুত্বের আহবানে পূজা অনুষ্ঠানে

যাচ্ছে মুসলমান ছাত্ররা। কোনো মুশরিক শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত অন্য যেকোনো মুশরিক মারা গেলে, তার আত্মার শান্তি কামনা করে আয়োজন করা হয় প্রার্থনার। হিন্দু-মুসলমান সব ছাত্রকেই অংশগ্রহণ করতে হয় এতে। সূরা বাকারার ১৬১-১৬২ আয়াত নং লক্ষ্য করুন, যেখান থেকে স্পষ্ট হয়, কাফের-মুশরিক-আল্লাহদ্রোহীদের মৃত্যুতে আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত, সমগ্র মানবজাতির লানত। যেখানে আল্লাহ এদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে কোন সাহসে কোনো মুসলমান এদের আত্মার শান্তি কামনা করতে পারে? এ যে আল্লাহদ্রোহীতারই এক স্পষ্ট উদাহরণ।

মালাউন-মুশরিক শিক্ষকরা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির নামে ইনিয়েবিনিয়ে ইসলামহীনতার বীজ বপন করার চেষ্টা করে মুসলমান শিক্ষার্থীদের অন্তরে। "সব ধর্মই ন্যায়ের কথা বলে, সব ধর্মই সত্যের কথা বলে। সব ধর্মেই রয়েছে নৈতিকতার পাঠ, সব ধর্মেই রয়েছে শালীনতার স্থান। সব ধর্মই মানুষের কথা বলে, সব ধর্মই মানবতার কথা বলে। তাই সব ধর্মই সঠিক। আমাদের উচিত নিজ নিজ ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা" - এ জাতীয় মুখরোচক বাণী আওড়িয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয় যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মও আছে। অথচ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউই জান্নাতে যাবে না।

স্কুল-কলেজ বা এ জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামহীনতাকেই ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমানের এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলাম আজ নিগৃহীত। সুতরাং আমরা বলতেই পারি, ইসলামহীনতায় ঢেকে যাচ্ছে শিক্ষালয়গুলো, নীল হয়ে যাচ্ছে সেক্যুলারিজমের থাবায়।

লেখক: আব্দুল্লাহ আবু উসামা, ইসলামী চিন্তাবিদ।

বিবিসি উর্দু একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যাতে বলা হয়েছে যে দখলকৃত কাশ্মীরের মানুষ হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন।

বিস্তারিত রিপোর্টে জানা যায়, ব্রিটিশ সম্প্রচার সংস্থা তার প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে যে ভারতীয় মালাউন বাহিনীর অবিচ্ছিন্ন লকডাউন এবং কারফিউয়ের কারণে দখলকৃত কাশ্মীরের মানুষ হতাশায় ও ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিষণ্ন রোগীদের ক্ষেত্র কাশ্মীরের পুলওমায় 150 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে শ্রীনগরেও মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, কাশ্মীরিদের মধ্যে আরও ভয় বাড়িয়েছে অন্যায়ভাবে ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী দ্বারা আটক হওয়া। কাশ্মীরিরা বলছেন যে তারা স্বপ্নেও ভারতীয় সন্ত্রাসীদের বর্বরতার দৃশ্য দেখেন।

ব্রিটিশ সম্প্রচার সংস্থার রিপোর্টে দখলকৃত কাশ্মীরের নিপীড়িত জনগণের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তুলে ধরা হয়েছে, ১৮৫ দিন ধরে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের আগ্রাসনে অবরুদ্ধ কাশ্মীরের জনগণের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলছে। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরে, প্রশ্ন উঠেছে যে মোদী সরকারের নীতি কি কাশ্মীরিদের মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলছে?

অবরুদ্ধ কাশ্মীর গত বুধবার ছয় মাস পূর্ণ করল। গত বছরের ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করার পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছিল কাশ্মীর। সেই থেকে উপত্যকার বন্দিদশা অব্যাহত।

উল্লেখ্য যে এর আগেও এমন খবর পাওয়া গিয়েছিল যে ভারতীয় মালাউন সেনাবাহিনী কাশ্মীরী মহিলাদের উপর ব্যাপকহারে যৌন সহিংসতা চালাচ্ছে। এছাড়া কাশ্মীরিদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি মানসিক অস্ত্র ব্যবহার করছে। শিশুদের উপরও ভারতীয় সন্ত্রাসীরা অত্যাচার চালাচ্ছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

অবরুদ্ধ কাশ্মীর গতকাল বুধবার ছয় মাস পূর্ণ করল। গত বছরের ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করার পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছিল কাশ্মীর। সেই থেকে উপত্যকার বন্দিদশা অব্যাহত। গৃহবন্দী আছেন সাবেক এই রাজ্যের তিন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লা ও মেহবুবা মুফতি।

কবে তাঁরা মুক্ত হবেন, কবে প্রত্যাহৃত হবে উপত্যকার যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা এখনো কারও জানা নেই।

অবরুদ্ধতার ছয় মাস উপলক্ষে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির কন্যা ইলতিজা মুফতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, জন প্রতিনিধিদের অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনা কারণে বন্দী রাখা যায় না। কিন্তু যে দেশে নয় বছরের বাচ্চার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা আনা হয়, সে দেশে এই অবস্থা অস্বাভাবিক নয়।

ইংরেজি দৈনিক দ্য হিন্দুকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে ইলতিজা মুফতি বিচার ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। মায়ের মুক্তির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবেন কি না জানতে চাইলে ইলতিজা বলেন, কোন আদালত? যে আদালত কাশ্মীর প্রসঙ্গ এলেই বোবা-কালা হয়ে যায়? তিনি বলেন, কাশ্মীরের মানুষের দিক থেকে আদালত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ছয় মাস কেটে গেলেও ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার সাহসও আদালতের নেই।

তিন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন দলের ১৭ জন শীর্ষ নেতা এখনো উপত্যকায় বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন। কতজন সাধারণ মানুষ বন্দী, তার কোনো হিসেব কোথাও নেই। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করার সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বহু মামলা দায়ের হয়েছে। ছয় মাস কেটে গেলেও কবে সেই সব মামলা শোনা হবে তাও এখনো অজানা।

সহিংসতা কবলিত রাখাইন ও চিন রাজ্যে আবারও ইন্টারনেট বন্ধ করেছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ।

৫ মাস আগে এমন নিষেধাজ্ঞা আংশিক প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এখন আবার সেই একই নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানাল মিয়ানমারের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম প্রতিষ্ঠান।

নরওয়েভিত্তিক মোবাইল অপারেটর টেলিনর গ্রুপ গত সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছে,মিয়ানমারের যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রণালয় রাখাইন ও চিন রাজ্যের পাঁচটি শহরে ফের তিন মাসের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

এর আগে রাখাইনের মংডু, বুথিডং, রাথিডং ও মায়েবন এবং চিনের একটি শহরে এক মাসের ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রেখেছিল মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া,আরও চারটি শহরে গতবছর জুনে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল। টেলিনর গ্রুপ বলেছে, সরকারি কর্মকর্তারা ‘নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের’ কথা বলে সেগুলোতে এখনো ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে বলেছেন।

বুধবার রয়টার্সকে ফোনে পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা মায়ো সয়ে বলেছেন,“আমাদেরকে সাময়িকভাবে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

অযোধ্যায় বাররি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ট্রাস্ট গঠনের কথা ঘোষণা করল প্রধানমন্ত্রী মালাউন নরেন্দ্র মোদি। গতকাল বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে সোজা লোকসভায় এসে এই ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছে, ওই ট্রাস্টের নাম হবে 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'। মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই ট্রাস্ট স্বাধীনভাবে গ্রহণ করবে।
ট্রাস্টের মোট সদস্য সংখ্যা হবে ১৫। মোট ৬৭ একর জমিই এই ট্রাস্টের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতি টানা শুনানি শেষে জানিয়েছিলেন, অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট রায়ে বলেছিলেন, মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব তুলে দিতে এক ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। সে জন্য সরকারকে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। আগামী রোববার, ৯ ফেব্রুয়ারি, সেই সময়সীমা উত্তীর্ণ হবে।

গাজীপুরের কালীগঞ্জে আবার বাজারে গণডাকাতি হয়েছে। এবার ডাকাত দল উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের সাওরাইদ বাজারে হানা দিয়ে ৫ নৈশপ্রহরীকে বেঁধে স্বর্ণকারের দোকানসহ ৮ দোকানে ডাকাতি করেছে। ডাকাতরা নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ ৬ লাখ টাকার মালা মালামাল লুট করে নেয়।

এর আগে গত ১০ ডিসেম্বর উপজেলার উলুখোলা বাজারে হানা দিয়ে ৫টি স্বর্ণালংকারের দোকান থেকে ৫৫ ভরি সোনা, ৩৪০ ভরি রূপা ও নগদ টাকাসহ ৩৫-৩৬ লাখ টাকার মালামাল লুট করেছিল।

স্থানীয়ভাবে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ১৪-১৫ জনের একদল ডাকাত পিকআপ নিয়ে সাওরাইদ বাজারে হানা দেয়। তারা ৫ নৈশপ্রহরীকে বেঁধে ১২টি দোকানের তালা ভেঙে আওলাদ হোসেন ও আজিমউদ্দীনের মোবাইল ফোনের দোকান, সুভাষ ও কৃষ্ণ বণিকের স্বর্ণালংকারের দোকান, আরিফ হোসেনের হার্ডওয়্যারের দোকান, কাউছার হোসেন ও মাসুদল ইসলামের মুদি দোকন এবং শরীফ হোসেনের ওয়ালটন শো রুম থেকে নগদ প্রায় দুই লাখ টাকা, সাড়ে তিন ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও মালামাল মিলিয়ে ৬ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

বারবার এমন ডাকাতি হলেও এমন ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করেনি আওয়ামী দালাল পুলিশ বাহিনী।

একুশে বইমেলায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ তথা 'ইসকন'কে স্টল বরাদ্দ দেয়ার ঘটনাকে বাংলা একাডেমির উস্কানিমূলক পদক্ষেপ উল্লেখ করে অবিলম্বে এই বরাদ্দ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব ও হাটহাজারী মাদরাসার সহযোগী পরিচালক আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

বুধবার এক বিবৃতিতে আল্লামা বাবুনগরী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ইসকন উগ্র ও ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্ববাদের মতাদশের প্রচার প্রসারে জড়িত একটি বিতর্কিত আন্তর্জাতিক সংগঠন।

তিনি আরো বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি এই বইমেলার আয়োজন করা হয়। বাংলা একাডেমি হওয়ার কথা বাঙালি মুসলমানের মননের প্রতীক। বাংলা একাডেমির মূল কাজ বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য, জীবনবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করা। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতো একজন বুজুর্গ এই প্রতিষ্ঠান গড়ায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। আজ সেখানে আমরা দেখছি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের স্টল। এটা বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতাদের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

হেফাজত মহাসচিব বলেন, বাংলা একাডেমি গড়ে উঠেছে এবং পরিচালিত হচ্ছে দেশের জনগণের অর্থে। এরকম প্রতিষ্ঠানের কাজে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি, জীবনবোধ ও সাহিত্য ঐতিহ্যের প্রতিফলন থাকার দায় রয়েছে। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান কোনভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো সংস্থাকে তার দর্শন প্রচারের জন্য জায়গা করে দিতে পারে না। এটা জনগণের অর্থে জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আক্রমণ বৈ কিছু নয়।

তিনি বলেন, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইসকনের সাম্প্রদায়িক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তৌহিদী জনতার প্রতিবাদ ও অসন্তোষ দেখেছি আমরা। এখন বিস্ময়ের সঙ্গে আমাদের দেখতে হচ্ছে- বাংলা একাডেমির মতো সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় একটি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ইসলামের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ লালনকারী ইসকনের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষ বসে আছে।

আল্লামা বাবুনগরী আরো বলেন, মেলায় কেবল ইসকনের স্টল বাতিলই নয়, বাংলা একাডেমিকে অবিলম্বে ব্যাখ্যা দিতে হবে, ঠিক কী কারণে তারা হিন্দুত্ববাদ প্রচারকারী একটা সংস্থাকে স্টল দিয়েছে। কাদের তরফ থেকে এবং কাদের দ্বারা এই ঘটনা ঘটেছে।

হেফাজত মহাসচিব ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আজ দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে যখন হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে তরুণ-তরুণীদের বিক্ষোভ হচ্ছে, খোদ সারা ভারতে যখন সাম্প্রদায়িক নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন চলছে, তখন ইসকনকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বকে কী বার্তা দিতে চাচ্ছে?

বাংলা একাডেমির এই উস্কানিমূলক পদক্ষেপের জন্য জনগণের যেকোনো ক্ষোভের প্রকাশ ঘটলে তার দায়ভার বাংলা একাডেমির উপরই বর্তাবে উল্লেখ করে, বাংলাদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অনতিবিলম্বে ইসকনের স্টল বরাদ্দ বাতিলের দাবি জানান হেফাজত মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

ভারত অধিকৃত কাশ্মিরের সাবেক নেতা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মেয়ে খালিদা শাহ অভিযোগ করেছেন ভারত সরকার কাশ্মিরের ইতিহাসই মুছে ফেলতে চাইছে।

শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন জনপ্রিয় নেতা। কয়েক দশক ধরে তার জন্মদিন ৫ ডিসেম্বর রাজ্যটিতে সরকারি ছুটি হিসেবে চলে আসছিল। কিন্তু গত ছয় মাস ধরে অবৈধভাবে মুসলিমদের অঞ্চলটির বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার পর থেকে সরকারি ক্যালেন্ডার থেকে দিবসটি বাদ দেয়া হয়েছে।

কাশ্মিরের প্রধান শহর শ্রীনগরে তাদের বাড়িতে বসে ৮৪ বছর বয়সী খালিদা শাহ আলজাজিরাকে বলেন, ‘বিষয়টি অবশ্যই ক্ষতিকর’। কাশ্মিরের রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে গত আগস্টে ক্র্যাকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি এ বাড়িটিতে গৃহবন্দি অবস্থায় আছেন।

তার ভাই ফারুক আব্দুল্লাহ ও ভাতিজা ওমর আব্দুল্লাহও তখন থেকেই গৃহবন্দি আছেন। তারাও কাশ্মিরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

কেন্দ্রীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার কর্তৃক শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাতিল করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ভারতীয় সরকার এর মাধ্যমে কাশ্মিরের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করছে'।

৭০ বছর আগে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর সময়ে অর্জন করা কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা গতবছরের ৫ আগস্ট বাতিল করে দেয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মোদি সরকার। কথিত সংবিধান থেকে এ সংক্রান্ত ৩৭০ ধারা বাতিল করে দেয়ায় কাশ্মির হারায় তার নিজস্ব ক্ষমতা।

কাশ্মির আন্দোলনের কর্মীদের এখন ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটিতে এখন ভারতের অন্যান্য এলাকার লোকজনও জমি কিনতে পারবেন এবং বসতি স্থাপন করতে পারবেন। ফলে অঞ্চলটিতে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন চলে আসবে।

১৯৩১ সালে কাশ্মিরের হিন্দু শাসকের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভে ২২ জন মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় ১৩ জুলাই পালন করা শহীদ দিবসটিও বাতিল করেছে সন্ত্রাসী মোদি সরকার।

তিন প্রজন্ম ধরে কাশ্মির শাসন করা পরিবারের মেয়ে খালিদা শাহ বলেন, 'ভারতের সাথে সম্পর্কের কারণে কাশ্মিরের জনগণের সাথে আমাদের শত্রুতা তৈরি হয়ে গেছে।'

চীনে করোনাভাইরাসে একের পর এক প্রাণ যাচ্ছে। এ ছাড়া বিশ্বের আরও ২৪টি দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে চীনে থাকা নাগরিকদের ফিরিয়ে নিচ্ছে অনেক দেশই, যে তালিকায় রয়েছে অস্ট্রেলিয়াও। করোনাভাইরাস নিয়ে কড়া সতর্কতায় রয়েছে দেশটি।নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া, পাঠিয়ে দিচ্ছে নির্জন দ্বীপে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের খবরে বলা হয়, চীন থেকে অস্ট্রেলিয়া তাদের ৬০০ নাগরিককে ফিরিয়ে নিয়েছে। করোনাভাইরাসে সতর্কতার অংশ হিসেবে চীন ফেরতদের অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূ-খণ্ডে না নিয়ে জন্য পাঠানো হচ্ছে ক্রিসমাস আইল্যান্ডে। নির্জন এ দ্বীপটি অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে এক হাজার মাইল ভেতরে অবস্থিত।

আপাতত চীন ফেরত এ সকল অস্ট্রেলীয় সিডনি শহরের একটি হোটেলে প্রতিষ্ঠিত একটি 'পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে' রাখা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বলেছেন, ‘চীন থেকে ফেরত আসা তার দেশের নাগরিকদের ক্রিসমাস আইল্যান্ডে রাখা হবে।’

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পর দেশ জুড়ে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই দ্বীপটি অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ‘বন্দীশিবির’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ দ্বীপে বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

সূত্রঃ আমাদের সময়

খাগড়াছড়ি জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি টিকো চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন ফিরোজের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল করেছে জেলা উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঝাড়ু মিছিল করে এ বিক্ষোভ করে তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিভিন্ন উপজেলা কমিটিতে ছাত্রদলের লোকজন দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিটি ঘোষণা, দায়িত্ব পালনে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা কমিটি বাতিলের দাবিতে ঝাড়ু মিছিল করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সন্ত্রাসীদের গডফাদার আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এই সন্ত্রাসী নেতাকর্মীরা।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদক লাগাতার সেচ্ছাচারিতা,অনিয়ম-দুর্নীতি ও অর্থ আদায়ের মাধ্যমে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দকে মাটিরাঙ্গা,পানছড়ি উপজেলা,পানছড়ি সরকারি কলেজ,রামগড় সরকারি কলেজে কমিটি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ধ্বংসের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সহসভাপতি খোকন চাকমা। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিল, জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সহসভাপতি উবিক মোহন ত্রিপুরা, জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাপ্পী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক কিশোর ময় ত্রিপুরা, পানছড়ি উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শ্রীকান্ত দেব মানিক ও খাগড়াছড়ি পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল করিম।

এর আগে গত রোববার পানছড়ি উপজেলায় জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছিল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ও ব্যক্তি স্বার্থের কারনে প্রায়ই নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে এমন কর্মকান্ড করে থাকে।

সূত্রঃ আমাদের সময়

চীনে মহামারি করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ইতিমধ্যেই ভাইরাসটির উৎপত্তিস্থল হুবেই প্রদেশের উহান শহরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে চীন সরকার। আজ বুধবার উহান শহরে মানুষের বর্তমান জীবনযাপন নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'বিবিসি'।

বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চীনের এক গৃহবধূ বলেন, 'কোয়ারেন্টাইনে গিয়ে আলাদা থাকার চেয়ে ঘরে বসে সবাই একসঙ্গে মরব।'

৩৩ বছর বয়সী ওই গৃহবধূর নাম ওয়াং। সারা বিশ্বে আতঙ্ক ছড়ানো করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল উহানের বাসিন্দা তিনি।

গৃহবধূ ওয়াং বলেন, ‘গত ২৩ জানুয়ারি হুবেই প্রদেশ অবরুদ্ধ হওয়া থেকেই আমার পরিবার এখানে বেঁচে থাকার লড়াই করে যাচ্ছি। আমার চাচা ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। বাবার অবস্থাও খুব খারাপ। আমার মা এবং চাচির মধ্যেও করোনাভাইরাসের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সিটি স্ক্যানে দেখা গেছে তাদের পাকস্থলি আক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়া আমার ভাইয়েরও সর্দি কাশিসহ শ্বাসকষ্ট দেখা যাচ্ছে।’

তিনি বলেন, ‘আমার বাবার খুব জ্বর হয়েছে। গতকাল তার শরীরের তাপমাত্রা ছিল ১০২ ডিগ্রি এবং তার ক্রমাগত কাশি এবং শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমরা বাড়িতে সারাক্ষণ তাকে অক্সিজেন দিয়ে রেখেছি। তাকে চীনা ও পশ্চিমা সব ধরনের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালের সিট ফাঁকা না থাকায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা যাচ্ছে না।’

‘নিজের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার পরেও একটি ফাঁকা সিটের আশায় আমার মা এবং চাচি প্রতিদিন হাসপাতালে খবর নিতে যায়। কিন্তু কোনো হাসপাতালেই সিট ফাঁকা নেই’ বলেন ওই গৃহবধূ।

কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কে জানতে চাইলে ওয়াং বলেন, ‘উহানে করোনাভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়া এবং ইনকিউবেশন পিরিয়ডে থাকা রোগীদের থাকার জন্য অনেকগুলো কোয়ারেন্টাইন রয়েছে। সেখানে কিছু সাধারণ প্রাথমিক সুবিধা থাকলেও আমার বাবার মতো

যারা গুরুতর অসুস্থ তাদের জন্য কোনো বিছানা নেই। আমি সত্যিই প্রত্যাশা করি আমার বাবার সঠিক চিকিৎসার।’

তবে এই মুহূর্তে কেউ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা সহায়তা করছে না জানিয়ে ওই গৃহবধূ বলেন, ‘আমি কমিউনিটির কর্মীদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেছি,তবে যা দেখেছি আমাদের হাসপাতালে বিছানা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই আমরা আলাদা হয়ে যাওয়ার চেয়ে বাড়িতেই মরে যাবো।’

চীনে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের জন্য নির্মিত নতুন হাসপাতাল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘নির্মিত নতুন হাসপাতালগুলো হচ্ছে এই মুহূর্তে অন্যান্য হাসপাতালে ইতিমধ্যে থাকা ব্যক্তিদের জন্য। তাদের নতুন হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছে।’

এই ভাইরাসে চীনে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৪৯০ জন। এ ছাড়া ফিলিপাইন ও হংকংয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এই ভাইরাসে ২৮টি দেশে আক্রান্ত হয়েছেন ২৪ হাজার ৩২৪ জন ।

একুশে বই মেলায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ তথা ‘ইসকন’কে স্টল বরাদ্দ দেওয়ার ঘটনাকে বাংলা একাডেমির উস্কানিমূলক পদক্ষেপ উল্লেখ করে অবিলম্বে এই বরাদ্দ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন হাটহাজারী মাদরাসার সহযোগী পরিচালক আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

গতকাল (৪ ফেব্রুয়ারি) বুধবার সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে আল্লামা বাবুনগরী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ইসকন উগ্র ও ফ্যাসিবাদি হিন্দু মতাদর্শের প্রচার প্রসারে জড়িত একটি বিতির্কত আন্তর্জাতিক সংগঠন।

তিনি আরো বলেন,বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি এই বই মেলার আয়োজন করে। বাংলা একাডেমি হওয়ার কথা বাঙ্গালি মুসলমানের মননের প্রতীক। বাংলা একাডেমির মূল কাজ বাঙ্গালি মুসলমানের সাহিত্য, জীবনবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করা। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতো একজন বুযুর্গ এই প্রতিষ্ঠান গড়ায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। আজ সেখানে আমরা দেখছি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের স্টল। এটা বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতাদের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলা একাডেমি গড়ে উঠেছে এবং পরিচালিত হচ্ছে দেশের জনগণের অর্থে। এরকম প্রতিষ্ঠানের কাজে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি, জীবনবোধ ও সাহিত্য

ঐতিহ্যের প্রতিফলন থাকার দায় রয়েছে। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান কোনভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ও মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন সংস্থাকে তার দর্শন প্রচারের জন্য জায়গা করে দিতে পারে না। এটা জনগণের অর্থে জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আক্রমণ বৈ কিছু নয়।

জম্মু-কাশ্মীরে মুক্তিকামীরা ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের উপর হামলা চালিয়েছেন। হামলায় এক ভারতীয় সেনাসহ ৩সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার শ্রীনগরের পরীম পোড়ায় একটি চেকপোস্টে পাল্টাপাল্টি হামলায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের মাঝে একজন সিপিআরএফ সদস্য (কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী)।

সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে।

দেশভাগের পর মুসলিমরা ভারতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের কোনও উপকারে আসেনি বলে মন্তব্য করেছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ।

বিবিসি হিন্দির সংবাদদাতা নিতিন শ্রীবাস্তবের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে সে বলেছে, "তাদের দেশভাগের বিরোধিতা করা উচিত ছিল। কারণ এ দেশভাগের কারণেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে।"

ভারতের ২০ কোটি মুসলিমের প্রায় এক-চতুর্থাংশের বাস উত্তর প্রদেশে। আদিত্যনাথ এ জনবহুল রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) একজন উগ্র প্রভাবশালী নেতা।

৪৭ বছর বয়সী যোগী আদিত্যনাথ হিন্দু মন্দিরের পুরোহিত থেকে রাজনীতিতে উঠে এসেছেন এবং প্রায়ই তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করেন।

সিএএ নিয়ে চলমান সরকার বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে তিনি এবারও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মন্তব্য করলেন। সিএএ'র বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে আন্দোলনের অংশ হিসেবে, দিল্লির শাহীনবাগে মুসলিম নারীরা প্রতিবাদে নেমেছেন।

এ প্রতিবাদ সমাবেশকেও প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিবিসি'কে আদিত্যনাথ বলেছে, "এ সম্প্রদায়ের পুরুষরা কাপুরুষ। তারা নিজেরা রাস্তায় না নেমে, ঘরের নারী শিশুদের রাস্তায় নামিয়েছেন।"

যদিও মূলত আন্দোলন করছেন পুরুষরাই, তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছেন মহিলারাও।

০৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন।

যার ধারাবাহিকতায় গত ৪ ফেব্রুআরি লাগমান প্রদেশের আলীশাক জেলায় ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে সফল অভিযান পরিচালনা করেন, যাতে ৯ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার পাশাপাশি ৮টি ভারি যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে বলখ প্রদেশের "চাহারবুলুক" এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ২ মুরতাদ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ৩ এরও অধিক। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়।

একইভাবে জালারাবাদ শহরেও মুজাহিদদের হামলায় ৫ সৈন্য নিহত এবং ১টি ট্যাঙ্ক ও ১টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। গজনিতেও মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান ধ্বংস এবং ৪ সৈন্য নিহত ও ২ সৈন্য আহত হয়।

এমনিভাবে ফারয়াব প্রদেশের "কায়সার" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত ও ৪ সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে হেলমান্দ প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর 5টি চেকপোস্টে সফল হামলা চালিয়ে তা বিজয় করেনেন তালেবান মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় আফগান মুরতাদ

বাহিনীর ১২ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও কতক সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনী হতে মুজাহিদগণ ৩টি ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ প্রচুরপরিমাণ গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

আল-ফাতাহ অপারেশনের মাধ্যমে একের পর এক এলাকা বিজয় করেই যাচ্ছেন তালেবান মুজাহিদিন, অপরদিকে প্রতিনিয়ত আফগান বাহিনী হতে দলে দলে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছে অনেক সৈন্য।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৪ ফেব্রুআরিতেও আফগানিস্তানের নানগাহার প্রদেশের "খোগিয়ান" জেলা হতে আফগান বাহিনীর ১৬ সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সামরিক বাহিনী ছেড়ে চলে আসে ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায়। এখানে এসে তারা নিজেদের অতীতের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রথমে তাওবা করে এবং তালেবান মুজাহিদদের নিকট নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করে।

একইভাবে বাগলান প্রদেশের "মারবুত" জেলা হতেও ৭ সৈন্য সামরিক বাহিনী ছেড়ে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয়।

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম ও শক্তিশালি জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর জানবায মুজাহিদগণ দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

TTP এর জানবায মুজাহিদিন তাদের একটি অভিযান পরিচালনা করেন গত 3 ফেব্রুআরি বালুচিস্তানের কিলা আবদুল্লাহর "টোবা আশকাযাই" এলাকায়। যেখানে মুজাহিদগণ আমেরিকার গোলাম নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে তাদের উপর হামলা চালান।

যার ফলশ্রুতীতে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত ও তাদের সামরিক সরঞ্জামাদি ক্ষয়ক্ষতি হয়। অভিযান শেষ মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

এর আগে অর্থাৎ গত ৩১ জানুয়ারি মুজাহিদগণ তাদের অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন উত্তর ওয়াজিরিস্তানের "শাম খেইল-কালী" এলাকায়। যেখানে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিট।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর কতক সৈন্য নিহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ৪ ফেব্রুআরি সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের "মাহদায়ী" শহরে দখলদার বুরুন্ডিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি দলকে টার্গেট করে সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

শাহাদহ নিউজের বরাতে জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় দখলদার বুরুন্ডিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর 4 সদস্য নিহত হয়।

বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা হিসেবে পোস্টার ঝুলছে ভারতের মুম্বাইয়ের অলিগলিতে। সেখানে লেখা হয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিকরা এখনই দেশ ছাড়ুন, না হলে 'মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা পার্টির স্টাইলে' সবাইকে মুম্বাই থেকে তাড়ানো হবে। এ নিয়ে দেশটির সকল মহলে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও উত্তেজনা চলছে।

ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাস নিয়ে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই এমন পোস্টার তৈরি হলো মুম্বাইয়ে।

পোস্টারের ছবি প্রকাশ করে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এতে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল মহারাষ্ট্র নব নির্মাণ সেনার (এমএনএস) পক্ষ থেকে ছাপানো হয়েছে। দলটির নতুন পতাকায় দলের প্রধান রাজ ঠাকরে ও তার পুত্র অমিত ঠাকরের ছবি রয়েছে।

মুম্বাই শহরের প্রধান সব স্থানসহ একাধিক স্থানে বাংলাদেশবিরোধী পোস্টারটি দেখা যাচ্ছে।

পোস্টারের ছবিটি ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।

মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা পার্টি উচ্ছেদের সমর্থনে ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখ প্রতিবাদ মিছিল ডেকেছে। ডিসেম্বরের পর থেকেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে দেশের সবপ্রান্তেই প্রতিবাদে সরব হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে তারকা ব্যক্তিত্বরা।

সমালোচকরা জানিয়েছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার নিরিখে এই আইন মুসলিমদের বিরোধী বলেই জানিয়েছেন অনেকেই।

গত ২৩ জানুয়ারি ক্ষমতাসীন বিজেপির গেরুয়া রঙ এবং শিবাজির রাজ মোহরের ছবি দেয়া নতুন দলীয় পতাকার উদ্বোধন করেছিলেন এনএমএসের রাজ ঠাকরে। সেদিন সিএএ, এনআরসির পক্ষে কথা বলে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তিনি। এ সময় ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন তিনি।

এ বিষয়ে এমএনএস দলের রাজ ঠাকরের বক্তব্য, অনুপ্রবেশকারীদের মহারাষ্ট্র ছাড়তে হবে। না ছাড়লে এমএনএসের নেতাকর্মীরা নিজেরাই সক্রিয় হয়ে ভারত থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবে।

সূত্র: যুগান্তর

ভারতের মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলেমিন (মিম) প্রধান ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, তারা ভারতকে হিটলারের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়।

গত মঙ্গলবার লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে বক্তব্য রাখার সময় তিনি এ কথা বলেন।

ভারতের এই মুসলিম নেতা বলেন, মোদি-অমিত শাহ সরকার দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। তারা বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রীয়করণের চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন (এনপিআর) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জির (এনআরসি) মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই একই মুদ্রার দুটি দিক। এনপিআর হলে এনআরসি হবে। সেটা আজ না হলে কাল, কাল না হলে পরের দিন হবে।

বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরোধিতা করে ওয়াইসি বলেন, সিএএ যেমন নাগরিকত্ব দেয়ার অধিকার রাখে ঠিক তেমনি তা কেড়েও নিতে পারে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ আসামের বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতে চাওয়া। অথচ সেখানকার পাঁচ লাখ মুসলমানের নাগরিকত্ব বাতিল করতে চায় মোদি সরকার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সমালোচনা করে তিনি বলেন, সম্প্রতি দিল্লির জামিয়া ও শাহীনবাগ চত্বরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর প্রকাশ্যে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। অথচ এই সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন তিনি নাকি মুসলিম নারীদের ভাই। তাহলে আজ মুসলিম নারীরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামলে ভাইয়ের এত অসন্তুষ্টি হচ্ছে কেন?’

মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক বলেছেন, সীমান্ত হত্যা বন্ধে বাংলাদেশ সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের উপর ভারতীয় বিএসএফ প্রায়ই নির্বিচার গুলি চালিয়ে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করছে। পাখীর মত গুলি করে মানুষ হত্যা করছে। নিজ জমিতে কৃষিকাজরত বাংলাদেশী কৃষকের উপর গুলি চালিয়ে আহত করে তাকে ভারতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আজ বুধবারসংবাদ মাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, ভারতের এ জঘন্য আচরণ কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়। সীমান্তে ভারতীয় অত্যাচার ও হত্যাকান্ড বন্ধ করতে হবে। এ জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ভারত তোষণ নীতি বাদ দিয়ে সীমান্তে ভারতীয় আগ্রাসনের কড়া জবাব দিতে হবে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

রাজশাহীর পদ্মা নদীতে মাছ ধরার সময় বিএসএফ সন্তাসীদের হাতে অন্যায় ভাবে পাঁচ জেলে আটকের প্রতিবাদ এবং তাদের ফিরে পেতে মানববন্ধন করেছেন গহমাবোনা এলাকাবাসী ও মৎস্যজীবী সমিতি।

গত মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি)রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের আলীমগঞ্জে মানববন্ধনে কেউ দাঁড়িয়েছিলেন ছেলের মুক্তির দাবিতে, কেউ শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে স্বামীকে ফিরে পেতে। তাদের অভিযোগ, বিএসএফ বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে পদ্মা নদী থেকে পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। এরপর তাদের ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুপ্রবেশের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তারা জানান, জেলেদের ফেরত দেওয়া নিয়ে বিজিবি পতাকা বৈঠক করলেও অপহৃতদের ফেরত দেয়নি বিএসএফ। উল্টো ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে তাদেরকে ভারতীয় পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। অথচ তাদের ফেরত আনতে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে তারা অপহৃতদের মুক্তি দাবি করেন।

বিএসএফ'র হাতে আটক শাহিন আলীর স্ত্রী বীথি খাতুন জানান, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ ছিলেন শাহিন। প্রতিদিনের মতো সেদিনও বাড়ির পাশেই পদ্মা নদীতে মাছ ধরছিলেন তিনি। এসময় স্পিড বোর্ডে করে বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

আড়াই বছরের সন্তানকে কোলে নিয়ে মানববন্ধনে এসেছিলেন কাবিল হোসেনের স্ত্রী সমিরা খাতুন। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে বাবা কই, বাবা কবে আসবে-বলে কান্নাকাটি করে সারাক্ষণ।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার স্বামী সংসার চালাতে ঋণ করেছিলেন। মাছ ধরে তা বিক্রি করে সেই টাকার কিস্তি পরিশোধ করতেন। বিএসএফ তাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতে। এখন আমি অসহায়। দ্রুত আমার স্বামীর মুক্তি চাই।'

মৎস্যজীবী সমিতির নেতা আবু তাহের বলেন, বিএসএফ বাংলাদেশের সীমানায় যখন তখন ঢুকে গিয়ে আমাদের জেলেদের হেনস্তা করছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একারণে ভয়ে জেলেরা পদ্মায় নামতে পারছেন না। মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা দ্রুত এ সমস্যার সমাধান চাই।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ জানুয়ারি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার খরচাকা সীমান্তে পদ্মা নদীতে মাছ ধরার সময় পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। তারা হলেন, রাজন হোসেন (২৫), সোহেল রানা (২৭), কাবিল হোসেন (২৫), শাহীন আলী (৩৫) ও শফিকুল ইসলাম (৩০)। পবা উপজেলার গহমাবোনা গ্রামে তাদের বাড়ি।

যুক্তরাজ্যের লন্ডনের একটি ব্যস্ত রাস্তায় ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, স্ট্র্যাথাম হাই রোডে প্রকাশ্য দিবালোকে বেশ কয়েকজন মানুষ ছুরি হামলার শিকার হয়েছেন এবং ঘটনাটি গেরিলা হামলা বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ এক টুইটে জানিয়েছে, 'স্ট্র্যাথামে সশস্ত্র কর্মকর্তারা একজনকে গুলি করেছে। এ পর্যায়ে ধারণা করা হচ্ছে, বেশ কয়েকজন মানুষ ছুরিকাহত হয়েছেন।'

সূত্র : বিবিসি

ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার নির্বাহী প্রকৌশলী কবির উদ্দিন শাহকে পিটিয়েছে উপজেলা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী সভাপতি আমিনুল ইসলাম। এ ঘটনায় দোহার থানায় মামলা করেছেন ওই প্রকৌশলী।

কালের কণ্ঠের সূত্রে জানা যায়, রবিবার বিকেলে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ কাজের প্রসঙ্গে প্রকৌশলী কবির উদ্দিন ও আমিনুল ইসলামের কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে আমিনুল চড়াও হয়ে ওই কার্যালয়ের দরজা বন্ধ করে নির্বাহী প্রকৌশলীকে আটকে রেখে গালিগালাজ শুরু করে। ঘটনার এক পর্যায়ে আমিনুল ও তার সঙ্গে থাকা ৩/৪ জন মিলে কবির উদ্দিনকে পিটিয়ে আহত করে।

কবির উদ্দিন শাহ বলেন, এ সময় তাঁর চোখে থাকা চশমা, টেবিলের গ্লাসসহ কিছু জিনিসপত্র ভেঙে ফেলে আমিনুল ও তার সহযোগীরা। এ ঘটনায় রবিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলামসহ অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জনকে আসামি করে দোহার থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলামকে রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলে তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে এখানো পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করেনি কথিত প্রশাসন আওয়ামী দালাল পুলিশ বাহিনী।

অফিসের নির্ধারিত সময় তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে সব সরকারি কর্মকর্তা একসঙ্গে হাজির! ব্যাপারটা অবাক করার মতো। আরো অবাক করার বিষয় হলো তারা একসঙ্গে ছিলেন অফিস সময়ের আরো কয়েক ঘণ্টা পরও। তবে তারা অফিস করেননি। অফিসে তালা ঝুলিয়ে আমোদ করেছেন। ফুটবল খেলেছেন, গান শুনেছেন। ভুড়িভোজ তো ছিলোই। বাদ পড়েনি ফটোসেশনও। তবে মাঝে 'বিষাদ' হয়ে দাঁড়ায় এমন বিষয়ে কালের কণ্ঠে রিপোর্ট করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে জেনে।

রিপোর্ট করার বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয় আয়োজনের সময়ই। এরপর থেকে অনেকেই মোবাইল ফোন রিসিভ করা বন্ধ করে দেন। একেবারে ঘনিষ্টজন ছাড়া কারো ফোন ধরেননি। কালের কণ্ঠের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে জানতে চেয়ে এসএমএস পাঠালে একজন সরকারি কর্মকর্তা শুধু 'সরি ভাই' লিখে পাঠিয়েছেন। একজন পদস্থ কর্মকর্তা রিপোর্ট করা নিয়ে আরেক কর্মকর্তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে উচ্চবাচ্যও করেছেন বলেও উপস্থিত সূত্র নিশ্চিত হয়েছে।

অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের সরকারি কর্মকর্তারা রবিবার ছুটে গেছেন হবিগঞ্জের চড়ে। সকাল নয়টার দিকে নবীনগর লঞ্চঘাট থেকে যাওয়ার সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ মাসুম জানিয়েছেন, একটি প্রজেক্টের কাজ দেখতে তারা কাছে কোথাও যাচ্ছেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

এদিকে কর্মকর্তারা আমোদ ভ্রমণে চলে যাওয়ায় দিনভর নবীনগরের সরকারি অফিসগুলো তালা ছিল। কর্মকর্তাদের সঙ্গে কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছেন ওই ভ্রমণে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউএনও, এসিল্যান্ড, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অন্তত একশ' জন এতে অংশ নিয়েছেন। লঞ্চে করে নবীনগর থেকে হবিগঞ্জের একটি চড়ে গিয়ে সেখানেই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করেন তারা। এ ছাড়া সারাদিন গান ও খেলাধুলার আয়োজন ছিল।

কালের কণ্ঠের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সেখানে উপস্থিত অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তারা ফোন ধরেননি। অনেকে ফোন বন্ধ করে রেখেছেন। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. মনিরুজ্জামান ফোন ধরলেও পরে কথা বলবেন বলে জানান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পাল্টা এসএমএস করে এক সরকারি কর্মকর্তা সরি লিখেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি কর্মচারি জানান, চড়েই খাওয়া-দাওয়াসহ আনন্দ আয়োজন করা হয়। গানের জন্য মোট সাতজনকে নেওয়া হয়েছে। সব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারাই সেখানে আছেন। ফিরতে অনেক রাত হবে।

কথা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ শামছুজ্জামানের সঙ্গে। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমি অবগত নই।' কর্মদিবসে অফিসে তালা ঝুলিয়ে এমন ভ্রমণ করা যায় কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আগে আমি বিষয়টি জেনে নেই।'

রবিবার বিকেলে মোবাইল ফোনে কথা হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ এবাদুল করিম বুলবুল সরকারি কর্মকর্তাদের ভ্রমণে যাওয়ার বিষয়টি অবগত হয়েছেন বলে জানান। তবে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য তিনি করেননি।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে যাত্রীদের করোনাভাইরাসের পরীক্ষা করা হলেও পণ্যবাহী ভারতীয় ট্রাকের চালক ও হেলপারদের কোনও চেকআপ করা হচ্ছে না। ভারতেও এই ভাইরাস আক্রান্তের খবরের পর থেকে তাদের মাধ্যমে দেশে আসার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকে।

হিলি স্থলবন্দর দেখা গেছে, হাকিমপুর উপজেলার হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে গড়ে প্রতিদিন ৫০০-৬০০ যাত্রী যাতায়াত করেন।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে একটি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। এছাড়া সচেতনতামূলক পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই হিলি স্থলবন্দর দিয়ে গড়ে প্রতিদিন ২৫০-৩০০ ট্রাক দেশে প্রবেশ করছে।

যাতে চালক ও সহকারী মিলিয়ে ৫০০-৬০০ মানুষ দেশে প্রবেশ করে আবার ভারতে ফিরে যায়। তাদের চেকআপের কোনও ব্যবস্থা নেই।

এদিকে, ভারতীয় ট্রাক চালকরা বলেন, ট্রাক নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের পরও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। এমনকি ভারতেও কোন চেকআপের ব্যবস্থা নেই।

হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. নাজমুস সাঈদ জানান, সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্দেশনায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চেকপোস্টে মেডিক্যাল টিম কাজ করছে।

যাত্রী প্রবেশের সময়সীমা পর্যন্ত মেডিকেল টিম কাজ করে। এই স্থলবন্দর দিয়ে বিশেষ করে চীন থেকে পাসপোর্টযাত্রীদের আসার সম্ভাবনা থাকায় তাদের চেকআপ করা হয়। ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাকের চালক ও সহকারীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে রয়েছেন।

সূত্রঃ *বিডি প্রতিদিন*

০৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০২০

পশ্চিম আফ্রিকায় দিন দিন আল-কায়েদার শক্তি অর্জন এবং বরকতময়ী সফল অভিযানের মাধ্যমে একের পর এক এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা ক্রুসেডার দেশ সমূহের হৃদপিণ্ডে গিয়ে আঘাত করছে। মুজাহিদদের এই সফলতা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকাকে ঘিরে ক্রুসেডারদের সকল ষড়যন্ত্র মূলক সাজানো স্বপ্নগুলোকে। তাই কুফ্ফার বাহিনী একজোট হয়ে মুজাহিদদের এই অগ্রযাত্রাকে দমিয়ে দিতে চাচ্ছে, তারা চায় তাদের মুখের ফুঁৎকার দিয়ে সত্যের এই আলোকে নিবিয়ে দিতে।

এরই লক্ষ্যে ফরাসী (ফ্রান্স) সামরিক মন্ত্রনালয় গত রবিবার একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে ক্রুসেডার ফরাসী বাহিনীর সংখ্যা সাড়ে ৪ হাজার থেকে বেড়ে ৫ হাজার একশ করা হয়েছে । এই সৈন্যরা শুধু সীমান্তেই নিজেদের মানুষরূপী রবদের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকবে।

ইতি পূর্বে ক্রুসেডার ফরাসী রাষ্ট্রপতি "এমানুয়েল ম্যাক্রন" গত জানুয়ারিতে পাঁচটি সাহেল দেশের ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) নেতাদের সাথে "বো" শীর্ষ সম্মেলনের সময় অতিরিক্ত 220 সৈন্য নিয়ে একটি নতুন ইউনিট ঘটন করেছিল, যাদের লক্ষ্য ছিল সাহেল অঞ্চলগুলোতে নিয়োজিত ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্যদেন মনোবল বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। এরপর নতুন করে গত রবিবার এই সংখ্যাটি বাড়িয়ে 600 করার সিদ্ধান্ত নিয় ক্রুসেডার ফ্রান্স।

"এই বাহিনীর মূল অংশটিকে মালি, বুর্কিনা ফাসো এবং নাইজার তিন সাহেলী (সীমান্ত) এলাকায় মোতায়েন করা হবে। এছাড়াও মুরটানিয়া, নাইজেরিয়া এবং চাদের সাহেল এলাকাগুলোতেও স্পেশাল ফোর্স নিযুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে ক্রুসেডাররা, কারণ এই দেশগুলোর সীমান্ত অঞ্চলগুলোতেও প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি অনেক এলাকা নিজেদের

দখলে নিতে শুরু করেছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা। দীর্ঘদিন যাবত নাইজেরিয়ায় আল-কায়দার কাজ স্থগিত থাকলেও সাম্প্রতিক সময় সাংগঠনিকভাবে তারা অনেকটা শক্তিশালী হয়ে বড়ধরণের অভিযানে চালাতে শুরু করেছেন।
ক্রুসেডার ফ্রান্সের পক্ষহতে এও বলা হয় যে " ক্রুসেডারদের এই শক্তিবৃদ্ধি এবং আল-কায়েদার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে এই বাহিনীতে অংশ নিতে একমত হয়েছে পাঁচটি ক্রুসেডার রাষ্ট্রসহ পশ্চিম আফ্রিকার আরো বেশ কিছু দেশ, যাদের সৈন্যরা এই যুদ্ধে মুজাহিদদের বিপক্ষে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে অংশ নেবে।"

একটি সামরিক সূত্র "ফ্রান্স-প্রেসকে" বলেছে যে, ক্রুসেডারদের রিজার্ভ "বারখান" ফোর্সের কয়েক শতাধিক যোদ্ধাও আল-কায়েদার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাকারী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি জন্য অংসগ্রহণ করবে।
যারা এই বাহিনীকে শক্তিশালী করতে সরাসরি এবং প্রতি ছ'মাসের মধ্যে 100 টি করে ভারী ও হালকা সাঁজোয়া যান ও লজিস্টিকাল সরঞ্জামের গাড়ি দিয়ে সহায়তা করবে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ৩ ফেব্রুআরি সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনী ও দেশটিতে অবস্থানরত দখলদার কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

যার মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর "হিডেন" জেলায় মুজাহিদদের একটি হামলায় হতাহত হয় 4 এরও অধিক মুরতাদ সেনা।

একই শহরের "হারুয়া" শহরতলিতে মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয় আরো 3 মুরতাদ সৈন্য।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর "আলীশা" এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় নিহত হয় ১ মুরতাদ সৈন্য।

এই অভিযানগুলো ছাড়াও মুজাহিদগণ সোমালিয়ার মারাকা, মাহাদী ও মোগাদিশুতে আরো কিছু অভিযান পরিচালনা করেন। যাতে বুরুন্ডিয়ান ও উগান্ডান ক্রুসেডার বাহিনীর পাশাপাশি সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

মানবতার বিরুদ্ধে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনি ও তাদের তাবেদার আফগান বাহিনীর চালানো বর্বরতার ধারাবাহিকতার এবার বলি হতে হলো নিরীহ, হতদরিদ্র ২টি আফগান পরিবারকে। দেশটির উরুজগান প্রদেশের রাজধানী তিরিনকোটের "দেহজুয" এরিয়াতে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী বিমান হামলা চালালে হাজী ওয়ালী মুহাম্মাদ এবং হাজী গুলালাই নামক দুজন স্থানীয় অধিবাসীর আবাসগৃহ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। যাতে দুটি পরিবারের নারী ও শিশুসহ ১২ জন সদস্যের অধিকাংশই শহীদ ও বাকিরা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

গত কিছুদিন যাবত আফগান মুরতাদ সরকারী বাহিনী স্থানীয় অধিবাসীদের বাড়িঘর লক্ষ্য করে কামান দ্বারা ভারী গোলাবর্ষণ করে চলেছে, যাতে হতদরিদ্র বাসিন্দারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন।

এই চরম ঠান্ডা মৌসুমে গোটা আফগানিস্তানে মার্কিন ও গোলাম আফগান বাহিনী স্থানীয় অধিবাসীদের উপর একের পর এক বর্বরতা ঘটিয়েই চলেছে।

ইসলামিক ইমাররাত আফগানিস্তানের মুখপাত্র, মুহতারাম ক্বারী মুহাম্মাদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইট বার্তায় বলেন, এই বর্বরতাকে অবশ্যই জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে এবং এই জালিম/মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের সমর্থন করতে হবে। যাতে দখলদার বিদেশী ক্রুসেডার বাহিনী ও তাদের পা চাটা গোলামদের এই দূষিত শাসনের দ্রুত অবসান ঘটানো যায়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন গত ২ জানুয়ারি সোমালিয়া জুড়ে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এর মধ্যে ২টি হামলাতেই হতাহত হয় উচ্চপদস্থ 2 কমান্ডার সহ 17 এরও অধিক মুরতাদ সদস্য।

এর মধ্যে মুজাহিদগণ তাদের একটি অভিযান পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় শাবেলী প্রদেশের "কালমু" শহরে। যেখানে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় উচ্চপদস্থ 2 কমান্ডার সহ 13 এরও অধিক সোমালিয় সামরিক বাহিনীর মুরতাদ সদস্য, আহত হয় আরও 3 এরও অধিক মুরতাদ সদস্য।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, আর মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনী হতে অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের অন্য একটি অভিযান পরিচালনা করেন রাজধানী মোগাদিশুর "ওয়ার্দেকলী" জেলায়। যেখানে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় সোমালিয় মুরতাদ সরকারের রাষ্ট্রপতি গার্ড বাহিনীর এক সদস্য।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন ৪ ফেব্রুআরি আফগানিস্তান জুড়ে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে হেলমান্দ প্রদেশের "নাদআলী" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় নিহত হয় ৮ আফগান মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো ২ এরও অধিক। এসময় তালেবান মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনী হতে ২টি গাড়ি ও সামরিকযান সহ আরো ২টি মোটরবাইক গনিমত লাভ করেন।

বিপরিতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় আহত হন ৩ জন তালেবান মুজাহিদিন।

এদিকে সার্পাল প্রদেশের "সায়দাবাদ" জেলায় মঙ্গলবার সকাল ৯:০০ সময় তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত এক সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩ কমান্ডার ও ৬ সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ৫ মুরতাদ সৈন্য।

এই অভিযান হতে মুজাহিদগণ ৪টি ক্লাশিনকোভ সহ প্রচুর পরিমাণ ভারী ও হালকা যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে লাগমান প্রদেশের "আলীশানক" এলাকায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাংক ও ১টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

আর এসময় মুজাহিদদের হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১০ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ২৪টি বিভিন্ন ধরণের ভারী যুদ্ধাস্ত্র এবং বারুদ ভর্তি একটি বাক্স গনিমত লাভ করেন।

পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে গ্যাসের দাম পাঁচ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

দৈনিক পাকিস্তান এক্সপ্রেস নিউজ সূত্রে জানিয়েছে, সরকার আইএমএফের শর্ত পূরণ করতে রাজি হয়েছে। যার ফলে গ্যাসের দাম 5% থেকে 15% পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উপদেষ্টা কোষাধ্যক্ষ আবদুল হাফিজ শায়খের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা অর্থনৈতিক সমন্বয় কমিটি (ইসিসি) আগামী মঙ্গলবার ব্যাপারে বৈঠক করবে।

সূত্রমতে, পেট্রোলিয়াম বিভাগের ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ওগরা গ্যাসের দাম ২৪৫% বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিল, এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইসিসিই করবে, তারপরে ইসির সিদ্ধান্ত ফেডারেল মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদন করা হবে।

সূত্রমতে, সরকার আইএমএফের সাথে গ্যাসের দাম বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়েছে এবং এই বৃদ্ধি ১ জানুয়ারি থেকে হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক ও জনগণের প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও দু'বার ইসির বৈঠকে এই শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। তবে এখনো কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, এখন আইএমএফের পর্যালোচনা মিশন পাকিস্তানে এসে পৌঁছেছে এবং আলোচনাও চলছে বলে আশা করা হচ্ছে, ইসির আগামী বৈঠকে মূল্য নির্ধারিত হবে।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককে গ্যাসের দাম বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে গার্হস্থ্য গ্রাহকদের জন্য প্রতি মাসে ২০ রুপি থেকে ৮০ রুপি বাড়ানো হবে, গার্হস্থ্য গ্রাহকরা প্রতি মাসে ৪০ থেকে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত গ্যাস ব্যবহারের জন্য ওভেন সেক্টরের ন্যূনতম মাসিক বিল 220 রুপি হবে।

সূত্র বলছে বিদ্যুৎ খাতের জন্য গ্যাসের দামগুলি 12% এবং শিল্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সিএনজি স্টেশনগুলির জন্য গ্যাসের দাম 15% প্রস্তাব করা হয়েছে। 2020 ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রস্তাবিত গ্যাসের দাম বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছে।

সূত্র: দৈনিক পাকিস্তান

মুসলিম দেশের একুশে বইমেলায় জঙ্গি অপবাদের অজুহাতে ইসলামী প্রকাশনাগুলো তেমন বরাদ্দ না পেলেও বরাদ্দ পেয়েছে বহুল আলোচিত ও সমালোচিত হিন্দুয়ানি সংগঠন ইসকন। বইমেলার ৭৪ নম্বর স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ইসকনকে, যার বিরুদ্ধে উগ্র সাম্প্রদায়িক মতবাদ পরিচর্যার অভিযোগ রয়েছে।। এনিয়ে সামাজিক সমালোচনার ঝড় বইছে।

একুশের বইমেলায় ইসকনকে কোন আইনে স্টল বরাদ্দ দেয়া হলো? যে মেলায় ইসলামী কোন প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হয় না, সেখানে কেন ইসকনকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হল এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিশিষ্ট অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট গাজী ইয়াকুব লিখেছেন, মুসলিম দেশের একুশে বইমেলায় জঙ্গি অপবাদের অজুহাতে ইসলামী প্রকাশনা গুলো তেমন বরাদ্দ পায় না। পেলেও বরাদ্দ পায় হিন্দুয়ানি ইসকন !!

সৈয়দ শামসুল হুদা লিখেছেন, একুশের বইমেলায় ইসকনের কী কাজ? যে মেলায় ইসলামী কোন প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হয় না, সেখানে ইসকনকে কোন আইনে স্টল বরাদ্দ দেয়া হলো? এর তীব্র নিন্দা জানাই। একুশের বইমেলায় ইসকনের উপস্থিতি দেখতে চাই না।

প্রসঙ্গত, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে শুরু হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০ |

ভারতে একটি টেকসই হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মুসলিমদেরকে ওখান থেকে তাড়াতে হবে। আর মুসলিমদের তাড়াতে তাই বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে ভারতীয় মালাউন সরকার। একদিকে এনআরসি, সিএএ-এর নামে মুসলিমদের বিদেশী আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে তাড়ানোর সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে, অন্যদিকে এসকল আইনের বিরোধিতাদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে। আর, এ নির্দেশ পালনে অস্ত্রহাতে মাঠে নেমেছে হিন্দু যুবকরা, গুলি করছে মুসলিমদের বুকে।

মুসলিমদেরকে ভারতছাড়া করার চক্রান্ত

ভারত থেকে হিন্দুরা মুসলিমদেরকে তাড়িয়ে দিতে চায়— এই চক্রান্ত এখন আর গোপন বিষয় নয়। এ কথা বর্তমানে কোনোপ্রকার দ্বিধা ছাড়াই সুস্পষ্টভাবে বলছে মালাউন হিন্দু নেতারা।

প্রথমে আসামকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের বিতাড়ন শুরু করলেও, এখন সমগ্র ভারতে 'মুসলিম তাড়াও' নীতি অবলম্বন করছে মালাউন সরকার।

আর মুসলিমদেরকে ভারতছাড়া করার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য দুটি পন্থাকে তারা বেশ জোড়ালোভাবে এখন প্রয়োগ করছে। প্রথমত, মুসলিমদেরকে বয়ান-বিবৃতির মাধ্যমে আক্রমণ তথা মুসলিমদেরকে 'বিদেশী, অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশী ইত্যাদি' বলে ঘোষণা করছে। গত ২৫শে জানুয়ারী ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন 'শিবসেনা' বলেছে, বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি মুসলিমদের ভারত থেকে তাড়ানো উচিত এবং এসকল মুসলিমদের তাড়ানোর ব্যাপারে কোনো সন্দেহও থাকা যাবে না। এভাবে, দীর্ঘকাল ধরে ভারতে বসবাস করে আসা নিরীহ মুসলিমদেরকে 'বাংলাদেশী বা অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দিয়ে ভারতছাড়া করার ব্যাপারে সন্ত্রাসী মুশরিক হিন্দুরা একমত। আর এটি এনআরসি ও সিএএ বিল এনে কাগজে-কলমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, যারা এসকল ব্যাপারে দ্বিমত করবে তাদেরকে 'ভারতবিরোধী' আখ্যা দিয়ে তাদের বুকে গুলি চালানোর নীতি অবলম্বন করছে সন্ত্রাসী হিন্দুরা। এনআরসি, সিএএ-এর মতো মুসলিমবিদ্বেষী আইনগুলোর বিরোধিতাকারীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে বিজেপির মালাউন মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছে, 'দেশদ্রোহীদের গুলি করে মারো'।

এভাবে, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক শারজিল ইমামকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী মালাউন বাহিনী, এমনকি তার হাত কেটে ফেলার প্রকাশ্য হুমকিও দিয়েছে সন্ত্রাসী হিন্দু সংগঠন শিবসেনা। এখন আবার তাকে গুলি করে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে মোদির গেরুয়া বাহিনী।

একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুশরিক হিন্দু নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছে, সিএএ-এর বিরোধিতাকারীরা ভারতবিরোধী। এনআরসি, সিএএ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় এক তরুণীকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী দিলীপ বলেছে, `ও কি মরতে চায়?' অবশ্য এর আগেও আন্দোলনকারীদের মৃত্যু কামনা করেছে এই দিলীপ ঘোষ।

অন্যদিকে, মালাউন গেরুয়া সন্ত্রাসীদের অন্যতম উগ্র নেতা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ভারতের দিল্লির শাহিনবাগে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রকাশ্যে গুলি চালানোর হুমকি দিয়েছে। শহরে পা রেখেই এই মালাউন সিএএ-এর বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে, 'বিজেপি দেশের শত্রুদের সঙ্গে কথা বলবে না, সরাসরি গুলি চালাবে।'

গাজওয়াতুল হিন্দের ডঙ্কা

হিন্দু নেতারা মুসলিমদেরকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিচ্ছে, আর মালাউন গেরুয়া সন্ত্রাসীরা সেটি মাঠে বাস্তবায়ন করছে, মুসলিমদের বুকে গুলি চালাচ্ছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর শাহিনবাগের বিক্ষোভকারীদের ব্যাপারে বলেছিল, 'দেশদ্রোহীদের গুলি মারুন।' আর, তার এই ঘোষণার পরপরই এক মুশরিক হিন্দু যুবক দিল্লির শাহিনবাগে বিক্ষোভরত মুসলিমদের উপর 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে প্রকাশ্যে গুলি চালায়। এসময় তাকে চিৎকার করে বলতে শোনা গেছে, 'আমাদের দেশে শুধু হিন্দুরাই টিকবে।'

এর আগে, হিন্দুত্ববাদী পুলিশের সামনেই ভারতের জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষার্থীদের উপর 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিয়ে গুলি চালিয়েছিল ১৯ বছর বয়সী মালাউন হিন্দু যুবক গোপাল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, পুলিশের সামনেই পিস্তল উঁচিয়ে আন্দোলনকারীদের শাসায় মালাউন গোপাল। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে ঐ হিন্দু সন্ত্রাসী বলে, কিসকো আজাদি চাহিয়ে? ম্যায় দুঙ্গা আজাদি। ইয়ে লো আজাদি। তারপরেই জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে আন্দোলনকারীদের দিকে গুলি ছোড়ে ঐ হিন্দু সন্ত্রাসী। এ ঘটনায় একজন মুসলিম ছাত্র আহত হয়েছেন। একইভাবে, ৪দিনে ৩ বার জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর মুশরিক হিন্দু যুবকরা গুলি চালিয়েছে। মাসখানেক আগে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনীও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালিয়েছিলো।

এভাবেই, ভারতে মুসলিমবিদ্বেষের মাত্রা চরম আকারে নিয়ে গেছে মালাউন মুশরিক হিন্দুরা। গোপূজারীরা আগে গোরক্ষার নামে মুসলিমদের প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এখন, মুসলিমদেরকে ভারতছাড়া করতে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে তারা। এনআরসি, সিএএ-এর নামে ভারত থেকে মুসলিমদের তাড়ানোর সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। আর যারা এসকল মুসলিমবিরোধী আইনের বিরোধিতা করছে, তাদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে হিন্দু নেতারা, আর সে নির্দেশ পালনে হিন্দুত্ববাদী পুলিশসহ হিন্দু যুবকরাও অস্ত্র হাতে বেরিয়ে প্রকাশ্যে মুসলিমদের বুকে গুলি ছুড়ছে।

সবমিলিয়ে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি যে গাজওয়াতুল হিন্দের পূর্বাভাস বা গাজওয়াতুল হিন্দের রণাঙ্গনের উপযুক্ত হচ্ছে —তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা এখনও কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় হয়ে থাকেনি, আজ এটি বাস্তব। হিন্দের যুদ্ধ চলছে, শত্রুরা মাঠে নেমেছে, মুসলিমদের হত্যা করছে। আর যুদ্ধের তীব্রতার প্রতীক্ষায় রয়েছে মুসলিমরা!

আজ হিন্দু যুবকরা অস্ত্রহাতে প্রকাশ্যে মুসলিমদের বুকে গুলি ছুড়ছে, আর তথ্য সন্ত্রাসের প্রভাবে হীনম্মন্যতায় ভোগা মুসলিম যুবকরা 'সন্ত্রাসী' হয়ে যাওয়ার ভয়ে 'অস্ত্র' থেকে খুব সতর্কভাবে নিজেকে দূরে রেখেছে।

লেখক: আহমাদ উসামা আল-হিন্দ, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

ভারতের আসামের দিবরুগড় জেলার নহরকাটিয়া শহরের বুড়ি দিহিং নদীতে তেলের পাইপ লাইন ফেটে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

গত দুদিন ধরে জ্বলা এই আগুন এখনও নেভেনি। ফলে নদী এলাকার আশপাশ ভরে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ায়।

অয়েল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের বরাতে ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, বুড়ি দিহিং নদীর ভেতর দিয়ে টানা অপরিশোধিত তেলের পাইপ লাইন ফেটে যাওয়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।

আসামের বিভিন্ন অয়েল ইন্ডিয়ার পাম্পে তেল যায় এই পাইপ লাইনের মাধ্যমে। সেখানে 'বিরল যান্ত্রিক ত্রুটি'র কারণেই এই 'লিকেজ' ঘটেছে।

কর্তৃপক্ষের দাবি, পাইপলাইন থেকে তেল পানিতে ছড়িয়ে পড়ার পর কেউ তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীর ওপর আগুন জ্বলার ব্যাপারে জানালেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি জেলা প্রশাসন।

আগুনে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া না গেলেও সেখানকার প্রাণ-প্রকৃতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে খবরে বলা হয়েছে।

ওয়েল ইন্ডিয়ার করপোরেট কমিউনিকেশন বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার ত্রিদিব হাজারিকা জানিয়েছেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পাইপের তেল ট্যাঙ্কে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে অতিরিক্ত তেলের চাপে পরিবহন পাইপ ফেটে গেছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পার্ক সার্কাসে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধী প্রতিবাদ চলছে গত ২৪দিন ধরে। আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পর মঞ্চেই মৃত্যু হয়েছে এক নারীর। আর সেই আন্দোলনকারীকে নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়াল পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু।

হুগলির চুঁচুড়ায় সাংবাদিক বৈঠক করে নিহত ওই নারীর পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন তুলল সায়ন্তন বসু। তিনি বলেন, ওই নারী বাংলাদেশি নাকি ভারতীয় আগে সেই খোঁজ নিন। কারণ ওখানে বেশিরভাগ লোকই বাংলাদেশ থেকে এসে বসে আছে। যতই আন্দোলন করুক না কেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের কোনো পরিবর্তন হবে না। ওইখানে বাংলাদেশ থেকে এসে যারা বসে আছে তাদের আমরা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব।

তাই বাংলাদেশি মুসলমান হলে তার উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে বাংলাদেশি হিন্দুদের কাগজ না দেখেই আমরা নাগরিকত্ব দেব।

জাতীয় নাগরিকপঞ্জির বিরোধিতায় একেবারে অন্যরকম আন্দোলনের দিশা দেখিয়েছিল দিল্লির শাহিনবাগ। নারীরা তাদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে শামিল। সেই পথই অনুসরণ করেন পার্ক সার্কাসের একদল নারী। তারা সন্তানদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন। সেই মঞ্চে আন্দোলনকারীদের দলেই ছিলেন শামিদা খাতুন নামে এন্টালির এক বাসিন্দা। শনিবার রাতেও মঞ্চেই ছিলেন তিনি। রাত সাড়ে ১২টার দিকে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন শামিদা। শুরু হয় বুকে যন্ত্রণা। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করেন। ওই নারীকে নিয়ে যাওয়া হয় চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যালে। চিকিৎসকরা জানান, রাস্তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৫৭ বছর বয়সী ওই নারীর।

পাকিস্তানের মাদরাসাগুলোর সিলেবাস পবির্তনের কোনো প্রয়োজন আমরা দেখি না। সব জ্ঞানের উৎস আল কুরআন। আমরা কুরআন পড়ি, পড়াই। আমাদের সিলেবাসের কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

গতকাল পাকিস্তানের পেশোয়ারে এক মহাসম্মেলনে বক্তৃতাকালে পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেম মাওলানা ফজলুর রহমান সরকারকে উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলেন।

মাওলানা ফজলুর রহমানের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ সূত্রমতে জানা যায়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকি করণের লক্ষ্যে সিলেবাসকে ঢেলে সাজানোর ঘোষণা দিলে এর পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা ফজলুর রহমান বলেন, আমাদের আকাবির

শাইখুল হিন্দ আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. আল্লামা কাসেম নানুতবী রহ.সহ আরো আকাবির, তারা খুব চিন্তা ভাবনা করে সিলেবাস প্রনোয়ন করেছেন। এ সিলেবাসে কোনো পরিবর্তনের দরকার নেই।

মাওলানা ফজলুর রহমান আরো বলেন, আমরা আধুনিকতার সব বুঝি, আমাদের আধুনিকতা বুঝাতে হবে না। যারা মাদরাসার সংস্কারের কথা বলে সেই অবৈধ সরকারেরই সংস্কার করা উচিৎ।

মাদরাসার উপর যদি কোনো আইন করা হয় তাহলে আমরা মাদরাসা ছেড়ে গাছের ছায়ায় দরস দিয়ে যাবো। আমাদের মাদরাসার বিল্ডিং এর দরকার হবে না।

আমাদের মাদরাসা, আমাদের মাদরাসা শিক্ষা সব কিছুর স্বাধীনতা আছে। আমাদের জন্য আইন প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। আধুনিকতারও প্রয়োজন নেই।

তিনি আরো বলেন, জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশরা। আর আজ বিভেদ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে আমাদের সরকার। আমরা আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সব কিছু কোরআন থেকে গ্রহণ করি। আমাদের জন্য সিলেবাসের পবর্তনের দরকার নেই।

০৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সিরিয়ায় কুফর ও ইসলামের মধ্যকার চলমান লড়াইয়ে মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত হামলায় গত ১৯ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দখলদার "রাশিয়ান-ইরানী" ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর ১ হাজার ৫শত ৩২ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়, নিহত সৈন্যদের মাঝে উচ্চপদস্থ অফিসার রয়েছে ১৪৮ এরও অধিক, এছাড়াও আহত হয় আরো কয়েক শতক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য।

কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান জানতে নিচের ইনফোগ্রাফিটি দেখুন-

https://d.top4top.io/p_1494nzkdw1.jpg

আইন পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতার ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন বিজেপির প্রবীণ নেতা চিন্ময়ানন্দকে জামিন দিয়েছে দেশটির আদালত। গত সেপ্টেম্বরে গ্রেফতার হওয়া বিজেপির ওই লম্পট নেতাকে ভারতের উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্ট সোমবার জামিন দিয়েছে। খবর এনডিটিভির।

সাবেক এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তারই ট্রাস্ট পরিচালিত আইনের কলেজের শিক্ষার্থী ধর্ষণের দায়ে বিচার চলছে। বিজেপির এই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তার অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ওই তরুণীকে বলপূর্বক যৌন নিপীড়ন করেছেন।

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের প্রমাণ দেখানোর পরও গত ২৫ সেপ্টেম্বর তরুণীকে গ্রেফতার করে দেশটির পুলিশ।

ধর্ষণের সময় সাবেক ওই মন্ত্রী ভিডিও ধারণ করেন বলে অভিযোগ করেন তরুণী। তার দাবি, সেই ভিডিও দেখিয়ে পরবর্তীতে একাধিকবার তাকে ব্ল্যাকমেইল ও ধর্ষণ করেন চিন্ময়ানন্দ।

ভারতের ক্ষমতাসীন কট্টর হিন্দুতত্ত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপির নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দ দেশটির বেশ প্রভাবশালী একজন রাজনীতিবিদ। উত্তরপ্রদেশে কয়েকটি আশ্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তিনি। আগস্টে মাসে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে ২৩ বছর বয়সী তরুণী বলেন, 'পুলিশ তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ গ্রহণ করতে চায়নি।'

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরে দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। সোমবার স্থানীয় সময় বেলা সোয়া ১১টার দিকে জম্মুর রিয়াসি জেলায় হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়।

স্থানীয় সেনা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে বার্তাসংস্থা এএনআই।

ইন্ডিয়া টিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জম্মুর রিয়াসি জেলায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একটি চিতা হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে।

দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া বলছে, প্রশিক্ষণ ওই হেলিকপ্টারটি উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরপরই বিধ্বস্ত হয়। জম্মুর উধামপুর থেকে হেলিকপ্টারটি উড্ডয়ন করেছিল।

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের গুলি চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ নম্বর গেটের সামনে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে।

আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাতে অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তি স্কুটি চড়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ নম্বর গেটে গুলি চালায়। তাদের একজনের গায়ে লাল জ্যাকেট ছিল।

Sania Ahmad@SaniaAhmad1111

Two men on a scooty came, fired a couple of shots in the air at Jamia just now and ran away. No injuries.

Eyewitnesses say it was red scooty with a numberplate that ended with 1532.

1,057

12:33 AM - Feb 3, 2020

Twitter Ads info and privacy

584 people are talking about this

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনবিরোধী (সিএএ) প্রতিবাদ মিছিল লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এ দিন মহাত্মা গান্ধীর ৭২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে রাজঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন মিছিল লক্ষ্য করে গুলি করেন এক যুবক।

ভারতীয় টেলিভিশন এনডিটিভি ও আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীরা যখন রাজঘাটের উদ্দেশে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন অনেক পুলিশের চোখের সামনেই ‘ইয়ে লো আজাদি’ বলে মিছিল লক্ষ্য করে গুলি চালান এক অস্ত্রধারী। গুলি লেগে এক শিক্ষার্থী আহত হন।

গত ১১ ডিসেম্বর ভারতের সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব আইন পাসের প্রতিবাদে টানা বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে নয়াদিল্লি। ১৫ ডিসেম্বর দিল্লির জুলেইনা ও মথুরা রোডে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এই বিক্ষোভের কয়েক ঘণ্টা পর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার দুই শিক্ষার্থী আজাজ আহমদ (২০) এবং মোহাম্মদ শোয়েবকে (২৩) সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহতরা অভিযোগ করেন, পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন তারা। এমনকি তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে হাসপাতালের মেডিকো-লিগাল কেস রিপোর্টেও।

কাদিয়ানিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামছেন ওলামায়ে কেরাম। আজ ২ ফেব্রুয়ারি (রোববার) কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাক কার্যালয়ে শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের এক বৈঠক থেকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বৈঠকে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাদিয়ানিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে চলতি বছরের ৫ সেপ্টেম্বর রাজধানী ঢাকায় স্মরণকালের বৃহত্তম গণসমাবেশের আয়োজন করা হবে।

এর আগে সকল বিভাগীয় শহরে একটি করে মহাসম্মেলন করা হবে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার করা হবে ‘আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওত বাংলাদেশ’-এর ব্যানারে।

সংগঠনটির বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত করে আল্লামা শাহ আহমদ শফীকে সভাপতি করে নতুন কমিটি ঘোষিত হয় ওই বৈঠকে।

বৈঠকে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ওলামায়ে কেরাম।

আল্লামা শাহ আহমদ শফীর সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেফাক সহসভাপতি মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, মুফতি ওয়াক্কাস, মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা আতাউল্লাহ ইবনে হাফেজ্জী হুজুর, বেফাক মহাসচিব মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।

শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম ভাঙিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পের 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' মূলত ইসলাম বিদ্বেষী ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছেন রুশ মুফতি পরিষদের পরিচালক নাফিকুল্লাহ আশিরোভ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' নামে কথিত যে শান্তি পরিকল্পনা তা প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় এ মুসলিম সংগঠন।

শনিবার (০১ ফেব্রুয়ারি) মস্কোয় দেয়া এক বক্তব্যে এ সব বলেন তিনি। খবর পার্সটুডের।

তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইহুদিবাদী ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে তড়িঘড়ি করে এ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন।

আশিরোভ বলেন, 'ডেমোক্র্যাটরা যখন মার্কিন কংগ্রেসে ট্রাম্পকে ইমপিচ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ট্রাম্প চরম রাজনৈতিক বেকায়দায় রয়েছেন তখন এ পরিকল্পনা ঘোষণা করা হলো।'

এ ছাড়া ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীও আদালতে তার বিরুদ্ধে চলমান দুর্নীতির মামলা নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছেন। রুশ মুফতি পরিষদের প্রধান বলেন, 'ফিলিস্তিনি জাতি কখনও তাদের স্বার্থবিরোধী ও ইসলামবিদ্বেষী এ পরিকল্পনা মেনে নেবে না।'

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত ২৮ জানুয়ারি ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের নাম করে 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

তবে এতে ফিলিস্তিনের আল-কুদস বা জেরুজালেম শহরকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের অবিভক্ত রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মরুভূমির পঙ্গপালের হানায় অতিষ্ঠ পাকিস্তানের পাঞ্জাবের একটি বৃহৎ অংশ। মাঠের পর মাঠ ফসল ধ্বংস করে দিচ্ছে মরুভূমির পঙ্গপাল।

সমস্যা পিছু ছাড়ছে না ইমরান খান সরকারের। একটার পর একটা সমস্যা লেগেই রয়েছে। অন্য কিছু নয়, এবার খোদ পঙ্গপালের হানায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পাকিস্তানবাসীর।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের মার্চে পাকিস্তানে প্রথম পঙ্গপালের আক্রমণ হয়েছিল। পরে তা সিন্ধু, দক্ষিণ পাঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখাওয়ায় কমপক্ষে ৯ লাখ হেক্টর জমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধ্বংস করে দেয় মাঠের ফসল। গাছের ফলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে কয়েক কোটি রুপির ক্ষতির মুখে পড়ে দেশটি।

তথ্যসূত্র: এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ডন

অবৈধভাবে দখলকৃত কাশ্মীরে উপত্যকার স্বাধীনতাকামীদের গ্রেনেড হামলায় ভারতীয় দুই সন্ত্রাসীসহ চার জন আহত হয়েছে।

গত রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) সকালে শ্রীনগরের লালচকে ওই গ্রেনেড হামলা চালানো হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, শ্রীনগরের লালচকের প্রতাপ পার্কে ভারতীয় বাহিনীদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীরা। অতর্কিত হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সেনারা। সেই সুযোগ নিয়েই হামলাকারী স্বাধীনতাকামীরা সেখান থেকে চলে যায়।

ইনসাফের জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন দিল্লির জওহেরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়- জেএনইউয়ের সাবেক ছাত্র শারজিল ইমাম। ভারতের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে আয়োজিত শাহিনবাগ প্রতিবাদ মঞ্চে অন্যতম উদ্যোক্তা তিনি। ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়– দেশের মানুষের সর্বনাশের কথা ভেবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। ওই ডাকে সাড়া দিয়েছেন বহু মানুষ। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শাহিনবাগের প্রতিবাদ মঞ্চ এখন ছড়িয়ে পড়েছে ভারতজুড়ে। এখন গোটা ভারত যেন শাহিনবাগ। স্বাধীনতার পর এমন প্রতিবাদ দেখেনি গোটা ভারত। এই প্রতিবাদে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা। প্রতিবাদের উদ্যোক্তা শারজিল ইমামকে গত

মঙ্গলবার বিহারের জেহানাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে নিয়ে আসা হবে দিল্লিতে। এরপর লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ চলবে বলে জানা গিয়েছে। শারজিলের প্রথম অপরাধ তিনি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন। দ্বিতীয় অপরাধ, তার ডাকে একত্রিত হয়েছে শাহিনবাগ। প্রতিবাদের নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে ভারতজুড়ে। তার তৃতীয় অপরাধ কী– তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কারো।

শারজিল ইমামের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে একাধিক মিথ্যা মামলা। যার মধ্যে রয়েছে দেশদ্রোহও। এ ছাড়াও বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগ রয়েছে জেএনইউয়ের এই প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে। আশ্চর্যের বিষয় হলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর দিল্লিতে প্রচারে গিয়ে স্লোগান দেন– 'দেশ কি গদ্দারোকো...' উলটো দিক থেকে বিজেপির গুণ্ডারা বলে ওঠে 'গুলি মারো শালো কো...'। কোনো পুলিশ অনুরাগ ঠাকুরকে গ্রেফতার করেনি। এমনিভাবে, আন্দোলনকারীদের কুকুরের মত গুলি করে মারা উচিত বলেও জঘন্য মন্তব্য করছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

বিজেপি নেতাদের এধরণের হাজার আপত্তিকর মন্তব্যের পরও সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী তাদের কেশাগ্র পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি।

এদিকে, গেরুয়া শিবির হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ প্রচারের নামে এখন পুরোদস্তুর হিংসার ভাষায় কথা বলছে। বিজেপি-সঙ্গ ছাড়লেও শিবসেনা গেরুয়াই রয়েছে বলে উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছে কিছু দিন আগে। কিছুদিন আগে তাঁর দল শাহিন বাগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা শারজিলের হাত কেটে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শারজিলকে গুলি করে মারার ডাক দিলেছে বিজেপি বিধায়ক সঙ্গীত সোম। ২০১৩-র মুজফফরনগরে ২০১৩-র হিংসার ঘটনায় একধিক বার নাম জড়িয়েছে এই বিধায়কের। সে শারজিল প্রসঙ্গে বলেছে, "যারা ভারত ভাঙার কথা বলে, তাদের প্রকাশ্যে গুলি করা উচিত।"

গত শনিবার দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচারণায় এসে যোগী বলেকে, 'কেউ যদি যুক্তি শুনতে না চায় তাহলে বুলেট দিয়েই তাকে বোঝাতে হবে।'

এই জাতীয় প্ররোচনার ফল কী হতে পারে, তা দেখেছে দিল্লি। শাহিন বাগের অদূরে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এক হিন্দু সন্ত্রাসী যুবক প্রকাশ্যে, এমনকি ফেসবুক লাইভে এসে, গুলি চালিয়েছে 'এই নে আজাদি' বলে।

এমনিভাবে, আরেক হিন্দু সন্ত্রাসী শাহিনবাগে ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার বিকালে 'আমাদের দেশে কেবল হিন্দুরাই থাকবে।' বলে গুলি চালিয়েছে।

সূত্র: পূবের কলম/ আনন্দ বাজার

ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী যোগী আদিথ্যনাথ দিল্লির শাহিনবাগে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর হুমকি দিয়েছে।

গত শনিবার দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচারণায় এসে যোগী বলেছে, 'কেউ যদি যুক্তি শুনতে না চায় তাহলে বুলেট দিয়েই তাকে বোঝাতে হবে।'

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের বিরিয়ানি খাওয়াচ্ছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।'

আগামী শনিবার দিল্লির বিধানভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রচারণা শুরু করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

তিনি ঘোষণা করেছেন, 'বিজেপি দেশে বিরোধীদের সঙ্গে কথা বলবে না, সরাসরি গুলি চালাবে। বিরিয়ানি নয়, বুলেট খাওয়াবে।'

পূর্ব দিল্লির করওয়ালনগর চকের সভা থেকে গেরুয়া শিবিরের এই কট্টরপন্থী নেতা দাবি করেন, যারা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছে, তারাই সাতচল্লিশের ভারত ভাগের নেপথ্যে ছিল।

তার মতে, আন্দোলকারীরা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছে না। আসলে তাদের এই আন্দোলনের একটাই উদ্দেশ্য। বিক্ষোভকারীরা চান না, ভারত বিশ্বের একটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হয়ে উঠুক।

যোগীর মন্তব্য, 'এদের পূর্বপুরুষরাই ভারত ভাগ করেছে। আর সেকারণেই তারা 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের' বিরোধিতা করছে।'

বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে দিল্লির শাহিনবাগে প্রায় একমাস ধরে অবস্থান চলছে। আইনটি বাতিলের দাবিতে মুসলিম নারীরা এ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন।

০২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২০

ভারতের ক্ষমতাসীন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দেশটির মুসলমানদের নাগরিকত্ব আইনের আওতায় এনে মিয়ানমারের স্টাইলে গণহত্যার পুনরাবৃত্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে বিশ্বকে সতর্ক করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

তিনি বলেন, “মিয়ানমারে ভারতের মতো ঠিক এটাই হয়েছিল। প্রথমে তারা নিবন্ধকরণ আইন শুরু করে মুসলমানদেরকে বাদ দেয়, এরপর তাদের গণহত্যা করে। আমি শংকিত যে, ভারতে সম্ভবত এরকমটাই হতে চলেছে।

রাজধানী ইসলামাবাদে পাক প্রধানমন্ত্রীর হাউজের ড্রয়িং রুমে আনাদোলু এজেন্সির সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি এসব কথা বলেন।

ইমরান খান বলেন, ভারতে মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইন সিএএর অধীনে ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন (এনআরসি) এর কার্যক্রম আপডেট করার পর প্রায় ৫০০ মিলিয়ন নাগরিক নাগরিকত্ব তালিকা থেকে বাদ পড়বে।

সূত্র: আনাদুলো এজেন্সি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যের কথিত শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে আরব লীগ। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) মিশরের রাজধানী কায়রোতে জরুরি বৈঠকের পর আরব লীগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস আরব লীগের এক জরুরি বৈঠকের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ট্রাম্পের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আরব দেশগুলোকে তাদের সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

শনিবার এক বিবৃতিতে আরব লীগ জানায়, এই প্রস্তাব ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যূনতম অধিকার এবং আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে না। সেই বিবেচনায় আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখ্যান করছি।

আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মার্কিন প্রশাসনকে সহযোগিতা না করার জন্যও সম্মত হয়েছেন।

এসময় তারা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পূর্বে সীমান্তের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের প্রতি জোর দেন। এছাড়া পূর্ব জেরুজালামকে ফিলিস্তিনের রাজধানী করার জন্য আহ্বান জানান তারা।

রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করার পর 'ক্রসফায়ারে'র ভয় দেখিয়ে ৪ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ৬ সদস্যের ব্যাপারে। এমন একটি সংবাদ প্রচার কনে গত ৩১ জানুয়ারি "সময়ের কণ্ঠস্বর"

উক্ত ৬ অপহরণকারী গোয়ন্দা সদস্যের মধ্যে একজন উপপরিদর্শক (এসআই), একজন সহকারি উপপরিদর্শক (এএসআই), একজন ড্রাইভার (কনস্টেবল) ও তিন জন কনস্টেবল।

গত শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মারুফ হোসেন সরদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে সামাজিক নিরাপত্তার অযুহাত দেখিয়ে বিভাগীয় তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত উক্ত ৬ ডিবি সদস্যদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হয়নি এসপি।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর নাম মো. সোহেল। তিনি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের নাজিরাবাগ হাসেম মিয়ার বাড়ি এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবারই ঢাকা জেলা পুলিশ পুলিশ সুপার বরাবর অভিযোগ করেছেন তিনি।

অভিযোগপত্রে সোহেল উল্লেখ করেন, গত ২৯ জানুয়ারি (বুধবার) আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সদরঘাট থেকে ব্যবহারের জন্য দুটি লুঙ্গি কিনে বাসায় ফিরছিলেন তিনি। সুত্রাপুর থানাধীন লালকুঠির নৌকাঘাটে পৌঁছানো মাত্র হঠাৎ করে পাঁচ-ছয়জন তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। তারা কেরাণীগঞ্জের ডিবির পরিচয় দিয়ে সোহেলকে হাতকড়া পরিয়ে নৌকায় তুলে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে নিয়ে যায়।

এরপর কেরানীগঞ্জ আলম মার্কেটের সম্মুখে রাস্তার ওপরে নিয়ে নম্বরপ্লেটবিহীন সাদা রঙের মাইক্রোবাসে তোলে সোহেলকে। একটি কালো রঙের কাপড় দিয়ে সোহেলের চোখ বেঁধে তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় তারা। সেখানে নিয়ে কাটার-প্লাস দিয়ে চেপে সোহেলের হাতের আঙুল ও নখ জখম করা হয় এবং লাঠি দিয়ে বেদম পেটানো হয় তাকে।

এক পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্র মাথায় ঠেকিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে সোহেলের কাছে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে তারা। টাকা না দিলে মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানোর, এমনকি ক্রসফায়ারে ফেলে দেয়ার হুমকিও দেয়া হয়। এরপর ভুক্তভোগী সোহেলের ব্যবহৃত সিম নং-০১৩০৯৯২১৫০৬ ও ০১৭৭০৫৪৬৫৩৩ থেকে তার পরিবারের দুটি মোবাইল নম্বরে কল করে তারা। কখনো তারা নিজেরা কথা বলে, কখনো সোহেলকে দিয়ে পরিবারের কাছে মুক্তিপণের টাকা চায়। টাকা দিলে সোহেলকে ছেড়ে দেবে, নইলে ক্রসফায়ারে দেবে বলে শাসানো হয় তার পরিবারের সদস্যদের।

এক পর্যায়ে সোহেলের স্ত্রী-বোনসহ পরিবারের সদস্যরা মুক্তিপণ দিতে রাজি হন। অপহরণকারীদের কথামতো ওই রাতেই টাকা নিয়ে সোহেলের পরিবার মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ মোড়ে যায়।

তবে সেখানে তারা দেখা না করে আবার বছিলা ব্রিজে যেতে বলে সোহেলের স্বজনদের। বছিলা ব্রিজে যাওয়ার পর সোহেলের পরিবারের তিন সদস্যকে সাড়ে চার লাখ টাকাসহ মাইক্রোবাসে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। টাকা নিয়ে রাত সাড়ে ১১টার দিকে তারা বিভিন্ন কাগজে সই নিয়ে সোহেলকে শিখিয়ে দেয়া কথাবার্তা মোবাইলফোনে ভিডিও আকারে ধারণ করে।

অভিযোগপত্রে সোহেল বলেন, বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং হুমকি দিয়ে তারা বলে- এসব বিষয় ভবিষ্যতে যদি কারও কাছে প্রকাশ হয়, তাহলে আমাকে ও পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হবে। নয়তো ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলা হবে।

অভিযোগপত্রে সোহেল আরও বলেন, ডিবি পুলিশ পরিচয়দাতাদের আমি দেখলে চিনতে পারব, তাদের ভেতরে ডাকাডাকির কারণে আমি একজনের নাম রাজিব বলে জানতে পারি।

এভাবেই এই ত্বাগুতী প্রশাসন জিম্মি করে রেখেছে পুরো জনগণকে, এধরণের ঘটনাকে তারা ধামাচাপা দিতে কখনো কখনো সন্ত্রাসী বিরুধী অভিযানের আড়ালে হত্যা করা হয় নিরাপরাধ সাধারণ মানুষকে। এই দলগুলোর সদস্যরা যতটানা মানুষের কল্যানে কাজ করেছে এর চেয়ে

কয়েকগুণ বেশি সাধারণ জনগণকে হয়রানীর মাধ্যমে লুটেপুটে খেয়েছে, আর এতে যখনই তারা ব্যার্থ হয়েছে তখনই তাদের উপর চালানো হয় ক্রসফায়ার। সাধারণ মানুষকে বুঝ দিতে চালিয়ে দেওয়া হয় কথিত বন্দুক যুদ্ধের নাটক

শাম/সিরিয়ার যুদ্ধের ময়দান অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে আরো বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর টার্গেট তারা যেকোন মূল্যে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ প্রদেশ ইদলিব ও তার আশপাশের প্রদেশ কটির মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত কিছু সংখক এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

অন্যদিকে বর্তমানে মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সবচাইতে বড় লক্ষ্য হচ্ছে এই এলাকাগুলোকে রক্ষ্যা করা। কেননা এখানে বর্তমানে আশ্রয় নিয়ে আছে পুরো সিরিয়ায় বস্তুচ্যুত মজলুম মুসলিমরা। আল্লাহ নাকরুন, যদি কখনো এই এলাকাগুলো মুজাহিদদের হাত থেকে ছোটে যায়, তাহলে সেখানে আহলুস সুন্নাহর রক্ত নদী বইবে।

তাই মুজাহিদগণও তাদের সর্বাত্মক চেষ্টার মাধ্যমে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন, কিছু কিছু এলাকা হতে পিছু হটতে হলেও পরবর্তিতে তা পুণরূদ্ধার করছেন মুজাহিদগণ।

এরি ধারাবাহিকতায় গত 1লা জানুয়ারি দীর্ঘ 24 ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে মুজাহিদ গ্রুপগুলো কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী হতে 7টি এলাকা পুণরূদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। পুণরূদ্ধারকৃত এলাকা সমূহের ৪টি হচ্ছে আলেপ্পো এবং ৩টি হচ্ছে ইদলিব সিটির। এসকল এলাকার মধ্যে ৩টি এলাকাই পুণরূদ্ধার করেন আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ।

এসকল এলাকাগুলোতে মুজাহিদদের সম্মিলিত হামলায় দখলদার রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর ২১ সৈন্যসহ ইরান ও আসাদের শিয়া মুরতাদ বাহিনীর 141 এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো 120 এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য। এসময়ের মধ্যে HTS এর মধ্য হতে 2 জন মুজাহিদ শহিদী হামলাও পরিচালনা করেন।

এছাড়াও মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর 12টি ট্যাঙ্ক, 9টি bmb সামরিকযান ও 13 টিরও অধিক গাড়ি।

অপরদিকে মুজাহিদগণ প্রচুরপরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ও কতক সামরিকযান গণিমত লাভ করেন।

গত ২০১৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর বিশ্বকুফরের শক্তির কেন্দ্র, সাপের মাথা আমেরিকার ফ্লোরিডার পেনসাকোলাতে অবস্থিত ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের একটি সামরিক নৌ-ঘাঁটিতে "লোন-উলফ" হামলা চালান প্রিয় নবীর জন্মভূমি থেকে উঠে আসা ২১ বছর বয়েসী "মুহাম্মাদ সায়িদ আশ-শামরানি" নামক ইসলামের জন্য নিবেদিত অকুতোভয় এক সৈনিক।

মাজলুমদের পক্ষ হয়ে ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার পেনসাকোলাতে অবস্থিত ক্রুসেডার মার্কিন নৌ-ঘাঁটিতে পরিচালিত উক্ত সফল "লোন-উলফ" হামলায় অনেক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়। কিন্তু ক্রুসেডার আমেরিকা নিজেদের দেশেই নিজ বাহিনীর এমন লজ্জাজনক পরাজয় ও লাঞ্চনার কথা ঢাকতে হতাহতের সঠিক সংখ্যা জনসম্মুখ থেকে গোপন করে, পরে বাধ্য হয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোকে বুঝদিতে তারা নিজেদের ৪ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং ৮ সৈন্য আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে।

অতঃপর 2020 সালের জানুয়ারির শেষ দিকে উক্ত বরকতময়ী হামলার দায় স্বীকার করে একটি বার্তা প্রকাশ করেন আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ" AQAP। উক্ত বার্তায় এধরণের বরকতময়ী অভিযানের সমর্থন এবং মুসলিম যুবকদের এধরণের হামলা করতেও উৎসাহ দেওয়া হয়। সর্বশেষ ক্রুসেডারদের দেশেই তাদের ঘাঁটিতে উক্ত অভিযান পরিচালানাকারী জানবায মুজাহিদ (মুহাম্মাদ সায়িদ আশ-শামরানি) রহ. এর প্রশংসা এবং তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে দো'আ বাক্য দ্বারা বার্তাটি শেষ করা হয়।

আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণ এবং জেরুজালেম শহরের পুরোনো অংশে প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়েছে দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েলি সন্ত্রাসী বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল নিজেদের কথিত শান্তি

পরিকল্পনা ঘোষণা করার পরপরই তেলআবিব পদক্ষেপটি নিল বলে দাবি বিশ্লেষকদের। খবর মিডল ইস্ট মনিটরের।

ফিলিস্তিনের মা আন বার্তা সংস্থাকে জেরুজালেমের ওয়াকফ বিভাগের একটি আনুষ্ঠানিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে মসজিদ প্রাঙ্গণের সব দরজা বন্ধ করে দেয় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। ফলে এখন আর কেউই মসজিদটিতে প্রবেশ করতে কিংবা বের হতে পারছেন না।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আল-আকসা মসজিদ চত্বর থেকে দুজন ফিলিস্তিনি যুবককে আটক করেছে ইসরায়েলি পুলিশ। পরে তাদের বাব আল-সিলসিলা পুলিশ স্টেশনে নেওয়া হয়। আটকের পরপরই দুই যুবককে ব্যাপক মারধরও করা হয়েছিল বলে দাবি তাদের।

আল-আকসা মসজিদের প্রবেশ পথ বন্ধ করায় এরই মধ্যে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জর্ডান। মসজিদটির পবিত্রতা রক্ষায় সেখানকার সব দরজা অবিলম্বে খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে দেশটি।

উল্লেখ্য, জেরুজালেমে অবস্থিত আল-আকসায় অভিযান ও সেখান থেকে প্রার্থনারতদের গ্রেপ্তারের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। আবার ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা মাঝে মধ্যেই সেখানে হামলা চালিয়ে আসছে। ফলে ফিলিস্তিনি মুসলিমরা নামাজ আদায়ের জন্য অধিকাংশ সময়ই সম্পূর্ণ মসজিদটি ব্যবহার করতে পারেন না।

আলহামদুলিল্লাহ, গতাকাল আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের পরিচালিত "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এবং HTS এর অনুগত মুজাহিদগণ আলেপ্পো ও ইদলিব সিটির ৫টি এলাকা পুণরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন।

এক্ষেত্রে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা অনেক ছোট হওয়া সত্যেও ৩টি এলাকা পুণরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

আলেপ্পোতে গতাকাল কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে মুজাহিদদের ময়দানে বের হওয়ার পূর্বমুহূর্তের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2020/02/02/32423/

ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু মহাসভার সভাপতি রঞ্জিত বচ্চন নিহত হয়েছে। রোববার দেশটির উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ের ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা হজরতগঞ্জে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে সে নিহত হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি'র এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বলছে, রোববার প্রাতঃভ্রমণে বের হবার পর মোটরসাইকেল আরোহী অজ্ঞাত পরিচয়ের দুই ব্যক্তি রঞ্জিত বচ্চনকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। তার মাথায় একাধিক গুলি আঘাত হেনেছে।

কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিশ্ব হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠার আগে উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল রঞ্জিত বচ্চন।

শরীয়ত বয়াতির পর এবার রিতা নামের আরেক নারী বয়াতি আল্লাহকে গালি দিয়েছে। কুরআনকে অবমাননা করে তার অপব্যাখ্যা করেছে। সম্প্রতি তার এই ভিডিওগুলো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, রিতা আদম আ. এর ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। এবং কুরআনের অপব্যাখ্যা করেও আল্লাহকে গালাগাল করে।

এর আগে শরীয়ত বয়াতি নামে আরেক বাউল শিল্পিও ধর্ম অবমাননা করেছে।

সূত্র: ইসলাম টাইমস

সীমান্তে ক'দিন পরপর ধারাবাহিকভাবে চলছে বাংলাদেশি হত্যা। এবার কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের পাখিউড়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে জামাল উদ্দিন (২০) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

গুলি করে হত্যার পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত জামাল নারায়ণপুর ইউনিয়নের কালাইয়ের চর গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, শনিবার (০১ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতে গরু আনতে কয়েকজনের সঙ্গে সীমান্ত দিয়ে ভারতের আসামের অভ্যন্তরে মন্ত্রীরচরে যান জামাল। এ সময় বিএসএফ তাদের গুলি ছুড়লে জামালের পাঁজরে লাগে। পরে তাকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যান। বিকেল ৪টার দিকে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন স্বজনরা।

স্বজনদের দাবি, গুলিবিদ্ধ জামালকে চিকিৎসার জন্য কুড়িগ্রাম সদরে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান। পরে তার মরদেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। বিএসএফ গুলিতে নিহত হয়েছেন জামাল।

নারায়ণপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সদস্য শাহাদৎ হোসেন বলেন, শনিবার ভোরে পাখিউড়া সীমান্ত পথে গরু আনতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে জামাল আহত হন। খবর পেয়ে তার বাড়িতে গেলে কাউকে পাওয়া যায়নি। বিকেল ৪টার দিকে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে পরিবারের লোকজন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে নারায়ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবর রহমান বলেন, সীমান্ত পথে গরু আনতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছেন জামাল। বিষয়টি গোপন রাখতে চেয়েছিল তার পরিবার।

কচাকাটা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন অর রশিদ বলেন, বিএসএফের গুলিতে আহত হওয়ার পর হাসপাতালে নেয়ার পথে জামালের মৃত্যু হয়। বিকেলে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন স্বজনরা।

কুড়িগ্রাম ২২ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মোহাম্মদ জামাল হোসেন বলেন, নারায়ণপুর সীমান্তের পাখিউড়া বর্ডারআউট পোস্টের (বিওপি) অধীন সীমান্তে এক রাউন্ড গুলির শব্দ পাওয়া যায়। শুনেছি এতে জামাল নামে বাংলাদেশি এক রাখাল গুলবিদ্ধ হয়।

২০২০-র পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হয়ে গেল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কিন্তু শেষমেশ রাজ্যের খাতে কোনও টাকাই বরাদ্দ করা হল না।
শনিবার দ্বিতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হল সংসদে। টাকা বিতরণী শুরু হল বেলা ১১টা থেকে। মনে অনেক আশা নিয়ে বাংলা সেই সকাল থেকে অপেক্ষায় কিন্তু টাকা আর দিলেন না। রাজ্যের খাতে কিছুই পড়ল না। একটি সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হল শুধু।

কলকাতার জাদুঘরের জন্য স্বল্প টাকা বরাদ্দ করা হল। তবে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা জানাননি অর্থমন্ত্রী। এদিকে, পূর্বের আরেক রাজ্য ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে একটি আদিবাসী মিউজিয়াম বানানো হবে বলেও জানান তিনি। কিন্তু আদিবাসী মিউজিয়ামের কাজই বা কবে থেকে শুরু হবে তাও ধোঁয়াশা।
এর মাঝেই কেন্দ্রের এই কাণ্ড দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে, নতুন নাগরিক আইন নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্যেই কি কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে এই শাস্তি দিল?

সূত্র: আজকাল

আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী তানযিম "আনসারুত-তাওহীদ" এর মুজাহিদিন সিরিয়ার দক্ষিণ ইদলিবে দখলদার রাশিয়ান বাহিনী ও মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারী যুদ্ধাস্ত্র ও মিসাইল দ্বারা হামলা চালাচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2020/02/02/32407/

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের "দাওয়াতুল ইরশাদ" কমিশনের পাকতিয়া প্রদেশের স্থানীয় কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সাধারণ আফগানীদের নিয়ে বেশ কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সভা, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও বিনোদন মূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

যেসকল প্রোগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে ইমারতে ইসলামিয়ার নতুন প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তুলা, তাদের নিকট ইসলামের সুন্দর্যতা ও তার বিভিন্ন হুকুম আহকামগুলো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা। এবং জিহাদের মত ফরজ আমলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

এরই লক্ষ্যে মুজাহিদগণ বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন-উত্তর পর্বের আয়োজন করেন, যেখানে প্রশ্ন-উত্তর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা হয়। সাধারণ মানুষ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শিখে নেয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ হুকুম আহকাম। রাখা হয় শরিয়াহ সম্মত বিনোদন মূলক খেলার আয়োজনও।

পরে এসকল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদেরকে নানাধরণের মূল্যবান পুরুষ্কার দ্বারা পুরুষ্কৃত করা হয়, এবং অন্যদেরকেও ইসলামী ইমারতের পক্ষহতে গুরুত্বপূর্ণ বই উপহার দেওয়া হয়।

নিচে, আপনারা দেখতে পাবেন উক্ত প্রোগ্রাম সমূহের কিছু দৃশ্য।

https://alfirdaws.org/2020/02/02/32402/

আল্লাহু আকবার, আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদগণ ১ ফেব্রুয়ারি আলেপ্পোর আস-সাহফিয়্যিন এলাকা দখলদার রাশিয়া ও মুরতাদ বাহিনী হতে পুনরুদ্ধার করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, উক্ত এলাকা বিজয়ের সময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক মুরতাদ ও কুফ্ফার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

পরবর্তি কোন নিউজে বিস্তারিত আসছে...

ভারতের নতুন অর্থ বছরের বাজেটে শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তার জন্যই প্রায় ৬০০ কোটি রুপি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ছিলো ৫৪০ কোটি রুপি। মূলত মোদিকে নিরাপত্তা দেওয়া স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) এর পেছনে ব্যয় হয়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার পর ১৯৮৫ সালে এই এসপিজি গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীদের নিরাপত্তা দেয়াই ছিলো এই বাহিনীর মূল দায়িত্ব। ১৯৯১-তে রাজীব গান্ধীকে হত্যা করার পর পুরো পরিবারকেই এসপিজি প্রোটেকশন দেয়া হয়।

তবে বর্তমানে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই এসপিজি-র নিরাপত্তা পায়। তিন হাজার সদস্যের এই বাহিনী তার নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকে।

মোদি সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ভারতের প্রথম পূর্ণমেয়াদের নারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গত শনিবার দেশটির সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছেন। আর সেই বাজেটে প্রত্যাশা পূরণ হল না! তাই বাজেট পেশ করার পরই মুখ থুবড়ে পড়ল দেশটির

শেয়ার বাজার।

ভারতের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মোদি সরকারের এই বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা ছিল বিনিয়োগকারীদের। কিন্তু বাজেট যে একেবারেই বিনিয়োগকারীদের খুশি করতে পারেনি, তা সূচকের দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে। বাজেট পেশ শেষ হওয়ার আগেই ৯৮৮ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স। আর নিফটি ৩০০ পয়েন্ট নেমে দাঁড়াল ১১৬৬২ পয়েন্টে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের এই বাজেট নিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা অনেকটাই ছিল। বাজেট পেশের আগেই একদফা সূচক নিম্নগামী হলেও প্রথমদিকে বাজেট ভাষণ শুরু করার পর পরই উঠতে শুরু করেছিল সূচক। সেনসেক্স দেড়শো পয়েন্টেরও বেশি উঠেছিল। কিন্তু খুব বেশি স্থায়ী হল না সেটা। ঘণ্টাখানেক পর থেকেই সূচকের পতন শুরু হয়।

সকাল ১১টা থেকে সংসদে দীর্ঘ বাজেট পেশ করতে শুরু করেন অর্থমন্ত্রী। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই শেয়ার বাজার হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করে।

০১লা ফেব্রুয়ারী, ২০২০

আল্লাহু আকবার, সিরিয়ায় আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী তানযিম "আনসারুত তাওহীদ" এর জানবায মুজাহিদগণ গত রাতে ইদলিব সিটির "তিল মার্দিখ" অঞ্চলে দখলদার রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনী ও মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে বৃহত্তর এক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত বরকতমী সফল অভিযানে দখলদার রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর ১৬ সদস্যসহ ২৬ এরও অধিক কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও উক্ত হামলায় আহত হয় আরো রাশিয়ান কতক সৈন্য সহ ৩০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন আজ ১ ফেব্রুআরি সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "হারুয়া" জেলায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা যায় যে, সোমালিয়ার "হারুয়া" জেলায় হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর বিরুদ্ধ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে ক্রুসেডার আফ্রিকান জোটের ৫ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

اللهم انصر عبادك المجاهدين

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর জানবায মুজাহিদগণ গত ৩১ জানুয়ারি দুপুর ১২ টার সময় দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "শামী-খাইল" এলাকায় পাকিস্তানী নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। যাতে কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হলেও তার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা ততক্ষণাৎ জানা যায়নি।

হামলার পরে অফিসিয়ালী বার্তার মাধ্যমে দায় স্বীকার করেন TTP এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্।

اللهم انصر عبادك المجاهدين

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আজ ১ ফেব্রুয়ারি মার্কিন কর্মকর্তাসহ দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ নিউজ এর সংবাদ মতে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "দার্কিনালী" শহরে "কাহাদান" শহরের উপপরিচালক মুরতাদ "আব্দুন নাসের হাসান"কে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এতে সে গুরুতর আহত হয় এবং তার গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় তার সাথে থাকা আরো ২ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়।

এমনিভাবে আমেরিকান ও সোমালিয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কাজ করা "আঞ্জিহ" নামক এক ক্রুসেডার অফিসারকে টার্গেট রাজধানী মোগাদিশুর "বাকারহ" বাজারে একটি অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল টার্গেটকৃত হামলায় উক্ত ক্রুসেডার গোয়েন্দা অফিসার নিহত হয়।

এছাড়াও মুজাহিদগণ রাজধানী মোগাদিশুতে আরো বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে বেশ কতক কুফ্ফার ও মুরতাদ সদস্য হতাহত হয়।

اللهم انصر عبادك المجاهدين

শাম/সিরিয়ায় চলমান যুদ্ধে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী ইদলিব ও আলেপ্পোতে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত বেশ কিছু এলাকা গত কয়েকদিনের যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছিল, যদিও উক্ত এলাকাগুলো দখলে নিতে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর হাজারেরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ আবারো কিছু কিছু এলাকা কুফ্ফার বাহিনী হতে পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় আলেপ্পো সিটির "আল-হামিরাহ" এলাকা আজ ১ ফেব্রুয়ারি পুনরুদ্ধার করেছেন, আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে ইদলিব সিটির "লুফা" এলাকাও পুনরুদ্ধার করেন HTS এর মুজাহিদগণ।

اللهم انصر عبادك المجاهدين

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর মুজাহিদগণ ১ ফেব্রুয়ারি বুর্কিনা-ফাসোতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি টহলরত দলের উপর সফল অভিযান চালিয়েছেন।

আল-হিজরাহ মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, JNIM এর মুজাহিদগণ তাদের উক্ত সফল অভিযানটি চালিয়েছেন বুর্কিনা-ফাসোর "কুম্বিংগা" অঞ্চলের তুয়েনী গ্রামের নিকটে।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় টহলরত মুরতাদ বাহিনীর ৬ সদস্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনী হকে ১টি গাড়ি, ৫টি ক্লাশিনকোভ, ১টি বিকা অস্ত্র ও ১টি কামান সহ হালকা ও ভারী অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

সরস্বতী পূজায় মদ্যপান করা ও উদ্বৃত টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দু'গ্রপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

গত বৃহস্পতিবার ৩০ জানুয়ারি রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে নিজেদের মানসম্মান ও মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বাঁচাতে শাবি সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সব পক্ষই এখন চুপ রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে বাংলা বিভাগের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজিব সরকারের কাছে মদ ও টাকা চায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক সন্ত্রাসী সুজন বৈষ্ণব। রাজিব সরকার তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। এর একপর্যায়ে তা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। হাতাহাতির ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

আরও জানা গেছে, বিজয় কুমার ও সুজন বৈষ্ণব শাখা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক নিউটন দাসের এবং রাজিব সরকার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মৃন্ময় দাস ঝুটনের অনুসারী। সুজন বৈষ্ণব এর আগে আরেক ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়।

শাখা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক নিউটন দাসের কাছে ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে সে দৈনিক আমাদের সময়কে বলেছে, 'আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।' যদিও একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, নিউটন দাস নিজেও ঘটনাস্থলে ছিল, বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে প্রতিপক্ষ কর্মীদের মারধরেরও শিকার হয় সে।'

সূত্র: দৈনিক আমাদের সময়

ঢাকায় মাদক বাণিজ্য রমরমা হয়ে উঠেছে। প্রায় এক হাজার স্পটে রাত-দিন চলছে মাদক কেনাবেচা। অলিগলি, মহল্লা পর্যায়ে অনেকটা বেপরোয়াভাবেই চলছে এ কারবার।

রাজধানীতে পাইকারিভাবে মাদক সরবরাহের ক্ষেত্রে কমবেশি ১০টি বড় সিন্ডিকেট বেপরোয়া।

এর মধ্যে মতিঝিল-ফকিরাপুল, মালিবাগ-গুলবাগ, শাহজাহানপুর, বারিধারা-গুলশান, উত্তরা, বাড্ডা-ভাটারা, মুগদা-মানিকনগর, লালকুঠিতে সরবরাহকারীরা বেচাকেনার শীর্ষে রয়েছে। এসব সিন্ডিকেট বিগত সাত দিনে অন্তত ৫ কোটি টাকার মাদক আমদানি করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে।

বেশ কয়েকজন গডফাদার বিভিন্ন অভিজাত ভবনে রীতিমতো অফিস-চেম্বার সাজিয়ে ইয়াবা ও ফেনসিডিলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এ ছাড়া রাজধানীর মোহাম্মদপুর, পল্লবী, কালশী, জেনেভা ক্যাম্প, কমলাপুর রেলস্টেশন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, চানখাঁরপুল, গে-ারিয়া, টিটিপাড়া, খিলগাঁও, পুরানা পল্টন, বাড্ডা, ভাটারা, বনানী, গুলশান, মতিঝিল, আরামবাগ, যাত্রাবাড়ী, দক্ষিণ বনশ্রী, ধানমন্ডি, মিরপুর, তেজগাঁও রেলবস্তি, উত্তরা, গাবতলী, কারওয়ানবাজার রেলবস্তি, রূপনগর, শাহআলী, বংশাল, চকবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় পাঁচ শতাধিক স্পটে দাপটের সঙ্গেই চলে মাদকের কেনাবেচা। আর এসব স্পট নিয়ন্ত্রণ করছে চিহ্নিত গডফাদাররা।

জানা গেছে, রাজধানীর প্রায় এক হাজার স্পটে এখন রাত-দিন চলছে মাদক কেনাবেচা। দুর্ধর্ষ আড়াই সহস্রাধিক ফেরারি আসামি এসব মাদক স্পট নিয়ন্ত্রণ করছে। পুলিশের খাতায় বছরের পর বছর ধরে ‘পলাতক’ এই আসামিরা ফেনসিডিল, ইয়াবা, হেরোইন ও মদের স্পট বানিয়ে প্রকাশ্যে বেচাকেনা করছেন। সূত্র জানায়, সোর্স পরিচয়ধারী ব্যক্তিরাই রাজধানীর দাপুটে মাদক ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, তারা মাঝেমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী মাদক ব্যবসায়ী দু-চারজনকে গাঁজা, ইয়াবা, ফেনসিডিলসহ ধরিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যবসা নিরাপদ রাখে।

বেশ কয়েকটি থানার সন্ত্রাসী এসআই-এএসআই পদমর্যাদার কর্মকর্তার হাত ঘুরেও মাদকের সরবরাহ যায় খুচরা বাজারে। মাদক বাণিজ্যে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে এরই মধ্যে ১৭ পুলিশ সদস্য আটক হয়েছেন, বিভাগীয় শাস্তিও পেয়েছেন অনেকে। তবে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন ভিন্ন তথ্য। তারা বলেন, মাঝেমধ্যে লোক দেখানো অভিযান চলে সন্ত্রাসী প্রশাসনের, আটক হন ক্রেতা ও নিরপরাধ পথচারীরা। সোর্সদের মাধ্যমে পথচলা মানুষের

পকেটে ইয়াবা ঢুকিয়েও গ্রেফতার-হয়রানির অসংখ্য নজির রয়েছে। তবে বরাবরই মাদকের মূল বেপারিরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। বেপারিদের সঙ্গে মাদকের মাসোয়ারা লেনদেনের গোপন সমঝোতায় থানা, পুলিশ, প্রশাসনের দহরম-মহরম সম্পর্ক। তাই গ্রেফতার ও হয়রানিমুক্ত থাকে তারা।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

বরিশালের মুলাদী উপজেলার চর আলিমাবাদ গ্রামে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মোকলেস খান (৪০) শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এর আগে বেলা সাড়ে ১২টার হামলায় আহত হয় সে। নিহত মোকলেস খান মুলাদীর চর আলামিবাদ গ্রামের বাসিন্দা।

নিহতের ভাই খবির খান জানান, বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী কালকিনী উপজেলার মোল্লারহাট বাজার থেকে মোকলেস নিজ বাড়ি মুলাদীর চর আলামিবাদ গ্রামে ফিরছিল। পথিমধ্যে তাকে ধরে নির্জন বাগানে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। এরপর সেখানে লাঠিসোটা ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মৃত ভেবে তাকে ফেলে পালিয়ে যায় তারা।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ৮টায় মোকলেস মারা যায়।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসায় বিশেষ একটি উপাদান ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে হিন্দু মহাসভা প্রধান স্বামী চক্রপানি মহারাজ। এখনও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত না হওয়া ভাইরাসটির চিকিৎসায় গরুর মূত্র ও গোবর ব্যবহারের কথা বলেছে। ভাইরাসটি ঠেকাতে বিশেষ যজ্ঞ করার পরামর্শও রয়েছে তার। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) সে এসব পরামর্শ দিয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম আউটলুক ইন্ডিয়া।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রথম দেখা যায়। দেশটিতে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ২৫৯ জন। আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ১২ হাজার মানুষ। বিশ্বের অন্তত ২২টি দেশে এই ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেছে। ভাইরাসটির টিকা উদ্ভাবনে কাজ শুরু করেছেন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীরা। সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে গেলে তিন মাসের মধ্যে মানবদেহে এই টিকার পরীক্ষা চালানো সম্ভব হবে বলে আশা করছেন তারা।

এরই মধ্যে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল হিন্দু মহাসভার সভাপতি স্বামী চক্রপানি মহারাজ বলেন, 'গরুর মূত্র ও গোবর গ্রহণ করলে করোনা ভাইরাসের প্রভাব বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি 'ওঁম নমঃ শিবা' বলবে এবং গোবর গায়ে মাখবে তিনি রক্ষা পাবেন। করোনা ভাইরাস মারতে শিগগিরই বিশেষ যজ্ঞ করা হবে'।

হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্যের আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে বিশ্বজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

প্রসঙ্গত, হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিন্দু মহাসভা। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ১৯১৫ সালে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই গঠন করেন ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বর্তমানে হিন্দু মহাসভার কোনও প্রতীক না থাকলেও বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন প্রতীকে এই দল ভোট লড়ে থাকে এর প্রার্থীরা।

ভারতের মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) প্রতিবাদে রাজধানী দিল্লির শাহিনবাগে চলমান বিক্ষোভে গুলি চালিয়েছে এক বন্দুকধারী। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ওই চলা বিক্ষোভে ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার বিকালে এ গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ সময় বন্দুকধারীকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের দেশে কেবল হিন্দুরাই থাকবে।' এর আগে গত বৃহস্পতিবার দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভেও পুলিশের উপস্থিতিতে গুলিবর্ষণ করে এক উগ্র সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী কিশোর।

ভারতীয় সম্প্রচারমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, শাহিনবাগের বিহার সাইড ব্যারিকেড থেকে বিক্ষোভকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে দুই দফায় কপিল গুজ্জা নামের এক হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী গুলি ছোড়ে।

ভারতে সিএএ পাস হওয়ার পর থেকে দিল্লির শাহিনবাগে টানা দেড় মাসজুড়ে চলা বিক্ষোভের কারণে কার্যত এক পাশের রাস্তা বন্ধ রয়েছে। নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবিতে সেখানে বিপুল সংখ্যক নারীরা টানা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন।

ভারতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভি-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার শাহিনবাগের ঘটনার আগে গত বৃহস্পতিবার দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি ছোড়ে ১৯ বছরের এক সন্ত্রাসী যুবক। 'আজাদি চাই; এই নে আজাদি' বলেই সেখানকার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, আটকের সময় 'জয় শ্রীরাম' বলে স্লোগান দিচ্ছিল ওই বন্দুকধারী। তার দাবি, ভারতে শুধু হিন্দুরাই থাকবে।

উল্লেখ্য, শাহিনবাগের অবস্থান কর্মসূচি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই কড়া ভাষায় কথা বলেছেন বিজেপি নেতারা। কেন সেখানে দিনের পর দিন রাস্তায় বসে বিক্ষোভ চলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তারা। তাদের কেউ কেউ দিল্লির বিধানসভা ভোটে বিজেপি জিতলেই আন্দোলনকারীদের সেখান থেকে হটিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। দিল্লির আসন্ন নির্বাচনেও ইস্যু হয়েছে শাহিনবাগের সিএএ-বিরোধী বিক্ষোভ। কেউ কেউ তাদের কুকুরের মত গুলি মারা উচিত বলে জঘন্য মন্তব্য করেছে।

দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচারে এসে বিতর্কিত ভাষণ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ভাষণে তাঁর সরাসরি নিশানা ছিল শাহিনবাগ। সেই প্রসঙ্গেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিল, 'দেশকে গদ্দারো কো...' সভায় উপস্থিত হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'গোলি মারো সালো কো'।

রাজশাহীর খরচাকা সীমান্ত থেকে পাঁচ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসী বিএসএফ। তারা পেশায় সবাই জেলে বলে জানা গেছে। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে মাছ ধরার সময় তাদেরকে পবার খরচাকা সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বিজিবির রাজশাহী-১ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ফেরদৌস জিয়াউদ্দিন মাহমুদ জানিয়েছেন।
ওই পাঁচ জন হলেন- রাজন মিয়া, শাহিন মিয়া, দোয়েল মিয়া, কাবিল মিয়া ও রফিকুল ইসলাম। তাদের সবার বাড়ি রাজশাহীর উপজেলার গহমাবোনা গ্রামে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বিজিবি-১ এর রাজশাহী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ফেরদৌস

জিয়াউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘শুক্রবার সকালের দিকে ওই এলাকার অনেক জেলে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যায়। তখন বিএসএফের ৩৫ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তাদের মধ্যে থেকে পাঁচ জনকে ধরে নিয়ে গেছে বলে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ফেরত আসা জেলেরা জানিয়েছেন। জেলেদের আটক করা নিয়ে তাদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।’

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের বক্তব্যই তাতিয়ে তুলেছে রামভক্ত গোপালকে। বৃহস্পতিবার জামিয়ার পড়ুয়াদের মিছিলে গুলি চালায় এক যুবক। সেই ঘটনা ঘিরেই তোলপাড় গোটা দেশ। ঘটনার যথাযথ তদন্তের আবেদন জানিয়ে দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখেছে আপের আইনি শাখা। চিঠিতে আপ দাবি জানিয়েছে, দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচারে এসে বিতর্কিত ভাষণ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ভাষণে তাঁর সরাসরি নিশানা ছিল শাহিনবাগ। সেই প্রসঙ্গেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিল, ‘দেশকে গদ্দারো কো…’ সভায় উপস্থিত হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা চেঁচিয়ে বলতে থাকে, ‘গোলি মারো সালো কো’। রীতিমতো হিংসা ছড়াতে উস্কানি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেই ভাষণের পরই শাহিনবাগে বন্দুক হাতে পৌঁছে গিয়েছিল এক হিন্দু সন্ত্রাসী । আর তারপরই ঘটে জামিয়ার পড়ুয়াদের মিছিলে গুলি ছোড়ার ঘটনা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাষণের কারণেই পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি ছোড়ার সাহস পেয়েছে রামভক্ত গোপাল। এমনটাই দাবি আপের। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্য করে ‘ইয়ে লো আজাদি’ বলে গুলি চালিয়েছে অভিযুক্ত ওই যুবক। পাশে পুলিশ থাকলেও নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় পুলিশকে। পরে তার অপরাধ ধামাচাপা দিতে ওই যুবককে নাবালক ছিল বলে প্রচার করা হয়।

এমনকি, জামিয়ায় পড়ুয়াদের উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীকে সম্মানিত করবে বলেও ঘোষণা দিয়েছে সন্ত্রাসী দল হিন্দু মহাসভা।

একই সঙ্গে তাঁরা আরো ঘোষণা করেছে, ওই হামলাকারীর সমস্ত আইনি খরচ জোগাবে হিন্দু মহাসভা।

ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথিত ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি প্রত্যাখ্যান করে ফিলিস্তিন ও ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বের নানা দেশ ও অঞ্চলে গণ-বিক্ষোভ, নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিরা ‘ক্রোধের শুক্রবার’ কর্মসূচি পালন করেন। গাজায় ফিলিস্তিনিরা জুমার নামাজ আদায়ের পর বিক্ষোভ মিছিল বের করেন এবং মার্কিন ও ইসরায়েল-বিরোধী নানা স্লোগান দেন।

এদিন ইয়েমেনের রাজধানী সানা ও উত্তরাঞ্চলীয় শহর সা’দা শহরসহ দেশটির প্রায় সব কয়টি শহরে ডিল অব দ্য সেঞ্চুরির বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ হয়েছে। এসব গণ-বিক্ষোভে লাখ লাখ ইয়েমেনি নাগরিক অংশ নেন। বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও ট্রাম্পের কথিত ডিল অব দ্য সেঞ্চুরির তীব্র নিন্দা জানান।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বর্ণবাদী চুক্তি ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি উন্মোচন করেন। বিতর্কিত এই শান্তি পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিমদের প্রথম কেবলা ঐতিহাসিক জেরুজালেমের আল-কুদস শহর ইসরায়েলের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অধিকৃত পশ্চিম তীরের একাংশ জর্ডানের এবং অবশিষ্ট অংশ চলে যাবে ইসরায়েলে।